



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

টেলিফোন : ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮, ফ্যাক্স : ৯১১০৬৩৮

ই-মেইল : dioinfocom.bd@gmail.com

ওয়েব-সাইট : www.infocom.gov.bd



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

টেলিফোন : ৮৮-০২-৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০ ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯১১০৬৩৮

ই-মেইল : diainfocom.bd@gmail.com, ওয়েব-সাইট : www.infocom.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

পরিকল্পনা, গ্রহণ ও সম্পাদনা : তথ্য কমিশন

সহযোগিতায় : কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল : ১৫ মার্চ, ২০১২

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচীপত্রের সারণী	iii-vi
	মুখবন্ধ	vii
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে তথ্য কমিশনের সাক্ষাৎকার	ix
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তথ্য কমিশনের সাক্ষাৎকার	xi
	তথ্য কমিশনে সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভা	xiii-xix
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	xxi-xxvi
অধ্যায় ১ :	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা	১-৬
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	০৩
১.২	সার্কভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি	০৪
১.৩	কমিশনের জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	০৪
১.৪	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	০৪
অধ্যায় ২ :	তথ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি	৭-১৮
২.১	তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৯
২.১.১	গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ	৯
২.১.২	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের করণীয়	১০
২.১.৩	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কর্তব্যসমূহ	১০
২.১.৪	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ও তথ্য প্রদান পদ্ধতি	১১
২.১.৫	তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য ও জনগণের ক্ষমতায়ন	১১
২.১.৬	তথ্য প্রদানে অনুসরণীয় ব্যতিক্রমসমূহ	১২
২.১.৭	তথ্য কমিশনের ক্ষমতা	১৪
২.১.৮	তথ্য কমিশনের কার্যাবলী	১৪
২.১.৯	আপীল আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি	১৫
২.১.১০	তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি	১৫
২.১.১১	জরিমানা আরোপ ও আদায়	১৬
২.২	তথ্য অধিকার আইনের বিশেষত্ব	১৬
২.৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক বিধি/প্রবিধানমালা জারী	১৭
অধ্যায় ৩ :	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	১৯-৮৪
৩.১	জনঅবহিতকরণ সভা	২১
৩.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	২১
৩.৩	জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	২১
৩.৪	মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সাথে তথ্য কমিশনের মতবিনিময় সভা	২২
৩.৫	তথ্য কমিশনের সার্ভার স্টেশন স্থাপন	২২
৩.৬	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন	২২

৩.৭	তথ্য কমিশন আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার তৎপরতা	২৪
৩.৮	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	২৮
৩.৯	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ	২৯
৩.১০	তথ্য কমিশনের কর্মতৎপরতা (অভ্যন্তরীণ)	২৯
	ক. প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির	২৯
	খ. তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের	৩৭
	গ. তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	৫৪
	ঘ. সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার	৬৬
৩.১১	তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাগণের কর্মতৎপরতা (আন্তর্জাতিক)	৬৯
	ক. প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির	৬৯
	খ. তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	৭৩
	গ. সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার	৭৮
৩.১২	তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা (গ্রামীণ ফোন, রবি, জনতা ব্যাংক)	৭৯
৩.১৩	তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড	৮২
	ক. ইউএসএআইডি/ প্রগতি	৮২
	খ. আর্টিকেল ১৯	৮৩
	গ. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	৮৩
	ঘ. ম্যানেজমেন্ট এণ্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)	৮৪
	ঙ. সোসাইটি ফর মিডিয়া এন্ড সুইটেবল হিউম্যান কমিউনিকেশন টেকনিকস্ (সমষ্টি)	৮৪
	চ. বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই)	৮৪
অধ্যায় ৪ : তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি		৮৫-১২৪
৪.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ও প্রকৃতি	৮৭
৪.২	প্রত্যাখ্যাত আবেদনসমূহ	৮৯
৪.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা	৮৯
৪.৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৮৯
৪.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৮৯
৪.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৮৯
৪.৭	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৯০
৪.৮	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের বিশেষণ ও ৪টি কেস স্টাডি	৯০
৪.৯	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি মন্ত্রণালয়	৯৭
৪.১০	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি জেলা	৯৭
৪.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি এনজিও	৯৮
৪.১২	এনজিও কর্তৃক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার (কেসস্টাডি ও অন্যান্য রিপোর্টসমূহ)	৯৮
৪.১২.১	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	৯৮
৪.১২.২	ব্র্যাক	১০০
৪.১২.৩	রিইব	১০১
৪.১২.৪	নাগরিক উদ্যোগ	১০৩
৪.১২.৫	ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই)ঃ	১০৫
৪.১২.৬	নিজেরা করি	১০৬

৪.১৩	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	১০৭
৪.১৩.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের বিশ্লেষণ	১০৭
৪.১৩.২	জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের বিশ্লেষণ	১০৮
৪.১৩.৩	বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের বিশ্লেষণ	১০৯
৪.১৪	মৌখিক তথ্যের বিশ্লেষণ	১১০
৪.১৫	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১১১
৪.১৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব সমূহ	১১১
৪.১৬.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব	১১১
৪.১৬.২	জেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব	১১৯
৪.১৬.৩	এনজিওসমূহ হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব	১২০
৪.১৭	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	১২১
৪.১৮	তথ্য কমিশনের সমন্বিত সুপারিশমালা ও সংস্কার প্রস্তাব	১২২
৪.১৯	উপসংহার	১২৩
অধ্যায় ৫ : তথ্য অধিকার বিষয়ক জন অবহিতকরণ সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর		১২৫-১৪৬
৫.১	তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক সংকলিত	১২৭
৫.২	তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম কর্তৃক সংকলিত	১৩১
৫.৩	সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার কর্তৃক সংকলিত	১৪৩
অধ্যায় ৬ : মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশ্নোত্তরসমূহ		১৪৭-১৭২
অধ্যায় ৭: পরিশিষ্টসমূহ		১৭৩-৪২৪
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১৭৩
খ.	দায়েরকৃত অভিযোগের সিদ্ধান্তপত্র	১৭৭
গ.	ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগ ও সিদ্ধান্তের কারণ	২০৭
ঘ.	মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন	২২৯
ঙ.	জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন	২৫৯
চ.	এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন	২৯৩
ছ.	সরকারী বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের ইংরেজী সার-সংক্ষেপ	৩০৫
জ.	সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহ	৩১৭
ঝ.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	৩৪৩
ঞ.	সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভার বিস্তারিত বিবরণী	৩৪৭
ট.	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০	৩৬৫
ঠ.	তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১	৩৭১
ড.	তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১	৩৭৯
ঢ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরম সমূহ এবং জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলা সমূহের ম্যাপ ও অন্যান্য তথ্যাদি	৪১৭-৪২২

মুখবন্ধ

বর্তমান সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার অর্জন, বাক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিফলন হিসাবে সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পর হতে কমিশন আইনটি বাস্তবায়নে ও এর সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে কমিশন তার কাজে কর্মে তথ্য প্রত্যাশী জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ব্যক্তিগত, দাপ্তরিক বা সামাজিক প্রয়োজনে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে এ আইনটি ব্যবহার হচ্ছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য এ আইনের আলোকে একজন সরকারী কর্মকর্তাকে জরিমানাও করা হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। তবে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি চর্চার কারণে অতি দ্রুত তথ্য অধিকার আইনটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। এতদসত্ত্বেও এ আইন বাস্তবায়নে ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের সরকারী দপ্তর, বে-সরকারী সংস্থা, গণমাধ্যম, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ যেভাবে আন্তরিকভাবে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে সেজন্য তথ্য কমিশনের পক্ষ হতে তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন অর্জন এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড, মতামত ও সুপারিশমালা নিয়ে তথ্য কমিশন ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা তথ্য ও পরামর্শ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে কমিশনকে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। দু'জন তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম-এর আন্তরিক সহায়তা ছাড়া এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। কমিশন সচিবালয়ের প্রধান তথা সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এ প্রতিবেদন প্রকাশে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে শ্রম ও মেধা দিয়ে অবদান রেখেছেন সেজন্য তাঁর প্রতি ও তাঁর টিমের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করি এ প্রতিবেদন তথ্য কমিশন ও এর কর্মকাণ্ড, এর সীমাবদ্ধতা, তথ্য অধিকার আইন ও এর বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন



মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিলুর রহমানের নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করছেন প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির। উপস্থিত আছেন তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার।



গত ০৩-২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, তথ্য কমিশনারগণ ও সচিবগণ।



গত ১০-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, এলজিডি সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার ও এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান।



গত ১৭-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, তথ্য কমিশনারগণ ও সচিবগণ।



গত ২৮-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনারগণ ও সচিবগণ।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম বিবেচনা করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ করেছে। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি-হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই এই আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে এবং এ আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন পাশ করার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ও এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। সরকারের এই আন্তরিক সদিচ্ছা ও সাহসী উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের তথা সরকারের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা বেসরকারী সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি জনগণের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারার আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারেও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার মাধ্যমে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি দেশবাসীকে অবহিত করা হবে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাজক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করার এবং ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারী ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানী আদালতের মত তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন কোন কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী জারি করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং ইনভেস্টিংএর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহকে নিজ উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও জনগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রচারের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ জারী করা হয়। এছাড়া কমিশনের অভিযোগ নিষ্পত্তির গাইডলাইন হিসাবে তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ এবং তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে জারি করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালাসমূহ সারা দেশের সরকারী দপ্তরসমূহে অনুসরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের বার্তা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং আইনের সুফল ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য কমিশন সারা দেশে দাপ্তরিক প্রধান, এনজিও প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সারা দেশে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করেছে। পাশাপাশি তথ্য প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যাতে যথাযথভাবে আইনটি অনুসরণ করে তথ্য প্রদান করতে পারেন এবং জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারেন সেজন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করেছে। সারা দেশে ৫১ টি জেলায় এরূপ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে ২২৯৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ১০ হাজারের অধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যাদের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। নিজস্ব তথ্য সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সর্বদা তথ্য কমিশনকে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। তথ্য কমিশন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ, সচিব ও কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিশনকে সঠিকভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও কর্পোরেট সংস্থাও তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদসংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এবং তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত সংস্কার প্রস্তাব প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারী-বেসরকারী সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা, সরকারী চাকরি, প্রশাসন ও মামলা মোকদ্দমা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিবিধ বিষয়াদি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১১ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৭৮০৮ টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৭৬৭১ টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৩৭ টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৮.২৫% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের হার ১.৭৫%। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৭৮০৮ টি আবেদনের মধ্যে ৭১১৬ টি আবেদনের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৭.৫৪%। ১০৪টি (১.৩৩%) আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং ৮৮ টি (১.১৩%) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অধিকাংশ আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করায় আপীলের সংখ্যাও খুবই কম। তথ্য প্রদান না করায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রতিবেদন তথ্য কমিশনে পাওয়া যায়নি। তবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের পর শুনানী অস্ত্রে একজন কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৪৪ টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয়। ৬০ টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় কমিশনের সভায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ আমলে গ্রহণ না করার কারণ পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় ২০১১ সালে সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ মোট ২০,১৫,৮৩২ টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। তথ্য অধিকার আইন জারীর পর বাংলাদেশ

পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাচিত তথ্য সরবরাহ করে সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ মোট ১৯,৮৯,০০০ টাকা আদায় করেছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেনি। এক্ষেত্রে যাচিত তথ্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহযোগ্য ছিল কিনা তা পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

সারা দেশে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ ৫ টি মন্ত্রণালয় হচ্ছে (ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারী কর্ম কমিশন (১৮৩১ টি) (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় (৫৯৮ টি), (গ) অর্থ মন্ত্রণালয় (৩৫৭ টি), (ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (৬০ টি), (ঙ) তথ্য মন্ত্রণালয় (১৮ টি)। সর্বোচ্চ আবেদনপ্রাপ্ত ৫ টি জেলা হচ্ছে (ক) কুমিল্লা (১৯২১ টি), (খ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১০৬২) টি, (গ) রংপুর (৫২৩ টি), (ঘ) নওগাঁ (৩০২ টি) ও (ঙ) রাঙ্গামাটি (২৫৩ টি)। বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ আবেদনপ্রাপ্ত ৫ টি সংস্থা হচ্ছে (ক) সোসাইটি অব রেনেসাঁ (৪২ টি), (খ) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি) (২৫টি), (গ) ব্র্যাক (১৮ টি) ও (ঘ) ওয়েভ ফাউন্ডেশন (৭ টি) ও (ঙ) সচেতন সাহায্য সংস্থা (৬ টি)।

তথ্য কমিশন ২০১১-১২ অর্থবছরে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭২০.৭৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০১১ সালের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ৭৩.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারী সংস্থার নিকট হতে তথ্য কমিশন যেসকল সুপারিশ পাওয়া গেছে তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে কর্মকর্তাগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার লক্ষ্যে প্রধান তথ্য কমিশনার/তথ্য কমিশনার/সচিবকে উপস্থিত থেকে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং এসব সভায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করা;
- তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ছক ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা তৈরির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;
- তথ্য অধিকার আইনটি সর্বস্তরের জনগণের কাছে সহজবোধ্য ভাবে পৌঁছানো এবং সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান কতৃক যথাযথভাবে অনুসরণ, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- তথ্য সরবরাহকারী এবং তথ্য গ্রহীতা সবার জন্য এ আইনের প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করা;
- আইনের কতিপয় সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করা ও আইনের কতিপয় বিধান সংশোধন করে আবেদনে তথ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য উল্লেখ থাকার বিধান করা;
- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিকৃত করে প্রকাশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা;
- শাসনব্যবস্থার অন্যান্য বিষয়ের সাথে আইনটির সামঞ্জস্যতা নিয়ে আসা;
- নতুন আইন হওয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে আইনের বার্তা পৌঁছে দিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ;
- হয়রানিমূলক বা দুর্বোদ্ধ ও অহেতুক তথ্য চাহিদাকে নিরুৎসাহিত করা এবং আইনের অপপ্রয়োগ রোধ করা;
- তথ্য প্রদানের জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখা;
- তথ্য প্রত্যাশী ও তথ্যপ্রদানকারীসহ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও ইতিবাচক প্রচারণা চালানো;
- পাঠ্যপুস্তকে ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে তথ্য অধিকার আইনকে অন্তর্ভুক্ত করা;

- সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের লালিত বিদ্যমান গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের একটি গাইডলাইন ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি পরিপত্র জারি করা;
- স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ জোরদার করা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিদ্ধান্তসমূহ ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা;
- তথ্য কমিশনকে সচিবালয় ব্যাকবোন লাইনের সাথে ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত করা;
- সকল ক্ষেত্রে ইউনিকোড ব্যবহার করা;
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সাথে Grievance Redress System সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রতিটি সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত অফিসের দৃশ্যমান স্থানে 'তথ্য প্রদান শাখা' স্থাপন করা সহ সেখানে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন/নিয়োজিতকরণ;
- প্রশাসনিক বিভাগ পর্যায়ে তথ্য কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন;
- আইন বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করা;
- বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া ও জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা;
- প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা কতৃক তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অফিস সরঞ্জামাদি ও আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করণ;
- জনগণের তথ্য জানার অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতি বছর ১ জুলাই তারিখে র্যালি, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করার মাধ্যমে সরকারীভাবে “তথ্য অধিকার দিবস” উদযাপন করা;
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ছাপানো ফরম সরবরাহ করা;
- প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশনের ঠিকানা সম্বলিত বোর্ড টাঙ্গানো নিশ্চিত করা;
- আইনটি জনপ্রিয় করতে গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড যেমন, গণ নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা এবং পোস্টার, লিফলেট, বিল বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা চালানো ; ইত্যাদি ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে যেসকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়েছে তন্মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি/সীমাবদ্ধতা, তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণার অপরিপূর্ণতা, সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অভাব, তথ্য অধিকার আইন চর্চার ক্ষেত্রে অনীহা ও দুর্বলতা, সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে অনীহা, তথ্য সংরক্ষণের অপরিপূর্ণ ব্যবস্থা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ ও বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনা করে তথ্য কমিশন কতিপয় সমন্বিত সুপারিশমালা ও সংস্কার প্রস্তাব পেশ করছে ।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যম বিভিন্ন পন্থায় প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে । প্রান্তিক জনগণ কর্তৃক এ আইন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে ।

ডিজিটাল এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এই দুইটি আইন মূল অনুঘটক বিধায় তথ্য অধিকার আইনকে সরকারের তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত তথ্য প্রযুক্তি তথা তথ্য সেবা কেন্দ্রসমূহকে তথ্য কমিশনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে জনগণকে তথ্য অধিকার বিষয়ক সেবা প্রদান করা যেতে পারে। সরকারী সকল তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইনটি ও তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সরকারী প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষণের মাধ্যমেও জনগণকে সঠিক তথ্য সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, প্রশাসন যন্ত্রের স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি রোধে নেতৃত্বের বিকাশ এবং জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন সহায়ক বিধায় দুর্নীতি দমন আইন ও তথ্য অধিকার আইনকে পারস্পরিক সহযোগী ভূমিকায় আনা যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের সাথে যে সকল আইন (বিশেষত অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩, বিভিন্ন বিজনেস রুলস) সাংঘর্ষিক সেগুলি সংস্কারের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সহজ সাধ্য করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে নাটক, লোক সংগীত, আঞ্চলিক সংগীত, বিজ্ঞাপন, টক শো প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে আইনটি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা প্রয়োজন।

পাশাপাশি তথ্য সারা দেশে জেলা উপজেলা পর্যায়ে এ আইনের ওপর আলোচনা, র‍্যালী আয়োজন করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন করে জনসাধারণকে আইনটি ব্যবহার করার ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে তথ্য অধিকার ক্যাম্প আয়োজন করা যেতে পারে। তথ্য কমিশনের জনঅবহিতকরণ সভা উপজেলা পর্যায়ে আয়োজন করা প্রয়োজন। প্রতি জেলায় একজন করে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পরামর্শক নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ একাডেমীতে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সাংবাদিক সমাজকেও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ কিংবা প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

আইন জারির দুই বছর পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা আইন লঙ্ঘন ও আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের শামিল। কাজেই যেসকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা অনুসারে সকল দপ্তর কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কার্যক্রম নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করে এর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করা প্রয়োজন। তথ্য প্রাপ্তির সময়সীমা কমিয়ে আনা, আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পর্কে স্পষ্টতা আনয়ন, তথ্য না প্রদান সংক্রান্ত তালিকা হ্রাস করা, সরকারী অনুদান ও ভর্তুকী গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা, আইনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, তথ্য কমিশনের জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনটি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন এবং তথ্য অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে এটি সম্পর্কিত বিধায় এটি একটি রাজনৈতিক অধিকার। তথ্য অধিকার আইন প্রশাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় থেকে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও তথ্য কমিশন এখনো শাসন ব্যবস্থার মূল ধারার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখনো গড়ে উঠতে পারেনি এবং তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বিশেষ করে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ব্যক্তি, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সুফল লাভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো কার্যকর কৌশল রপ্ত করতে

পারেনি। সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, আইনটি প্রচারে প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং অপর্যাপ্ত জনবল ও পর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব প্রভৃতি তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে রয়ে গেছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে বেসরকারী সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তথ্য কমিশন সফল হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

জনগণের তথ্য অধিকার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড নিয়ে দেশবাসীর মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং কর্পোরেট সংস্থাসমূহ তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য কমিশনকে সহায়তা করে যাচ্ছে। তবে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি হওয়ায় কমিশনকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবতায় রূপ দিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা



অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করা হয়। এরূপ একটি ধারণা ও প্রতীতি থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ও এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার একটি আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাসনা থেকে সরকার এ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের তথা সরকারের, তথাপি বেসরকারী সংস্থা ও নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে জানতে হবে; এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও তথ্য অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে প্রেস কমিশন তথ্য অধিকার আইন পাশের সুপারিশ করেছিল। পরবর্তীতে ২০০২ সালে আইন কমিশন তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করে। দেশের সুশীল সমাজ, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ অনেকেই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে এবং দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার একটি প্রেক্ষিত তৈরি করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। অবশেষে ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হয় যা ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এ আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদসংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এবং তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত সংস্কার প্রস্তাব প্রভৃতি এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড, অর্জিত সাফল্যসমূহ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আলোচনা, এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কর্মকাণ্ড প্রভৃতিও এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর মাধ্যমে দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে স্বচ্ছ ধারণা ফুটে উঠবে। তথ্য কমিশনের ভবিষ্যৎ পথচলা ও এর কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ সর্বোপরি নাগরিক সমাজসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতা কাম্য।

১.২ সার্কভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতিঃ

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান সর্বপ্রথম ২০০২ সালে “Freedom of Information Ordinance, 2002” নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। কিন্তু পাকিস্তানের নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সেখানে এই আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে নেপালে ২০০৭ সালে ‘আরটিআই’ আইন প্রণীত হয়েছে এবং নেপালের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ভুটানে ২০০৭ সাল থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও এখন পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়নি। আফগানিস্তান দেরিতে সার্কভুক্ত হলেও এবং সেখানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলঙ্কা তাদের দীর্ঘদিন ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কারণে তথ্য অধিকার বিষয়ক কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেনি। মালদ্বীপে এখন পর্যন্ত আরটিআই আইন প্রণীত হয়নি। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারত ২০০২ সালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করে। পরবর্তীকালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০২ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্ছৃতি দূর করে ২০০৫ সালে ভারতে তথ্য অধিকার আইন জারি করা হয়।

বাংলাদেশ ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সর্বসম্মতিক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে বিশ্ব দরবারে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আইন সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ সকল মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

১.৩. তথ্য কমিশনের জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি :

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর নিয়ে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যালয় চলমান রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ২০১০ সালে ০.৩৫ একর জমিসহ এফ-১৭/ডি নং পটটি তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত জমির সেলামী বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ৬৩,৬৩,৬৩৭ (তেরটি লক্ষ, তেরটি হাজার, ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জমির দখল হস্তান্তর হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

১.৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা :

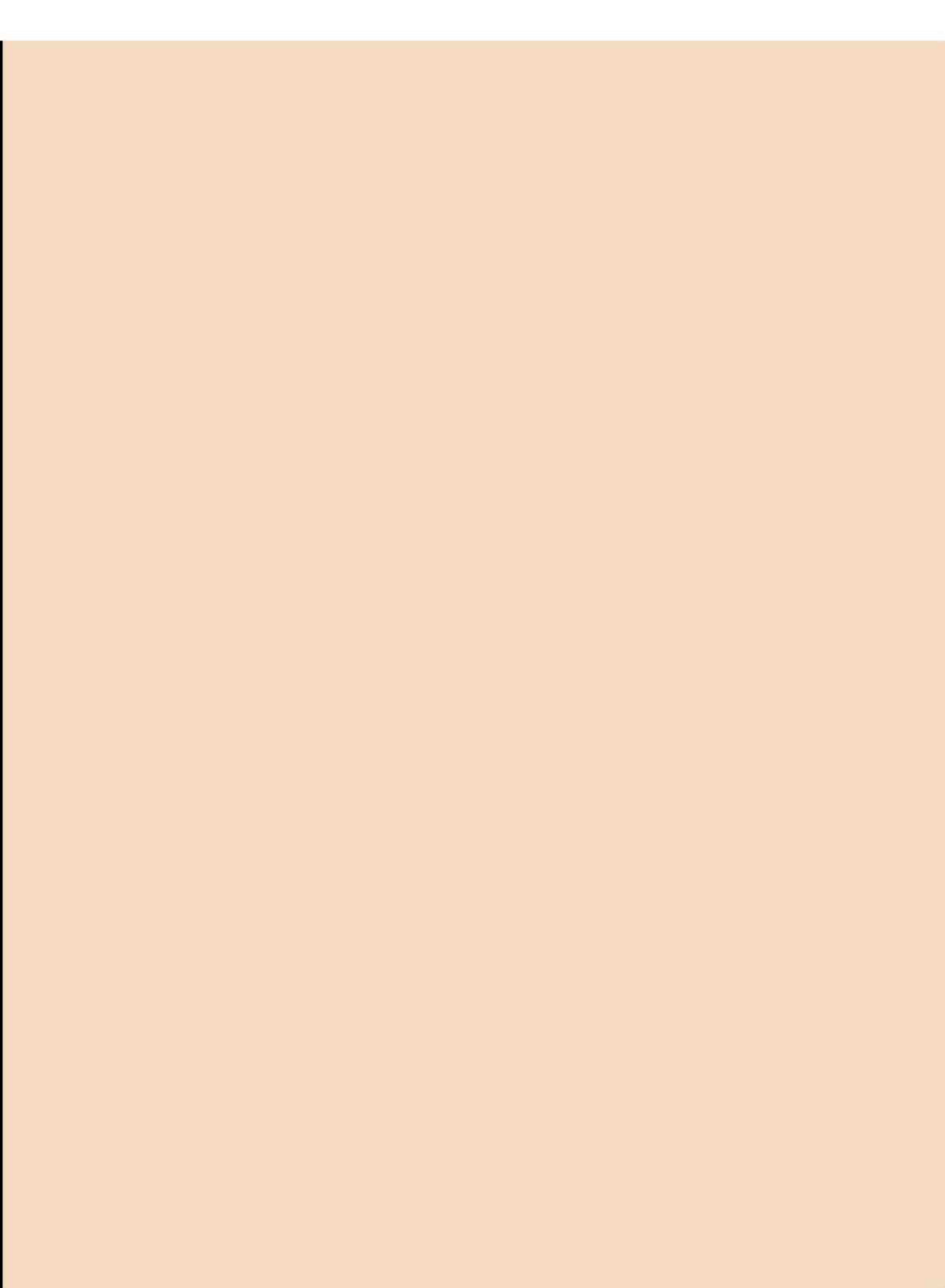
২০০৯ সালেই তথ্য কমিশনের ৭৬ জন জনবলসমৃদ্ধ টিওএণ্ডই অনুমোদন করা হয়। তৎপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং তম-প্রেস-২/সাংবাদিক-১/২০০৫(অংশ-২)/৭৮৭ তারিখ ২৭.০৭.২০১০ মাধ্যমে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়। তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ অনুমোদিত হয়ে গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ অনুসরণক্রমে কমিশনে ইতোমধ্যে ৩০ জন কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে এবং শ্রীঘাই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট ‘ক’ তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্মরত রয়েছেনঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম	পদবী
০১.	জনাব মোহাম্মদ জমির	প্রধান তথ্য কমিশনার
০২.	জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের	তথ্য কমিশনার
০৩.	অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	তথ্য কমিশনার
০৪.	জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার	সচিব
০৫.	জনাব মোঃ আব্দুল করিম	পরিচালক (প্রশাসন)
০৬.	জনাব মোঃ সাইফুলহিল আজম	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
০৭.	ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান	উপ-পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)
০৮.	জনাব মোহাম্মদ মিকাইল	প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব
০৯.	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব
১০.	জনাব সেলিম শেখ	তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব
১১.	জনাব মোঃ শাহ আলম	জনসংযোগ কর্মকর্তা
১২.	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির	এসএএস সুপার সংযুক্তির মাধ্যমে
১৩.	মোঃ গোলাম কিবরিয়া	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৪.	লাবনী সরকার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৫.	মুন্না রানী শর্মা	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৬.	মোঃ তরিকুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৭.	শরীফ আহমেদ	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা
১৮.	মোঃ মিরাজ হোসেন	অফিস সুপার
১৯.	আসমা আক্তার	লাইব্রেরিয়ান
২০.	মোঃ কহিনুর ইসলাম	হিসাব রক্ষক
২১.	শারমিন সুলতানা	উচ্চমান সহকারী
২২.	মোঃ মিজানুর রহমান	কম্পিউটার অপারেটর
২৩.	মোঃ সাজিদুল ইসলাম	কম্পিউটার অপারেটর
২৪.	মোঃ আবু রায়হান	ব্যক্তিগত সহকারী
২৫.	মোঃ তানভীর চৌধুরী	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর
২৬.	মোঃ হেলাল উদ্দিন	সহকারী হিসাব রক্ষক
২৭.	মৌ-রানী বিশ্বাস	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
২৮.	মোঃ মামুন	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
২৯.	মোঃ রেজাউল করিম	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৩০.	মোঃ ফেরদাউস	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৩১.	মোঃ সাঈদুর রহমান	গাড়ীচালক
৩২.	মোঃ সালাউদ্দিন	গাড়ীচালক

৩৩.	মোঃ ইমরান হোসেন	গাড়ীচালক	
৩৪.	মোঃ জালাল শেখ	গাড়ীচালক	
৩৫.	মোঃ আবুল কালাম	গাড়ীচালক	
৩৬.	মোঃ মোক্তার হোসেন	ডেসপাস রাইডার	
৩৭.	মোঃ রুবেল শেখ	প্রসেস সার্ভার	
৩৮.	মোঃ শহীদুল্লাহ	এমএলএসএস	সংযুক্তির মাধ্যমে
৩৯.	মোঃ জামিল হোসেন	জমাদার	
৪০.	মোঃ মাহাবুবুর রহমান	অর্ডারলি	
৪১.	শ্রী-রাজু	ক্লিনার	] দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে
৪২.	লতা রানী	ক্লিনার	

অধ্যায় - ২
তথ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি



অধ্যায় - ২

তথ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

২.১ তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহঃ

২.১.১ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ

- **তথ্য :** তথ্য অর্থ- কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- **তথ্য অধিকার :** তথ্য অধিকার অর্থ- কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার যা ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে।
- **কর্তৃপক্ষ :** কর্তৃপক্ষ অর্থ- (অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা (আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয় (ই) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা (ঋ) সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।
- **তথ্য প্রদান ইউনিট :** তথ্য প্রদান ইউনিট অর্থ- সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়।
- **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা :** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ- তথ্য সরবরাহ করার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন জারির ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ করবে এবং নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স, নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হতে সহায়তা চাওয়া হলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন।
- **তৃতীয় পক্ষ :** তৃতীয় পক্ষ অর্থ- তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।
- **আপীল কর্তৃপক্ষঃ** আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থ- কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

২.১.২ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের করণীয় :

- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সূচীবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করতে বা এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না।
- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :
 - কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;
 - কর্তৃপক্ষের সকল নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, ইত্যাদির তালিকাসহ তার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস;
 - কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন তার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ;
 - নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি।
- কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং এর কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে।
- কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।
- তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১১ জারি করেছে যা সকল কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করবে।

২.১.৩ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কর্তব্যসমূহ :

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।
- কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

- কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করেছে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করলে তা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এরূপ তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় ও যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে।
- কোন ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাবার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে বা পরিদর্শনের জন্য সহায়তা প্রদান করবেন।

২.১.৪ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ও তথ্য প্রদান পদ্ধতি :

- কোন ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।
- উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবেঃ
 - অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;
 - যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;
 - অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং
 - কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।
- তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে উপরোল্লিখিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করে সাদা কাগজে বা ক্ষেত্রমত, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।
- তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।
- সরকার তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

২.১.৫ তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য ও জনগণের ক্ষমতায়ন :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের কোন ক্ষেত্রে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন সাংঘর্ষিক হলে উক্ত বিধানাবলীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এ আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (ধারা-৩)। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩

নিম্নরূপ :

“প্রচলিত অন্য কোন আইনের - ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না ; এবং খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।”

অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন ও বিধিতে বিদ্যমান বাধাগুলো যাতে কোন অন্তরায় না হয় সে লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনে ধারা ৩ এর বিধানটি রাখা হয়েছে। যেমনঃ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩ এর ৫ (১) ধারাটি সামরিক ও কৌশলগত গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্ত তৈরি করা হয়েছে। তথ্য প্রদান না করার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাগণ এই ধারাটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। ৫ (১) ধারায় আরও উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার অধীন বা নিয়ন্ত্রণে কোন গোপনীয় বিষয়ে তথ্য থাকা অবস্থায় (ক) স্বেচ্ছায় বিনিময় করে, (খ) তথ্য ব্যবহার করে, (গ) তথ্য বিক্রি করে বা (ঘ) যৌক্তিক যত্ন নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারা মোতাবেক অপরাধী বলে গণ্য হবে। তবে ধারা ৩ এর মাধ্যমে এ বাধা দূর করা হয়েছে।

একই ভাবে The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর বিধি ১৯ এ আছে- ‘A Government servant shall not, unless generally or especially empowered by the Government in this behalf, disclose directly or indirectly to Government servant belonging to other Ministries, Division or Departments, or to non-official persons or communicate any Information which has come into his possession in the course of his official duties, or has been prepared or collected by him in the course of those duties, whether from official sources or otherwise.’ এ বাধাটিও দূরীভূত হয়েছে।

দেশে প্রচলিত আরো কয়েকটি আইন ও বিধিতে তথ্য দেয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিধিনিষেধ আছে। যেমনঃ ১৩৮ বছরের পুরনো এভিডেন্স অ্যাক্টের ১২৩, ১২৪ ও ১২৫ উপধারা মতে কোন সরকারী অঙ্গসংগঠনের বিভাগীয় প্রধানই শুধুমাত্র তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা ৯৯ অনুযায়ী তথ্য দেয়া যাবে না। এছাড়াও Rules of Business, 1996 এর Rule 28(1) এ আছে- ‘No Information acquired directly from official documents or relating to official matters shall be communicated by a Government servant to the press, to non-officials or even officials belonging to other Government offices, unless he has been generally or specially empowered to do so.’ তবে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বাধা অপসারিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিয়ে কোন ব্যক্তি তথ্য চেয়ে আবেদন করলে ধারা-৩ অনুযায়ী উপরোল্লিখিত সকল বা অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না এবং এ সকল নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করা হবে। তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারায় নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এ আইনের ৭ ধারার বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নাগরিকগণ তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে এভাবেই তথ্য অধিকার আইনের শক্তি দ্বারা ক্ষমতায়িত হবেন। তাই বলা যায়, তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের কাছ থেকে জনগণের কাছে নিয়ন্ত্রণের চাবি পৌঁছে দেয় এবং তথ্য অধিকার আইন নাগরিকগণের অন্যান্য আইনে প্রদত্ত অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য।

২.১.৬ তথ্য প্রদানে অনুসরণীয় ব্যতিক্রমসমূহ :

কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না, যথাঃ

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

- (গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;
- (ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
- (ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা :
- (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
- (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;
- (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
- (চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;
- (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
- (জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
- (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
- (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;
- (ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
- (ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে এরূপ তথ্য;
- (ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;
- (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;
- (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
- (ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;
- (থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
- (দ) আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোন ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য;
- (ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
- (ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য ।

তবে মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে এবং এ ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্বগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে ।

২.১.৭ তথ্য কমিশনের ক্ষমতা :

- (১) তথ্য কমিশন এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পারবে, যথা :-
- (ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;
 - (খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে;
 - (গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে;
 - (ঘ) কোন তথ্যের অযৌক্তিক মূল্য দাবী করা হলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হলে।
 - (ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর প্রতীয়মান হলে;
 - (চ) এ আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।
- (২) তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে।
- (৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, যথা :-
- (ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;
 - (খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;
 - (গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;
 - (ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;
 - (ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করে সমন জারি করা; এবং
 - (চ) এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।
- (৪) অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করতে পারবেন।

২.১.৮ তথ্য কমিশনের কার্যাবলী :

- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;
- নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান :
 - বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধা/বাস্থাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণার্থে সুপারিশ;
 - তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ;

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে বিদ্যমান আইনের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ;
- তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা তাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং এ জন্য গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন ইত্যাদি।

২.১.৯ আপীল আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি :

- কোন ব্যক্তি নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।
- আপীল কর্তৃপক্ষ যুক্তি সংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন।
- আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা তদ্বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপীল আবেদনটি খারিজ করে দিবেন।
- আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২.১.১০ তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি :

- বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক নিলিখিত যে কোন কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন :
 - ধারা ১৩ এ উপ-ধারা (১) এ উলিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;
 - ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;
 - ধারা ২৪ এ উলিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হলে।
- ধারা ১৩ এ উপ-ধারা (১) এ উলিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং ধারা ২৪ এ উলিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা ক্ষেত্রমত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।
- তথ্য কমিশন যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

- কোন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করতে ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।
- অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রয়োজন হলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করবেন।
- কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সাথে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবে।
- প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫(পঁয়তালিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে, তবে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ কোন ক্রমেই সর্বমোট ৭৫(পঁচাত্তর) দিনের অধিক হবে না।

২.১.১১ জরিমানা আরোপ ও আদায় :

- কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে তথ্য কমিশন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে জরিমানা আরোপ ও আদায় করতে পারবে :
 - কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।
 - কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে কিংবা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
 - অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখ্যান করেছেন।
 - যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হয়েছিল তা প্রদান না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করেছেন।
 - প্রদেয় কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন।
- তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উল্লিখিত যে কোন কার্যের তারিখ হতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারবে। জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবে।
- তথ্য কমিশন উপযুক্ত ক্ষেত্রে উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এরূপ কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করতে পারবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারবে।

২.২ তথ্য অধিকার আইনের বিশেষত্ব :

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ আইনে ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক একটি উপ-ধারা সংযোজিত হয়েছে যা সচরাচর অন্যান্য আইন দেখা যায় না। আইনের ৯(১০) উপ-ধারায় বলা হয়েছে কোন ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য লাভে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করতে পারবে। কমিশন প্রয়োজনে সাক্ষী বা দলিল তলব করে সমন জারি

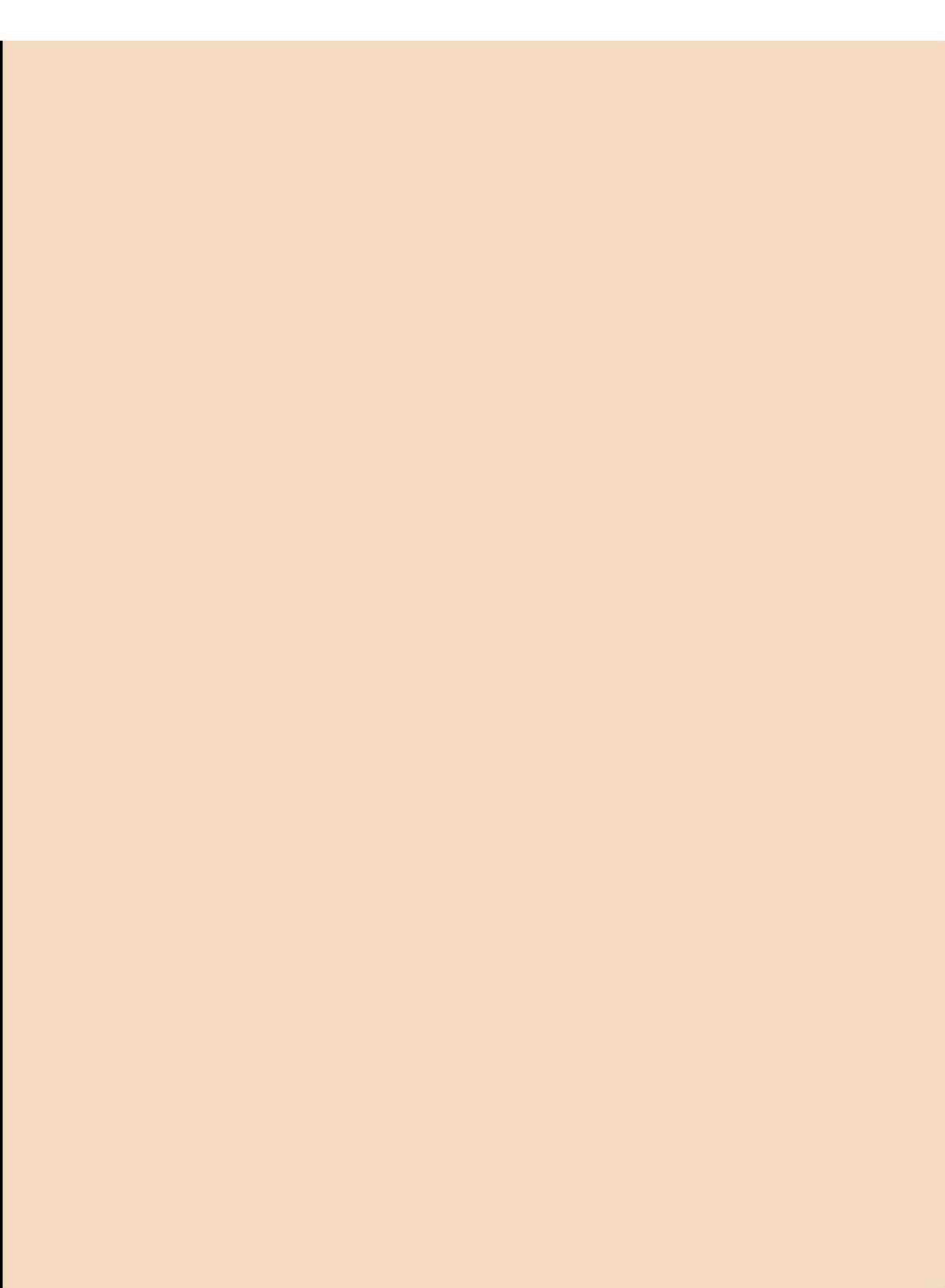
করতে পারবে। সর্বোপরি এ আইনে তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কর্মকর্তাকে জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে যা অধিকাংশ দেশের তথ্য অধিকার আইনে অনুপস্থিত।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথ্য কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এরূপ আইন থাকলেও কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়নি।

২.৩ তথ্য অধিকার বিষয়ক বিধি/প্রবিধানমালা জারি :

তথ্য অধিকার আইন সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ তথ্য কমিশনকে প্রবিধিমালা জারির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠান পর থেকে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী, তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ জারি করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি) প্রবিধানমালা, ২০১১ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে জারি করা হয়। তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালায় তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং ইনডেক্সিংএর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালায় সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহকে নিজ উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও জনগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রচারের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রকাশ করেছে যা কমিশনের অভিযোগ নিষ্পত্তি কল্লে গাইডলাইন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত প্রবিধিমালাসমূহ সারা দেশের সরকারী দপ্তরসমূহে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বহুল প্রচারার্থে কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের পক্ষ হতে উক্ত প্রবিধানমালাসমূহ অনুসরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা এবং অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা এবং তথ্য কমিশন কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরি বিধিমালা যথাক্রমে পরিশিষ্ট ট, ঠ ও ড তে প্রদর্শিত হয়েছে।

অধ্যায় - ৩
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা



অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

৩.১ জনঅবহিতকরণ সভা :

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। অক্টোবর, ২০১১ পর্যন্ত যেসব জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলো : কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, যশোর, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বাঞ্চণবাড়িয়া, বরিশাল, বাগেরহাট, বান্দারবান, সিলেট, রাঙ্গামাটি, খুলনা, সাতক্ষীরা, নোয়াখালী, পাবনা, জামালপুর, ঝিনাইদহ, শরিয়তপুর, টাঙ্গাইল ও কক্সবাজার জেলা। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার এসব কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের জন্য পত্র প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারী/আধাসরকারী পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবরে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। ডিসেম্বর, ২০১১ এর মধ্যে সারা দেশে সরকারী/বেসরকারী দপ্তরে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১০ হাজার অতিক্রম করেছে। সারা দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.রাষ্ট্রদূত.মডা.নফ) আপলোড করা আছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্ত তালিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ডিসেম্বর, ২০১১ মাস পর্যন্ত সরকারী দপ্তরে ৭৯০৪ জন ও ৫৭১ টি বেসরকারী সংস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ২৪৭০ জনসহ সর্বমোট নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১০৩৭৪ জন।

৩.৩ জেলা পর্যায় ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ :

তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ইতোপূর্বে রংপুরে রংপুর বিভাগের আটটি জেলার ৪৩৪ জন, সিলেটে সিলেট বিভাগের চারটি জেলার ২৫৮ জন, ঝিনাইদহে ১৬৫ জন, সাতক্ষীরা জেলায় ১০২ জন, খুলনা জেলায় ১৭৩ জন নোয়াখালী জেলায় ৮৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে পাবনা জেলায় ১৭৩ জন, জামালপুর জেলায় ১২৯ জন, নাটোর জেলায় ৮৯ জন এবং কুমিল্লা জেলায় ৩৯৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে ইতোপূর্বে ১৫২ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য কমিশনে ও মাঠ পর্যায়ে সর্বমোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা সর্বমোট ২২৯৯ জন। তথ্য কমিশন ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য অধিকার

আইনের ওপর বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যার হিসাব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে।

৩.৪ মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সাথে তথ্য কমিশনের মতবিনিময় সভা :

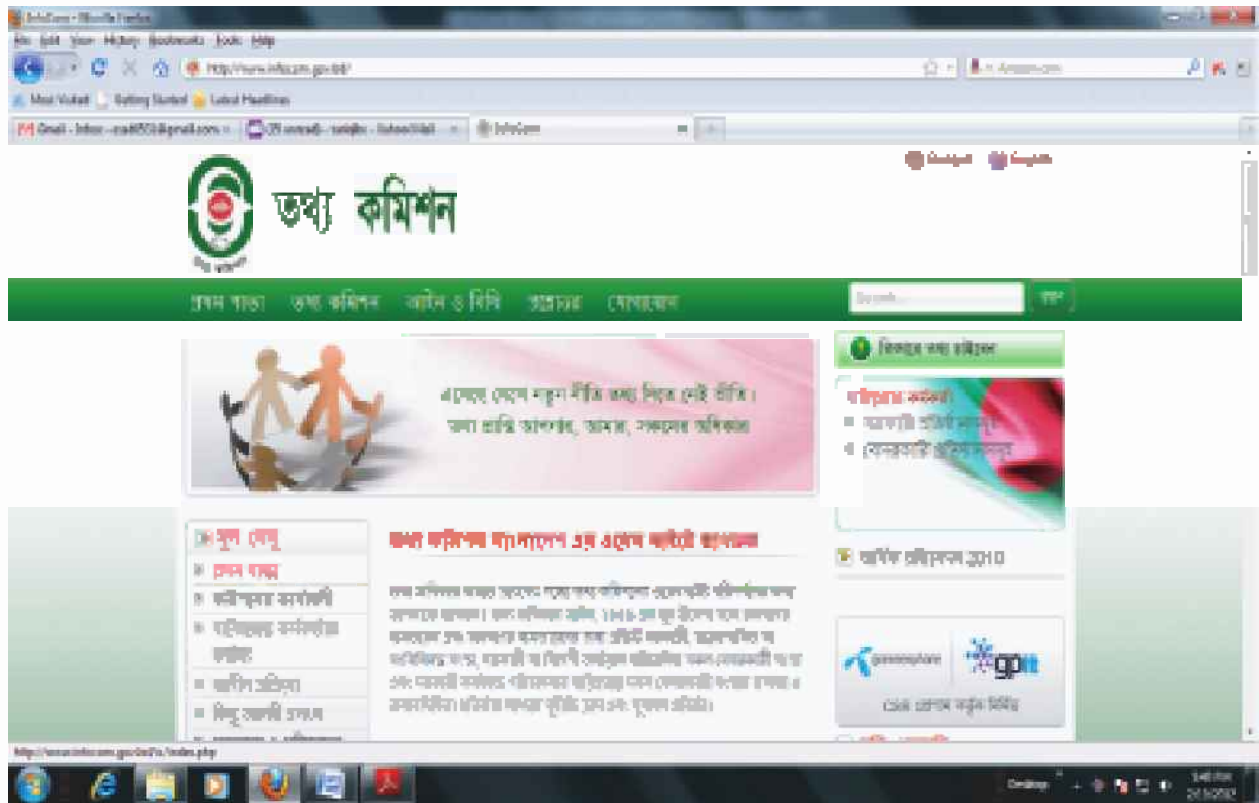
ডিসেম্বর, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন বেসরকারী সংস্থা ম্যানেজমেন্ট এণ্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) এর সাথে যৌথভাবে তথ্য কমিশনে সরকারের ৫২ জন সচিবের সমন্বয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। গত ০৩/১২/২০১১, ১০/১২/২০১১, ১৭/১২/২০১১ ও ২৮/১২/২০১১ তারিখ তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে প্রতি দিন ১৩ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৩ জন সচিবকে এবং সংশ্লিষ্ট ১৩ টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে মত বিনিময়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিটি দিবসে সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত উপস্থিত সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সাথে মত বিনিময় সভা এবং দুপুর ২.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০৩/১২/২০১১ তারিখের মত বিনিময় সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ, ১০/১২/২০১১ তারিখের সভায় মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, ১৭/১২/২০১১ তারিখের মত বিনিময় সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এবং ২৮/১২/২০১১ তারিখের মত বিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনের মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির ৩ টি সভায় এবং তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের ১ টি সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রতিটি সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার ছাড়াও তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং সচিবগণের সাথে মতবিনিময় করেন। এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মত বিনিময় সভায় উপস্থিত থাকেন ও বক্তব্য রাখেন। তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা ও শক্তিশালী বিষয়সমূহ, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, এ আইনের আলোকে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের করণীয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'এঃ')

৩.৫ তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন :

তথ্য কমিশন নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬,৯৭,২০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ, সাতানব্বই হাজার, দুইশত) টাকা ব্যয়ে নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন করেছে। দুই হাজার গিগাবাইট এর অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ সার্ভার স্টেশনটির স্থাপন কাজ গত ডিসেম্বর, ২০১১ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এ সার্ভার স্টেশনটি স্থাপনের ফলে কমিশনের ওয়েবসাইটটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিবর্তে তথ্য কমিশন হতে পরিচালনা করা যাবে এবং ওয়েবসাইটটির গতি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটসমূহের সাথে তথ্য কমিশনের সংযোগ স্থাপন সম্ভব হবে এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অধিক কার্যকরভাবে তথ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

৩.৬ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন :

গত ১৯ অক্টোবর ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) গুড উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প ও গ্রামীণ ফোনের সহযোগিতায় তথ্য কমিশন উক্ত ওয়েবসাইট নির্মাণ করে। সম্প্রতি কমিশনের ওয়েবসাইটটির মানোন্নয়ন করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সারা দেশ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের ১০ হাজারের অধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা ও তথ্য আপলোড করা হয়েছে। উক্ত তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটিতে কমিশনের কার্যাবলী, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য, আপীল প্রক্রিয়া,



তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd

গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পদ্ধতি সহজ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্থাপনের মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি আরো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে শতাধিক ব্যক্তি প্রতিদিন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করেন। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিটের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো :

ছক - ১ : তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন

তারিখ (থেকে-পর্যন্ত)	ভিজিট	পেজ ভিউজ	নতুন ভিজিটর	পরিদর্শনকারী দেশের সংখ্যা	প্রতিবার পাতার শিরোনাম ভিজিট সংখ্যা
০৮/৮/১১ - ১৪/৮/১১	৮৮৬	৩৪১৫	৭২৮	২৯	৫২/৩৪১৫
১৫/৮/১১ - ২১/৮/১১	৭২৪	২৫৬৭	৬১২	২৭	৫৯/২৫৬৭
২২/৮/১১ - ২৮/৮/১১	৭০৫	২৫৭২	৬০৭	২৮	৬০/২৫৭২
২৯/৮/১১ - ০৪/৯/১১	৪৫০	১৬৫৮	৩৭০	২৬	৫৫/১৬৫৮
০৫/৯/১১ - ১১/৯/১১	৯০৭	২৮৮২	৭৯৭	২৪	৫৪/২৮৮২
১২/৯/১১ - ১৮/৯/১১	১০৭৯	৩৮১৩	৮৮২	২৮	৫৮/৩৮১৩
১৯/৯/১১ - ২৫/৯/১১	৮১৩	২৯৭১	৬৬৯	৩৪	৫৮/২৯৭১

২৬/৯/১১ - ০২/১০/১১	১০৩০	৩৮৬৩	৮২৩	৩২	৫৮/৩৮৬৩
০৩/১০/১১ - ০৯/১০/১১	৮০৪	৩১৬৫	৬৮৫	২৬	৫৮/৩১৬৫
১০/১০/১১ - ১৬/১০/১১	৮০৫	২৯৬৬	৬৬৪	৩১	৫৭/২৯৬৬
১৭/১০/১১ - ২৩/১০/১১	৮৮৯	৩০৭০	৭০৭	৩৩	৬১/৩০৭০
২৪/১০/১১ - ৩০/১০/১১	৫২৫৮	১৪০৮৫	৪৫১৫	৩৪	৬০/১৪০৮৫
৩১/১০/১১ - ০৬/১১/১১	১১৫৯	৩৭৫৫	৯৬৪	৩৯	৬১/৩৭৫৫
০৭/১১/১১ - ১৩/১১/১১	৫৮৬	২১৩৪	৫৮৬	৩৪	৬০/২১৩৪
১৪/১১/১১ - ২০/১১/১১	১৭১৯	৫৩৫২	১৪০১	৩২	৫৮/৫৩৫২
২১/১১/১১ - ২৭/১১/১১	৫৫৭৮	১৫৪১৩	৪৮৬৩	৩২	৬৫/১৫৪১৩
২৮/১১/১১ - ০৪/১২/১১	৩৩৮২	১০২৭৮	২৮৩৩	৪০	৭০/১০২৭৮
০৫/১২/১১ - ১১/১২/১১	১৫৫৭	৫৩৫৮	১২৮৩	৩৭	৬৭/৫৩৫৮
১২/১২/১১ - ১৮/১২/১১	৩২৪৮	১০১৮৩	২৮৬৭	২৯	৬৩/১০১৮৩
১৯/১২/১১ - ২৫/১২/১১	৫৮৫০	১৮৬৬০	৫০১৪	৩১	৬৮/১৮৬৬০
২৬/১২/১১ - ০১/০১/১২	২১১৭	৬৬৮৭	১৭৫১	৩৩	৬৫/৬৬৮৭

৩.৭ তথ্য কমিশন আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার তৎপরতা :

তথ্য জানা ও তা পাবার অধিকার মানুষের জন্মগত এবং চিরন্তন; এ অধিকার কারো খেয়াল-খুশী বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করেনা।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষতঃ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উদারতার সাথেই তাদের দায়িত্বপালন করেছে, যা স্বীকার করতেই হয়। যখনই কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির প্রেস কভারেজের জন্য জাতীয় দৈনিকসমূহ, অনলাইন পত্রিকা, নিউজ এজেন্সী, টিভি ও রেডিও চ্যানেলসমূহকে তথ্য কমিশন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে-তখনই তারা নিজ দায়িত্বে আশাভীত সাড়া দিয়েছেন। ফলে জনগণ পত্রিকা পড়ে, টিভি ও ইন্টারনেট



ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনার Robert Winington Gibson গত ২৩-১১-২০১১ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।



সুইডেনের রাষ্ট্রদূত H.E. MS. ANNEL LINDAHI KENNY প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের এসময় উপস্থিত ছিলেন।

দেখে কিংবা রেডিও শুনে এ আইন সম্পর্কে অনেক জেনেছেন এবং তাদের তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন।

এক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটর গ্রামীণ ফোন এবং রবি'র সাথে তথ্য কমিশন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর (MoU) করার ফলে তারাও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কয়েক কোটি গণসচেতনতামূলক মোবাইল মেসেজ তাদের গ্রাহকদের মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে বিরাট দায়িত্বপালন করেছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ ও তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপের ফলে ২০০৯ সালে আমাদের দেশে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠালাভ করলেও অতি অল্পসময়েই

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকারী পৃথিবীর ৮৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম সারিতে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

যাহোক, নীচে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রধান কিছু কর্মসূচিসহ প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য দু'জন তথ্য কমিশনার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, টকশো, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ ও প্রচার-প্রসারের ভূমিকা পালনকারী শুধুমাত্র ঢাকা মিডিয়ার কিছু তৎপরতা সংক্ষেপে তুরে ধরা হলো। আর ঢাকার বাইরের মিডিয়াসমূহের ইতিবাচক ভূমিকার কথাও স্মরণযোগ্য, যারা কমিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবর ভালোভাবেই প্রচার করেছেন।

ভূমিকা পালনকারী সহযোগী প্রধান মিডিয়াসমূহের নামঃ

পিআইডি, বিএসএস, ইউএনবি, বাংলানিউজ ২৪ডটকম, বিডিনিউজ২৪ডটকম, বিবিসি, ভোয়া, দৈনিক ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথমআলো, যুগান্তর, সমকাল, সংগ্রাম, নয়াদিগন্ত, আমাদের সময়, যায যায দিন, সংবাদ, নওরোজ, স্বাধীনসংবাদ, আজকের জনতা, নরসিংদীর কাগজ, দৈনিক জনসংবাদ, দৈনিক ডাড্ডিবার্তা (নারায়নগঞ্জ), লোকসমাজ (যশোর), ডেইলি সান, নিউএজ, নিউজটুডে, মিডিয়া ওয়াচ, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, স্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার, প্রোব ম্যাগাজিন, আইস-টুডে, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, এটিএননিউজ, এটিএনবাংলা, চ্যানেলআই, বৈশাখীটিভি, বাংলাটিভি, বাংলাভিশন, ইটিভি, আরটিভি মোহনাটিভি, দেশটিভি, দিগন্তটিভি, মাইটিভি, ইসলামিকটিভি, এনটিভি, সময়টিভি, মাছরাঙ্গাটিভি, ইনডিপেন্ডেন্ট টিভি, বাংলাদেশ বেতার, রেডিওটুডে, এবিসিরেডিও, রেডিওসুন্দরবন ইত্যাদি।

তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রধান কর্মসূচিসমূহঃ

৩১/০১/২০১১ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমিরের সাথে ইউরোপিয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম হান্নাহ সাক্ষাৎ করেন এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, মানবাধিকার, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। এ খবর ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয় এবং বিটিভিতে প্রচারিত হয়।

১৫/০২/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত ০৭ অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হলে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষত ইটিভি, চ্যানেলআই, বৈশাখীটিভি, এটিএনবাংলা, বাংলাভিশন, দিগন্তটিভি, দেশটিভি, মাইটিভি, আরটিভি, বেতার, রেডিও টুডে, বাংলানিউজ২৪ডটকম, সমকাল, স্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নিউএজ, নিউজটুডে, যুগান্তর, আমাদের সময়, সংবাদ, সংগ্রাম, ডেসটিনি, ভোরের কাগজসহ অধিকাংশ মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার করা হয়।



তথ্য কমিশনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথভাবে আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা' শীর্ষক মত বিনিময় সভায় উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার, কমিশনারবৃন্দ, সচিব ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণ।



Guests take part in a seminar on 'human rights and decent work' organised by the European Union at the Sonargaon Hotel in Dhaka on Wednesday - New Age Photo

২৩/০২/২০১১ তারিখে কমিশনে ০৭টি অভিযোগের দ্বিতীয় শুনানিতে মিডিয়াকর্মীরা উপস্থিত থেকে তার খবর দেশটিভি, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি, বিটিভি, দিগন্তটিভি, বেতার, এবিসি রেডিও, দৈনিক প্রথমআলো, নয়াদিগন্ত, ইন্ডিপেনডেন্ট, ডেইলি স্টার, নিউএজ, ইন্ডিপেনডেন্ট, দৈনিক নয়াদিগন্ত, সমকাল, যায়যায়দিন, কালের কণ্ঠসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ করে।

২৮/০২/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে এবং বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) এর যৌথ উদ্যোগে তথ্য কমিশনে “তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা” শীর্ষক মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটির খবর বাংলানিউজ২৪উডকম, ডেইলি ইন্ডিপেনডেন্ট, দি নিউএজ, সমকাল, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দৈনিক জনসংবাদ, ডেইলি সান, ডেইলি স্টার প্রভৃতি পত্রিকা ছাড়াও এটিএনবাংলা, ইটিভি, মাইটিভি, বৈশাখীটিভি, রেডিও টুডে, এবিসি রেডিও, রেডিও সুন্দরবন প্রভৃতি মিডিয়ায় প্রচারিত হয়।



তথ্য কমিশনে আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ও কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা শীর্ষক মত বিনিয়ম সভার একাংশ

২২/০৩/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য না পাওয়া সংক্রান্ত ০৬ টি অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং দিগন্ত টিভি, দেশ টিভি, বিটিভি, দি ডেইলি স্টার, নিউএজ, ইন্ডিপেনডেন্ট, দৈনিক নয়া দিগন্ত, সমকালসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ হয়।

১৭/০৪/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য না পাওয়া সংক্রান্ত ০৬ টি অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংবাদ ডেইলি ইন্ডিপেনডেন্ট, ডেইলি সান, ডেইলি স্টার, নিউজটুডে, সমকাল, বাংলা নিউজ২৪উডকম, রেডিও টুডে, এবিসি রেডিও, মোহনা টিভি, বিটিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, বাংলাভিশনসহ অনেক মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশিত হয়।



তথ্য কমিশনের শুনানিতে অভিযোগ উত্থাপন করছেন একজন অভিযোগকারী

১৮/০৪/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য না পাওয়া সংক্রান্ত ০৫টি অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত সংবাদ দৈনিক কালের কণ্ঠ, যায় যায় দিন, আমাদের সময়, মাছরাঙ্গা টিভি, এটিএনবাংলা, বিটিভিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।



তথ্য কমিশনের শুনানিতে দণ্ডায়মান অভিযুক্ত কর্মকর্তাগণ

১৯/০৪/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশন এবং Bangladesh Enterprise Institute (BEI) এর যৌথ উদ্যোগে তথ্য কমিশনে “Role of Media in Effective Implementation of the RTI Process” শীর্ষক এক আলোচনানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ বেতার, রেডিও টুডে, রেডিও এবিসি, বিটিভি, এটিএনবাংলা, বৈশাখী টিভি, দেশটিভি, চ্যানেল আই, ইটিভি, বাংলাভিশন, পিআইডি, ইউএনবি, বাংলা

নিউজ২৪ডটকম, দৈনিক প্রথম আলো, সমকাল, যুগান্তর, সান, ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, স্টারসহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত থেকে তাদের মিডিয়ায় তা প্রচার ও প্রকাশ করে।

১৫/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশন এবং মানুষের জন্য এনজিও'র যৌথ উদ্যোগে “তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা” শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনজিও প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশ নেন। এটিএনবাংলা বিটিভি, চ্যানেলআই, বাংলা নিউজ২৪, দিগন্তটিভি, বাংলাদেশ বেতার, এবিসি রেডিও, রেডিও টুডে, আরটিভি, ইটিভি, দি সান, স্টার, নিউএজ, ইন্ডিপেন্ডেন্টসহ প্রায় সবগুলো মিডিয়া এই খবর প্রকাশ ও প্রচার করে।

০৯/০৮/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য চেয়ে না পাওয়া সংক্রান্ত ০৫টি অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত সংবাদ দেশটিভি, বিটিভি, বেতার, রেডিও টুডে, এবিসি রেডিও, বাংলা নিউজ২৪ডটকম, সমকালসহ অন্যান্য মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ হয়।

০৮/০৯/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক হাসপাতালে রোগী ভর্তি বিষয়ক সঠিক তথ্য প্রদান না করে বিভ্রান্তিকর ও আংশিক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগের সিদ্ধান্ত প্রদান করে তথ্য কমিশন। এ অভিযোগের শুনানি শেষে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ১০০০(একহাজার) টাকা জরিমানা করে। এ খবর বিটিভি, চ্যানেল আই, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, দেশটিভি, এটিএনবাংলা, মাছরাঙ্গা টিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এবং রেডিও টুডে, এবিসি রেডিও ও বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হয়। তাছাড়া দৈনিক প্রথম আলো ডেইলি স্টার, নিউএজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সমকাল প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত কর্মকর্তা মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করলে মহামান্য আদালত শুনানিঅন্তে রীট খারিজ করে দেন। উক্ত সংবাদটিও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।

২৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Anneli Linkahl Kenny এর সাথে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে মতবিনিময় শেষে রাষ্ট্রদূতকে কিছু বই উপহার দেন। এ সংবাদ বিটিভিসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ হয়।

১৬/১০/২০১১ তারিখে ইউএসএআইডি প্রগতি'র উদ্যোগে সিআইসি'র নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র সফরকারী প্রতিনিধিদল কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট এবং তাদের সরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। এর খবরও বিটিভি, দেশটিভি, বৈশাখীটিভি, এটিএনবাংলা, বাংলানিউজ২৪, এবিসি রেডিও, বেতার ছাড়াও প্রথম আলো, ডেইলি স্টার প্রভৃতি মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার হয়।

৩১/১০/২০১১ তারিখে তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে ৩টি অভিযোগের দায়ের সংক্রান্ত ০২টি অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং অভিযোগগুলোর তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি ঘটে। এ সংক্রান্ত খবর ডেইলি সান, নিউএজ, স্টার, প্রথম আলো, সমকাল, রেডিও টুডে, বাংলানিউজ২৪ডটকমসহ অনেক মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ হয়।



তথ্য কমিশনের শুনানী

২৩/১১/২০১১ তারিখে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রবার্ট উইনিংটন প্রধান তথ্য গিবনসন কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির এর সাথে তথ্য কমিশনে সাক্ষাৎ করেন এবং আরটিআই

ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

২৩/১১/২০১১ তারিখে ইউরোপিয়ান-বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত “Human Rights and Decent Work” শীর্ষক সেমিনারে সি আই সি রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির বক্তৃতা করেন। নিউএজসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় এ সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

০৩/১২/২০১১, ১০/১২/২০১১, ১৭/১২/২০১১ ও ২৮/১২/২০১১ তারিখে চারপর্যায়ে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সচিবসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সাথে দিনব্যাপী মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, আইন মন্ত্রী ব্যরিষ্টার শফিক আহম্মদ এবং কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

সবক’টি টিভিচ্যানেল, রেডিওসহ প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা এসব অনুষ্ঠান গুরুত্বসহকারে প্রচার ও প্রকাশ করেন। তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এসব সংবাদ সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনকে পরিচিতি পেতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহ মিডিয়ায় প্রচারের ফলে সারা দেশের জনসাধারণ এবং তথ্য প্রদানকারী সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাগণ আইনটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন এবং দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছেন। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার জন্য সকল মিডিয়ার সাথে জড়িত মালিক, কর্মকর্তা, কলা-কুশলী এবং মিডিয়াকর্মীদের কমিশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন।



তথ্য কমিশনে গুনানীকালীন অবস্থায় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির ও কমিশনারদ্বয় মোহাম্মদ আবু তাহের, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশন সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার।

৩.৮ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ :

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন ২০১১-১২ অর্থবছরের রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। রোডম্যাপ অনুসারে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, জনঅবহিতকরণ সভা,



সিলেট বিভাগে আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও সুধীবৃন্দ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি, জনবল নিয়োগ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ, এসএমএস প্রেরণ, ভয়েস এসএমএস প্রেরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল প্রদর্শন, তথ্য অধিকার বিষয়ক জারি গান/নাটিকা প্রচার, ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, নিউজলেটার প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ পরিশিষ্ট ‘ঝ’ তে প্রদর্শন করা হলো।

৩.৯ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ :

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মন্ত্রণালয় হতে উপজেলা পর্যন্ত সরকারী দপ্তরসমূহে তথ্য অধিকার আইন ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। গত জুলাই, ২০১১ মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত পুস্তকের কপি অধীনস্থ দপ্তরের সংখ্যা অনুসারে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর/অফিসসমূহের অফিস প্রধানগণ ও তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী দপ্তরসমূহের অফিস প্রধানগণ ও তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত উক্ত পুস্তিকার ১০০ কপি সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে প্রেরণ করা হয়। একইভাবে সারা দেশের সকল জেলা প্রশাসকের দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী দপ্তরসমূহের অফিস প্রধানগণ ও তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত উক্ত প্রকাশনার ৭৫ কপি এবং প্রতিটি উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলার জন্য ২৫ কপি হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

তথ্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন দেশের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সকল বিভাগীয় কমিশনার, সকল জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং এনজিওসমূহের দপ্তরের জন্য গত জুলাই মাসে ১ কপি করে প্রেরণ করা হয়।

গত নভেম্বর, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন হতে জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০-এর কপি যথাযথভাবে অনুসরণ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে অনুসরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব বরাবরে এবং জেলার ও উপজেলার সকল দপ্তরে বিতরণ ও অনুসরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করা হয়। সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য কমিশনের এসব প্রবিধানমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে দেশ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের দিকে এগিয়ে যাবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

৩.১০ তথ্য কমিশনের কর্মতৎপরতা (অভ্যন্তরীণ):

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার-এর কর্মকাণ্ড নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক. প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির :

পঞ্চগড় ও রংপুর জেলায় গত ০৮/০২/২০১১ এবং ০৯/০২/২০১১ তারিখে “তথ্য অধিকার

আইন, ২০০৯” এর উপর অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার সংক্ষিপ্ত সার :

গত ০৮/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির পঞ্চগড় জেলায় “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত এক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা অংশ গ্রহণ করেন। পঞ্চগড় জেলায় সফরকালে তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার এর একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রধান তথ্য কমিশনারের সফরসঙ্গী ছিলেন। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভাটি জেলা শিল্প কলা

একাডেমীতে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকায় শুরু হয়ে সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চগড় জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব বনমালী ভৌমিক।

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিনশতাধিক প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) বৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পৌরসভার মেয়র, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি পর্যায়ক্রমে তথ্য অধিকার আইনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার আইনটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তৎপর মাননীয় পধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।



পঞ্চগড়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক মত বিনিময় সভায় উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ও জেলা প্রশাসক পঞ্চগড় জনাব বনমালী ভৌমিক।

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির তাঁর সহজাত উপস্থাপনার মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন কিভাবে বাংলাদেশে প্রণীত হলো তার ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। তদ্ব্যপেক্ষে তিনি উপস্থাপনা শেষে পর্যায়ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সভা শেষে তিনি রংপুর সার্কিট হাউজে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাত্রি যাপন করেন।

গত ০৯/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি রংপুর টাউন হলে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় শুরু হয়ে বিকাল ০৫.০০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব জসীম উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জনাব মিয়া আব্দুল্লাহ মামুন, রংপুর জেলার পুলিশ সুপার জনাব সালেহ মোহাম্মদ তানভীর ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মাসুদ করিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিভাগের জেলা প্রশাসকবৃন্দ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রংপুর এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রংপুর বিভাগের মোট ০৮ (আট) জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় দুই পর্যায়ে মোট ৪৩৪ (চারশত চৌত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন এবং জনগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট তথ্য চেয়ে যেন হয়রানীর স্বীকার না হন সেই দিকে লক্ষ্য রাখার বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। অতঃপর তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে আইনি ব্যাখ্যা সহকারে তুলে ধরেন। ফলে উক্ত আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে আরো আগ্রহী করে তুলে এবং তাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্বেক হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে তিনি উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর দেন।

**সিলেট জেলায় গত ২০.০৪.২০১১ তারিখে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর
উপর অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার সংক্ষিপ্ত সার :**

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সিলেট বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় গত ২০.০৪.২০১১ তারিখ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির প্রধান অতিথি হিসেবে এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব এন, এম জিয়াউল আলম এর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত জনঅবহিতকরণ সভায় সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি জনাব মকবুল হোসেন ভূঁইয়া, জেলা প্রশাসক, সিলেট জনাব আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাশিম এবং পুলিশ সুপার, সিলেট জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রায় আড়াই শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। জনঅবহিতকরণ সভায় বক্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয়তা এবং এ আইন ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে করণীয় সম্পর্কেও সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তথ্য অধিকার বিষয়ক নানা প্রশ্নের জবাব দেন।



সিলেট বিভাগে আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট জনাব এন, এম জিয়াউল আলম ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

জনঅবহিতকরণ সভা শেষে সিলেট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে দুই শিফটে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম শিফটে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ১৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং বিকেলের শিফটে হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার ১১৪ জন প্রশিক্ষণার্থীসহ সর্বমোট ২৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ ও এর বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রধান তথ্য কমিশনারের বক্তব্য উপস্থাপন, ১৪ নভেম্বর, ২০১১

গত ১৪ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে “National Security, Right to Information and Human Rights শীর্ষক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। ১০ টি দেশের (বাংলাদেশ, চীন, মিশর, ভারত, জর্ডান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদী আরব, শ্রীলংকা ও তাজানিয়া) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার সামরিক ও যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার বেসামরিক কর্মকর্তাগণের মোট ৫৩ জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার প্রশিক্ষণে জাতীয় নিরাপত্তার সংজ্ঞা বিশ্লেষণসহ জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করেন। বহিঃশত্রুর আগ্রাসন ও বহুর্জাতীয় যুদ্ধ বিবাদের মত বাহ্যিক বিষয়ের পাশাপাশি আর্থসামাজিক নিরাপত্তাহীনতা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। জাতীয় নিরাপত্তার প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাইরে অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ যথা সামাজিক নিরাপত্তা, ক্ষুদ্র অস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের অনুপ্রবেশ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রভৃতি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে মর্মে তিনি

উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতা যথা রাজনৈতিক দল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, গোয়েন্দা সংস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক বাহিনী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিচার বিভাগের বিষয়েও আলোচনা করেন।

মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ব্যাখ্যাকালে তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক সম্ভাব্য দমন পীড়ন, দুর্নীতি, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার, জমি জমা সংক্রান্ত সহিংসতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙ্গন, অধিক হারে নগরমুখী অভিবাসন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারহরণ প্রভৃতি কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় মর্মে উল্লেখ করেন।

তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনায় তিনি তথ্য অধিকার ও এর উপকারিতা ব্যাখ্যা করেন এবং আইনের ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি ৯(৪) ধারায় বর্ণিত জীবন, মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন। ৩২ ধারায় বর্ণিত আইনের আওতামুক্ত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি এসব সংস্থার দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলি অব্যাহতির আওতায় না পড়ার বিষয়টিও তিনি আলোচনা করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন যে, জাতীয় ও মানবতার বৃহত্তর স্বার্থেই মানবাধিকারের বিষয়ে সকলের সম্পৃক্ততা ও সজাগ থাকা প্রয়োজন। গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং দুর্নীতি দমনে তথ্য অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রাখা সকলের দায়িত্ব মর্মে তিনি বর্ণনা করেন। সর্বোপরি জাতীয় মর্যাদা ও অগ্রগতির স্বার্থে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলি পরিহার করে চলার ক্ষেত্রে সচেতন থাকার জন্যও তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

A seminar on “Experience sharing on RTI implementation: a piloting case of BPATC-MJF collaboration”

Jointly organised by the Manusher Jonno Foundation and the World Bank at BRAC Centre Inn, Dhaka on 22 October 2011

Chief Information Commissioner Muhammad Zamir was the chief guest. BPATC Rector AZM Shafiqul Alam, WB governance specialist Charles Undeland, and Ashraf Hossain, Director General of the Directorate of Women Affairs were special guests. The meeting also included Designated Officers and some NGO representatives who had been trained under the aforementioned project.

It may be recalled that fifty-nine Designated Officers from eight government departments were trained under the project jointly under taken by the MJF and BPATC to help implement the Act. Besides them, 57 staff members from five non-governmental organizations and seven training institutes also received training in Manikganj under the pilot project.



Chief Information Commissioner Muhammad Zamir Speaks at a seminar, ~Experience Sharing on RTI implementation: Pilotation case of BPATC-MJF collaboration”, at Brac centre in the City Yesterday. Manusher Jonne Foundation (MJF) organised the event.

Photo : STAR

In her statement, Shaheen Anam, Executive Director of MJF, highlighted the following points: the goal of the project, concept of the project, methods to implement the project, findings, evaluation, challenges and outcome/lessons from the pilot project.

In the open discussion, participants commented on the pilot project activities and their experience of RTI Act 2009. Their suggestions included the following needs: training of the local journalists for proper implementation of RTI Act 2009, allocation of adequate funds and the necessity to increase the training period for designated officers, coordination with media for effective implementation of RTI Act including the publication of correct reports in the media, pro-active delivery of the requested Information by the designated officers, providing of training for all designated officers and appellate authorities as well as high officials to realize the importance of the RTI Act, enhancing the Information supplier capacity through Information availability and mass publicity. This, it was underlined, would ensure that “supply creates its own demand”

Ashraf Hossain, Director General of the Directorate of Women Affairs, former Member Directing Staffs (MDS) of BPATC, said people would seek Information whenever they realise that it concerns their life and livelihood. BPATC Rector AZM Shafiqul Alam said training should be given to government officials particularly because many of them do not have sufficient knowledge about the RTI Act. Besides, the designated officers should be trained to differentiate between valuable and unnecessary Information.

Charles Undeland, senior governance specialist of World Bank also spoke at the seminar and reiterated the resolve of the World Bank to support any initiative undertaken to further the RTI process.

The Chief Information Commissioner Muhammad Zamir stated that transparency was required for all institutions-governmental and non-governmental. In this context he also highlighted the need for accountability of the judiciary and intelligence agencies. This would ensure good governance. He also mentioned that in keeping with principles of good governance, the tender documents and expenditure for all infrastructure projects (including the Padma Bridge) undertaken by the government should be made public to ensure accountability and transparency. Mr. Zamir also suggested that the Designated Officers should be provided with necessary materials to enable them to provide suitable Information to people in an efficient manner. He urged the Officers to uplink the Information provided to respective websites or notice boards so that these are available to Information seekers in the future. Such a step would also help maintain a record of Information provided and be seen as a pro-active step.

A consultation meeting on “Global Right to Information Index,”

Hosted by Article 19, Bangladesh at CIRDAP auditorium, Dhaka on 1st November 2011.

Article 19, an international organization associated with the implementation of the RTI process is planning to launch a global right to Information index. This programme was organized to consult with stakeholders about the indicators that will be used to analyse the manner by which different people access to Information in different countries (where the RTI Act exists). The discussants included representations from the Ministry of Information, leading non-government organizations working in the field of governance and right to Information and representatives from international development partners of the government. Chief Information Commissioner, Ambassador (Ret.) Muhammad Zamir was the Chief Guest. Dr. Iftexharuzzaman, Executive Director, Transparency International Bangladesh (TIB) and Dr. Asif Nazrul, Associate Professor, Department of Law, University of Dhaka were Special Guests. This program was chaired by Tahmina Rahman, Country Director, Article 19 Bangladesh.

In the meeting, the Chief Information Commissioner, pointed out that governmental agencies should be pro-active in providing Information to the citizens. He suggested that respective governmental and non-governmental organizations should uplink necessary Information pro-actively to their respective websites. The citizens could then obtain the requisite Information on websites and would not have to go to offices seeking Information. CIC then stated that there had been many positive developments and improvements had taken place with regard to the RTI process in Bangladesh since the Right to Information law came into force. He added that government departments, semi governmental organisations and NGOs had appointed more than 10,000 Designated Officers to facilitate the functioning of the RTI matrix. Their names were available in the official Information Commission web portal. Grameen Phone and Robi Axiata had also helped the Commission by providing free short message services to raise citizens' awareness about RTI. More than 200 million such free SMS messages had been issued over the last 10 months.

CIC also suggested increasing the efficiency of Designated Officers by posting some of them, if necessary for few days in the Information Commission. This would enable them to address challenges more efficiently.

Dr. Iftekharuzzaman, Executive Director of Transparency International Bangladesh (TIB) in his speech said, “enforcement of law is the biggest challenge as we have cultural, institutional and historical causes to obstruct the free flow of Information”. He also mentioned that Bangladesh had secured 12th position among the 89 countries regarding the status of the RTI Act leaving behind many developed countries such as Sweden. However, the index does not necessarily mean that the condition relating to free flow of Information is better in Bangladesh. However, he pointed out, the index could help Bangladesh to develop its RTI law by comparing with the laws of other countries.

Tahmina Rahman, Country Director, Article 19 Bangladesh said, the Global Right to Information Index' will assist countries to evaluate RTI laws across the world. It will encourage better understanding of their structural strengths and weaknesses. It would, she said, also enable policy makers at different levels to have the capability to compare legal provisions between countries.

Dhaka University Law Professor Asif Nazrul said that the index at times reflected the actual situation.

In the open discussion many of the participants expressed views that there was a common attitude in our country to hold back Information and this needed to be overcome.

**প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির কর্তৃক
অংশগ্রহণকৃত বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সভা/অনুষ্ঠানের তালিকাঃ**

০৩ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	চ্যানেল আই এর “আলোয় ভুবন ভরা” অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান
০৪ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে মাননীয় তথ্য মন্ত্রী’র সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ
০৫ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ বেতারে তথ্য অধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বিষয়ে আলোচনা
০৬ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ বেতারে তথ্য অধিকার প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক আলোচনা
০৮ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	সেফ দ্যা চিল্ড্রেন কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার কিভাবে শিশুদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা

০৮ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	আরটিভি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার ও আমলাতন্ত্র বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
১০ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের সাথে কমিশন কার্যালয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা
১৬ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত সভায় তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা
১৮ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	আরটিভি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার ও শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বিষয়ক আলোচনা
২০ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	বিটিভি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার ও জবাবদিহিতা বিষয়ক আলোচনা
২৪ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	আরটিভি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা
৩০ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে নরওয়ে ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূতদের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা
৩১ জানুয়ারী, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঢাকাস্থ প্রতিনিধিদলের প্রধান রাষ্ট্রদূত William Hanna এর সাথে আলোচনা
০১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে নয়াদিল্লীস্থ কমনওয়েলথ মানবাধিকার কমিশনের প্রধানের সাথে আলোচনা
০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য অধিকার ও ডিজিটাইজেশন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে রিসার্স ইনিশিয়েটিভস 'রিইব' এর প্রেসিডেন্ট ড. শামসুল বারী'র সাথে তথ্য অধিকারের সমস্যাসমূহ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা
০৭-০৯ ফেব্রুঃ ২০১১ঃ	তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পঞ্চগড় ও রংপুর সফর
১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	ইউএনবি কার্যালয়ে তথ্য অধিকারে মিডিয়ার ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা
১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ বেতারে তথ্য অধিকার জনঅবহিতকরণে ও ওয়েব পোর্টালের উপকারিতা বিষয়ক আলোচনা
২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকার প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য অধিকারের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা
২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পছন্দ নিয়ে CARITAS এর প্রতিনিধির সাথে আলোচনা
২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ঃ	কমিউনিটি রেডিওর প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা
০১ মার্চ, ২০১১ঃ	চীনা রাষ্ট্রদূতের সাথে বাংলাদেশ ও চীনে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা
০২ মার্চ, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ বেতারে পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা
০৩ মার্চ, ২০১১ঃ	তুরস্কের Tuskish Hope School" এ শিক্ষার্থীদের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা
০৩ মার্চ, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ বেতারে 'গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও তথ্য অধিকার' বিষয়ক আলোচনা
০৮ মার্চ, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাথে জার্মানী ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিভাবে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা
১৬ মার্চ, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে তথ্য অধিকার প্রতিবন্ধীদের জন্য কিভাবে উপকারী হতে পারে সে বিষয়ে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা
২৩ মার্চ, ২০১১ঃ	বাংলাভিশন টেলিভিশনে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা
২৪ মার্চ, ২০১১ঃ	চ্যানেল আই এর "তৃতীয় মাত্রা" অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকারের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা
২৭-৩০ মার্চ, ২০১১ঃ	তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় কনভেনশনে অংশগ্রহণের জন্য নেপাল সফর
৫-১১ এপ্রিল, ২০১১ঃ	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চীন সফর

১৯ এপ্রিল, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় মিডিয়ার ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ
১৯-২০ এপ্রিল, ২০১১ঃ	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে সিলেট সফর
২১ এপ্রিল, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে নরওয়ে ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূতের সাথে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক
২৩ এপ্রিল, ২০১১ঃ	বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন
২৩ এপ্রিল, ২০১১ঃ	ন্যাশনাল ডিফেন্স ও স্টাফ কলেজে তথ্য অধিকার ও সুশাসন বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন
১৩-১৪ মে, ২০১১ঃ	দৈনিক ইনডিপেন্ডেন্ট কর্তৃক আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহী সফর
১৫ মে, ২০১১ঃ	তথ্য কমিশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় এনজিওদের ভূমিকা বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ
১৬ মে, ২০১১ঃ	ভূটান দূতাবাসে ভূটানের তথ্য মন্ত্রীর সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ
৮ জুন, ২০১১ঃ	কমিশন কার্যালয়ে বিশ্বব্যাংকের নয়াদিলীস্থ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধির সাথে দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক মত বিনিময় সভা
১৪ জুন, ২০১১ঃ	ব্র্যাক ইন সেন্টারে ব্র্যাক কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ
১৫ জুন, ২০১১ঃ	যাত্রী কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ
২০ জুন, ২০১১ঃ	ডেমোক্রেসি ওয়াচ কর্তৃক আয়োজিত সভায় ওয়েন লিপার্ট এর সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ
১৬-২৪ জুলাইঃ	ইউএসএআইডি, প্রগতি প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর
৩০ জুলাই, ২০১১ঃ	সিরডাপ মিলনায়তনে টিআইবি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ
১১ আগস্ট, ২০১১ঃ	ব্র্যাক সেন্টারে তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ
১৭ আগস্ট, ২০১১ঃ	চ্যানেল আই এর “তৃতীয় মাত্রা” অনুষ্ঠানে অডিট কার্যক্রম ও তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
২৪ আগস্ট, ২০১১ঃ	ন্যাশনাল ডিফেন্স ও স্টাফ কলেজে তথ্য অধিকারের প্রেক্ষিতে মিডিয়ার ভূমিকা ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন
২৫ আগস্ট, ২০১১ঃ	ইটিভিতে সুশাসন, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রে তথ্য অধিকারের প্রভাব বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ঃ	মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটে তথ্য অধিকার ও ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ বেতারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের ওপর ও পররাষ্ট্রনীতিতে তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ঃ	দেশ টিভিতে দুর্নীতি দমন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ঃ	নাগরিক উদ্যোগ কর্তৃক তথ্য জানার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র্যালীতে অংশগ্রহণ
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ঃ	ব্র্যাক সেন্টারে তথ্য অধিকার বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ
৩০ সেপ্টে-০৮ অক্টোঃ	তথ্য কমিশনারদের ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কানাডা সফর
১০ অক্টোবর, ২০১১ঃ	বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকারের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
১৬ অক্টোবর, ২০১১ঃ	তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে তথ্য কমিশন, এমআরডিআই ও প্রগতি কর্তৃক আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্র সফরের ওপর অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ
১৯ অক্টোবর, ২০১১ঃ	দাবা ফেডারেশনে তথ্য অধিকার ও খেলাধুলা বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ

- ২৩ অক্টোবর, ২০১১ঃ বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন
- ২৪ অক্টোবর, ২০১১ঃ ব্র্যাক সেন্টারে বিপিএটিসি ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ
- ২৭ অক্টোবর, ২০১১ঃ আমেরিকান ইনস্টিটিউটের সদস্য ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে “Limiting the Limitations: Designing Exemptions that Balance Both Effective and Accountable Governance” বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন
- ০১ নভেম্বর, ২০১১ঃ আর্টিকেল ১৯ কর্তৃক আয়োজিত বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার সূচক (Global Index) বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ
- ২০ নভেম্বর, ২০১১ঃ মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও প্রতিকারের উপায় বিশেষ করে মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ
- ২৩ নভেম্বর, ২০১১ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আইএলও যৌথভাবে আয়োজিত শ্রমিকের অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য অধিকার ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষা বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
- ২৩ নভেম্বর, ২০১১ঃ সময় টিভিতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান ড. আতিকুর রহমানের সাথে প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ ও এর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত এক আলোচনায় অংশগ্রহণ
- ২৮ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেনিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএসটিডি) কর্তৃক আয়োজিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ
- ১২-১৩ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় কার্টার সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর

খ. তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের

- ২৬-০১-২০১১ তারিখে কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। সভাটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বিকাল ০৩.০০ টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৬:৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ খোরশেদ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, পৌরসভার মেয়র, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫০ (তিন শত পঞ্চাশ) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, পৌরসভার মেয়র, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে উপস্থিত কর্মকর্তা ও সূধীজনের বিভিন্ন প্রশ্নের আইনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

- বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৭-০১-২০১১ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ১২:৩০ মিঃ এবং দুপুর ১২:৩০ মিঃ থেকে বেলা ০২:০০ টা পর্যন্ত বার্ডের সেমিনার কক্ষে ০২ (দুই) টি সেশনে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রথম সেশনে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৫০ (পঞ্চাশ) জন এবং দ্বিতীয় সেশনে ৪৭ (সাতচলিশ) জন, সর্বমোট ৯৭ (সাতানব্ব্বই) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি প্রশিক্ষার্থীগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
- ০৬-০৩-২০১১ তারিখে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “Impact of RTI in good governance, human rights and poverty reduction” এবং “Information distribution/ dissemination system before introduction of RTI” শীর্ষক প্রশিক্ষণে সকাল ১১:১৫ মিঃ থেকে দুপুর ১৩:১৫ মিঃ এবং দুপুর ১৪:৩০ মিঃ থেকে বেলা ১৬:৩০ মিঃ পর্যন্ত “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫০ (পঞ্চাশ) জন প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে তিনি প্রশিক্ষার্থীগণের লিখিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।
- ২৪-০৩-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণক্রমে “Challenges pertaining to the effective implementation of the RTI process” শীর্ষক কর্মশালায় আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
- ০৩-০৪-২০১১ তারিখে কুমিল্লা জেলার বৃড়িচং উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। সভাটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বিকাল ০৩.৩০ মিঃ শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৭:৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বৃড়িচং উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব বিজয় কুমার দেবনাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ (তিনশত) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বক্তব্য শেষে উপস্থিত সূধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।
- বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৪-০৪-২০১১ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বেলা ০১:০০ টা পর্যন্ত বার্ডের সেমিনার কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ৮০ তম বিশেষ বুনয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
- ২২-০৫-২০১১ তারিখে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। সভাটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বিকাল ০৩.০০ টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ডঃ মোঃ আব্দুল

মান্নান, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ (তিন শত) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আলোচনান্তে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিনিধির প্রশ্নের আইনগত: ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

- বাংলাদেশ পলী-উল্লয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৩-০৫-২০১১ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বেলা ০১:০০ টা পর্যন্ত বার্ডের সেমিনার কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ৮১ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৮ (আটচলিশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।
- ১৯-০৬-২০১১ তারিখে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। জনঅবহিতকরণ সভাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে সকাল ১০:৩০ মিঃ শুরু হয়ে বেলা ০২:৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), পৌর মেয়র এবং স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, সহকারী কমিশনার(ভূমি), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), পৌর মেয়র, স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, সাংবাদিক, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের বিভিন্ন প্রশ্নের আইনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
- ২০-০৬-২০১১ তারিখে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ০৯.০০ টায় শুরু হয়ে বেলা ০৩.০০ টায় সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ৮৮ (আটটিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনার প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারার আইনি ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তিনি লিখিত আকারে প্রশ্ন করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে তিনি লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
- ২৬-০৬-২০১১ তারিখে বেসরকারী সংস্থা এমআরডিআই কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “Using RTI Act to Investigate Corruption” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য কমিশনের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে ৪০ (চলিশ) জন সাংবাদিক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা কালে তিনি তথ্য অধিকার আইনের বিস্তারিত বিশেষণ প্রদান করেন। তিনি প্রশ্নকর্তাগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

- বাংলাদেশ পলী-উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১৮-০৯-২০১১ তারিখে সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে বেলা ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত বার্ডের সম্মেলন কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর একটি সেশনে বক্তৃতা করেন। ৮৩ ও ৮৪ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৮ (আটচলিশ) জন এবং ৮৬ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে এলজিইডি এর প্রকৌশলী ৭৯ (উনআশি) জন, সর্বমোট ১২৭ (এক শত সাতাশ) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন লিখিত প্রশ্নের জবাব দান করেন।
- ২৮-০৯-২০১১ তারিখে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক “তথ্য জানার অধিকার” দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল ১০:৩০ মিঃ ব্র্যাক সেন্টার ইন এ এক গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনারসহ প্রায় ১০০ (এক শত) জন বিভিন্ন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত কর্মপত্রের উপর বিশেষণ ধর্মী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বিগত ১০-১০-২০১১ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি)/সহকারী কমিশনারগণের জন্য আয়োজিত ভূমি আইন ও ভূমির সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কোর্সে ২৫ (পঁচিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনান্তে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
- ১৫-১০-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাবনা জেলা কিণ্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বৃত্তি প্রদান ও শিশু তথ্য অধিকারের উপর আলোচনা বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবনা কিণ্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন এর আহবায়ক জনাব ফজলে মজিদ মুরাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা প্রশাসক, পাবনা; প্রফেসর রাধা বলভ সরকার, বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা; অধ্যাপিকা সামিমা জাহান, ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা; অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী, অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ, সরকারী মহিলা কলেজ, পাবনা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কিণ্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন,পাবনা। আমন্ত্রিত অতিথিবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিমল কুমার দেব, অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ,এফপিএ বাংলাদেশ; জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রধান শিক্ষক, পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা; জনাব মিহির চক্রবর্তী, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা; জনাব অচিন্ত্য কুমার ঘোষ, জেনারেল ম্যানেজার, ইউনিভারসেল গ্রুপ লিমিটেড, পাবনা; জনাব ফজলে করিম দারা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক, পাবনা; জনাব আহাম্মদ- উল-হক রানা, সাংবাদিক (স্থানীয় প্রতিনিধি, দৈনিক কালেরকণ্ঠ) এবং বেগম রওশন আক্তার, যুগ্ম- আহবায়ক, কিণ্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন,পাবনা। অনুষ্ঠানে ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) জন আমন্ত্রিত সূধী, ১,০০০ (এক হাজার) অভিভাবক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩০০ (তিনশত) জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা, বৃত্তি প্রাপ্ত ৪৩৩ (চারশত তেত্রিশ) জন শিক্ষার্থী এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ০৭ (সাত) জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রদানকৃত বৃত্তির অর্থের পরিমাণ ২,০২,৮০০/- (দুইলক্ষ দুই হাজার আটশত) টাকা। এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা থেকে বিগত ১৬ (ষোল) বছরে ৪,৪৬৫ (চার হাজার চার শত পঁয়ষট্টি) জনকে সর্বমোট ১৮,১৩,০০০/- (আঠারলক্ষ তের হাজার) টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শিশু অধিকার ও “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আলোচনা করা হয়। শিশু অধিকার এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে উপস্থিত সূধীজনসহ অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রধান অতিথি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
- ১৬-১০-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ০২ (দুই) ব্যাচে জেলা

প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ০৯.৩০ মিঃ শুরু হয়ে বিকাল ০৫.৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ১৭৩ (একশত তিয়াত্তর) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান করেন।

- ১৭-১০-২০১১ তারিখে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের অংশ গ্রহণ করেন। জনঅবহিতকরণ সভাটি পাবনা বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০.০০ মিঃ শুরু হয়ে বেলা ০২.০০ মিঃ সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাবনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) জনাব মোঃ আবদুর রউফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা জেলার সিভিল সার্জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রাক্তন সংসদ সদস্য বেগম ফেরদৌস আরা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক এ, কে, মীর্জা শহিদুল ইসলাম এবং প্রবীণ সাংবাদিক জনাব রনেশ মৈত্র। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ (তিনশত) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এর সঞ্চালনায় পাবনা জেলার সিভিল সার্জন, প্রাক্তন সংসদ সদস্য বেগম ফেরদৌস আরা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক এ, কে, মীর্জা শহিদুল ইসলাম এবং প্রবীণ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব রনেশ মৈত্র, এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
- বাংলাদেশ পলী-উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বিগত ২৩-১০-২০১১ তারিখে সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে বেলা ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত বার্ডের সম্মেলন কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ৮৫তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৮ (আটচলিশ) জন এবং ৮৬ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে এলজিইডি এর প্রকৌশলী ৪০ (চলিশ) জন, সর্বমোট ৮৮ (আটটিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে অংশগ্রহণকারীগণের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।
- ২৫-১০-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” বিষয়ক ০১ (এক) দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” স্ববিস্তারে বিশেষণ করেন এবং কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।
- ২১-১১-২০১১ তারিখ হতে ২৪-১১-২০১১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) জনাব মোহাম্মদ জমির। তথ্য কমিশনার সচিব (অবঃ) জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকা ছাড়াও তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

- ২২-১১-২০১১ তারিখে প্রথম সেশনে অংশগ্রহণকারী ৮৩ (তিরিশ) জন এবং দ্বিতীয় সেশনে ৭৫ (পঁচাত্তর) জন প্রশিক্ষণার্থীগণকে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণান্তে তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।
- ২৩-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে ৮৮ (আটাত্তিশ) জন প্রশিক্ষণার্থীকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ০৩ (তিন) ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সুষ্ঠু আয়োজন ও সফল সমাপ্তির জন্য কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।
- ০৩-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ১৩ (তের) টি মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাাদি ও তার সমাধান সম্পর্কে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। বিকেলের অধিবেশনে ১৩ (তের) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ১০-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ১৩ (তের) টি মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাাদি ও তার সমাধান সম্পর্কে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। বিকেলের অধিবেশনে ১৩ (তের) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ১৭-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ১৩ (তের) টি মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাাদি ও তার সমাধান সম্পর্কে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। বিকেলের অধিবেশনে ১৩ (তের) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ২৭-১২-২০১১ তারিখে বেসরকারী সংস্থা বিএনএনআরসি এর আমন্ত্রণক্রমে আইডিবি ভবনে অনুষ্ঠিত “ Role of Community Radio in Promoting Right to Information” শীর্ষক ০২ (দুই) দিনের কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটি রেডিও এর প্রায় ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন।
- ২৮-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ১৩ (তের) টি মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাাদি ও তার সমাধান সম্পর্কে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। বিকেলের অধিবেশনে ১৩ (তের) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশ পলী-উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বিগত ২৯-১২-২০১১ তারিখে সকাল ০৯:৩০ মিঃ থেকে বেলা ১২:০০ টা পর্যন্ত বার্ডের সম্মেলন কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ৮৮ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে এলজিইডি এর প্রকৌশলী ৪০ (চলিশ) জন এবং ৮৯ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৫ (পঁয়তালিশ) জন, সর্বমোট ৮৫ (পঁচাত্তর) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণান্তে অংশগ্রহণকারীগণের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

**“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর জনঅবহিতকরণ সভা
ব্যবস্থাপনায় : কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলা প্রশাসন, কুমিল্লা।**

(তারিখ : ২৬-০১-২০১১)

জনঅবহিতকরণ সভার বিবরণী

বিগত ২৬/০১/২০১১ তারিখে কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত এক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। সভাটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৬:৩০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, পৌরসভার মেয়র, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫০(দুইশত পঞ্চাশ) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, পৌরসভার মেয়র, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, এনজিও প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন এবং আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সহজ ও প্রানবন্তভাবে এবং সবিস্তারে উপস্থিত সকলকে ব্যাখ্যা করেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। উপস্থাপনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত সকল অভ্যাগতবৃন্দ প্রশ্নের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভা শেষে তিনি কুমিল্লা বোর্ডের রেজি হাউজে রাত্রি যাপন করেন।

বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বিগত ২৭/০১/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের সকাল ১১:০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা এবং দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা থেকে বেলা ০২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বোর্ডের সেমিনার কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর দু’টি সেশন পরিচালনা করেন। প্রথম সেশনে ৭৬ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার এর ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় সেশনে ৭৭ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪৭(সাতচলিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সেশন পরিচালনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

**“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর জনঅবহিতকরণ সভা
ব্যবস্থাপনায় : বুড়িচং উপজেলা প্রশাসন, কুমিল্লা।**

(তারিখ : ০৩-০৪-২০১১)

জনঅবহিতকরণ সভার বিবরণী

বিগত ০৩/০৪/২০১১ তারিখে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত এক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। সভাটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৭:৩০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুড়িচং উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০(তিনশত) প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, এনজিও প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন এবং আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সহজ ও প্রাণবন্তভাবে এবং সবিস্তারে উপস্থিত সকলকে ব্যাখ্যা করেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। উপস্থাপনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত সকল অভ্যাগতবৃন্দ প্রশ্নের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভা শেষে তিনি কুমিল্লা বার্ডের রেইট হাউজে রাত্রি যাপন করেন।

বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বিগত ০৪/০৪/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের সকাল ১১:০০ ঘটিকা থেকে বেলা ০১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বার্ডের সেমিনার কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর একটি সেশন পরিচালনা করেন। ৮০ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার এর ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। সেশন পরিচালনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রশিক্ষার্থীগণ প্রশ্নের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

**“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর জনঅবহিতকরণ সভা
ব্যবস্থাপনায় : চৌদ্দগ্রাম উপজেলা প্রশাসন, কুমিল্লা।**

(তারিখ : ২২-০৫-২০১১)

জনঅবহিতকরণ সভার বিবরণী

বিগত ২২/০৫/২০১১ তারিখে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত এক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। সভাটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৭:০০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ (তিনশত) প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, , উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, এনজিও প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন এবং আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সহজ ও প্রানবন্তভাবে এবং সবিস্তারে উপস্থিত সকলকে ব্যাখ্যা করেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। উপস্থাপনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত সকল অভ্যাগতবৃন্দ প্রশ্নের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভা শেষে তিনি কুমিল্লা বার্ডের রেস্তোরাঁতে হাউজে রাফ্রি যাপন করেন।

বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বিগত ২৩/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের সকাল ১১:০০ ঘটিকা থেকে বেলা ০১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বার্ডের সেমিনার কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর একটি সেশন পরিচালনা করেন। ৮১ তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার এর ৪৮ (আটচলিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। সেশন পরিচালনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিকাল ০৪:০০ ঘটিকায় তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে কুমিল্লা বার্ড ত্যাগ করেন।

**“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা
ব্যবস্থাপনায় : জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী।**

(তারিখ : ১৯ - ২০ জুন, ২০১১)

জনঅবহিতকরণ সভার বিবরণী

(তারিখ : ১৯-০৬-২০১১)

বিগত ১৯/০৬/২০১১ তারিখে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত এক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের অংশ গ্রহণ করেন। জনঅবহিতকরণ সভাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে সকাল ১০.৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বেলা ০২.৩০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), পৌর মেয়র এবং স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ।

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১৫০(একশত পঞ্চাশ) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, সহকারী কমিশনার(ভূমি), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), পৌর মেয়র, স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন কিভাবে বাংলাদেশে প্রণীত হয়েছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেন। আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সহজ ও প্রাণবন্তভাবে বর্ণনা করেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। উপস্থাপনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত সকলেই প্রশ্নের উত্তর শুনে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিবরণী

(তারিখ : ২০-০৬-২০১১)

বিগত ২০/০৬/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় শুরু হয়ে বেলা ০৩.০০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ৮৮(আটাত্তিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনার প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন দিক অর্থাৎ বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আইনি ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরেন। ফলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে আরো আগ্রহী করে তোলা হয় এবং তাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্বেগ হয়। তিনি লিখিত আকারে প্রশ্ন করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেন এবং ব্যাখ্যাসহকারে বুঝিয়ে দেন। এতে প্রশিক্ষণার্থীগণ সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তথ্য কমিশনারের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন এবং তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ

দেলোয়ার হোসেন জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণকে তথ্য কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন এবং তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

**“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর জনঅবহিতকরণ সভা
ব্যবস্থাপনায় : কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা প্রশাসন, কুমিল্লা।**

(তারিখ : ২৪-০৬-২০১০)

জনঅবহিতকরণ সভার বিবরণী

বিগত ২৪/০৬/২০১০ তারিখে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত এক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। সভাটি উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শুরু হয়ে বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জামাল হোসাইন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুর রউফ, পৌরসভার মেয়র, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০০(চারশত) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, এনজিও প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন এবং আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সহজ ও প্রানবন্তভাবে এবং সবিস্তারে উপস্থিত সকলকে ব্যাখ্যা করেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। উপস্থাপনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত সকল অভ্যাগতবৃন্দ প্রশ্নের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

**“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও জনঅবহিতকরণ সভা
ব্যবস্থাপনায় : জেলা প্রশাসন, পাবনা।**

(তারিখ : ১৫-১৭ অক্টোবর, ২০১১)

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান ও শিশু তথ্য অধিকার এর উপর আলোচনা

(তারিখ : ১৫-১০-২০১১)

বিগত ১৫-১০-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাবনা জেলা কিণ্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বৃত্তি প্রদান ও শিশু তথ্য অধিকারের উপর আলোচনা বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অভিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবনা কিণ্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন এর আহবায়ক জনাব ফজলে মজিদ মুরাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা প্রশাসক, পাবনা; প্রফেসর রাধা বলন্ত সরকার, বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা; অধ্যাপিকা সামিমা জাহান, ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা; অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী, অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ, সরকারী মহিলা কলেজ, পাবনা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কিণ্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, পাবনা।

আমন্ত্রিত অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিমল কুমার দেব, অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, পাবনা; জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রধান শিক্ষক, পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা; জনাব মিহির চক্রবর্তী, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা; জনাব অচিন্ত্য কুমার ঘোষ, জেনারেল ম্যানেজার, ইউনিভারসেল গ্রুপ লিমিটেড, পাবনা; জনাব ফজলে করিম দারা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক, পাবনা; জনাব আহাম্মদ-উল-হক রানা, সাংবাদিক, দৈনিক কালেরকণ্ঠ এবং বেগম রওশন আক্তার, যুগ্ম-আহবায়ক, কিণ্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, পাবনা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) জন আমন্ত্রিত সূধী, ১,০০০ (এক হাজার) অভিভাবক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩০০ (তিনশত) জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা, বৃত্তি প্রাপ্ত ৪৩৩ (চারশত তেত্রিশ) জন শিক্ষার্থী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ০৭ (সাত) জন। প্রদানকৃত বৃত্তির অর্থের পরিমাণ ২,০২,৮০০/- (দুই লক্ষ দুই হাজার আট শত) টাকা। এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা থেকে বিগত ১৬ (ষোল) বছরে ৪,৪৬৫ (চার হাজার চারশত পঁয়ষট্টি) জন ছাত্র-ছাত্রীকে সর্বমোট ১৮,১৩,০০০/- (আঠার লক্ষ, তের হাজার) টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শিশু অধিকার এবং “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আলোচনা করা হয়। শিশু অধিকার এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে উপস্থিত সূধীজনসহ অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রধান অতিথি পর্যায়ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিবরণী

(তারিখ : ১৬-১০-২০১১)

১৬-১০-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সকাল ০৯.৩০ মিঃ শুরু হয়ে বিকাল ০৫.৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি ০২ (দুই) পর্বে বিভক্ত ছিল। মোট ১৭৩ (একশত তিয়াত্তর) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনার প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন

সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি লিখিত আকারে প্রশ্ন করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুলহিল আজম জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপ-পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুলহিল আজম কর্তৃক প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভার বিবরণী

(তারিখ : ১৭-১০-২০১১)

১৭-১০-২০১১ তারিখে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের অংশগ্রহণ করেন। জনঅবহিতকরণ সভাটি পাবনা বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০.০০ টায় শুরু হয়ে বেলা ০২.০০ টায় সমাপ্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাবনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) জনাব মোঃ আবদুর রউফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা জেলার সিভিল সার্জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রাক্তন সংসদ সদস্য বেগম ফেরদৌস আরা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক এ, কে, মীর্জা শহিদুল ইসলাম, প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রখ্যাত সমাজকর্মী জনাব রনেশ মৈত্র।

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ (তিনশত) জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার(ভূমি), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এর সঞ্চালনায় সিভিল সার্জন, পাবনা; সাবেক সংসদ সদস্য বেগম ফেরদৌস আরা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক এ, কে, মীর্জা শহিদুল ইসলাম এবং প্রবীণ সাংবাদিক জনাব রনেশ মৈত্র, এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর আলোচনা করেন।

পরিশেষে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” উপস্থাপন করেন এবং বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেন। আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সহজ ও স্ববিস্তারে বর্ণনা করেন। “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে লিখিত প্রশ্ন আহবান করেন। উপস্থাপনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ব্যবস্থাপনায় : জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা।

(তারিখ : ২১ - ২৩ নভেম্বর, ২০১১)

২১-১১-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) জনাব মোহাম্মদ জমির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার সচিব (অবঃ) জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। জেলা সদর ও কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার ৯৭ (সাতানব্বই) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উদ্বোধনী সেশনে অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ০৯.৩০ মিঃ শুরু হয়ে সকাল ১০.৩০ মিঃ সমাপ্ত হয়।

মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে এই মহতী উদ্যোগের জন্য জেলা প্রশাসকসহ জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবতারণা করেন :

- তথ্য অধিকার আইনের আলোকে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে সজাগ হতে হবে;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল স্তরে দুর্নীতিদূর করতে হবে;
- শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তথ্য প্রদানে আন্তরিক হতে হবে;
- তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অধিকতর আন্তরিক হতে হবে;
- প্রতিটি অফিসে যথাযথভাবে তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ অতিথি তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর বক্তব্যে কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এবং স্বল্পতম সময়ের মাঝে তাদের বিস্তারিত তথ্যাবলী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশনার জন্য সুযোগ্য জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানান। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, কৃষি ও সমবায়ের ক্ষেত্রে কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের পথিকৃত। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বাস্তবায়ন ও জনগণকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও কুমিল্লা জেলা আদর্শ হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর অবতারণা করেন :

১৯২৩ সনে প্রণীত সরকারী গোপনীয়তা আইনের শৃঙ্খলা ছিন্ন করে জনগণের প্রতি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, দুর্নীতিহ্রাস, সুশাসন ও টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- জনগণের সেবা করার মানসিকতা নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিক হতে হবে;
- তথ্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে আপডেট করতে হবে;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ বিস্তারিত তথ্যাদি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; আইনের বিধিমালা ও প্রবিধানমালা সম্বলিত পুস্তিকাটি তথ্য প্রত্যাশী জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য সূচরুপে দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রেজাউল আহসান শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির ও মাননীয় বিশেষ অতিথি তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সফল সমাপ্তির বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে অধিকতর উদ্যোগী হবেন মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বর্ণনা করেন :

- সর্বাধিক ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- স্বল্প পরিসরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে;
- পুস্তিকাতে অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি নিয়মিতভাবে আপডেট করা হবে;
- তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে;

- উপজেলা পর্যায়ে স্বউদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হবে;
- অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে হবে;
- সহজে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা বেগম এবং জেলা কালচারাল অফিসার জনাব মশিউর আনোয়ার। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেন :

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রথম জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লায়;
- তথ্য প্রাপ্তির জন্য লিখিত আবেদন কম পাওয়া যায়;
- টেলিফোনে তথ্য বেশী চাওয়া হয়;
- কিভাবে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে তা সকলকে জানাতে হবে;
- তথ্য না দেয়ার মানসিকতা দূর করতে হবে;
- সেবার মান বাড়াতে হবে;
- স্বঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম সেশনে অংশগ্রহণকারী ৯৭ (সাতানব্বই) জন এবং দ্বিতীয় সেশনে ৫৫ (পঞ্চাশ) জন প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ উপস্থাপন করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন কিভাবে বাংলাদেশে প্রণীত হয়েছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি আইনের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন। উপস্থাপনা শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

২২-১১-২০১১ তারিখে প্রথম সেশনে অংশগ্রহণকারী ৮৩ (তিরিশ) জন এবং দ্বিতীয় সেশনে ৭৫ (পঁচাত্তর) জন প্রশিক্ষণার্থীগণকে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণান্তে তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

২৩-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে ৮৮ (আটাত্তিশ) জন প্রশিক্ষণার্থীকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সুষ্ঠু আয়োজন ও সফল সমাপ্তির জন্য কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুলমহিল আজম এবং তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনারগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণকে তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুলমহিল আজম এবং তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক
অংশগ্রহণকৃত বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সভা/অনুষ্ঠানের তালিকাঃ

- ২৬ জানুয়ারি, ২০১১ঃ কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।
- ২৭ জানুয়ারি, ২০১১ঃ বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ০৬ মার্চ, ২০১১ঃ আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “Impact of RTI in good governance, human rights and poverty reduction” Ges “Information distribution/dissemination system before introduction of RTI” শীর্ষক প্রশিক্ষণে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ২৪ মার্চ, ২০১১ঃ বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণক্রমে “Challenges pertaining to the effective implementation of the RTI process” শীর্ষক কর্মশালায় আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।
- ০৩ এপ্রিল, ২০১১ঃ কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।
- ০৪ এপ্রিল, ২০১১ঃ বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ২২ মে, ২০১১ঃ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।
- ২৩ মে, ২০১১ঃ বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ১৯ জুন, ২০১১ঃ “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।
- ২০ জুন, ২০১১ঃ নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ২৬ জুন, ২০১১ঃ বেসরকারী সংস্থা এমআরডিআই কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “Using RTI Act to Investigate Corruption” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য কমিশনের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
- ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ঃ বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর একটি সেশনে বক্তৃতা করেন।
- ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ঃ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক “তথ্য জানার অধিকার” দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।
- ১০ অক্টোবর, ২০১১ঃ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে সহকারী কমিশনার (ভূমি)/সহকারী কমিশনারগণের জন্য আয়োজিত ভূমি আইন ও ভূমির সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

- ১৫ অক্টোবর, ২০১১ঃ পাবনা জেলা কিণ্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বৃত্তি প্রদান ও শিশু তথ্য অধিকারের উপর আলোচনা বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। শিশু অধিকার এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে উপস্থিত সূধীজনসহ অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন।
- ১৬ অক্টোবর, ২০১১ঃ পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ১৭ অক্টোবর, ২০১১ঃ “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।
- ২৩ অক্টোবর, ২০১১ঃ বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ২৫ অক্টোবর, ২০১১ঃ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” বিষয়ক ০১ (এক) দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২১ নভেম্বর, ২০১১ঃ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর উপর কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত ৩(তিন)দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।
- ২২ নভেম্বর, ২০১১ঃ “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর উপর প্রথম সেশনে ৮৩জন এবং দ্বিতীয় সেশনে ৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ২৩ নভেম্বর, ২০১১ঃ তৃতীয় সেশনে ৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ০৩(তিন) ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সুষ্ঠু আয়োজন ও সফল সমাপ্তির জন্য কুমিল্লা জেলার প্রশাসকসহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।
- ০৩ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ তথ্য কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।
- ১০ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ তথ্য কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।
- ১৭ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ তথ্য কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।
- ২৭ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ বেসরকারী সংস্থা বিএনএনআরসি এর আমন্ত্রণক্রমে আইডি ভবনে অনুষ্ঠিত “Role of Community Radio in Promoting Right to Information” শীর্ষক ০২(দুই) দিনের কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।
- ২৮ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ তথ্য কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।
- ২৯ ডিসেম্বর, ২০১১ঃ বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বার্ডের সম্মেলন কক্ষে “তথ্য অধিকার আইন-২০০৯” এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

গ. তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা

সিলেট :

⇒ মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ২০/০৪/২০১১ তারিখে সিলেট জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত একটি জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার এসকল প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ (বিশেষ করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ) সহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার জনাব এন. এম. জিয়াউল আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, জেলা প্রশাসক জনাব আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাসিম, পুলিশ সুপার জনাব সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিত করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. সাদেকা হালিম উল্লেখ করেন যে তথ্য অধিকার জনগণকে ক্ষমতায়িত করবে। জনগণের ওপর তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব নিয়ে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী সংগঠনগুলোকে ভেতর ও বাইরে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

⇒ একই তারিখে বিকেলের সেশনে তথ্য কমিশনার সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ থেকে আগত ২৬১ (দুই শত একষট্টি) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। পরবর্তিতে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে সভার কার্যক্রম শেষ করে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

ফরিদপুর :

⇒ ০৪/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম মহোদয় BPDC (Bangladesh Disaster Preparedness Centre) এর আমন্ত্রণে ফরিদপুরের সদর উপজেলায় তথ্য ও সেবা এবং তথ্য মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মেলায় সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব হেলালুদ্দিন আহমেদ। উক্ত তথ্য মেলায় তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব জনাব সেলিম শেখ এবং রিসার্চ এসোসিয়েট দিল আফরোজ খানম তার সফরসঙ্গী ছিলেন। ফরিদপুর জেলার সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকজন সহ বিভিন্ন মিডিয়া ব্যক্তিত্বরাও উক্ত মেলায় উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনার মহোদয় BPDC এর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর পটভূমি ও এর প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ডিজিটাল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এ দুটি আইন মূল অনুঘটক। আঞ্চলিক ই-উন্নয়নের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্সের কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুটি আইনের সমন্বয় সাধন জরুরী। তিনি উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি সরকার ৪৫০১ (চার হাজার পাঁচ শত এক) টি ইউনিয়নে ই-গভর্ন্যান্স চালু করেছে। এই ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতাসংক্রান্ত তথ্য সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। তথ্য অধিকারের অনুশীলন এবং ব্যবহারসহ এ অঞ্চলের ই-গভর্ন্যান্স রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী ভিত্তি

প্রদান করতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেন। পরিশেষে তিনি মেলার গুরুত্বপূর্ণ স্টলসমূহ ঘুরে দেখেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাঙামাটি :

⇒ ১৯/০৬/২০১১ তারিখে রাঙামাটি ভিত্তিক স্থানীয় এন.জিও পাড়া আয়োজিত এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগীতায় “তথ্য জানা জনগণের অধিকার” শীর্ষক কর্মশালায় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন রাঙামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নিখিল চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এবং জেলা জজ জনাব সুশান্ত কুমার সিং। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক, পাড়া, জনাব আব্বাসউদ্দিন চৌধুরী এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন পরিচালক শামীম ইকবাল। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। উপস্থাপনা শেষ করে তিনি উপস্থিত সুধীবৃন্দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেন।

খাগড়াছড়ি :

⇒ ২০/০৬/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম স্থানীয় এনজিও পাড়া আয়োজিত এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগীতায় খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে “তথ্য জানা জনগণের অধিকার” শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় তথ্য কমিশনার মহোদয় ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিত করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম, আপীল আবেদন ইত্যাদির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এছাড়াও তথ্য কমিশনার মহোদয় ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির অধিকার, সুযোগসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত সুধীবৃন্দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

রাজশাহী :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম মহোদয় গত ২৮/০৬/২০১১ তারিখে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান Inter Co-operation এর উদ্যোগে আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব সুবল মনি বোস। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন Inter co-operation এর নির্বাহী সদস্য মিজ শাহনাজ আরেফিন। এতে তথ্য কমিশনার উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

⇒ তথ্য কমিশনার ২৮/০৬/২০১১ তারিখে দুপুর ২.০০ ঘটিকায় আদিবাসী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা (এস.এস.ইউ.এস) কর্তৃক আয়োজিত “ ৩০ জুন , মহান সাওঁতাল বিদ্রোহ দিবস ২০১১ ” উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনার মহোদয় সাওঁতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আদিবাসীদের আর্থ- সামাজিক অধিকারের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আদিবাসী , বাঙ্গালী সকলেরই তথ্য জানা সমঅধিকার উল্লেখ পূর্বক তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ তুলে ধরেন। সভার শেষ পর্যায়ে তথ্য কমিশনার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী আদিবাসী জনপ্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম একই দিনে দুপুর ৩.৩০ ঘটিকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী-এঁর স্মরণে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পরিবারের পক্ষ থেকে কম্পিউটার প্রদান করেন।

জামালপুর :

⇒ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং জামালপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জামালপুর জেলায় গত ১৭/১০/২০১১ তারিখে সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন জামালপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব সিরাজউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। উক্ত সভায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রায় ৫০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ (বিশেষ করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ) সহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। সেশন শেষ হবার পর তিনি উপস্থিত অতিথিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

⇒ তথ্য কমিশনার মহোদয় একই দিনে ২.৩০ ঘটিকা থেকে বিকেল ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত জামালপুর জেলার ১২৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনার মহোদয় তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক যেমন- তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, সংজ্ঞা, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য প্রকাশ ও প্রকার; তথ্য সরবরাহ পদ্ধতি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের করণীয়; আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি; অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রযোজ্য নয় এমন সংস্থাসমূহও এর ব্যতিক্রম; প্রভৃতি বিষয়াদি তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কুমিল্লা :

⇒ কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ২১/১১/২০১১ তারিখে হতে ২৩/১১/২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৪৫০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম মহোদয় ২৩/১১/২০১১ তারিখে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার অংশ হিসেবে প্রায় ১০০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায়, তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, সংজ্ঞা, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য প্রকাশ ও প্রকার; তথ্য সরবরাহ পদ্ধতি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের করণীয়; আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি; অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রযোজ্য নয় এমন সংস্থাসমূহও এর ব্যতিক্রম; প্রভৃতি বিষয়াদি তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



"Role of Right of Information (RTI) in Establishing Transparency and Fighting Corruption in Society" সেমিনারে উপস্থিত দূদক চেয়ারম্যান জনাব ড. গোলাম রহমান, সাবেক বিচারপতি জনাব এম তাফাজ্জল ইসলাম Article-19 এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তাহমিনা রহমান এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম।

মানিকগঞ্জ :

⇒ ২৫/১২/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ELCOP (Empowerment through Law of the Common People) কর্তৃক আয়োজিত মানিকগঞ্জ জেলার প্রশিকায় অনুষ্ঠিত "Empowerment of the common People and Right to Information" শীর্ষক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সেমিনারে তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তথ্য অধিকার আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত এবং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র এবং এর অঙ্গসংগঠন, রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব শীলতা নিশ্চিত করে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। উক্ত সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

⇒ মানিকগঞ্জ জেলায় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম মহোদয় গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে Bangladesh Network of climate change Journalists কর্তৃক আয়োজিত “Negative impacts of climate change in Bangladesh, Ensuring Access to information and Role of media “ শীর্ষক প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আলোচনা সভায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সহ Climate Change এর গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বর্তমানে বেশ কিছু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে। তথ্য কমিশন সীমিত জনবল নিয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত সচেতনতায় বিভিন্ন ফোরামে ডায়ালগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডেটাবেইস তৈরি, ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজ করছে। এ ব্যতীত তথ্য কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগগুলো গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫১টি জেলায় তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন জনঅবহিতকরণ করেছে। তথ্য কমিশনার মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

বগুড়া :

⇒ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বগুড়া জেলায় গত ১২/০১/২০১২ তারিখে সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন। জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব ইফতেখারুল ইসলাম খান, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম। বগুড়া জেলার সরকারী ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। এসকল প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ (বিশেষ করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ) সহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন।



তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বগুড়া : প্রধান অতিথি তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, সভাপতি জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম খান।

⇒ পরবর্তীতে দুপুর ২.৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত বগুড়া জেলার সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৩০ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য কমিশনার ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরে তথ্য কমিশনার বগুড়া জেলা প্রশাসকের গ্রাহক তথ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

রংপুর :

⇒ ১৩/১/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর এর “উইম্যান এন্ড জেভার স্টাডিজ” বিভাগে প্রভাষক নিয়োগে বিশেষজ্ঞ হিসাবে বোর্ডে উপস্থিত হন। প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক কিছু পুস্তক বিতরণ করেন। ছাত্র/শিক্ষক সবার সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

কক্সবাজার :

ARTICLE 19 ARTICLE 19 এর উদ্যোগে ও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলার হোটেল শৈবালে ১১-০২-২০১২ তারিখে “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ” এর উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সার্বিক তিনটি সেশনে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন ARTICLE 19 এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস তাহমিনা রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিস তাহমিনা রহমান। উদ্বোধনী সেশনে বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, প্রেক্ষাপট ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তুলে ধরেন এবং অতিথিদ্বয় “তথ্য অধিকারের গান” সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রশিক্ষণ সেশনে ARTICLE 19 এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস তাহমিনা রহমান পরিচিতি ও প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক আইনে তথ্য অধিকারের বিভিন্ন মানদণ্ড, সংজ্ঞা, তথ্য প্রদানে ও প্রকাশে কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। প্রধান অতিথি হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন সরকারী কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তথ্য অধিকার আইনের সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রাসঙ্গিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি Official Secret Act 1923 এর যে ধারা গুলো তথ্য প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার উর্দে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩ মোতাবেক সর্বসাধারণকে তথ্য প্রদানের উপর গুরুত্ব দেন। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অংশ হিসেবে সর্বোপরি নাগরিক হিসেবে সকলের দায়িত্ব তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক সাফল্যে নিরলসভাবে ও আন্তরিকভাবে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপীল কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা এবং আবেদন অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। তিনি তথ্য কমিশনে কি ধরনের অভিযোগ আসছে তার ধরন এবং অসম্পষ্ট অভিযোগসমূহের কথা তুলে ধরেন। তথ্য কমিশন স্ব-প্রনোদিত হয়ে অস্পষ্ট অভিযোগকারীদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর Format অনুযায়ী আবেদন করার জন্য পত্র প্রেরণ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন। প্রধান এবং বিশেষ অতিথি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম তথ্য অধিকারের ব্যতিক্রম সমূহ এবং আইনের বহির্ভূত সংস্থা সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর শেষ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তৃণমূলের অভিজ্ঞতা, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মাণ করে ‘নাগরিক উদ্যোগ’। এটি পরিচালনা করেন হামিদুল ইসলাম হিল্লোল। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বস্তুনিষ্ঠ মতামত দেন। প্রধান ও বিশেষ অতিথি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



রাস্তামাটি জেলা পরিষদ মিলনায়তনে তথ্য জানা জনগণের অধিকার শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং বিশেষ অতিথি রাস্তামাটি জেলার জেলা জজ জনাব সুশান্ত কুমার সিংহ।

**তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম মহোদয়ের ২০১১ সালের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন
সরকারি/বেসরকারি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত সার**

১। ০৪-০১-২০১১ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ কর্তৃক আয়োজিত “তথ্য অধিকার ও গণমাধ্যম” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকটি ভোরের কাগজ কার্যালয়ে দুপুর ০১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির।

২। ১৫-০১-২০১১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যাকাডেমি (DUMCJAA) আয়োজিত স্থানীয় সরকার নির্বাচন: গণপ্রশাসন ও গণমাধ্যম শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩। ২৩-০১-২০১১ তারিখে ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল আয়োজিত “উচ্চতর তদন্ত প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এসআইদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৪। ১০-০২-২০১১ তারিখে ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা) কর্তৃক আয়োজিত Official Secret Act 1923 & Right to Information Act 2009 বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিসিএস ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কর্মশালাটি ফিমায় সকাল ১১.০০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ০১.০০ টায় সমাপ্ত হয়।

৫। ০৮-০৩-২০১১ এবং ০৯-০৩-২০১১ তারিখে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) কর্তৃক আয়োজিত শোভন কাজ, শোভন আচরণ, নারী শ্রমিকের মানবাধিকার শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি ঢাকাস্থ ইন্সটিটিউশন অব ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স হলে সকাল ০৯.৩০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ০১.০০ টায় সমাপ্ত হয়। সভাটিতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকর্মী ছাড়াও কানাডিয়ান লেবার কংগ্রেসের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৬। ২৪-০৪-২০১১ তারিখে ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিক্স, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি এবং এইচডিআরসির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সমাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকারের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত সভায় আর্থ-সামাজিক ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সভাটি ঢাকার বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে সকাল ১০.০০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ০৩.০০ টায় সমাপ্ত হয়।

৭। ৩০-০৪-২০১১ তারিখে নাগরিক উদ্যোগ, তথ্য অধিকার আন্দোলন এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ এর সমন্বিত উদ্যোগে আয়োজিত তথ্য অধিকার চর্চা: ব্যবহারিক নির্দেশিকা শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও তথ্য আমার অধিকার প্রামাণ্য চিত্রের প্রদর্শনীয় নামক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অংশগ্রহণ এবং বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি ঢাকায় অবস্থিত সিরডাপ মিলনায়তনে বিকেল ০৩.০০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৫.০০ টায় সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব এএসএম শাহজাহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ফারজানা ইসলাম, বেসরকারি সংস্থা আর্টিকেল ১৯ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তাহমিনা রহমান এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভের সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার সোহিনি পাল।

৮। ০৩-০৫-২০১১ তারিখে বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবস ২০১১ উপলক্ষ্যে ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 21 Century Media : New Frontiers, New Barriers” শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি ঢাকাস্থ আইডিবি ভবন মিটিং রুমে সকাল ১০.০০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ০২.০০ টায় সমাপ্ত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এএমএস আরেফিন সিদ্দিকি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পিআইবি-র ডিরেক্টর জেনারেল প্রফেসর দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস এবং সুইস

এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সোহেল ইবনে আলী। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন “মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন” এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম।

৯। ১২-০৫-২০১১ তারিখে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত “ভূমি আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনী বিষয়ক একটি গবেষণা” শীর্ষক মতবিনিময় সভায় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন সেমিনার কক্ষে বিকেল ০৩.০০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৫.৪৫ টায় সমাপ্ত হয়। সভায় প্রদান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রেজাউল করিম হীরা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ এডভোকেট এ কে মোজাম্মেল হক এমপি। সভার অন্যান্য আলোচকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কৌশল্যারানী বাগচী।

১০। ১৫-০৫-২০১১ তারিখে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) কর্তৃক আয়োজিত “শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জন গণমুখী ও বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চাই” শীর্ষক আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং দরিদ্র অনুকূল এবং গণমুখী বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। দেশের বাজেট সম্পর্কে গণমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণমুখী প্রণয়নে জনমত গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত এ সভাটি জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বিকেল ০৩.০০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৫.০০ টায় সমাপ্ত হয়।

১১। ০২-০৬-২০১১ তারিখে বিশ্ব পরিবশ দিবস ২০১১ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), নাগরিক উদ্যোগ এবং বারসিক এর সমন্বিত উদ্যোগে আয়োজিত “অরণ্য ও আদিবাসী: সম্পর্কের বিজ্ঞান ও বিপ্লবতা” শীর্ষক সেমিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারটি ঢাকা রিপোর্টস ইউনিটি গোলটেবিল লাউঞ্জে সকাল ১১.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

১২। ০২-০৬-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমুনিকেশন কর্তৃক আয়োজিত Budgetary provision for RTI implementation” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকটি ঢাকাস্থ টি.কে ভবনের কনফারেন্স রুমে সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত। বৈঠকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ।

১৩। ০৬-০৬-২০১১ তারিখে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত “স্বায়ত্ত্বশাসন, ৬ দফা ও স্বাধীনতা” শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি জাতীয় প্রেসক্লাব ভবনের ভিআইপি লাউঞ্জে বিকেল ০৪.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ডঃ ফায়েকউজ্জামান।

১৪। ০৭-০৬-২০১১ তারিখে কাপেং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অক্সফাম জিবি সহযোগিতায় “জাতীয় বাজেট ও আদিবাসী” শীর্ষক সেমিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারটি ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান শ্রী যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি। আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, বিশিষ্ট অর্থনৈতিকবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য উষাতন তালকদার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, অক্সফাম জিবির প্রোগ্রাম ম্যানেজার এমবি আখতার, খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপুরা, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষক সাইদ আহমেদসহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

১৫। ০৮-০৬-২০১১ তারিখে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ RIT (Research Initiative of Bangladesh) কর্তৃক আয়োজিত Right to Information in south Asia: Challenges and Opportunities” শীর্ষক সেমিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারটি জও এর সেমিনার কক্ষে বিকেল ০৩.০০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৫.০০ টায় সমাপ্ত হয়। সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ব ব্যাংক ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা বিক্রয় চাঁদ।

১৬। ১৮-০৬-২০১১ তারিখে ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্স ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) কর্তৃক আয়োজিত “তথ্য অধিকার আইন: সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা” শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি ঢাকাস্থ হোটেল লাভিঞ্জের মোনালিসা হলে সকাল ১১.০০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ০১.০০ টায় সমাপ্ত হয়।

অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সচিব হেদায়েতুল-গাহ আল মামুন এবং বৈশাখী টিভির সিইও মনজুরুল আহসান বুলবুল।

১৭। ২১-০৬-২০১১ তারিখে ইন্টারকোঅপারেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত “Strengthening Local Governance in Bangladesh” শীর্ষক মতবিনিময় সভায়ক বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি ঢাকাস্থ বাটন রঞ্জ রেস্টুরাঁয় সকাল ১০.০০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৪.০০ টায় সমাপ্ত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব ব্যাংক ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা মার্কোস ম্যাণ্ডিবুরু।

১৮। ২৩-০৬-২০১১, ৩০-০৬-২০১১ এবং ১৪-০৭-২০১১ তারিখে ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই কর্তৃক আয়োজিত “Using RTI Act to Investigate Corruption” শীর্ষক সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তদন্তমূলক প্রতিবেদন তৈরির ওপর সাংবাদিকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনদিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ঢাকাস্থ লা ভিঞ্চি হোটেলে ডেইলি স্টার, দৈনিক সমকাল এবং দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯। ২৯-০৬-২০১১ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত “রাষ্ট্রের অমীমাংসিত আদিবাসী বিতর্ক বনাম পরিচয় ও ভূমির লড়াই” শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন। সভাটি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি সেমিনার কক্ষে বিকেল ০৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা এমপি এবং অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি অনিল মারান্ডি।

২০। ৩০-০৬-২০১১ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত “RTI Act: Challenges of Implementation” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথি এবং আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকটি ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে সকাল ১০.০০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ০২:০০ টায় সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অব:) মোহাম্মদ জমির এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন আনাম এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটিস ইনিশিয়েটিভের ডিরেক্টর মাজা দাররুওয়ালা।

২১। ০৭-০৮-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত “National Conference on Land, Forest and Culture of Indigenous Peoples” শীর্ষক সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং “Courts, Commissions and Councils; The effective use of existing institutions” বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি ঢাকাস্থ এলজিইডি আরডিইসি কক্ষে দুপুর ০১:৩০ টায় সমাপ্ত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদের এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. আমেনা মহসীন।

২২। ১০-০৮-২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত “বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ” শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণের উপস্থিতিতে সভাটি ঢাকাস্থ ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে বিকেল ০৪:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

২৩। ১৪-০৯-২০১১ তারিখে ক্যাম্পেইন ফর সাসটিইনেবল রুবাল লাইভলিহুডস (সিএসআরএল) কর্তৃক আয়োজিত “সাধারণ সম্পদ ও কৃষি সেবায় কৃষকের অধিকার” শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভাটি ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের চেয়ারপার্সন হাসাবুল হক ইনু এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান শওকত মোমেন শাহজাহান এমপি এবং পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ড. মিহির কান্তি মজুমদার।

২৪। ১৫-০৯-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (বাস্ট), রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ(রিব) এবং নিজেরা করি-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত “জনমানুষের অধিকার রক্ষা এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও

সংস্থার ” বিষয়ক সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভাটি ঢাকাস্থ প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

২৫। ২০-০৯-২০১১ তারিখে আটকেল ১৯, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত “Promoting and Enhancing Rights of Women Journalists in Bangladesh” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকটি কুমিল্লা জেলার পুলিশ সুপার কমপেক্স অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন দৈনিক নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবির এবং প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক পারভিন সুলতানা বুমা। আটকেল ১৯ এর কান্ট্রি ডারেকটর মিস তাহমিনা রহমান মতবিনিময় সভাপতিত্ব করেন।

২৬। ২১-০৯-২০১১ তারিখে পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত “Promote Gender Issues and Prevent Violence against Women at Community Level” শীর্ষক কর্মশালায় “Women Rights and Women Empowerment” বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মধ্য পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালাটি দুপুর ০২:৩০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৪:১৫ টায় সমাপ্ত হয়।

২৭। ০৫-১০-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব জার্নালিজম এন্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া, (বিজেম) কর্তৃক আয়োজিত “জনসংযোগ, গণমাধ্যম ও যোগাযোগের আধুনিক কলাকৌশল ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার মোট ২৭ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে আয়োজিত এ কর্মশালাটি বিজেম সম্মেলন কক্ষে বিকেল ০৫:০০ টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় সমাপ্ত হয়।

২৮। ১২-১০-২০১১ তারিখে ডেভলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত “এনজিও কানেকশন ডে” নামক অনুষ্ঠানের প্রথম পোনারি সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি ঢাকাস্থ লেকশোর হোটেলে সকাল ০৯:০০ শুরু হয়ে সন্ধ্যা ০৬:০০ টায় সমাপ্ত হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন আনাম এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অতিরিক্ত সচিব মাহাফুজুর রহমান।

২৯। ২৩-১০-২০১১ তারিখে বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯)” বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিতকরণপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সভাটি বন ভবনের করবী সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩০। ২১-১১-২০১১ তারিখে বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত “সংখ্যালঘু বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশ দলিত সম্প্রদায়ের অবস্থা ” শীর্ষক সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারটি ঢাকাস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ১০:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩১। ২২-১১-২০১১ তারিখে বিশ্ব টেলিভিশন দিবস উপলক্ষ্যে মিডিয়া মিউজিয়াম অব বাংলাদেশ এবং জার্নালিজম ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের (যাত্রী) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত “সম্প্রচার সাংবাদিকতার এ যুগে কি পেয়েছি আমরা” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকটি যাত্রী ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের কনফারেন্স লাউঞ্জে দুপুর ০২:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩২। ২৭-১১-২০১১ তারিখে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিপ্রেক্ষিত কর্তৃক আয়োজিত “ঔষধ শিল্প এবং আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা” শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কনফারেন্স হলে সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রির স্বাস্থ্য উপদেষ্টা প্রফেসর (ডাঃ) মোদাচ্ছের আলী।

৩৩। ২৭-১২-২০১১ তারিখে বিপিএটিসি কর্তৃক আয়োজিত Right to Information Act in the 8th course on e-Government Management” শীর্ষক প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন। এতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ক্যাডার ও নন ক্যাডার এর কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

৩৪। ২৯-১২-২০১১ তারিখে কেয়ার, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ব্র্যাক এবং একশনএইডের সমন্বিত উদ্যোগে আয়োজিত

চতুর্থ জনসংগঠন সম্মেলন ২০১১ এ সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং “তথ্য অধিকার: সফলতা, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা” বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। সভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সম্মেলনটি সকাল ০৯:০০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৫:০০ টায় সমাপ্ত হয়।

৩৫। ১৪-০১-২০১১ তারিখে ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্স ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) কর্তৃক আয়োজিত “Proactive RTI Disclosure for CSOs” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় Proactive disclosure of information: Possibilities and challenges” বিষয়ে ৪০ টি সুশীল সমাজ সংস্থার প্রতিনিধিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কর্মশালাটি ঢাকাস্থ ওয়াইডবলুসিএ মিলানাতনে দুপুর ০৩:১৫ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৪:১৫ টায় সমাপ্ত হয়।

৩৬। ১৮-০১-২০১২ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত “ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর সিলেবাস যুগোপযোগী ও প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের কার্যক্রম মূল্যায়ন” শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভাকক্ষে সকাল ০৯:০০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৫:০০ টায় সমাপ্ত হয়।

৩৭। ১৯-০১-২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স হলে সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

৩৮। ২৭-০১-২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত “শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও শিক্ষকদের মর্যাদা” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকটি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউটিটির ভিআইপি সেমিনার কক্ষে দুপুর ০৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩৯। ২৮-০১-২০১২ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত Prosecution Crimes against Humanity : Ensuring Transparency, Accountability and Due process of Law” শীর্ষক সভায় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

৪০। ০৪-০২-২০১২ তারিখে ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্স ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) কর্তৃক আয়োজিত “Proactive RTI Disclosure for CSOs” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় “Proactive disclosure of information: possibilities and challenges” বিষয়ে ৪০ টি সুশীল সমাজ সংস্থার প্রতিনিধিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কর্মশালাটি ঢাকাস্থ ওয়াইডবলুসিএ মিলানায়তনে দুপুর ০৩:১৫ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৪:১৫ টায় সমাপ্ত হয়।

৪১। ০৭-০২-২০১২ তারিখে পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সরকারি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টবৃন্দকে “Rights to Information Act, 2009: An Overview” বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কর্মশালাটি সকাল ০৯:৩০ টায় শুরু হয়ে সকাল ১১:১৫টায় সমাপ্ত হয়।

৪২। ০৯-০২-২০১২ তারিখে Research Initiatives Bangladesh (RIB) কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে রিইব-এর RTI website:www.rib-rtibangladesh.org এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সকাল ১১:০০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ১.০০ টায় শেষ হয়।

৪৩। ১১-০২-২০১২ তারিখে Article-19 এর সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলায় “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর বিধানাবলীর উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপীল কর্মকর্তাগণের ০১ (এক)দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন। অনুষ্ঠানটি হোটেল শৈবালে সকাল ১০:৩০ টায় শুরু হয়ে বিকেল ০৫:৩০ টায় শেষ হয়।

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এর ২০১১ সালে দেশের অভ্যন্তরে

বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রোগামে অংশগ্রহণের তালিকা

তারিখ	বিষয়	আয়োজক সংস্থা
০৪-০১-২০১১	তথ্য অধিকার ও গণমাধ্যম	ডেইলী ভোরের কাগজ
১৫-০১-২০১১	স্থানীয় সরকার নির্বাচনঃ গণপ্রশাসন ও গণমাধ্যম	DUMCJAA
২৩-০১-২০১১	উচ্চতর তদন্ত প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা	ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল
১০-০২-২০১১	Right to information Act-2009	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা)
৮-৯ মার্চ, ২০১১	শোভন কাজ, শোভন আচরণ, নারী শ্রমিকের মানবাধিকার	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)
২৪-০৪-২০১১	সমাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকারের ভূমিকা	ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিক্স, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি ও এইচডিআরসি
৩০-০৪-২০১১	তথ্য অধিকার চর্চা : ব্যবহারিক নির্দেশিকা শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও 'তথ্য আমার অধিকার' প্রামাণ্য চিত্রের প্রদর্শনী	নাগরিক উদ্যোগ
০৩-০৫-২০১১	21 st Century Media: New Frontiers, New Barriers	Mass Line Media Centre (MMC)
১২-০৫-২০১১	ভূমি আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনী বিষয়ক একটি গবেষণা	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
১৫-০৫-২০১১	জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনে গণমুখী ও বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চাই	সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
০২-০৬-২০১১	অরণ্য ও আদিবাসী : সম্পর্কের বিজ্ঞান ও বিপ্লবতা	বাপা (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন)
০৪-০৬-২০১১	Budgetary Provision for RTI Implementation	Bangladesh Centre for Development Journalism and Communication
০৬-০৬-২০১১	স্বায়ত্বশাসন, ৬ দফা ও স্বাধীনতা	বঙ্গবন্ধু পরিষদ
০৭-০৬-২০১১	জাতীয় বাজেট ও আদিবাসী শীর্ষক সেমিনার	Oxfam
০৮-০৬-২০১১	Right to Information in South Asia: Challenges and Opportunities	Research Initiatives Bangladesh.
১৮-০৬-২০১১	তথ্য অধিকার আইন : সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা	MRDI
২০-০৬-২০১১	তথ্য জানা জনগণের অধিকার উপলক্ষে কর্মশালা	স্থানীয় এনজিও পাড়া ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২১-০৬-২০১১	Strengthening Local Governance in Bangladesh	Inter Co-operation
২৩-০৬-২০১১	Using RTI Act to Investigate Corruption	MRDI
৩০-০৬-২০১১		
১৪-০৭-২০১১		
২৯-০৬-২০১১	রাষ্ট্রের আদিবাসী বিতর্ক বনাম পরিচয় ও ভূমির লড়াই	জাতীয় আদিবাসী ফোরাম
৩০-০৬-২০১১	RTI Act: Challenges of Implementation	TIB
০৭-০৮-২০১১	National Conference on Land, Forest and Culture of Indigenous Peoples	Bangladesh Indigenous Peoples Forum
১০-০৮-২০১১	“বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ শীর্ষক”	বঙ্গবন্ধু পরিষদ
০২-০৯-২০১১	Women Rights and Women Empowerment	Police Staff College
১৪-০৯-২০১১	সাধারণ সম্পদ ও কৃষি সেবায় কৃষকের অধিকার	CSRL (Campaign for Sustainable Rural Livelihoods)
১৫-০৯-২০১১	প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে	(Blast) Bangladesh Legal Aid and Services Trust.
২০-০৯- ২০১১	“Promoting and Enhancing Rights of Women Journalists in BD”	Article-19

তারিখ	বিষয়	আয়োজক সংস্থা
২১-০৯-২০১১	Promote Gender issues and Prevent violence against women at community level	Police staff college, Bangladesh
২২-০৯-২০১১	Right to information training of public officials	Article- 19
০৫-১০-২০১১	“জনসংযোগ, গণমাধ্যম ও যোগাযোগের আধুনিক কলা কৌশল” তথ্য অধিকার আইন ০৯ ব্যাখ্যা	বিজেম (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব জার্নালিজম এন্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া)
১২-১০-২০১১	N-G-O Connection Day-র প্রথম পুনরী সেশনের প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ	D-Net
২৩-১০-২০১১	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা- ২০০৯	বন অধিদপ্তর
২১-১১-২০১১	সংখ্যালঘু বিলুপ্তি এবং বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায়ের	SHAREE
২২-১১-২০১১	বিশেষ টেলিভিশন দিবস ২০১১’ এর গোল টেবিল আলোচনা	MMB এবং JATRI
২৭-১১-২০১১	ঔষধ শিল্প এবং আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	Pori Prekkhit
২৫-১২- ২০১১	Empowerment of the common people and Right to information	Empowerment through law of the common people (ELCOP)
২৫-১২-২০১১	Negative impacts of climate change in Bangladesh , ensuring Access to information and role of media.	Bangladesh Network of Climate change journalists
২৭-১২-২০১১	Right to information Act in the 8 th course on e-Government management	BPATC
২৯-১২-২০১১	তথ্য অধিকার : সফলতা, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা প্রারম্ভিক আলোচনা	চতুর্থ জনসংগঠন সম্মিলন ২০১১, (Cares, Dhaka Ahsania Mission brac, action aid
১৪-০১-২০১২	The training on pro active RTI Disclosure for CSOs	MRDI
১৮-০১-২০১২	ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর সিলেবাস যুগোপযোগী ও প্রশিক্ষণ মডিউল প্রনয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামদের কার্যক্রম মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১৯-০১-২০১২	বাংলাদেশ ব্যাংকের “গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র” এর শুভ উদ্বোধন- বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ ।	বাংলাদেশ ব্যাংক
২৭-০১-২০১২	“শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও শিক্ষকদের মর্যাদা” শীর্ষক গোল টেবিল আলোচনা	বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক সহকারি শিক্ষক সমিতি
২৮-০১-২০১২	Prosecution Crimes Against Humanity: Ensuring Transparency, Accountability and Due Process of Law.	National Human Rights Commission
০৭-০২-২০১২	16 th Police Management Course	Police Staff College, Mirpur, Dhaka-1206.
০৯-০২-২০১২	Research Initiatives Bangladesh এর RTI website www.rib-rtibangladesh.org এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ ।	Research Initiatives Bangladesh (RIB)
১১-০২-২০১২	Article-19 এর সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলায় “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর বিধানাবলীর উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপীল কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ ।	Article-19
১৬-০২-২০১২	RTI: Importance, International Charter, Regional and International RTI Movement.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ ।

ঘ. সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার

ঝিনাইদহ সফর (তারিখঃ ২৩.০৫.২০১১ইং)

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ঝিনাইদহ জেলায় গত ২৩.০৫.২০১১ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটে জনঅবহিতকরণ সভা এবং সকাল ১১.৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতি হিসেবে ঝিনাইদহ জেলার জেলা প্রশাসক রমা রানী রায় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পুলিশ সুপার মোঃ রেজাউল করিম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পৌর মেয়র জনাব মোঃ সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় প্রধানগণ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ ছাড়াও দুই শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি অংশগ্রহণ করেন।



ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমিকে আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ বেগম রমা রানী রায়, পুলিশ সুপার ঝিনাইদহ, জনাব মোঃ রেজাউল করিম ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম

মতবিনিময় সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকারের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আইনের অনুসরণীয় বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে আলোচনাকালে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে আইনটি সম্পর্কে জানার ও এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। আলোচকগণ তথ্য অধিকার আইনের সুফল পেতে আইনটি ভালভাবে জানা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আইনের বিধানাবলী অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথিগণ তথ্য অধিকারের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার আলোকে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের পক্ষ হতেও সরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এর সুফল ভোগ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বক্তাদের আলোচনার মধ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠায় ও এ আইনের অপব্যবহার রোধে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীলতার বিষয়টিও স্থান পায়।

প্রধান অতিথি জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব, তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নে ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপস্থাপন করেন এবং এ আইন বাস্তবায়নে কর্মকর্তা, নাগরিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সমাজের অন্যান্য অংশের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। আইনটি প্রচার ও জনগণের মাঝে এ আইনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি সভায় আলোকপাত করেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে আইনের বিভিন্ন ধারা ও আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নেরও তিনি জবাব দান করেন।

কর্মসূচীর দ্বিতীয় অংশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বিনাইদহ জেলার সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরসমূহের ১৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সচিব তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। মাঠপর্যায়ে আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেন। উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে তিনি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ বিষয়ক গ্রুপ আলোচনা ও উপস্থাপনের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বতর্কৃতভাবে গ্রুপ আলোচনা ও উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নাটোর সফর (তারিখ : ২৬.১০.২০১১ খ্রিঃ)

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে নাটোর জেলায় গত ২৬.১০.২০১১ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটে জনঅবহিতকরণ সভা এবং সকাল ১১.৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। নাটোর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মজিবর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে এবং জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ জিয়াউল হাসান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনঅবহিতকরণ সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ড. সেতারা বেগম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ নাসিরুল ইসলাম, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণসহ প্রায় দুই শতাধিক আমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।



নাটোর জেলায় আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার, জেলা প্রশাসক নাটোর জনাব মোঃ মজিবর রহমান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা, আইনটির উদ্দেশ্য এবং এর প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপায় নিয়ে তিনি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। অতিথিগণ তথ্য অধিকার আইন পাশের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা ও সাহসের প্রশংসা করেন। শাসন ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ আইনটিকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তথ্য অধিকার আইনটি বাংলাদেশে নতুন হওয়ায় এ আইনের ব্যাপক প্রচার ও জনগণের মাঝে আইনটি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন মর্মে বক্তাগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

কর্মসূচীর দ্বিতীয় অংশে ৮৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সচিব তথ্য কমিশন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রবিধিমালাসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করেন। আইনের পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ, তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমসমূহ, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি, তথ্যের মূল্য আদায়, আপীল নিষ্পত্তি, অভিযোগ

নিম্নলিখিত সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যাসমূহ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশিক্ষণের শেষাংশে অংশগ্রহণকারীগণের স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক গ্রুপ আলোচনা ও উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সাতক্ষীরা ও খুলনা সফর (তারিখঃ ১৯/০৬/২০১১ হতে ২১/০৬/২০১১ খ্রিঃ)

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার জন্য তথ্য কমিশনের সচিব, জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার গত ১৯-২১ জুন, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত সাতক্ষীরা ও খুলনা সফর করেন। তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ সাইফুলহিল আজম তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

সাতক্ষীরা জেলায় গত ১৯/০৬/২০১১ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিট হতে দুপুর ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত জনঅবহিতকরণ সভা এবং ১৯/০৬/২০১১ দুপুর ০২.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং ২০/০৬/২০১১ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১.০০ ঘটিকা এবং দুপুর ২.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে, সাতক্ষীরা জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এস.কে. হামীম হাসান ও সাতক্ষীরা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনঅবহিতকরণ সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণসহ প্রায় দুই শতাধিক আমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কমিশনের সচিব প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করেন। তিন অংশে বিভক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে মোট ২০৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

খুলনা জেলায় গত ২০/০৬/২০১১ তারিখে সকাল ৯.৩০ মিনিট হতে দুপুর ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত জনঅবহিতকরণ সভা এবং দুপুর ০২.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনার পরিচালক জনাব তরুণ কান্তি সিকদার ও তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সাইফুলহিল আজম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব সত্যেন্দ্র কুমার সরকার। জনঅবহিতকরণ সভায় খুলনা বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণসহ প্রায় তিন শতাধিক আমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে খুলনা জেলার সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে ১০২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করেন।

পঞ্চগড় ও রংপুর সফর

তথ্য কমিশনের সচিব, জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার গত ০৮/০২/২০১১ তারিখ প্রধান তথ্য কমিশনারের সফরসঙ্গী হিসেবে পঞ্চগড় ও রংপুর জেলা সফর করেন। পঞ্চগড় জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রংপুরে বিভাগীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভা এবং রংপুর বিভাগের আটটি জেলার সরকারী বেসরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তিনি প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসব প্রশিক্ষণে ৪৩৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কুড়িগ্রাম সফর : ৮ টি আই বি কর্তৃক কুড়িগ্রাম জেলা সদরে আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয় সভায় তথ্য কমিশন সচিব প্রধান অতিথি ও রিসোর্স পারসন হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার ওপর আলোচনা করেন। জেলার বিভিন্ন দপ্তরের ৯২ জন কর্মকর্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মাদারীপুর সফর : ডেমোক্রেসী ইন্টারন্যাশনাল এর উদ্যোগে মাদারীপুর জেলায় রাইজের উপজেলায় আয়োজিত তথ্য অধিকার ও সুশাসন সংক্রান্ত সভায় সচিব তথ্য কমিশন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে বিভিন্ন দপ্তরের ১১৭ জন তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ আমন্ত্রিত ২ শতাধিক অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী/বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অন্যান্য প্রশিক্ষণ ও সফর

এতদ্বিন্ত তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার সাভার ঢাকাস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), জাতীয়গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-ঢাকা, বেসরকারী সংস্থা MRDI-উদ্যোগে ঢাকা ও বগুড়া জেলায়, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক ঢাকায়, বিইআই কর্তৃক ঢাকায়, সমষ্টি/ প্রগতি কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসব কর্মসূচীতে তিনি তথ্য অধিকার আইন উপস্থাপনাসহ এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীগণের উত্থাপিত তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন।

৩.১১ তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাগণের কর্মতৎপরতা (আন্তর্জাতিক)

ক. প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির

প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির গত মার্চ, ২০১১ হতে জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রণে নেপাল, চীন, সুইডেন, নরওয়ে, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা সফর করেন। তথ্য অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা, অন্যান্য দেশের তথ্য অধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, এবং বাংলাদেশের তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ডকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরাই ছিল এসব সফরের উদ্দেশ্য। চীন সফরকালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব



যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে হোয়াইট হাউসের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক ডেপুটি চিফ অফিসার Mr. Chris Vein এর সঙ্গে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিনিধিদল

জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এবং যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে তথ্য কমিশনের সচিব, জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ও উপ-পরিচালক ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান প্রধান তথ্য কমিশনারের সফরসঙ্গী ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফরকালে তিনি সেসব দেশের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ববর্গ এবং অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের সাথে বৈঠকে মিলিত হন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও কার্যালয় পরিদর্শন করেন। সেসব দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাই কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত থেকে প্রধান তথ্য কমিশনারকে সহায়তা করেন।

নেপাল (মার্চ ২৭-২৯)

বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে প্রধান তথ্য কমিশনার নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে অনুষ্ঠিত নেপালের প্রথম তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় কনভেনশনে অংশগ্রহণের জন্য ২৭ হতে ২৯ মার্চ, ২০১১ তারিখ নেপাল সফর করেন। দক্ষিণ এশিয়ার ৮ টি দেশ হতে ১৬ জন সংসদ সদস্য, তথ্য অধিকার কর্মকর্তা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের সদস্য উক্ত কনভেনশনে

অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কনভেনশনে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং দক্ষিণ এশিয়া তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি উপদেষ্টা গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চীন (এপ্রিল ৫-১০)

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির গত ৫ হতে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত তথ্য সচিব জনাব হেদায়েতুলাহ আল মামুনসহ চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ তথ্য অফিসের (Chinese State Council Information Office) আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। চীনে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তাঁর সফরসঙ্গী চীনের বেইজিং, সাংহাই ও কুনমিং সফর করেন এবং চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ তথ্য অফিসের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় ভাইস মিনিস্টার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় পরিষদের তথ্য অফিসের ভাইস ডাইরেক্টর জেনারেল, তথ্য অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংহাই মিউনিসিপ্যালের কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংহাই প্রাদেশিক প্রচার বিভাগের মন্ত্রী, ইউনান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ও প্রচার বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনান প্রাদেশিক সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনান Provincial News and Publication Bureau এর মহাপরিচালক এবং ইউনান ডেইলি গ্রুপ এর প্রধান সম্পাদক-এর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এছাড়াও তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংস্থা ও টেলিভিশন কার্যালয়, মিউনিসিপ্যাল কার্যালয়, আর্কাইভ প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

ইউরোপ (মে, ২২-২৭)

গত ২২-২৭ মে, ২০১১ তারিখ ইউরোপ সফরকালে প্রধান তথ্য কমিশনার সুইডেন, নরওয়ে ও বেলজিয়ামের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সুইডিশ জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠান (SIPU), সুইডিশ আইন মন্ত্রণালয়, সুইডেনের সংসদীয় ন্যায়পাল কার্যালয় ও সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, নরওয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও নরওয়ের সম্পাদক সমিতির নেতৃবৃন্দ, টেলিনর গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র (জুলাই ১৮-২৩)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডি এর Promoting Governance, Accountability, Transparency and Integrity (PROGATI) প্রকল্প এর আমন্ত্রণে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির তথ্য কমিশনের সচিব, উপ-পরিচালক ও আরও দুইজন বেসরকারী ব্যক্তি সহযোগে ১৮ হতে ২৩ জুলাই, ২০১১ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল, রাজ্য ও পৌর প্রশাসন এবং মিডিয়া, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রায় ৩০ জন তথ্য অধিকার কর্মকর্তা/কর্মীর সাথে বৈঠক ও মত বিনিময় করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দপ্তরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস অফিস, জাতীয় তথ্য সার্ভিস কার্যালয়, হোয়াইট হাউস কার্যালয়ের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দপ্তর, ইউএসএআইডি দপ্তর, ভার্জিনিয়া রাজ্যের তথ্য অধিকার আইনের এডভোকেট (পরামর্শ) কাউন্সিল, ওয়াশিংটন ডিসি নগর কাউন্সিলের সাধারণ পরিষদ, অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (ওএএস) কার্যালয়, এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর আমেরিকান সোসাইটি ফর এক্সেস প্রফেশনাল (এএসএপি), আমেরিকান বার এসোসিয়েশন, রিপোর্টারস কমিটি অন ফ্রিডম অব প্রেস, গোবাল ইন্টিগ্রিটি দপ্তর, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ মেরিল কলেজ অব জার্নালিজম অন্তর্ভুক্ত ছিল। সভা ও মতবিনিময় ছাড়াও মিডিয়া মিউজিয়াম এবং জাতীয় নিরাপত্তা আর্কাইভ পরিদর্শন করেন।



কানাডায় তথ্য কমিশনারদের ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির

যুক্তরাজ্য (জুলাই ২৪-২৮)

প্রধান তথ্য কমিশনার যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে ২৪-২৮ জুলাই, ২০১১ তারিখ লণ্ডন সফর করেন। সফরকালে তিনি যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি (DFID) ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিস (FCO) আইন মন্ত্রণালয় (MoJ) এবং ব্রিটিশ কেবিনেট কার্যালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাগণের সাথে বৈঠক করেন। যুক্তরাজ্য প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা, তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়।

কানাডা (অক্টোবর ৩-৬)

প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির গত ৩ অক্টোবর হতে ৬ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত কানাডার রাজধানী অটোয়ায় কানাডার তথ্য কমিশন ও কানাডার বার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত তথ্য কমিশনারদের ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৬ ও ৭ অক্টোবর উক্ত সভার শেষে প্রধান তথ্য কমিশনার কানাডিয়ান পার্লামেন্টের স্পিকার এণ্ডু স্কিয়ার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী পিটার ম্যাকগভার্ন এবং প্রধান বাণিজ্য কমিশনার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূত ডেভিড স্প্রাউলি এবং কানাডিয়ান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)’র নির্বাহী পরিচালক ড. সৈয়দ সাজ্জাদুর রহমানের সাথে বৈঠক করেন।

৩ থেকে ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠক ও সভায় অংশগ্রহণকারীগণ সরকার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিহার্য শর্ত মর্মে তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। উক্ত প্রেক্ষাপটে পরিবেশ, পার্লামেন্ট ও আদালতের কার্যাবলী ও বিচার ব্যবস্থার তথ্য প্রদানের জন্য আরো বেশি জোর দিতে হবে মর্মে চিহ্নিত করা হয়। সম্মেলনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, স্বচ্ছতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ জনগণের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, শাসন ব্যবস্থাকে উন্মুক্ত করে, জনগণকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে এবং তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে। আরো উল্লেখ করা হয় যে, স্বচ্ছতা দুর্নীতি দমনে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সম্মেলনে শুধু একটি কার্যকর আপীল ব্যবস্থা সৃষ্টিই নয়,, একটি যুগোপযোগী বাস্তবায়ন কৌশলও সৃষ্টি করা দরকার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে ক্রমবর্ধমান অব্যাহতির তালিকা (Exemption list) এর পেছনে তথ্য না লুকিয়ে রেখে আরো কার্যকরভাবে তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এই ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনারকে “সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধকরণ: কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অব্যাহতি তালিকা প্রণয়ন” (Limiting the Limitations: Designing exemptions that balance both effective and accountable governance) বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। সম্মেলনের চতুর্থ দিনে প্রদত্ত উক্ত বক্তব্যের একটি কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সম্মেলনে জার্মানী, নরওয়ে, হাঙ্গেরি, ব্রিটেন, ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের এবং কানাডার বিভিন্ন প্রদেশের তথ্য কমিশনারগণ ছাড়াও ব্রাসেলসের ইউরোপীয় ন্যায়পাল, কানাডার এটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের প্রতিনিধি, কানাডার বিচার বিভাগ, কানাডার নাগরিকত্ব ও বহির্গমন কার্যালয়, প্রাইভেসি কমিশন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কানাডাস্থ ইউনেস্কো কার্যালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘও উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করে।

নিম্নোক্ত কারণে সম্মেলনটি উপকারী ছিল :

ক) স্বাধীন পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য দায়ী চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পররাষ্ট্র নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়সমূহ শ্রেণীবদ্ধকরণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা; নীতি, উপদেশ সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ পুনর্বিবেচনা করা; মন্ত্রীদের দলিলপত্র, আইন প্রণেতা ও বিচার বিভাগের দলিলপত্র এবং আইন উপদেষ্টা-মন্ত্রীর বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত দলিলসমূহ শ্রেণীবদ্ধকরণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার বিষয়ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

খ) সরকারী দপ্তরসমূহের মাঝে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা;

গ) পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুশীল সমাজ গ্রুপ, মিডিয়া গ্রুপ ও ওয়াচডগ গ্রুপ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং তাদের মাঝেও অংশীদারিত্ব সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঘ) তথ্য অধিকার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে জনমতকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা;

ঙ) অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সাথে তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতির ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা;

চ) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ও কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাঝে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা। এবিষয়ে প্রধান তথ্য কমিশনার বাংলাদেশে বেসরকারী মোবাইল ফোন অপারেটর 'রবি' ও 'গ্রামীণ ফোন' কর্তৃক তথ্য অধিকার প্রক্রিয়াকে জনপ্রিয় করা ও এ বিষয়ে জনমত গঠনে তথ্য কমিশনকে সহযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরেন।

ছ) সম্ভাব্য সরকারী সহযোগিতার জন্য একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কৌশলপত্র প্রণয়ন করা; এবং

জ) সম্ভাব্য সম্পদের অনুসন্ধান, প্রয়োজনীয়তাসমূহের মধ্যে চিহ্নিত করা এবং প্রত্যেক দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের প্রেক্ষাপটে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের আলোকে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

গত ৬ ও ৭ অক্টোবর প্রধান তথ্য কমিশনার কানাডার পার্লামেন্টের স্পিকার ও কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের সাথে বৈঠক করেন। কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে সেসব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এসব সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি কানাডার পার্লামেন্টের স্পিকারকে সেদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা ও জনসাধারণের কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা পেতে বাংলাদেশ হতে ইন্টার্নি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রীকে বাংলাদেশ হতে সেদেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। তিনি কানাডার ট্রেড কমিশনারের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোটা ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য কানাডার সরকারকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি কানাডার উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্যও তিনি কানাডার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

যুক্তরাষ্ট্র (ডিসেম্বর ১২-১৩, ২০১১)

আটলান্টায় কার্টার সেন্টারের উদ্যোগে তথ্য অধিকার বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অংশগ্রহণের জন্য প্রধান তথ্য কমিশনার গত ডিসেম্বর ১২-১৩, ২০১১ তারিখ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এ সভায় বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে স্কটিস ইনফরমেশন কমিশন ও আফ্রিকার মানবাধিকার কমিশন, ওয়াশিংটন ভিত্তিক গোব্রাল ইন্ট্রিগ্রিটি, ওয়াল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট, দি এক্সেস ইনিশিয়েটিভ, বিশ্ব ব্যাংক, মেক্সিকোর দি ইন্টারন্যাশনাল বাজেট পার্টনারশীপ, কানাডার অটোয়া ভিত্তিক দি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার এবং কার্টার সেন্টারের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ইস্যু যথা- সরকারী প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকারী নেতৃত্বের ভূমিকা, অভ্যন্তরীণ তদারকি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, বাজেট বরাদ্দ, তথ্য প্রদানের পরিসংখ্যান ও দক্ষতা তদারকি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিদ্যমান অবকাঠামো প্রভৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন।

সভায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ নিয়ে একমত পোষণ করা হয় :-

- ক) রাজনৈতিক স্বদৃষ্টিতে রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপান্তর করা প্রয়োজন;
- খ) বাংলাদেশ, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এ তিনটি দেশেই নথি ব্যবস্থাপনা, আপীল কর্তৃপক্ষের কার্যকর ভূমিকা এবং তদারকি ব্যবস্থাপনায় সমস্যা রয়েছে যা সমাধান করা প্রয়োজন।
- গ) প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, তথ্য অধিকার বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কিছু সকলের জন্য অনুসরণীয় কিছু দিক নির্দেশনা প্রয়োজন রয়েছে।
- ঘ) নথি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে ইঙ্গিত জনগণের প্রত্যাশার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।
- ঙ) স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদানপূর্বক ও যত্নের সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- চ) বিভিন্ন সরকারী সংস্থাকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে ও আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান তৎপরতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- ছ) বাংলাদেশ, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের তদারকি প্রক্রিয়াকে সতর্কতার সহিত অব্যাহত রাখতে হবে।

সভায় বাংলাদেশের বিষয়ে আরো আলোচিত হয় যে, বাংলাদেশের তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইনটি সারা দেশে প্রচার করতে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এসব উত্তরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সমর্থন শুধু রাজনৈতিক স্বদৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সরকার এ প্রক্রিয়াকে সফল করতে বাজেট বরাদ্দসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে। বাংলাদেশের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও অনুসরণ করা হবে মর্মে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

খ. তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ০৫ জুলাই, ২০০৯ থেকে তথ্য কমিশনার হিসাবে কর্মরত আছেন। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ৩২টি জেলায় জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা করেছেন। তিনি বিভিন্ন সরকারী ট্রেনিং একাডেমী, বেসরকারী সংস্থা সমূহ এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থা যেমনঃ বিশ্ব ব্যাংক, ইউ এনডিপি, ইউনিসেফ, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম প্রভৃতিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, বিশেষ করে রিসোর্স পারসন হিসাবে অভিজ্ঞতা ও কর্মপরিকল্পনায় তথ্য কমিশনের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি তথ্য অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা, আলোচনা ও মতবিনিময় করে যাচ্ছেন।

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত জুলাই ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রণে ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য ও জার্মানী, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া সফর করেন। তথ্য অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা, অন্যান্য দেশের তথ্য অধিকার আইন পর্যালোচনা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের উপায় এবং বাংলাদেশের তথ্য কমিশনের কর্মকান্ডকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরাই ছিল এসব সফরের মূল লক্ষ্য।

২০১১ সালে তাঁর বিদেশ সফরসমূহ নিম্নরূপ :

ফিলিপাইন :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ২১/০২/২০১১ থেকে ২৫/০২/২০১১ পর্যন্ত ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত The Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) এবং The International Land Coalition Asia Regional Node (ILC, Asia) কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে Indigenous Peoples Right Act (IPRA) প্রয়োগে তিনি ফিলিপাইনের সিনেটর, কংগ্রেসম্যান, সরকারী আমলা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ফিলিপাইনের আদিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। উল্লেখ্য যে তথ্য কমিশনার মহোদয় এক দশকেরও বেশী সময় আদিবাসী বিষয়ে কাজ করে আসছেন এবং তার আদিবাসী বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ ও রয়েছে। এছাড়া ও আদিবাসী ককাস এর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য আদিবাসীদের উদ্ধুদ্ধ করে চলেছেন। তিনি পার্বত্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে আদিবাসী বিশেষজ্ঞ হিসাবে আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থান তুলে ধরেছেন।

ভারত :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ২৩ থেকে ২৬ মার্চ, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত “Regional Cooperation for a South Asian Peace Charter Between Women Peacemakers in the 8 SAARC Countries” শীর্ষক প্রোগ্রামে Delhi Policy Group কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিন SAARC ভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন। আলোচ্য প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে Developing Policy and Productive Framework on Peace Building and Peace Making in the Wider South Asian Region এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ড্রাফটিং কমিটিতে অংশ গ্রহণের জন্য তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমকে আমন্ত্রণ জানানো হলে, তিনি উক্ত প্রোগ্রামে South Asian Peace Charter এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ তুলে ধরেন।

ভারত :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ১৮ মে, ২০১১ থেকে ২০ মে, ২০১১ পর্যন্ত “ভাষা শহীদ স্টেশন শহীদ স্মরণ সমিতি” কর্তৃক আয়োজিত ভারতের আসামে অনুষ্ঠিত শহীদ স্মরণ উৎসব এ প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে আসাম রাজ্যের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর আসাম পুলিশের গুলিতে শিলচর রেল স্টেশনে শহীদ হয় এগারটি তরুণ প্রাণ। গত ১৯ মে, ২০১১ ছিল শিলচর ভাষা আন্দোলনের অর্ধশতক পূর্তি। এ উপলক্ষে বরাক উপত্যকার জনগণ মহান ভাষা শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শহীদ স্মরণ উৎসবের আয়োজন করে এবং একই সাথে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত শিলচর রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে “ভাষা শহীদ স্টেশন, শিলচর” নামকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯ শে মে’র আন্দোলনের শহীদরা হলো কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, কানাইলাল, সুনীল সরকার প্রমুখ। শিলচর ভাষা আন্দোলনের শহীদ কমলা ভট্টাচার্য পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারী যিনি ভাষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিশেষ করে নারী ভাষা সৈনিক বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, সাফিয়া খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, হালিমা খাতুনের নাম উল্লেখযোগ্য। ভাষার দাবিতে নারীদের এ অংশগ্রহণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ উৎসবে তথ্য কমিশনার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৫২ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারীর কথা স্মরণ করেন।

নেপাল :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম UN Women, South Asian Office, New Delhi কর্তৃক আয়োজিত “Regional Consultative Committee Meeting on Enhancing Women’s Economic Agency and Entitlements to Land and Productive Assets” শীর্ষক মিটিং এ গত ৭/৮ জুলাই, ২০১১ তারিখে অংশগ্রহণের নিমিত্তে নেপাল সফর করেন। উক্ত আঞ্চলিক সম্মেলনে দেশী বিদেশী ডেলিগেটস্‌রাও অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ থাকে যে, গত আগস্ট ২০১০ এ একই Expert Group কর্তৃক “Gender and Productive Resources, Women’s Entitlements to Land, Livestock and Energy” বিষয়ে আলোচনার সময়ও তথ্য কমিশনার দিলীতে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে Follow up meeting এ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল: The Committee would work in the future course of action by indentifying the areas that require further research for addressing policy formulation and effective implementation of the policies for women’s economic empowerment and gender equality in economic governance; এছাড়াও তাঁর লিখিত ভূমি মালিকানায় বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান বিষয়ে- “Women’s ownership Rights and Access to Land in Bangladesh” শিরোনামে UNIFEM এর একটি প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে বিদ্যমান ভূমি বিষয়ক আইনসমূহ এবং এ সকল আইনের মাধ্যমে এদেশের নারী সমাজ (মুসলিম, হিন্দু, আদিবাসী ও অন্যান্য ধর্মের নারীরা) কিভাবে ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিশেষণ পূর্বক আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান ভূমি মালিকানায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে নারীদের অভিগম্যতা বাড়ানো যায় তা উপস্থাপিত হয়েছে।

জার্মানী :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম নয়াদিলীতে অবস্থিত ফ্রিডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ১৬ থেকে ২৩ জুলাই ২০১১ পর্যন্ত জার্মানীতে অনুষ্ঠিত Visiting Program এ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত Program-এ আরো আংশ গ্রহণ করেন আরটিকেল ১৯ এর দেশীয় পরিচালক মিস. তাহমিনা রহমান, পাকিস্তান থেকে আগত জেলা সমন্বয় কর্মকর্তা মি. আবরার আহমেদ মির্জা ও এ্যাডভোকেট মি. মালিক সালিম ইকবাল, শ্রীলংকার এ্যাটর্নী-অ্যাট-ল’ মি. বোগোদাজ চন্দনা পেরেরা এবং ভারতের প্রকল্প পরিচালক মিস. সোহিনি পাল ও মিস. বৃন্দা চোরারিয়া, ফ্রিডরিক নওম্যান- এর প্রকল্প পরিচালক মিস. ক্যাটরিন বানাক। ফ্রিডরিক নওম্যান পৃথিবীর ৬৫ দেশে কাজ করে থাকে। তাঁরা বাংলাদেশে সরাসরি কাজ করতে আগ্রহী। তাঁরা অগ্রগতির স্বাধীনতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং Freedom of expression এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। জার্মানীতে তথ্য কমিশনার (বাংলাদেশ) Postdam, Dresden ও Berlin- এর তথ্য আইন চর্চার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জন প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও তিনি Charles du Vinage –(Head of Asia Department International Politics), Anja-Maria Gardain (Head of Central Department, Spokesperson Internal and European Data Protection Freedom of Information), Wulf Pabst (Facilitator Political Consultant), Marion Eckertz-Hofer (President of the Federal Administrative Court), Carsten Knoll (Head of Compliance Risk Analysis) এর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। জার্মানী মোট ১৬টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত একটি ফেডারেল রাষ্ট্র তার মধ্যে ১২টি অঙ্গরাজ্যে FOI প্রচলিত আছে।

একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে এখানে জেলা, পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারগুলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রাখছে। একই সাথে ফেডারেল কোর্টগুলোও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। তাঁরা প্রধানত সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বিচারিক দিক নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে তাঁরা FOI (Freedom of Information) আইন, সিভিল সার্ভিস আইন, অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক আইন, পানি ব্যবহারের আইন, বিমানবন্দর ব্যবহারের আইন ইত্যাদির ভিত্তিতে বিচারিক কার্য সম্পাদন করে। উল্লেখ্য যে, জার্মানীতে ২০০৬ সাল

থেকে FOI চর্চা করা হচ্ছে এবং এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগনের গনতান্ত্রিক অধিকারকে শক্তিশালী করা। জার্মানীর ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ১২টিতে FOI প্রচলিত আছে। অবশ্য রাজ্যভেদে FOI আইনের ধারা ও বিধান ভিন্ন ভিন্ন যা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আর্থ সামাজিক দিক বিবেচনা করে তৈরি করা হয়েছে। FOI আইনটিতে ১৩টি ধারা আছে এবং বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৭ এর মতোই FOI আইনের ধারা-৩ এ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সামরিক ও নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে তথ্য প্রদান করার উপর বাঁধা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া Private Sector এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ আইনের আওতামুক্ত করা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করে জানা যায়, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এই আইনের আওতামুক্ত নয় এবং তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশন সাধারণত কোন নির্দেশনা প্রদান করে না বরং কোর্ট-ই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকে। FOI নিয়ে সাংবাদিকদের মাঝে তেমন কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। শতকরা ১০ ভাগেরও কম সাংবাদিক এই আইনের ব্যবহার করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা FOI আইনের পরিবর্তে সাংবাদিকতা আইন ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করে বলেন, তথ্য অধিকার আইনকে আরো বেশি গণমুখী করার মাধ্যমে এ আইনের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো নিরসন করা সম্ভব। জার্মানীতে FOI আইনটি চর্চা কম হওয়ায় অন্যতম কারণ হলো এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত উন্নত ও শক্তিশালী হবার ফলে জনগণ সরাসরি এসব প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পেয়ে থাকে এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জার্মানীর জনগনের সচেতনতা এখনো অনেক কম। আর বর্তমান তথ্য কমিশন থেকে জনগণ সাধারণত পানি নিষ্কাশন, বিমান বন্দর ব্যবহার, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। জার্মানীতে তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়ায় তথ্য কমিশন কর্তৃক দণ্ড বা জরিমানা আরোপের ঘটনাও নিতান্তই কম। গত ১২ বছরে বার্লিন তথ্য কমিশন ৫০টির বেশি অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। বার্লিনের তথ্য কমিশনের কমিশনারগণ পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত। তাঁদের বাজেটও পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত। জার্মানীর তথ্য কমিশন বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কে একটি প্রগতিশীল আইন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

নেপাল :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ১৫ আগস্ট, ২০১১ Delhi Policy Group এর Peace and Conflict Program থেকে Dr. Radha Kumar (Director, Peace and Conflict Program, Delhi Policy Group) কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। তথ্য কমিশনার SAARC Secretary General HE Fathimath Dhiyana Sayeed এর সাথে বিভিন্ন দেশের ডেলিগেটস সহ সাক্ষাৎ করেন। এই প্রোগ্রামটি গত ২৩-২৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে New Delhi, India তে অনুষ্ঠিত “Regional Co-operation for a South Asian Peace Charter between Women Peace makers in the 8th SAARC Counties” এর ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীর্ষক প্রোগ্রামে মূলত South Asian Peace Charter এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ যে South Asian Peace Charter এর ড্রাফটিং কমিটিতে তথ্য কমিশনার একজন সদস্য। উক্ত South Asian Charter টি সার্ক ভুক্ত অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে তথ্য কমিশনারের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রদান করা হয়।

পাকিস্তান :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে Centre for Peace and Development Initiatives (CPDI) কর্তৃক আয়োজিত “Right to information: Legal Regimes, Institutions and Citizens” শীর্ষক কনফারেন্স এ অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল- “Struggle between forces protection, promoting and justifying culture of secrecy in the functioning of governments and those wing for openness and transparency.” CPDI এর কনফারেন্স এ RTI in Global perspectives নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

সেশন বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ : RTI: Global Perspectives; Transparency and non profit sector; Transparency and International Financial Institutions; RTI as a tool for investigative journalism; RTI as tool for social accountability and institutional reforms some case studies; RTI and Communication and information Technology: The Emerging Trends; RTI and the Vulnerable Groups; and Building Coalition on RTI: talking forward Right to information movement in Pakistan. উপরোক্ত সেশনগুলোর মধ্যে “Transparency and non-profit Sector”- সেশনে তথ্য কমিশনার যথর এর দায়িত্ব পালন করেন এবং “RTI Communication and Information Technology the Emerging Trends” সেশনে বিশেষ বক্তা হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন।

উক্ত কনফারেন্স এ Islamabad Declaration ঘোষণা করা হয় এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তথ্য অধিকার আইন কার্যকরের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ আইনগুলো বিশেষ করে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া বাধ্যনীয়ঃ সর্বাধিক উন্মুক্তকরণ নীতির মাধ্যমে আইনগুলো পরিচালিত হবে; গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রকাশ করার জন্য সরকারী সংস্থা স্থাপন করতে হবে; তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ সমূহ দ্রুত ও বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের জন্য সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে; তথ্য প্রকাশ করতে কোন অনীহা বা অপারগতার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা হতে হবে; উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদন এবং আইনগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও অর্থ বরাদ্দ দিয়ে স্বায়ত্ত্বশাসিত তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে; তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির শাস্তি এবং সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করার সুরক্ষা দিতে হবে; আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু পদোন্নতিসংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; প্রচলিত যে সকল তথ্য অধিকার আইন অকার্যকর এবং যেগুলো নাগরিক ও সুশীল সমাজের মতামতগ্রহন ছাড়াই কার্যকর করা হয়েছে সে সকল আইন বাতিল করতে হবে; সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন চর্চার মাধ্যমে নিরীক্ষামূলক প্রতিবেদন তৈরিতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

কম্বোডিয়া :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম United Nations, ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) কর্তৃক আয়োজিত “Advocacy Training Workshop for LDC’s in Achieving MDGS as part of the Implementation of the Istanbul Programme of Action 25-28 October 2011, Siam Reap, Cambodia” শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্স-এ তথ্য কমিশনার “Comparative Lesson in Empowering Women Lessons learnt from China, India and some Asian Countries” প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। এছাড়া ও ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ নারী অধিকার নিশ্চিত করণ, মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণ ও চরম দারিদ্র্য জন গোষ্ঠির সার্বিক জীবন মান উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জনগনের ক্ষমতায়ন, সরকারী, বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিক্ষায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ জনগনের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণ বিষয় গুলো Millennium Development Goals (MDG’s) অর্জনের পথকে সুগম করবে বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন।

থাইল্যান্ড :

⇒ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম United Nations, ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) কর্তৃক আয়োজিত “Advocacy Training Workshop for LDC’s in Achieving MDGS as part of the Implementation of the Istanbul Programme of Action 25-28 October 2011, Siam Reap, Cambodia” শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্স-এ তথ্য কমিশনার “Comparative

Lesson in Empowering Women Lessons learnt from China, India and some Asian Countries” প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। এছাড়া ও ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ নারী অধিকার নিশ্চিতকরণ, মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণ ও চরম দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবন মান উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জনগনের ক্ষমতায়ন, সরকারী, বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ জনগনের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ বিষয়গুলো Millennium Development Goals (MDG's) অর্জনের পথকে সুগম করবে বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন।

গ. সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার

যুক্তরাষ্ট্র (জুলাই ১৮-২২)

তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার গত ১৮-২২ জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডির Promoting Governance, Accountability, Transparency and Integrity (PROGATI) প্রকল্প এর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য অধিকার বিষয়ক সফরকারী টিমের সদস্য ছিলেন। সফরকালে উক্ত টিম যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসব সাক্ষাৎকালে তথ্য কমিশনের সচিব বাংলাদেশের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি ও তথ্য কমিশনের কার্যাবলী তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতির ওপর তুলনামূলক আলোচনায় তিনি প্রতিনিধিদলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।



যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে আমেরিকান বার এ্যাসোসিয়েশন-এর পরিচালক Mr. Thomas Susman এর সঙ্গে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিনিধিদল

ভারত (জানুয়ারী ২৯-ফেব্রুয়ারী ০৫)

তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার গত ২৯ জানুয়ারী, ২০১২ হতে ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত কমনওয়েলথ ইউনাইটেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও প্রেস) জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপ-সচিব জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোহাম্মদ এনাম চৌধুরী ও জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহমুদুল কবীর তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। ৩০ জানুয়ারী, ২০১২ হতে প্রতিদিন সকাল ৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত কর্ম অধিবেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ৩১ জানুয়ারী, ২০১২ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের পক্ষে সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালার উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার পরিস্থিতি বাস্তবায়নের প্রায়োগিক বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট নজিরসমূহ অনুসরণের একটি সমন্বিত পন্থা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়।

সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের শুনানি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং সেদেশের তথ্য অধিকার চর্চার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত একটি মামলা শুনানিকালে পরিলক্ষিত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

ভারতের পলী-অঞ্চলের একজন নারী এই মর্মে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যে, তার পরিবার ১৯৯২ সালে কৃষকদের জন্য ইস্যুকৃত ৫০,০০০ রুপী মূল্যমানের কৃষি বিকাশ বন্ড ক্রয় করে। সাত বছর মেয়াদী উক্ত বন্ডে দ্বিগুণ মুনাফা প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু উক্ত অভিযোগকারীর বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বন্ড ইস্যুকৃত দপ্তর বন্ডের আসল ও মুনাফা পরিশোধ করেনি। দীর্ঘদিন বিভিন্ন দপ্তরে ঘোরাঘুরি করার পর ব্যর্থ হয়ে উক্ত অভিযোগকারী কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য কমিশন শুনানি অস্ত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আসল ও মুনাফার সমুদয় অর্থসহ অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে সুদ প্রদানের আদেশ প্রদান করেন।

যদিও বন্ড ক্রয় বা মুনাফা পরিশোধ ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের অংশ নয় তথাপি ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন শুনানি শেষে উক্তরূপ রায় প্রদানের বিষয়ে প্রতিনিধিদলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেন। অভিযোগকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তার ক্রয়কৃত বন্ডের অর্থ ও মুনাফা উত্তোলনে ব্যর্থ হয়ে উক্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তার নামে ক্রয়কৃত বন্ডের নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করে উক্ত বন্ড তার নামে ক্রয় করা হয়েছে, উক্ত বন্ড কত তারিখে পরিশোধের জন্য ম্যাচিউর হয়েছে, বন্ড ম্যাচিউর হবার পর বন্ডের ক্রেতা তার প্রাপ্য টাকা পরিশোধের জন্য কত তারিখে আবেদন করেছেন, আবেদনের প্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, ক্রেতা অদ্যাবধি কেন বন্ডের টাকা ফেরত পাননি, বন্ড ম্যাচিউর হবার পর থেকে নিয়ম অনুযায়ী কত শতকরা হারে সুদ পরিশোধযোগ্য ইত্যাদি প্রশ্ন করে সংশ্লিষ্ট তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেন। উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও তার অর্থ ফেরত না পাওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য প্রদান সংক্রান্ত শুনানি গ্রহণকালে বন্ড প্রদানকারী দপ্তরের অসহযোগিতা ও হয়রানির বিষয়ে অবহিত হয়ে তথ্য কমিশন অভিযোগকারীকে তার পাওনা দ্বিগুণ অর্থ পরবর্তী ২০০০ সন থেকে সরল সুদে প্রাপ্য মুনাফা পরিশোধের আদেশ প্রদান করেন। এভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন অভিযোগকারী নারীর প্রাপ্ত টাকা আদায়ে সহায়তা করেন যা Grievance Redress System হিসেবে গন্য।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও আইনটি বাস্তবায়নের সাথে ভারত ও অন্যান্য দেশের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ওপর তুলনামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং আইনের অধিকতর সুফল লাভে কার্যকরভাবে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ ও সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়।

৩.১২ তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা :

ক. বেসরকারী মোবাইল অপারেটর 'গ্রামীন ফোন' :

এসএমএস প্রচারের সময়	এসএমএস প্রচারের সংখ্যা
০১ ফেব্রুয়ারী ১১	১৪,০০০,০০০
০২-ফেব্রুয়ারী -১১	১৫,২৫৬,৩৩৮
২২-ফেব্রুয়ারী -১১	৬,০০০,৩১২
২৩- ফেব্রুয়ারী -১১	৫,৬৭৭,৭২৩
২৪--ফেব্রুয়ারী -১১	৫,৬৭৫,৪৭৩
০৩- এপ্রিল -১১	৭,৮২৮,৮৪১

এসএমএস প্রচারের সময়	এসএমএস প্রচারের সংখ্যা
০৩- এপ্রিল -১১	১২,২৭২,৫২৮
২৯- এপ্রিল -১১	১৪,৪২৭,৪৯৭
৩০- এপ্রিল-১১	১৪,৪২৭,৪৯৭
১২-মে -১১	১৩,৯৯৪,৬৭২
১৩-মে -১১	১৪,৩৮৩,৯৭৬
১৫- জুন -১১	১৪,৪২৭,৪৯৭
১৬- জুলাই -১১	১৪,৮২৮,৮৪১
০৯-সেপ্টেম্বর -১১	১৪,৮২৮,৮৪১
২৪- অক্টোবর -১১	২১,৭৫৯,৯২৮
২৪- নভেম্বর -১১	১০,০০০,০০০
২৫- নভেম্বর -১১	১০,৪৭৩,০৫৭
১৭- ডিসেম্বর -১১	১৪,৯৯৪,৮৬০
১৯- ডিসেম্বর -১১	১০,০০০,০০০
২২- ডিসেম্বর -১১	১৪,৫২১,২৮৫
মোট	২৬৪,৬০৮,০০৭

টেলিভিশন স্ক্রল প্রদর্শন

চ্যানেলের নাম	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	প্রচারের তারিখ
চ্যানেল আই	তৃতীয় মাত্রা	৬০ মিনিট	১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১
চ্যানেল আই	আজকের সংবাদপত্র	৩০ মিনিট	১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১
এটিএন	লিড নিউজ	৩০ মিনিট	১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১
বৈশাখী	জিরো আওয়ার	৩০ মিনিট	১ জুলাই, ২০১১

খ. বেসরকারী মোবাইল অপারেটর 'রবি' :

তথ্য কমিশন বেসরকারী মোবাইল ফোন অপারেটর রবি এর সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণার কাজ এগিয়ে নিতে এমওইউ স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে গত এক বছরে রবি নিম্নরূপ প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

কর্মকাণ্ড সংখ্যা বিস্তারিত প্রচার সংখ্যা/পরিমাণ

কর্মকাণ্ড	সংখ্যা	বিস্তারিত	প্রচার সংখ্যা/পরিমাণ
টিভি স্ক্রল প্রদর্শন	প্রতি সপ্তাহে ১২০ মিনিট	এনটিভি, ইসলামিক টিভি ও এটিএন নিউজ	৬৯৩৬ মিনিট
এসএমএস প্রেরণ	৫ বার	১ম বার : ২০ ডিসেম্বর, ২০১০ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০	৫৬,০০,০০০
		২য় বার : ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ হতে ৩ মার্চ, ২০১১	সংখ্যা জানা যায়নি
		৩য় বার : ১ জুলাই, ২০১১ হতে ৫ জুলাই, ২০১১	সংখ্যা জানা যায়নি
		৪র্থ বার : ১৪ অক্টোবর, ২০১১ হতে ২০ অক্টোবর, ২০১১	৪২,০০,০০০
		৫ম বার : ১৫ ডিসেম্বর, ২০১১ হতে ২১ ডিসেম্বর, ২০১১	৪০,০০,০০০
জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রচার	৪ বার	দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ৪ মে, ২০১১	অর্ধ পৃষ্ঠা
		দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ১১ এপ্রিল, ২০১১	পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন
		দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ২১ মার্চ, ২০১১	অর্ধ পৃষ্ঠা
		দি ডেইলি বাংলাদেশ টুডে পত্রিকায় ১৭ মার্চ, ২০১১	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা
কমিউনিটি রেডিওতে অধিকার বিষয়ক ঘোষণা প্রচার	প্রতি সপ্তাহে ৪ বার করে	এবিসি রেডিওতে	মোট ২১ বার

১ম এসএমএস

<Tothyo jana o paoya apnar moulik odikar. Tothyo odhikar ain anusharey sarkari o besarkari songstha tothyo prodane badho. Aro jante dekhun www.infocom.gov.bd >

২য় এসএমএস

<Tothyo jana o paoya apnar moulik odikar. Tothyo odhikar ain anusharey sarkari o besarkari songstha tothyo prodane badho. Aro jante dekhun www.infocom.gov.bd>

৩য়, চতুর্থ ও পঞ্চম এসএমএস

<sorkari/besorkari kortipakkher tothyo jantey daitto prapto tothyo prodankari kormokortar nikot abedon korun. aro jantey www.infocom.gov.bd>

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

দেশে এসেছে নতুন নীতি, তথ্য দিতে নেই ভীতি
তথ্য প্রাপ্তি আপনার, আমার, সকলের অধিকার
বিস্তারিত জানতে www.infocom.gov.bd দেখুন

টিভি স্ক্রল ও রেডিও ঘোষণার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

“তথ্য জানা ও প্রাপ্তি আপনার মৌলিক অধিকার। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সরকারী ও বেসরকারী
সকল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে বাধ্য। বিস্তারিত জানতে www.infocom.gov.bd দেখুন।”

গ. জনতা ব্যাংক:

জনতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দেশের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য কমিশনের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উক্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে তথ্য কমিশনকে ৩ টি কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রী উপহার হিসেবে সরবরাহ করেছে।

৩.১৩ তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন গঠন হওয়ার পর হতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারী সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করেছে। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডি'র Promoting Governance, Accountability, Transparency and Integrity (PROGATI) প্রকল্প, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ম্যানেজমেন্ট এণ্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), বিআইই, সোসাইটি ফর মিডিয়া এন্ড সুইটেবল হিউম্যান কমিউনিকেশন টেকনিকস্ (সমষ্টি) উল্লেখযোগ্য।

ক. USAID এবং Promoting Governance, Accountability, Transparency and Integrity (PROGATI) প্রকল্প :

PROGATI এর প্রকল্প এর উদ্যোগে বাংলাদেশ হতে ৫ সদস্যের একটি টিম তথ্য অধিকার বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর করে। উক্ত টিমে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনের ২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। গত ১৬ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে তথ্য কমিশন ও ইউএসএআইডি'র প্রগতি প্রকল্প কর্তৃক যৌথভাবে এক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রগতির আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফরকারী দলের উপস্থিতিতে উক্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক জনাব ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান, এটিএন বাংলা টিভির বিশিষ্ট সাংবাদিক মিসেস শাহনাজ মুন্সী, এম আর ডি আই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তৎপর সভায় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং ইউএসএআইডি প্রগতি প্রকল্পের চিফ অব পার্টস কনি পারাক্কেতা বক্তব্য রাখেন। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ বিস্তারিত আলোচনা করে সভা সমাপ্ত করেন।



যুক্তরাষ্ট্র সফরকারী বাংলাদেশের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিনিধিদলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

খ. আর্টিকেল ১৯

তথ্য কমিশন গঠিত হবার পর থেকে আর্টিকেল ১৯ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিশনকে সহযোগিতা করে আসছে। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ এর অধিক সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার কাজে আর্টিকেল ১৯ তথ্য কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান করেছে। আর্টিকেল ১৯ এর সহযোগিতায় ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৬০ জন সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়ে দু'দিনব্যাপী প্রথম প্রশিক্ষণটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ এর অক্টোবর মাসে, এতে অংশগ্রহণ করে ১০০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। দু'টি প্রশিক্ষণেই তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রথমটিতে সচিব কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী এবং দ্বিতীয়টিতে সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহযোগিতা করেন প্রধান তথ্য কমিশনার রশ্বেদুত জনাব মোহাম্মদ জমির এবং কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ওবায়দুল কাদের। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে তৃতীয় প্রশিক্ষণটি। এ প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য দিক ছিলো তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন-এর সরাসরি প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অংশগ্রহণ। নতুন আঙ্গিকে ঢাকার পরিবর্তে কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলার অধিকাংশ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আপীল কর্তৃপক্ষকে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়।



কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত তথ্য সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও আর্টিকেল ১৯ দক্ষিণ এশিয়া পরিচালক তাহমিনা রহমান

আর্টিকেল ১৯ এর বৈশ্বিক প্রশিক্ষণের মূল কাঠামোকে ঠিক রেখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট উপযোগী করার জন্য কতগুলো বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যথা - প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণ পরিচালনায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার যেমন, তথ্য অধিকার বিষয়ক গান, পোস্টার, হাত ব্যান্ড ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা প্রদান; দলীয় কাজ, রোল প্লে, ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার এবং আইন সম্পর্কে জানার পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কিভাবে অতিক্রম করবেন সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা প্রভৃতি। প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক আইনে তথ্য অধিকারের বিভিন্ন মূলনীতি, সরকারী কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব, তথ্য প্রদানে ও প্রকাশে কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব ও করণীয় এবং তথ্য অধিকারের ব্যতিক্রম সমূহের উপর আলোচনা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন ও মুক্ত আলোচনা হয়।

ভবিষ্যতেও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা সুদৃঢ় করার জন্য যে কোন পদক্ষেপে আর্টিকেল ১৯ তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

গ. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন :

তথ্য কমিশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ মে, ২০১১ তারিখ তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বেসরকারী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, টিআইবি, সিপিডি, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, নাগরিক উদ্যোগ, Nari Moitri, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, Brotee, The Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), কর্মজীবী নারী, MRDI, সমন্বয়, ক্রিয়েটিভ সিগ্নিকেট, ARTICLE-19, Change Maker, World Bank, Democracywatch, ইনসিডিইন বাংলাদেশ, CARITAS BANGLADESH, Journalism Training & Research Initiative – JATRI সহ প্রায় ৪০ টি বেসরকারী সংস্থা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় তথ্য অধিকার

বাস্তবায়নের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও তা মোকাবেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার উক্ত সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ঘ. Managment and Resource & Development Initiative (MRDI) :

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বেসরকারী সংস্থা ম্যানেজমেন্ট এণ্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে এমআরডিআই এর নিবাহী পরিচালক মি. হাসিবুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। উক্ত সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য তথ্য কমিশন ও PROGATI এর সাথে এমআরডিআই তথ্য কমিশনের সম্মেলনে একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা আয়োজন করে। এমআরডিআই তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় সরকারের ৪৬ জন সচিব/অতিরিক্ত সচিব/ প্রতিনিধি এবং ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।

ঙ. Society for Media and Suitable Information Communication Technique (SoMaSHTE)

গত ২৬-০৭-২০১১ তারিখে সোসাইটি ফর মিডিয়া এণ্ড সুইটেবল হিউম্যান কমিউনিকেশন টেকনিকস্ (সমষ্টি) Promoting of Governance, Accountability, Transparency and Integrity (PROGATI) এর আর্থিক সহায়তায় তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। উক্ত কর্মসূচীতে ১১৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব আআমস আরেফিন সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনের সচিব উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তথ্য অধিকার আইনের বিষয় এবং বিধিমালা বিষয়ে রিসোর্স পারসন হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

চ. Bangladesh Enterprise Institute (BEI) :

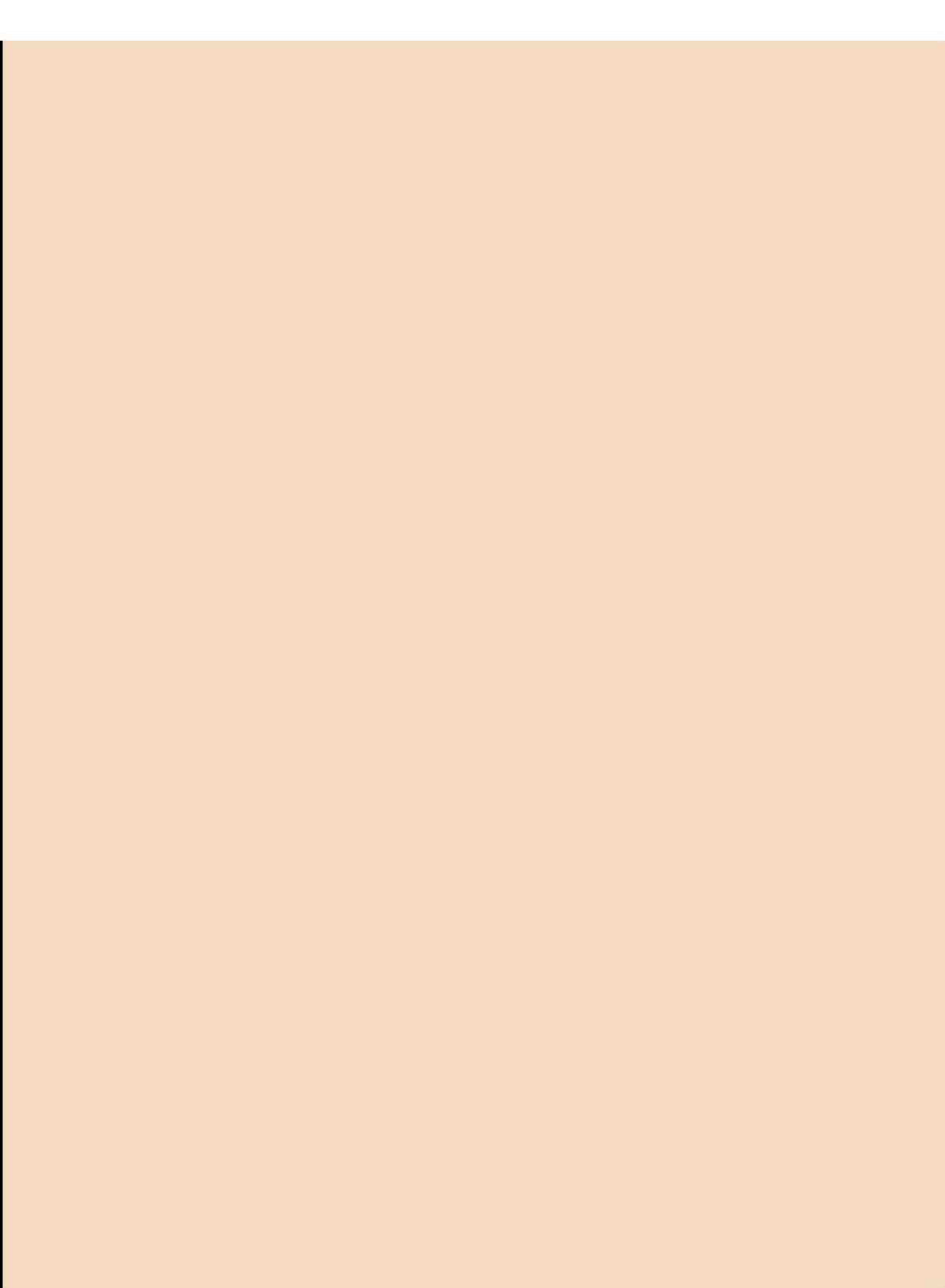
তথ্য কমিশন ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৯ এপ্রিল, ২০১১ তারিখ তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির এর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সভায় তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার ছাড়াও বিইআই এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ সনাক্তকরণ ও সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।



তথ্য কমিশন ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে আয়োজিত "Role of Media in Effective Implementation of the RTI Process" শীর্ষক মত বিনিময় সভার উপস্থিতি।

অধ্যায় - ৪

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি



অধ্যায় - ৪

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারায় প্রতি বছর ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক এর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল জেলা প্রশাসক এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে সকল জেলা ও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৪.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ও প্রকৃতি :

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালায় নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনের বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়) এর অন্তর্ভুক্ত না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১১ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১১ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৭৮০৮টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৭৬৭১টি (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ২৯৭৩ টি ও জেলা পর্যায়ে ৪৬৯৮) এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৩৭ টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৮.২৫% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের হার ১.৭৫%।

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনে যেসকল তথ্য চাওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ক) ভূমি সংক্রান্ত :

খাস জমির তালিকা, জমির নামজারির বিধান ও তথ্যাদি, জমির খাজনা-ডিসিআর, জলমহাল, জমির খতিয়ান নকল উত্তোলন, জমি ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি/অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত, ভূমি অফিসের কার্যক্রম, অর্পিত সম্পত্তি ও আইন, হাট-বাজারের তালিকা ও ইজারা প্রদানের তথ্য প্রভৃতি।

খ) হাসপাতাল/স্বাস্থ্যসেবা :

বাংলাদেশের সরকারী হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা ডাক্তারদের নিয়োগ প্রদানের নিয়মাবলী, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ডাক্তার নিয়োগের সংখ্যা ও কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য, সরকারী হাসপাতালসমূহে কি কি ধরনের চিকিৎসা সেবা বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রদান করা হয় এবং যদি বিনামূল্যে কোন সেবা প্রদান না করা হয়ে থাকে তবে প্রতিটি সেবার বিপরীতে মূল্য তালিকা, ইপিআই কার্যক্রম, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মরত কর্মচারীদের তথ্য, জরুরী বিভাগ, আর্সেনিক রোগী, এম্বুলেন্স, রোগ নির্ণয় যন্ত্রপাতি, গর্ভবতী মা ও গর্ভবতী সেবা, ডিপোমা-ইন-মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সের সকল বিভাগের প্রথম বর্ষের সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট ও মার্কশীট ভেরিফিকেশন বাবদ ৫০০/-টাকা গ্রহণের ভিত্তি কি ইত্যাদি।

গ) সরকারী চাকরি, প্রশাসন ও মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত :

কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পেনশন, বদলী, টাইম স্কেল, স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মচারীর তালিকা,

প্রশিক্ষণ, বেতন-ভাতা সংক্রান্ত; আন্তর্জাতিক অপরাধ, আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি, থানায় দায়েরকৃত মামলার তথ্য; সমবায় সমিতি নিবন্ধন, স্ট্যম্প ভেভার, ভোটার আইডি কার্ড, সিনেমা হল সংক্রান্ত তথ্য; ইত্যাদি।

ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান :

আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নপরিষদসমূহে এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহে কি ধরনের নাগরিক সেবা পাওয়া যায়, কি পরিমাণ বার্ষিক বরাদ্দ আসে, বরাদ্দ বাস্তবায়নের নীতিমালা ও সরকারী অনুদান-সহায়তা বিতরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীর তালিকা, নলকূপ বরাদ্দ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গুরু, নির্মাণ ও সমাপ্তির তথ্য, গ্রাম পুলিশ নিয়োগ, জনপ্রতিনিধিদের সম্মানী, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র ও উদ্যোক্তা নিয়োগ, ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি, জন্ম নিবন্ধন। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কর্মকাণ্ড, সেবা পরিচালনা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, টেন্ডার, নকশা অনুমোদন, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ক তথ্য, প্রভৃতি।

ঙ) শিক্ষা সংক্রান্ত :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের তথ্যাদি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি ও ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা, মাধ্যমিক ও দাখিল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের নাম ও মোবাইল নম্বর, এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিড ডে মিল ব্যবস্থা চালু প্রভৃতি।

চ) কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত :

কৃষি বিভাগের বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ, সার, বীজ, কীটনাশক বরাদ্দ ও ডিলার, ভর্তুকি, কৃষি যন্ত্রপাতি, আইসিএম, আইপিএম ক্লাব সংক্রান্ত; মৎস্য বিভাগীয় উন্নয়ন প্রকল্প, মাছ নিধন, রেনু পোনার সমস্যা, মৎস্য প্রশিক্ষণ, মাছ চাষে ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত; প্রাণিসম্পদ বিভাগের হাসঁ,মুরগির ও গবাদি পশুর রোগ ও প্রতিষেধক টিকা, চিকিৎসা সংক্রান্ত ; ইত্যাদি।

ছ) দ্রাণ সংক্রান্ত :

টিআর, কাবিখা, কাবিটা, অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচী, দ্রাণ বরাদ্দ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুবিধাভোগী ও এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি।

জ) সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত :

বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সনদ, সমাজ সেবা ঋণ, রেজিস্টার্ড সমবায় সমিতির তথ্যাবলী প্রভৃতি

ঝ) বিবিধি :

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ই-ভোটিং, জাতীয় সংসদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা, স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য; রংগু শিল্প /প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকীর তথ্য; আদালত কর্তৃক ঘোষিত আদেশের বাস্তবায়ন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে আমদানীকৃত জাহাজের তথ্য, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ, এনওসি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, ইত্যাদি।

৪.২ প্রত্যাখ্যাত আবেদনসমূহ :

দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৭৮০৮ টি আবেদনের মধ্যে ৭৬১৬ টি (৯৭.৫৪%) আবেদনে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। সারা দেশে মোট ১০৪ টি (১.৩৩%) আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং মোট ৮৮ টি (১.১৩%) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলোর অধিকাংশই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার বিধান মতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বা কোন জবাবই দেয়া হয়নি। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ৯৭.৫৪% আবেদনে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং মাত্র ১.৩৩% আবেদনের চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে যা আশাব্যঞ্জক।

৪.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা :

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মোট ৮৮ টি আবেদনের বিপরীতে কয়টি আপীল দায়ের করা হয়েছে তা প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রতিবেদনে প্রতিভাত হয়নি। তথাপি প্রত্যাখ্যাত আবেদনের সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন। তবে গত দুই বছরে তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ১০৪ হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন।

৪.৪ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ :

তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করায় এ পর্যন্ত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি মর্মে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে প্রতিভাত হয়। তবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে একজন কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত হলে কমিশন কর্তৃক তাকে ১০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

৪.৫ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ মোট ২০,১৫,৮৩২ টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। তথ্য অধিকার আইন জারির পর বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাচিত তথ্য সরবরাহ করে সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ মোট ১৯,৮৯,০০০ টাকা আদায় করেছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেনি।

৪.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাাদি :

তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কার্যকরভাবে সহায়তা প্রদান করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। তথ্য কমিশনের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য কমিশনকে সকল প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশংসনীয় সহায়তা প্রদান করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ তথ্য কমিশনে জনবল পদায়ন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছে। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার আইন ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে স্ট্র অস্পষ্টতা দূরীকরণে মতামত প্রদানসহ নানাভাবে তথ্য কমিশনকে

সহায়তা করে যাচ্ছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহও তথ্য কমিশনের বিভিন্ন নির্দেশনা ও অনুরোধ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কমিশনের কার্যক্রমকে গতিশীলতা প্রদানে সহায়তা করেছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে তথ্য অধিকার আইন অনুসরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কতৃপক্ষ নিয়োগ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। সকল মন্ত্রণালয় নিজস্ব দপ্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করেছে। তথ্য কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রবিধানমালা অধীনস্থ দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রচারের ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণা কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও হালনাগাদকরণে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা প্রশংসনীয়। জেলা প্রশাসন তথ্য কমিশনের বিভিন্ন নির্দেশনা ও বক্তব্য জেলার বিভিন্ন দপ্তরে প্রচার ও অনুসরণের বিষয়ে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে আসছে। তথ্য অধিকার আইনটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের মাঝে প্রচার এবং সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে আইনের বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথ্য কমিশনের প্রকাশনা ও প্রবিধানমালা প্রচারের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ কমিশনকে সহায়তা করে চলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের সমন যথাযথ কতৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও জেলা প্রশাসন কমিশনকে সহায়তা করে থাকে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক বেসরকারী সংস্থা তাদের নিজস্ব তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অনেক সংস্থা জনসাধারণকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য অধিকার বিষয়ক গান নাটিকা প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থাসমূহ দেশের তথ্য অধিকার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৪.৭ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাাদি :

তথ্য কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশন কর্তৃক জনঅবহিতকরণ সভা ও নিয়মিত প্রচারণার ফলে তথ্য প্রদান না করায় তথ্য কমিশনে অনেক অভিযোগ দাখিল হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিশনে ৪১ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং আরো ০৩ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। কমিশনে দাখিলকৃত অধিকাংশ অভিযোগের ক্ষেত্রেই তথ্য কমিশন হতে সমন প্রদান করা হলে প্রতিপক্ষ শুনানির পূর্বেই আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং কমিশনে হাজির হয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা এবং তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাযথভাবে না পৌঁছানোর জন্যও তথ্য প্রদান কার্যক্রমে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি মাত্র অভিযোগ (নং ৩৪) এর ক্ষেত্রে কমিশন গত ০৮-০৯-২০১১ তারিখে নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ করেছে।

৪.৮. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ বিশেষণ :

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ৩০/০৮/২০১০, ৩০/১২/২০১০, ২১/০৩/২০১১, ০৪/০৭/২০১১, ১৯/০৯/২০১১, ১৩/১০/২০১১ ও ২১/১২/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৪ টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় আমলে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দিবসে শুনানির

মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৪১ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ৬০ টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় খারিজ বা স্থগিত করা হয়। কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের উপর নিম্নরূপ বিশেষণ তুলে ধরা হলো :

ক. অভিযোগকারীর শ্রেণী/পেশা/অবস্থান :

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ১০৪ টি অভিযোগের অভিযোগ দাখিলকারীদের মধ্যে সাংবাদিক, অ্যাডভোকেট, পরিবেশবাদী, এনজিও কর্মী, ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, ব্যবসায়ী, গৃহিনী, চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন রয়েছেন।

খ. অভিযোগের বিষয়বস্তু এবং যাচিত তথ্যের প্রকৃতি :

- খাস জমির তালিকা, খাস জমি বন্দোবস্ত ও উপকারভোগীদের তালিকা, নামজারি, খাজনা, ডিসিআর এবং জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য;
- চিংড়ি শিল্প সেক্টরে সরকার ঘোষিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বাস্তবায়নের তথ্য;
- প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নামের তালিকা এবং সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্যের কপি;
- বাংলাদেশের সরকারী হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা সেবা ও হাসপাতালে ডাক্তারদের নিয়োগ প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্য;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি গ্রহণ ও এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের তথ্য;
- উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের নাগরিক সেবা, বরাদ্দ, ব্যয় ও বিতরণের নীতিমালা ও উপকারভোগীর তালিকা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের তথ্য;
- এল. আর. ফান্ডের আয় ব্যয়ের হিসাবের তথ্য;
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বাড়ির নকশা পরিবর্তনের অনুমতি প্রদানকারী ও অনুমতি পত্রের কপি, বিনা অনুমতিতে নকশা পরিবর্তনকারীদের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার কপি;
- পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম, বরাদ্দ ও বিতরণের নিয়মাবলী এবং অনুদান সহায়তা প্রদানের তথ্য;
- নির্বাচনে ই-ভোটিং চালু সংক্রান্ত তথ্য, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা, সুপারিশ ও তার অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত;
- সুগার মিলে ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে কর্মরতদের তথ্য ও স্টাফ কোয়ার্টারের নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য;
- পৌরসভায় উন্নয়ন কাজ, ঠিকাদার নিয়োগ, কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী, তাদের দায়িত্ব ও ফিল্ড ভিজিটের প্ল্যান-এর কপি;
- সেতু নির্মাণে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও কাজ সমাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য;
- উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরে কী কী প্রকল্প/কর্মসূচী (প্রকল্প/কর্মসূচীভিত্তিক) সরকারী অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য;
- উচ্চ আদালত কর্তৃক ঘোষিত আদেশের ভিত্তিতে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের জন্য জাহাজ আমদানী, অনাপত্তি প্রদান ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের তথ্য;
- ২০১১-১২ সালে অর্থ বাজেটে ঘোষিত ১৫৮৫ টি রপ্তা শিল্প /প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকীর ডকুমেন্টের তথ্য;
- উন্নয়ন কাজের মূল্য তালিকা, মতামত ও প্রাক্কলন সংক্রান্ত তথ্য;
- একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প, বয়স্ক ভাতা, ভিজিডি/ভিজিএফ ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগী সংক্রান্ত তথ্য;

- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, এলজিএসপি বরাদ্দসহ বাস্তবায়নের ও সুবিধাভোগীর তথ্য;
- বর্তমান সরকারের সময়কালে নির্মাণ শুরু হওয়া খাদ্য গুদামের সংখ্যা, দরপত্রে অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এবং দরপত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এবং এলজিইডিতে সংঘটিত দুর্নীতি, অভিযুক্ত ব্যক্তির তালিকা এবং উন্নয়নকাজের তদন্তের তথ্য;
- নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলার তথ্য;
- ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্প সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি।

গ. অভিযুক্ত দপ্তর ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রকৃতি :

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে ১০৩ টি সরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ১ টি দায়েরকরা হয়েছে এনজিওর বিরুদ্ধে। সরকারী দপ্তরের মধ্যে ১৮ টি অভিযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, ২৬ টি অভিযোগ অধিদপ্তর বা বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, ২৯ টি অভিযোগ জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বিরুদ্ধে, ২৪ টি অভিযোগ উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ৬ টি অভিযোগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। এনজিওর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একমাত্র অভিযোগটি ছিল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিরুদ্ধে।

ঘ. অভিযোগপূর্ব আপীল ও অপারগতার নোটিশ :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুসারে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে অপারগতার নোটিশের মাধ্যমে তা অবহিত করবেন। অপারগতার নোটিশ পেলে অথবা যাচিত তথ্য যথাসময়ে না পেলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন দাখিল করবেন। আপীল ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল হয় ১৭ টি, আপীল যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল হয়নি এরূপ অভিযোগের সংখ্যা ১৪ টি, আর আপীল সম্পর্কে উল্লেখ না করেই অভিযোগ দাখিল করেছেন ২৯ জন অভিযোগকারী। অবশিষ্ট আবেদনগুলির ক্ষেত্রে আপীল দায়ের করা হলেও আপীল কর্তৃপক্ষ থেকে আবেদনকারী তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। কোন অভিযোগেরই অপারগতার নোটিশ প্রদান করা হয়নি।

ঙ. আমলে না নেওয়ার কারণ :

দাখিলকৃত অভিযোগ যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল না করা, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী দাখিল না করা, আপীল দায়ের না করেই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা, কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল না করে শুধু অবগত করা, অভিযোগের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বা আপীল আবেদনের কোন কপি সংযুক্ত না করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন না করে ভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা, সংশ্লিষ্ট অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট না থাকা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ও আপীল না করা, আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকা, যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন না করা, একই রকম অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে কাঙ্ক্ষিত তথ্যের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা না থাকা, বর্ণিত আবেদনের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও প্রয়োজনীয় রিসিট সংযুক্ত না থাকা, অভিযোগ পত্রে অভিযোগকারীর চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ না থাকায় বিচারাধীন, মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে হওয়া, তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া, কাঙ্ক্ষিত তথ্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত না থাকা, আবেদন সুস্পষ্ট না হওয়া, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন থাকা, ভবিষ্যত বিষয়ের তথ্য চেয়ে আবেদন করা, ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের তথ্য একই কর্তৃপক্ষের নিকট জানতে চাওয়া ইত্যাদি কারণে দাখিলকৃত কতিপয় অভিযোগ তথ্য আবেদনসমূহ কমিশনের সভায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকার কারণে ৯ টি, আপীল না করার কারণে ৭ টি, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল না করার কারণে ১২ টি, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন না করার কারণে ১৬ টি, সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই অভিযোগ দায়েরের কারণে ৪ টি, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত না হওয়ার কারণে ৫ টি, অভিযোগ আমলে গ্রহণের পূর্বেই তথ্য সরবরাহ করায় ২ টি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত না করায় ৫ টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয়নি।

চ. অভিযোগ শুনানি ও নিষ্পত্তি :

তথ্য কমিশনের সভায় ১০৪ টি অভিযোগের মধ্যে ৪৪ টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয় যার শতকরা হার ৪২.৩%। ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এবং আইনের প্রক্রিয়া যথাযথ অনুসরণ না করায় ৫৭.৭ % অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয়নি।

ছ. আমলে গৃহীত না হওয়া আবেদনের ওপর তথ্য কমিশনের কার্যক্রম :

আমলে না নেয়া এ ৬০ টি অভিযোগ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন মোট ৪১ টির ক্ষেত্রে অভিযোগ আমলে না নেয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক যথাস্থানে পুনরায় আবেদন জানানোর অনুরোধ জানিয়ে অভিযোগকারীর নিকট পত্র প্রেরণ করে। এছাড়া ৬ টি ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর জন্য পত্র প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রেরিত এ ৪১ টি পত্রের বিপরীতে অনূন্য ১০ টি ক্ষেত্রে অভিযোগকারী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ পূর্বক পুনরায় অভিযোগ দাখিল করেন যা কমিশনের পরবর্তী সভাগুলোতে আলোচিত হয়। এছাড়া যেসকল আবেদন তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত নয় কিংবা যা শুধু কমিশনকে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে সেসকল আবেদনপত্র নথিভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করা হয়নি। কমিশনে নথিভুক্ত আবেদনের সংখ্যা ১২ টি এবং বিবেচনাধীন আবেদনের সংখ্যা ১ টি। তথ্য কমিশন হতে ৪১ জন আবেদনকারীকে পত্র মারফৎ পরামর্শ প্রদান করা হলেও তাদের সকলেই সংশোধিত আকারে পুনরায় অভিযোগ দাখিল করেননি। তবে এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় কমিশনের পরামর্শ ভবিষ্যতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করতে তাদের জন্য এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদের জন্য সহায়ক হবে।

জ. বিশেষণে প্রাপ্ত ফলাফল :

তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সকল শ্রেণীর ও পেশার জনগণ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করলেও বেসরকারী ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে বেশিরভাগ তথ্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট; তবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তথ্যের জন্য আবেদনও রয়েছে অভিযোগসমূহের মধ্যে। দাখিলকৃত অভিযোগের অধিকাংশই (৯৯%) সরকারী দপ্তরে তথ্যের জন্য। সরকারী দপ্তরসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এনজিওর বিরুদ্ধে আনীত একটিমাত্র অভিযোগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিরুদ্ধে। অধিকাংশ অভিযোগ আমলে গ্রহণ না করার কারণ তথ্য অধিকার আইনের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ না করা। জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও আইনটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ধারণা রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষের মাঝেও আইনের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের উল্লেখ করে এবং যথাযথ ফরমে আবেদন দাখিল করা সত্ত্বেও যৌক্তিক বা অন্য কোন কারণে তথ্য প্রদান না করার ক্ষেত্রে অপারগতার নোটিশ প্রদান বা আবেদনকারীকে অবহিত করার অনুশীলন কোন দপ্তরের মধ্যে দেখা যায়নি। আবার তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন বা পত্র প্রদান করা হলে দ্রুততার সহিত আবেদনকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে দেখা যায়।

কেস স্টাডি - ১ : তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় পেনশনের টাকা পেলেন প্রশিকা কর্মী মানসী চাকমা

বেসরকারী সংস্থা প্রশিকার প্রাক্তন কর্মী মানসী চাকমা, বাড়ী নং-৫১-৫২(১ম তলা), রাস্তা নং-এ, বরু-এ(জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ গত ৩১ অক্টোবর, ২০১০ ইং তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগপত্র দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিকা ভবন, মিরপুর-২ এর নিকট তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী গত ২৯-০৭-২০১০ তারিখে প্রশিকা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্যের কপি এবং কিসের ভিত্তিতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদান করা হচ্ছে না তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তালিকা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্যের কপি চেয়ে আবেদন করেন। আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী আবেদনপত্র গ্রহণের পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে উল্লিখিত আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন করেন। কিন্তু আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট হতেও পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তিনি কোন উত্তর প্রাপ্ত হননি। পরবর্তীতে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৬/০২/২০১১ তারিখ ও পরে ১৫.০২.২০১১ তারিখ শুনানির দিন ধার্য করা হয়। জনাব গোলাম ফারুক খান পরিচালক, প্রশিকা প্রতিপক্ষ হিসেবে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানিতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার পর গত ১৪.০২.২০১১ তারিখে প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার পাওনা বাবদ ৩৯,৯১৮/-টাকা বুঝে পেয়েছেন। কিন্তু চাহিত তথ্য অদ্যাবধি প্রাপ্ত হয়নি। অতঃপর প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব গোলাম ফারুক খান, পরিচালক তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন ও পরিচালনার নিয়মাবলী শুধুমাত্র সংস্থার কর্মীদের জন্যই প্রযোজ্য। সংস্থার সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তনের পর এই নিয়মাবলী বর্তমানে সংশোধনের পর্যায়ে আছে যা কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে। নিয়মাবলী চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে তা সংস্থার মানব সম্পদ বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন যে, সাবেক কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ৩১/০৭/২০০৯ তারিখে দৈনিক ‘প্রথম আলো’ এবং ২৯/০৭/২০০৯ তারিখে ‘সমকাল’ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সাবেক কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ নেই এবং এ কার্যক্রম যথানিয়মে চলছে। ফলে, প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তের কপি নেই। অভিযোগকারীর মোট পাওনা ৩৯,৯১৮ টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রশিকা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত বিষয়াদি সংস্থার গভার্নিং বডি ও প্রধান নির্বাহীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

অভিযোগকারী গত ১৪/২/২০১১ তারিখে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তার প্রাপ্য অর্থ বাবদ ৩৯,৯১৮/-টাকা বুঝে পাওয়া সত্ত্বেও অভিযোগকারীর আবেদন অনুসারে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ও ৭ ধারার বিধান মোতাবেক প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্য আগামী ২২.০২.২০১১ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আবেদনকারী প্রশিকার সাবেক কর্মী বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও তার প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন করতে পারছিলেন না। তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের পর কমিশন কার্যালয় হতে সমন ইস্যু করা হলে সমন প্রাপ্তির পরপরই অভিযোগকারীকে তার প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন বুলে থাকা একটি বিষয় স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেস স্টাডি - ২ : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় রাজউকের নথি দেখার সুযোগ পেলেন রিইব চেয়ারম্যান

ড. শামসুল বারী

অভিযোগকারী ড. শামসুল বারী বাড়ি নং-৭, রাস্তা নং-১৭, বক-সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ও চেয়ারম্যান, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, রিইব গত ২৯ মে, ২০১১ তারিখে শেখ আব্দুল মান্নান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য, পরিকল্পনা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ এর বরাবর কোন এলাকায় ভবন নির্মাণের জন্য অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে অনুসরণীয় নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য; আবাসিক এলাকায় অনাবাসিক ভবন তৈরির ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয় তার তথ্য; এবং কোন আবাসিক এলাকায় গৃহ নির্মাণের আবেদন পেলে সেক্ষেত্রে উক্ত এলাকার আশেপাশে বসবাসরত অধিবাসীদের মতামত বা অভিযোগ নেয়ার কোন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তার তথ্য চেয়ে ও নথি দেখার সুযোগ চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু কাজ্জিত তথ্য বা কোন জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি পর্যালোচনাপূর্বক কমিশনের সভায় আমলে গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৩/১০/২০১১ তারিখ ধার্য করে সমন জারি করা হয়। পরবর্তীতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমায়াবেদনের প্রেক্ষিতে ৩১/১০/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পক্ষদ্বয়কে সমন দেয়া হয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ শেখ আব্দুল মান্নান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য, পরিকল্পনা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ শুনানিতে হাজির হয়ে জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে যাচিত তথ্যাবলি অভিযোগকারীকে প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়ে তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী ড. শামসুল বারী জানান যে, তিনি ২৯/০৫/২০১১ তারিখে যে তথ্যাদি জানতে চেয়েছেন সেটি পাননি। পরবর্তীতে তথ্য জানতে চেয়ে যে আবেদন করেছেন তার তথ্য পেয়েছেন। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখতে পায় যে, পূর্বে যাচিত তথ্যাদির সঙ্গে পরবর্তীতে যাচিত তথ্যের অনেকেংশে মিল রয়েছে। তথাপি কমিশন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যাবলি প্রদানের এবং সংশ্লিষ্ট ফাইল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তথ্যনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত সময়ে ড. বারী উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এভাবে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য কমিশনের সহায়তায় রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারী রাজউকের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে সমর্থ হন।

কেস স্টাডি - ৩ : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদান না করায় জরিমানা করা হলো

আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে

অভিযোগকারী, শেখ আলী আহাম্মদ পিতা মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ, সাং ৩১/৩, মাসদাইর লিংকরোড, থানা- ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ তিনি গত ০৬.০২.২০১১ তারিখে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিকট জনৈক মামুন, পিতা- আব্দুল মন্নাফ (মান্নান ড্রাইভার), সাং মাসদাইর, থানা- ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ গত ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ হতে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্ট্রে রোগী হিসেবে ভর্তি ছিলেন কিনা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের এস আই হানিফ হাওলাদার কোন তথ্য চেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্ট্রের আরএমও সাহেবের নিকট রিকুইজিশন দিয়েছেন কিনা কিংবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্ট্রের আরএমও সাহেব উক্ত হানিফ সাহেবকে কোন কিছু লিখিত দিয়েছেন কিনা সে সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে আবেদনকারী বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারেন যে, কমিটি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তিনি ০২.০৩.২০১১ তারিখে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করেন। তথ্য না পেয়ে গত ০৬.০৩.২০১১ তারিখে আবেদনকারী তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম বরাবর তথ্য অধিকার আইনের গেজেটসহ নির্ধারিত ফরমেট

অনুযায়ী আপীল আবেদন দাখিল করেন। উক্ত আপীল আবেদন প্রাপ্তির পর সিভিল সার্জন সাহেব কোন সাধারণ নাগরিক তথ্য পেতে পারে কিনা তা জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আইন কর্মকর্তার মাধ্যমে সিভিল সার্জনকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে তাকে অবগত করেন। অবগতিপত্র প্রাপ্তির পর তিনি ১৭.০৪.২০১১ তারিখে উক্ত তথ্য চেয়ে পুনরায় দরখাস্ত করেন এবং ২০.০৪.২০১১ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন অফিসে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয় যে, সিভিল সার্জন অফিস থেকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে পত্র দেয়া হয়েছে। অতপর ২১.০৪.২০১১ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসে গিয়ে ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফার নিকট তথ্য চাইলে তিনি জানান যে, আবার নতুন কমিটি গঠন করে পুনরায় তদন্ত করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী তার চাহিত তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাকে তথ্য না দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে উল্লেখ করে তথ্য পাবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে ২৪.০৪.২০১১ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অত্র অভিযোগ দাখিল করেন।

তার অভিযোগটি কমিশনের সভায় আমলে গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সমন ইস্যু করা হয়। অভিযুক্ত আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২৫.০৪.২০১১ তারিখের পত্র মাধ্যমে আবেদনকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেন। শুনানিতে উপস্থিত হয়ে আবেদনকারী প্রাপ্ত তথ্য বিভ্রান্তিকর মর্মে উল্লেখ করে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির আদেশ চেয়ে প্রার্থনা করেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত তথ্য চাইলেও তাকে শুধুমাত্র ০৭.০৪.২০০৯ তারিখের তথ্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ০৮.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা বা চিকিৎসাধীন ছিলেন কিনা তা উল্লেখ করা হয়নি।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত নথি পর্যালোচনাস্তে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জনের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা কর্তৃক আবেদনকারীকে আংশিক, অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান লঙ্ঘন করেছেন। আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন কর্তৃক আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। শুনানি শেষে তথ্য কমিশন কর্তৃক পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মাঝে অভিযোগকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফাকে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলমকে তিরস্কারপূর্বক ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরো সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

তথ্য কমিশনের রায় ঘোষণার পর আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করলে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক তথ্য কমিশনের আদেশ বহাল রেখে তার রীট পিটিশনটি খারিজ করা হয়।

কেস স্টাডি - ৪ : তথ্য কমিশনের নির্দেশে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের নথি পরিদর্শনের সুযোগ পেল বেলা

বেসরকারী সংস্থা বাংলাদেশ এনভায়রমেন্টাল ল'ইয়ারস এ্যাসোসিয়েশন 'বেলা'র পক্ষে সংস্থার মনিটরিং ও ইভালুয়েশন অফিসার জনাবা সায়েমা আফরোজ, বাড়ি-১৫/এ, সড়ক-৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। গত ১৩-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা বরাবর (ক) মহামান্য আদালতের কর্তৃক ঘোষিত আদেশের তারিখ হতে অর্থাৎ ১৭ মার্চ, ২০০৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি (১৯ জুন, ২০১১) পর্যন্ত কয়টি জাহাজের স্বপক্ষে NOC প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা; (খ) এনওসি প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম; (গ) এনওসি এর জন্য আবেদনকারী ইয়ার্ডগুলোর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ করেছে

তার স্বপক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের দালিলিক প্রমাণ; (ঘ) মোট আমদানীকৃত জাহাজের তালিকা (প্রকৃতি, ওজন ও বর্জ্য তালিকাসহ); (ঙ) আবেদনকৃত জাহাজের স্বপক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও বর্জ্যমুক্ত সনদের (বাসেল কনভেনশন অনুযায়ী) অনুলিপি; (চ) আমদানীকৃত জাহাজগুলো কোন্ দেশের পতাকাবাহী এবং দেশগুলো বাসেল কনভেনশনের অর্ন্তভুক্ত কিনা তার তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। আপীলের পর কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। কমিশনের সভায় উক্ত আবেদনটি আমলে গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। কমিশনের শুনানিতে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে জানান এবং সরবরাহকৃত তথ্যের কপি উপস্থাপন করেন। কিন্তু আবেদনকারী বেলা কর্তৃপক্ষ উক্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে বিস্তারিত তথ্য এবং নথি পরিদর্শনের সুযোগ প্রার্থনা করেন।

উভয়পক্ষের শুনানি শেষে তথ্য কমিশন গত ০৯-০২-২০১২ তারিখে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বেলা কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নথি প্রদর্শনের মাধ্যমে সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে বেলা তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের নথি পরিদর্শনের সুযোগ পায়।

৪.৯ সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ৫ টি মন্ত্রণালয় :

ক্রমিক নম্বর	ক মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	খ তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	গ অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	ঘ দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	চ সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (বিপিএসসি)	১৮৩১	২	০	১৯,৮৯,০০০/-
০২	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৯৮	০	০	০
০৩	অর্থ মন্ত্রণালয়	৩৯৭	২৯	২৮	১৭৪/-
০৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬০	০	০	২,২৯৪/-
০৫	তথ্য মন্ত্রণালয়	১৮	৫	০	১০০/-

১

৪.১০ সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ৫ টি জেলা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা	সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	কুমিল্লা	১৯২১ টি	০	০	২৩৩৩/-
২.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০৬২ টি	০	০	০
৩.	রংপুর	৫২৩ টি	০	০	১১,৪৬৫/-
৪.	নওগাঁ	৩০২ টি	০	০	১২৬২ /-
৫.	রাঙ্গামাটি	২৫৩ টি	০	০	০

৪.১১ সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ৫ টি এনজিও :

ক্রমিক নম্বর	ক বেসরকারী সংস্থার নাম	খ তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	গ অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	ঘ দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	চ সরবরাহ- কৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	সোসাইটি অব রেনেসাঁ বাংলাদেশ (এস.আর. বি), ফেনী	৪২	০	০	০
০২	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি), বাড়ি-১৪১, রোড-১২, বক-ই, বনানী, ঢাকা	২৫	০	০	০
০৩	ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা	১৮	০	০	০
০৪	ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ৩/১১, বক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা	৭	০	০	০
০৫	সচেতন সাহায্য সংস্থা (এসএসএস), শ্রীঙ্গল রোড,,মৌলভীবাজার	৬	০	০	০

৪.১২ এনজিও কর্তৃক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার (কেসস্টাডি ও অন্যান্য রিপোর্টসমূহ):

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ও জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এমআরডিআই, রিইব, ব্র্যাক, নাগরিক উদ্যোগ, নিজেরা করি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪.১২.১ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন :

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তথ্য কমিশনের সহায়তায় এবং স্বতন্ত্রভাবে নানা ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। উক্ত সংস্থাটি তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠায় এনজিও আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আইন বাস্তবায়নে এনজিওসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। আইনটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় তথ্য অধিকারের বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরিতে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া সংস্থাটি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটির সাফল্যের কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কেস স্টাডি - ৫ : রিক্রুটিং এজেন্সির দ্বারা প্রতারণিত মোশারফ সাহায্য পেলো তথ্য অধিকার আইনের

ঘর ও জমি বিক্রি ছাড়াও চড়া সুদে ঋণ করেছিলেন কুমিলার দাউদকান্দি উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা মোশারফ হোসেন। এভাবে তিনি মোট ৩ লাখ ৯ হাজার টাকা জোগাড় করে তুলে দেন মেসার্স আল - মোখলেস ট্রেড এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানটির মারফত তার তিন ছেলে মুরাদ হোসেন, আসিফ হোসেন ও জাকির হোসেনের বিদেশে যাওয়ার কথা।

দিন যায়, মাস যায় এমনকি বছর চলে যায় কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে কোনো খবর পাওয়া যায় না। একপর্যায়ে মোশারফ আশা ছেড়ে দেন। তার ১২ সদস্যের বিশাল পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ততদিনে আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এমন একটি পরিস্থিতিতে মোশারফের সঙ্গে এএইচআরডিটি'র (অ্যাসিস্ট্যান্স ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট উইথ টেকনোলজি) যোগাযোগ হয়। মোশারফ অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত কমিটি এমআরপিসি'র সদস্য হন। এর মাধ্যমে তিনি অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে পারেন। মোশারফ জানতে পারেন সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার ব্যাপারে অনলাইনে অভিযোগ নিয়ে থাকে। তিনি তখন এমআরপিসি ও এএইচআরডিটি'র কাছে এ বিষয়ে সহায়তা চান।

২০১০ সালের আগস্টে মোশারফ হোসেন বিএমইটি'র কাছে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার ব্যাপারে অনলাইনে অভিযোগ করেন। এছাড়া তিনি গুণানির আশায় চারবার নিজে বিএমইটিতে যান। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি। এমআরপিসি বা এএইচআরডিটি ও তাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারছিল না।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে কুমিলার দাউদকান্দিতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে একদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এমআরপিসি বা এএইচআরডিটি'র স্থানীয় সদস্যরা এতে অংশ নেন। এর মাধ্যমে তারা শেখেন এই আইনের বিভিন্ন ধারার সহায়তা নিয়ে কীভাবে অধিকার হরণের বিষয়ে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। এই আইনের সহায়তা নিয়ে প্রতারণিত শ্রমিকরা প্রতিকার পেতে পারেন জেনে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা খুবই অনুপ্রাণিত হন এবং এলাকার মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।

মোশারফও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তিনি এমআরপিসি বা এএইচআরডিটির সহায়তায় এ বছরের মার্চে বিএমইটি'র কাছে আরটিআই এর সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে তার অভিযোগের বিষয়ে রায়ের একটি কপি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব পাননি মোশারফ। এ কারণে এপ্রিল মাসে তথ্য কমিশনের কাছে তথ্যটি চেয়ে আবার আপিল করেন। এবার তিনি সফল হলেন। মে মাসে বিএমইটি মহাপরিচালকের কাছ থেকে তিনি রায়ের ব্যাপারে একটি চিঠি পেলেন। এতে বলা হয়, মোশারফের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিকে নির্দেশ দেয়া হয় মোশারফকে ১৫ জুনের মধ্যে ২ লাখ ৫২ হাজার টাকা দিতে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, এর অন্যথা হলে বিএমইটি দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের অভিবাসন অধ্যাদেশ অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

কেস স্টাডি - ৬ : তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ন্যূনতম মজুরি পেলো চিংড়িচাষীরা

সেফ প্রকল্প এলাকায় কতগুলো চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প-কারখানা ন্যূনতম বেতন দিয়ে থাকে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার জন্য তা জানা প্রয়োজন ছিল। সেফ এর কর্মী আসাদুজ্জামান খুলনার শ্রম অধিদপ্তর থেকে ন্যূনতম বেতন প্রদানকারী চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জানতে চান। তিনি ২০১০ সালের ১৫ জুলাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-প্রধান পরিদর্শকের দপ্তরে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) আওতায় তথ্যের জন্য আবেদন করেন। উপপ্রধান পরিদর্শক আবেদনপত্র নিতেই অস্বীকৃতি জানান। তাঁর অনীহা দেখে আসাদুজ্জামান কয়েকদিন পরে রেজিস্টার্ড চিঠির মাধ্যমে লিখিতভাবে আবেদন করেন। কিন্তু ২০ কর্মদিবস অপেক্ষার পরও তিনি কোনো জবাব পাননি।

কাজ হচ্ছে না দেখে তিনি আপিল কর্তৃপক্ষের (প্রধান পরিদর্শক, শ্রম অধিদপ্তর) কাছে ডাকযোগে আপিল করেন। এ জবাবে প্রধান পরিদর্শক খুলনা বিভাগের উপ-পরিদর্শককে তথ্য দেয়ার পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠান। এরপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ফোন করে আসাদুজ্জামানকে বলা হয় সাধারণ একটি চিঠি লিখে তথ্য চাওয়ার জন্য। আসাদুজ্জামান সে অনুযায়ী তথ্য চেয়ে উপ-প্রধান পরিদর্শককে চিঠি লেখেন। কিন্তু এবারও কোনো সাড়া মেলেনি।

৩০ সেপ্টেম্বর আসাদুজ্জামান প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেন। বিশ্বয়ের ব্যাপার, সেইদিনই আসাদ সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাঁর চাওয়া তথ্যসহ একটি চিঠি পান। তবে তথ্যগুলো যে আরটিআই আইন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে চিঠিতে একথা বলা হয়নি। সরবরাহকৃত তথ্য আংশিক ভুল ছিল।

আসাদুজ্জামান প্রথম শুনানিতে উপস্থিত থাকতে না পারায় সময় চেয়ে আবেদন করেন। পরে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত শুনানিতে তিনি তাঁর অভিযোগের সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এর পর ২১ মার্চের শুনানিতে প্রধান কমিশনার পরের সপ্তাহের মঙ্গলবারের মধ্যে সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য উপ-প্রধান পরিদর্শক বেলায়েতকে নির্দেশ দেন। প্রধান তথ্য কমিশনার এ সময় উপস্থিত বেলায়েতের দুই সহকর্মীকেও তথ্য না দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেন। আসাদুজ্জামান অবশেষে ২৭ মার্চ তার চাওয়া তথ্য পান।

দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যের জন্য অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরো সক্রিয় হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ‘সেফ’-এর প্রকল্প এলাকার ৩৭টি চিহ্নি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭টিই শ্রমিকদের সরকারঘোষিত ন্যূনতম বেতন দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরও এখন দৃশ্যত তথ্য দেয়ার ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয়।

৪.১২.২ ব্র্যাক :

ব্র্যাক শুরু থেকেই আরটিআই ফোরামের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে কার্যরত আছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের সমর্থক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচীর আওতায় গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমেও তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচী পালন করে আসছে। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাক শুরু করেছে তথ্য অধিকার আইন সচেতনতা প্রকল্প।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান সহ বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার কাজ করার জন্য ব্র্যাকে Partnership Strengthening Unit (PSU) গঠন করেছে। ব্র্যাক ২০১০ সালে জেলা পর্যায়ে পূর্ণ সময়কালীন District BRAC Representative (DBR) নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব DBR নিয়মিত অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সিনিয়র ম্যানেজার, PSU



প্রধান তথ্য কমিশনার রাস্ত্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির ও ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসেন উইজ দের প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য অধিকার আইনের উপর মতবিনিময় করেন

ইউনিটকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ব্র্যাকের পক্ষে প্রধান কার্যালয় সহ সকল জেলার জন্য আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে Head of PSU কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্র্যাকের মোট ৪২ জন District BRAC Representative (DBR) দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন স্তরে কর্মরত আছেন (জেলা পর্যায়ে ৪১ জন ও প্রধান কার্যালয়ে একজন)। অবশিষ্ট জেলাগুলোতে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে পদায়ন সম্পন্ন করা হবে। ব্র্যাকে কর্মরত নিজস্ব জনবল থেকে একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Core Group সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্র্যাকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সংস্থাটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে পদায়ন করা হচ্ছে যাতে তারা আইনটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে পারেন। ব্র্যাক কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রধান তথ্য কমিশনার রাস্ত্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির উপস্থিত থেকে কর্মকর্তাদের সাথে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য কমিশনে ইন্টার্নি হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমেও ব্র্যাক তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করে চলেছে।

কেস স্টাডি - ৭ঃ তথ্য নিয়ে জমি খারিজ

কালীগঞ্জ উপজেলার বজারপুর ইউনিয়নের ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি পরিচালিত পলী সমাজের সভাপ্রধান মোছাঃ ডলি আক্তার তথ্যবন্ধু হিসেব নির্বাচিত হন। তিনি ব্র্যাকের তথ্য অধিকার আইন সচেতনতা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালে তথ্যবন্ধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি তথ্য পাওয়ার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে পারেন। মোহানী গ্রামের একজন দরিদ্র কৃষক মোঃ সোলেমান মিয়া, জমি খারিজ করতে কতদিন সময়, খরচ, কী কাগজ প্রয়োজন, ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন তথ্যবন্ধু ডলির কাছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক সোলেমান ডলির সহযোগিতায় গত ১৭/১১/২০১১ইং তারিখে কালীগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিসে জমি খারিজের বিষয় জানতে চেয়ে তথ্য অধিকার আইনের আবেদন পত্রে আবেদন দাখিল করেন। উক্ত দিনই উপজেলা ভূমি অফিস থেকে তিনি জমি সংক্রান্ত তথ্য লিখিত আকারে পেয়ে যান। তথ্য নিয়ে কৃষক সোলেমান মাত্র ২৫২ (দুইশত বায়ান্ন) টাকা ফি দিয়ে এক বিঘা জমি খারিজ করেন। কৃষক সোলেমান বলেন “পূর্বে একদিন ভূমি অফিসে জমি খারিজের টাকার কথা জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু তারা ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) লাগবে বলে জানায়। কিন্তু এখন এতো অল্প সময়ে তথ্য পেয়ে সামান্য টাকায় জমি খারিজ করতে পেরে আমি আনন্দিত।”

গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অবহেলিত নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্যে প্রবেশাধিকার গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আদায় সহজতর করার লক্ষ্যে ব্র্যাক কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনকে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা ও গ্রামীণ জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ঘটানো এবং তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসী করার লক্ষ্যে ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচীর আওতায় ২০১১ সালে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার ৫ টি উপজেলায় ‘তথ্য অধিকার আইন সচেতনতা প্রকল্প’ (Creating Awareness on RTI Law for Community Empowerment) নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ন করা। ব্র্যাকের তথ্য অধিকার আইন সচেতনতা প্রকল্প ও সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে বিভিন্ন অফিসের তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া, তথ্য পাওয়ার আবেদন, আপিল, অভিযোগ, সময়, খরচ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক আবেদনপত্র পূরণ সম্পর্কে সহায়তা প্রদানের জন্য আরটিআই ক্লিনিক পরিচালনা করছে। গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় আরটিআই সংক্রান্ত পোস্টার বিতরণের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে তথ্যের জন্য আবেদন করতে ও তথ্য পেতে সাহায্য করতে দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ‘তথ্যবন্ধু’ নামে বিশেষ কিছু স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা গড়ে তুলেছে।

ব্র্যাকের তথ্য অধিকার আইন সচেতনতা প্রকল্পের আওতায়, জুন ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত এলাকাবাসীগণ তথ্যবন্ধুদের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে মোট ২৯৫ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র দাখিল করেছে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায়, যার মধ্যে ২২৪টি আবেদনকৃত তথ্য ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় জনগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে জানতে পারছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন - উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কী ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়া যায় ও কোন বারে কোন কোন ডাক্তার দায়িত্বরত, ভিজিডি কার্ড, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলী, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার উন্নয়ন বাজেট, উপবৃত্তি পাওয়ার নিয়মাবলী ও স্কুলের আসন সংখ্যা, বিনামূল্যে কী বীজ দেওয়া হয়, সার ও বীজ ডিলারদের তালিকা, ইত্যাদি।

৪.১২.৩ রিসার্স ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) :

রিইব তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মীবাহিনী তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে। তাদের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কিছু কেস স্টাডি নিয়ে তুলে ধরা হলো :

কেস স্টাডি - ৮ঃ ভূমিহীনদের খাসজমি লাভের ক্ষেত্রে সমস্যা

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় বসবাসরত রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে অনেক ভূমিহীন পরিবার রয়েছে। অন্য অনেকের মত তাঁদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন- সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়া। অথচ এখনো পর্যন্ত তারা সেই সৌভাগ্যের মুখ দেখেনি। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য জানার জন্য রিইবের গণগবেষণা দলের সদস্য মিঠুন দাস এলাকার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে নিম্নরূপ তথ্যাদির জন্য তথ্য অধিকার আইনে একখানা আবেদন করেন : (১) ৫ নং খাতামধুপুর ইউনিয়নে কয়টি মৌজা আছে এবং (২) ৮নং রেজিস্টারের ১নং খতিয়ানে রাস্তা এবং বরাদ্দকৃত জমি বাদ দিয়ে বর্তমানে খাতামধুপুর ইউনিয়নে কোন মৌজায় কতগুলো খাস জমি আছে সেগুলোর রেকর্ডের কপি।

মিঠুনদাস ১৭/০৭/২০১১ তারিখে ডাকযোগে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সৈয়দপুর, নীলফামারী অফিসে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন পাঠানোর তিন দিন পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফোন করে মিঠুন দাস এর পরিচয় জানতে চান। খাস জমির তথ্য প্রদানের যৌক্তিকতা নিয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর সাথে তার টেলিফোনে বিতর্ক হয়। তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে তথ্য অধিকার আইন এর বিধানের আলোকে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। আবেদন প্রদানের ২০ কার্যদিবসের দিনে মিঠুন দাস এর নামে সৈয়দপুর উপজেলা ভূমি অফিস থেকে একটি পত্র পাঠানো হয়। উক্ত পত্রে মিঠুন দাসকে পরবর্তী ৫ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য ৭.০০ টাকা ফি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে অনুযায়ী এনিমেটর মুন্না দাস'কে সাথে নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ দুপুর ১২:০০ টার সময় মিঠুন দাস সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে যান। সেখানে তথ্যের মূল্য বাবদ টাকা কোথায় জমা করবেন তা নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়।

তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯ এ নির্ধারিত এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য প্রদানের কথা উল্লেখ থাকার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। অবশেষে রেভিনিউ স্ট্যাম্পের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করা হয়। সেদিনই আবেদনের যাবতীয় তথ্য ফটোকপি আকারে প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে অবহিত না থাকলেও এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহা প্রদর্শন করলেও তথ্য অধিকার আইনের বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর তারা তথ্য প্রদানে বাধ্য হচ্ছেন। আইনটি ভালভাবে জেনে কর্মকর্তাদের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারলে সরকারী তথ্য পাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য এখন আর দুঃসাধ্য নয়।

কেসস্টাডি ৯ : খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিয়ম ও রোগীদের নানা ভোগান্তিজনিত সমস্যা

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিয়মের কথা দীর্ঘদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) এর আরটিআই প্রকল্পের একজন সদস্য মিলন চাকমা একদিন দলীয় আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে আবেদন করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সে অনুযায়ী মিলন চাকমা গত ২৭ জুন ২০১১ তারিখে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আরএমও'র কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের বিষয় ছিল : ১। বর্তমানে হাসপাতালে কি কি ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয় তার তালিকা পেতে চাই। ২। এম.আর, ডেলিভারীর বিনিময়ে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হয় কিনা তার নির্দেশনা থাকলে সেই নির্দেশনার কপি পেতে চাই।

মিলন চাকমা'র আবেদন জমা দেওয়ার কিছুদিন পর, হাসপাতালের আরএমও তাঁর সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী পরের দিন মিলন চাকমা'র সাথে দলীয় এনিমেটর রিপন চাকমাও আরএমওর সাথে দেখা করতে যান। আইনটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে আবেদনটি পেয়ে আরএমও প্রথমে ভেবেছিলেন যে, সেবা নিতে গিয়ে কোন ডাক্তারের সাথে মিলন চাকমা'র ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার কারণে আবেদনটি করা হয়েছে। তাই সাক্ষাতের প্রথমেই তিনি মিলন চাকমা'র কাছে কোন ধরনের ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে কিনা তা জেনে নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে মিলন চাকমা আরএমওকে তাঁর আবেদনের বিষয়টি বিস্তারিত অবগত করেন। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আরএমও খুব খুশি হন এবং এই তথ্যগুলো গরীব জনগণের খুব উপকারে আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর পরবর্তীতে কিছুদিনের মধ্যে আরএমও মিলন চাকমা'কে সব তথ্য প্রদান করেন।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে মিলন চাকমা'রা জানতে পান যে, সরকারীভাবে বর্তমানে হাসপাতালে ৭৭ ধরনের ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্যদিকে হাসপাতালে বিনামূল্যে এম.আর এবং ডেলিভারি সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও মিলন চাকমা'রা জানতে পারেন। তাই তাঁরা নিজেদের আলোচনা সভায় উল্লেখিত তথ্য জনগণের কাছে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং সে অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যগুলো ফটোকপি করে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। এভাবে আবেদন করে তথ্য লাভের বিষয়টি প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

৪.১২.৪ নাগরিক উদ্যোগ :

নাগরিক উদ্যোগ দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থাটি মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ বিভিন্ন উদ্বুদ্ধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। নাগরিক উদ্যোগ কর্তৃক পরিচালিত তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কেস স্টাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

কেস স্টাডি - ১০ : তথ্য পাওয়ার জন্য হাসান ইউসুফ খানের লড়াই

হাসান ইউসুফ খানের বাড়ি গাজীপুর জেলায়। নিজেদের পরিবারের জমিজমা সংক্রান্ত তথ্য না পেয়ে তার পরিবার থেকে তার মা খুরশীদ-উন-নাহার বেগম উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ও তার প্রতিকার চেয়ে গাজীপুর জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক বিষয়টি তদন্তের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট জমা দেন। তদন্ত প্রতিবেদনটি তার এবং পরিবারের ভূমি সংক্রান্ত কাজে প্রয়োজন থাকায় তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসএ শাখায় সেটি সম্পর্কে জানতে চান। তারা বলেন, সাক্ষ্য আইনে আবেদন করে কোন মামলার নথি পাওয়া যায়। কিন্তু এটি যেহেতু কোন মামলার নথি নয় সেহেতু এটা দেয়া যাবে না। এরপর তিনি তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আশ্রয় নেন।

সেসময়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করার জন্য নির্ধারিত ফরম তৈরি না হওয়ায় তিনি সাদা কাগজে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন করেন। আবেদন জমা দিতে গেলে সেখানকার কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পরিষদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করার পরামর্শ দেন। উপজেলা পরিষদ থেকে তাকে বলা হয় পুরো উপজেলা পরিষদের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মমর্তা (আইন অনুসারে উপজেলার প্রতিটি ইউনিটে আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকতে হবে)। তিনি যুব উন্নয়ন কর্মমর্তা বরাবর আবেদন করেন।

যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছে গিয়ে দেখা যায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। আবেদনকারী তাকে তথ্য অধিকার আইনের একটি কপি দেন। আবেদনের পর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মমর্তা পত্রযোগে আবেদনটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে পাঠান। আবেদনটি কোন কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়াই তার দপ্তরে পড়ে থাকে। এভাবে আইন সম্পর্কে উপজেলার কর্মকর্তাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব আবেদনকারীর তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।

আইন নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল করতে যান। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীর সামনেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ফোন দিয়ে জানতে চান কেন তথ্য দেয়া হয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবহিতই নন। এরপর জেলা প্রশাসনের নির্দেশে তিনি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য পান।

তথ্য সংগ্রহে গেলে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মমর্তা দাবী করেন তিনি উপজেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নন। তিনি তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তথ্যের শিরোনামে সেটি উল্লেখ করলে তিনি তথ্য দেবেন। এরপর আবেদনকারী তথ্য কমিশনে যোগাযোগ করলে তথ্য কমিশনের সচিব ফোনে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এরপরও তিনি তথ্য প্রদানের সময় তথ্যের উপরে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের দাপ্তরিক পরিচয় এবং শেষে তার দাপ্তরিক পরিচিতির পাশাপাশি তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য কমিশন উল্লেখ করেন। হাসান ইউসুফ খান তথ্য

অধিকার আইন ২০০৯ ব্যবহার করে যে তথ্য পেয়েছিলেন তা তার পরিবারের জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সহায়তা করেছে।

হাসান ইউসুফ খান গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অপর একটি আবেদন করেন। এ আবেদনের মাধ্যমে তদন্তে দোষী প্রমাণিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে সে সম্পর্কে জানতে চান। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে তাকে লিখিতভাবে জানানো হয় যে, যেহেতু বিষয়টি বিভাগীয় মামলায় বিচারার্থীন সেহেতু তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ উপধারা (ঠ) অনুসারে তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। আবেদনকারী বিষয়টি মেনে নেন।

কেস স্টাডি- ১১ : তথ্য কমিশনের নির্দেশে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পেলেন মোশারফ হোসেন মাঝি

বরিশাল জেলার অধীন, বানারিপাড়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের আলতা গ্রামের কৃষক মোশারফ হোসেন মাঝি একজন প্রান্তিক কৃষক। কিন্তু তিনি বানারিপাড়া উপজেলা কৃষি অফিস থেকে কখনো কোনো সুবিধা পান নি। তিনি অনুভব করেন যে, সরকারী যে সব কৃষি উপকরণ বানারিপাড়ার কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে তা বোধ হয় সঠিক নীতিমালা মেনে বিতরণ করা হচ্ছে না এবং তিনি এক্ষেত্রে নানা ধরনের দুর্নীতির আশংকা করেন। এছাড়াও আইপিএম ক্লাব ও আইসিএম স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম হচ্ছে মর্মে তিনি ধারণা করেন। একদিন তিনি বানারিপাড়ার সংবাদকর্মী এস মিজানুল ইসলামের কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন এবং কৃষি অফিসে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদনের আশ্রয় দেখান। এস মিজানুল ইসলাম বানারিপাড়ায় নাগরিক উদ্যোগ ও তথ্য অধিকার আন্দোলন কর্তৃক পরিচালিত একটি কর্মশালায় উপস্থিত থেকে তথ্য অধিকার আইন ও এর বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন।

এস মিজানুল ইসলামের সহায়তায় মোশারফ হোসেন মাঝি তথ্য অধিকার আইন অনুসারে গত ১৭ মে ২০১০ বানারিপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বরাবর নির্ধারিত ফরমে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সালের মে মাস পর্যন্ত অত্র উপজেলায় সেচ মেশিন, সেচ নালা, পাওয়ার টিলার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সার, বীজ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ও বিতরণকৃত তালিকা এবং আইপিএম ক্লাব, আইসিএম স্কুল, বিভিন্ন সময়ে কৃষক প্রশিক্ষণের তালিকার কপি পেতে চান। এছাড়া কৃষকের মাঝে যে সকল কৃষি যন্ত্রপাতি এখনও বিতরণ করা হয় নি সেগুলি কোথায় কী অবস্থায় আছে তাও তিনি জানতে চান।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হরিদাস শিকারী তার আবেদনটি গ্রহণ করতে রাজি হননি। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবেদন গ্রহণ না করায় মোশারফ হোসেন মাঝি ৩১ মে ২০১০ বানারিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর নির্ধারিত ফরমে কৃষি সম্পর্কিত উপরোলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দাপ্তরিকপত্রের মাধ্যমে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হরিদাস শিকারীকে অবহিত করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সরকারী গোপনীয় তথ্য উল্লেখ করে তথ্য প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা চেয়ে ৩০ জুন ২০১০, উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকেও তার অনুলিপি প্রেরণ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দাপ্তরিক পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি মোশারফ হোসেন মাঝিকে অবহিত করেন। ১২ জুলাই ২০১০ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিকাশ ইন্দু মন্ডল নির্দেশনা চেয়ে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল বরাবর অপর একটি পত্র প্রেরণ করেন। ২৬ জুলাই ২০১০ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হরিদাস শিকারী স্বাক্ষরিত তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ এর তফসিলে প্রকাশিত 'খ' ফর্মের মাধ্যমে আবেদনকৃত তথ্যকে সরকারী গোপনীয় তথ্য উল্লেখ করে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়।

অপারগতাপত্র পাওয়ার পর মোশারফ হোসেন মাঝি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে জেলা কৃষি কর্মকর্তা বরাবর নির্ধারিত ফরমে আপিল আবেদন করেন। কিন্তু সরকারী নির্দেশনা নেই এই অজুহাতে তিনি আপিল আবেদন জমা রাখেননি। এরপর তিনি আপিল আবেদন ডাকযোগে জেলা কৃষি কর্মকর্তা বরাবর পাঠান এবং জেলা প্রশাসক বরাবর একটি অনুলিপি দেন। এরপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিকাশ ইন্দু মন্ডল স্বাক্ষরিত এক পত্রে আবেদনকারীকে জানানো হয় সরকারী গোপনীয় তথ্য উল্লেখ করে অতিরিক্ত পরিচালক বরাবর সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে। উক্ত চিঠির অনুলিপি উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে দেয়া হয়।

আইন অনুসারে আপিল নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর মোশারফ হোসেন মাঝি ০২ আগস্ট ২০১০ তথ্য কমিশন বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অভিযোগ করেন। ২২ মার্চ ২০১১ তথ্য কমিশনে মোশারফ মাঝির অভিযোগের শুনানি হয়। শুনানিতে কৃষি সংক্রান্ত তথ্যকে গোপন তথ্য বলায় এবং তথ্য না দিয়ে উপরের নির্দেশনা চাওয়ায় বানারিপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হরিদাশ শিকারীকে ভর্ৎসনা করে তথ্য কমিশন নির্ধারিত সময় বেঁধে দিয়ে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ ১৭ এপ্রিল ২০১১ পুনঃশুনানিতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। কমিশনের নির্ধারিত সময়ের আগেই মোশারফ মাঝি ৫২৩ পৃষ্ঠা তথ্য পান।

পুনঃশুনানিতে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হরিদাস শিকারী, বরিশালের উপ-পরিচালক (কৃষি) বিকাশ ইন্দু মন্ডল ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক উপস্থিত হন। পুনঃশুনানিতে মোশারফ মাঝি তথ্য অসম্পূর্ণ আছে বলে অভিযোগ করলে কমিশন বাকি তথ্য প্রদানের সময় বেধে দেন এবং তথ্য অধিকার আইন যথাযথ পালনে কর্তৃপক্ষকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোশারফ মাঝি আরো তিন শতাধিক পৃষ্ঠার তথ্য পেয়েছেন। এই তথ্য প্রাপ্তিতে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি জনগণের তথ্য জানার অধিকারের জয়। ঘটনাটি তথ্য চেয়ে আবেদনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে যার প্রমাণ এর পর এই উপজেলায় আরো অনেকগুলো আবেদন জমা পড়েছে।

কেস স্টাডি -১২ : তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে নিজের জন্ম সনদ ফিরে পেল বরিশালের মাসুদ রানা

বরিশাল শহরের নবগ্রাম রোডের মাসুদ রানার জন্ম সনদটি জন্ম নিবন্ধন অফিস থেকে হারিয়ে যায়। জন্ম সনদটি তার জরুরি প্রয়োজন পড়লে সনদটি সংগ্রহের জন্য তিনি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি তাকে অন্যদিন আসতে বলেন। এভাবে তাকে বার বার ঘোরানো হয়। এক সময় মাসুদ রানা জানতে পারেন ওই অফিস থেকেই তার জন্ম সনদটি হারিয়ে গিয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে বলেন, নতুন করে তাকে নিবন্ধন করতে হবে। এবারো তাকে একাধিক দিন ঘোরানো হয়। এর পর মাসুদরানা তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আশ্রয় নেন। তিনি নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ক একটি কর্মশালায় অংশ নিয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে পারেন।

মাসুদ রানা ২৭ অক্টোবর ২০১০ জন্ম নিবন্ধন ক্যাম্পেইন এর সময়ে তৈরিকৃত নিজের জন্ম সনদ টি বর্তমানে কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে তা জানতে চেয়ে তথ্য অধিকার বিধিমালার তফসিলে নির্ধারিত ‘ক’ ফরমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনেক্স ভবন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বরাবর আবেদন করেন।

মাসুদ রানা আবেদন করার পর জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে যে কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন তিনি মাসুদ রানাকে তার আবেদনটি প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেন। তিনি মাসুদ রানাকে তার জন্ম সনদটি পাওয়ার সহজ সমাধান করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে সহজেই মাসুদ রানা তার জন্ম সনদ পান এবং এটি পাওয়ার ক্ষেত্রে ওই কর্মকর্তা তাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেন।

৪.১২.৫ ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই):

বেসরকারী সংস্থা এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। সংস্থাটি সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহকে তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

সাংবাদিক শ্রেণী দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যারা তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনটি সাংবাদিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অনেক সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমআরডিআই-এর সহযোগিতায় সাংবাদিকের তথ্য অধিকার আইন চর্চার একটি কেস স্টাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

কেস স্টাডি ১৩ : সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন

ভেজাল প্যারাসিটামল সেবনে শিশুমৃত্যু বিষয়ক সব তথ্য এবং নথিপত্র ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর থেকে উধাও হয়ে যায়। ফলে সতেরো বছর ধরে বুলে থাকা এ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তিও জটিল হয়ে পড়েছে। এ নথিপত্র গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ফাঁস হয় ২০১০ সালের নভেম্বরে যখন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টারের প্রতিবেদক ইমরান হোসেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে ১৯৯২ সালের ভেজাল ঔষধ প্রয়োগে শিশুমৃত্যু বিষয়ক সমস্ত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসন, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এবং বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউট সহ মোট নয়টি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন তিনি। প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিতেও তখন পর্যন্ত আইন-নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলো না। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অস্বীকার করল অফিসিয়ালি দরখাস্ত জমা নিতে। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বললেন ‘আমাদের তথ্যভান্ডার সবার জন্য উন্মুক্ত। দরখাস্ত লাগবে না। আমরা যতটুকু পারি এমনিতেই তথ্য দেব,’। তবে আবেদনের পর নির্ধারিত সময়ের মাঝে শুধু জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কিছু তথ্য প্রদান করে। মহা-হিসাব নিরীক্ষকের অফিস থেকে জানানো হয় তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পান্ডাই দিল না। কারণ তারা আইনের আওতামুক্ত। অন্যান্য দপ্তর এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করা হয়। এতেও কাজ না হওয়ায় ২০১১ সালে ১৩ মার্চে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা হয়। পরদিন ১৪ মার্চ তথ্য কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এর দশদিন পর চারটি সংস্থা লিখিতভাবে উত্তর দেয়, যেখানে সবাই বলার চেষ্টা করেছে প্রার্থিত তথ্য তাদের কারও কাছেই নেই। স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য এখন ও সংরক্ষণ করেনি।

সাংবাদিক ইমরান হোসেনের দীর্ঘ প্রয়াস বৃথা যায়নি। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রার্থিত সব তথ্য না পেলেও অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দায়িত্বে অবহেলার যে চিত্র তিনি তুলে এনেছেন তার গুরুত্বও কম নয়। তার প্রতিবেদনটি ডেইলি স্টার-এর প্রধান সংবাদ হিসেবে ছাপা হয়েছিলো গত ১৯ অক্টোবর ২০১১ এই শিরোনামে - Deaths from Toxic Paracetamol, All records 'lost' from drug office, Finds The Daily Star inquiry; disappearance of evidence deals blow to pending cases.

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে একজন সাংবাদিক কীভাবে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে পারে এবং তার অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে প্রচার করতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত ২০১১ সালে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), বিশ্ব ব্যাংক ইন্সটিটিউটের সহায়তায় বাংলাদেশের বহুলপ্রচারিত একটি বাংলা দৈনিক, একটি ইংরেজী এবং একটি টিভি চ্যানেলের প্রতিবেদক ও সংবাদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করেছে। ইমরান হোসেন এই উদ্যোগের একজন অংশগ্রহণকারী।

৪.১২.৬ নিজেরা করিঃ

নিজেরা করি মূলত গ্রামীণ পর্যায়ে দরিদ্র নারী ও পুরুষদের চেতনায়ন ও ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে তথ্য অধিকার আইন এবং এর বাস্তবায়ন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও যুক্ত করেছে। নিজেরা করি তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন পৌঁছে দেয়া ও এ আইনের ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

তৃণমূল পর্যায়ে ভূমিহীন প্রান্তিক নারী ও পুরুষ দলীয় সদস্যদের নিয়ে “তথ্য অধিকার আইন” বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করেছে। সংগঠনের নিয়মিত আলোচনা সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও সংগঠনের নিজস্ব ভূমিহীন সাংস্কৃতিক দল তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা বিষয়ে নাটক পরিবেশন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলার ফলে এসব সুবিধাবঞ্চিত নাগরিক দেশের বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী সেবা পেতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সক্ষম হচ্ছে। এর মাধ্যমে অন্যান্য সম্প্রদায়ও তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে ও আইনটির প্রসার ঘটছে।

৪.১৩ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

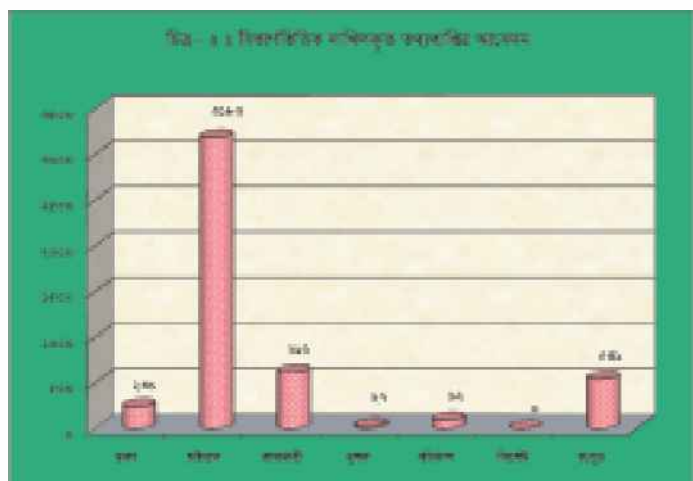
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে এসব কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারী সংস্থাসমূহ অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এসব প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলোঃ



৪.১৩.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণঃ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ (৫৪) ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ২৯৭৩ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ২৮৪০ টি (৯৫.৫৩%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৪ টি (১.১৪%) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৯৯ টি (৩.৩%) আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলোর অধিকাংশই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ও ৮ নং অনুচ্ছেদ এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও কনকো-ফিলিপস এর মধ্যে সম্পাদিত ২৬.৯ চুক্তি বিধান অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহ চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ১৯,৯১,৯৭৪ টাকা আয় হয়েছে।

দেশের ৪৫ টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডাক এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিবেশ ও বন,

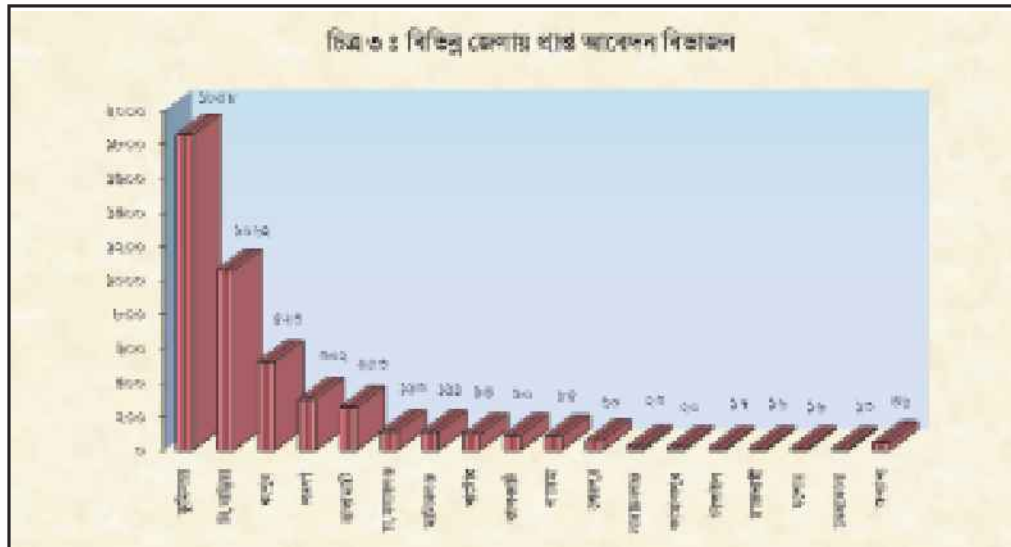


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন; অর্থাৎ মোট ১৯ টি মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রণালয়ে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/ অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সকল মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে (১৮৩১ টি) এবং এ দপ্তরের মাধ্যমে সমগ্র দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা আয় হয়েছে। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত বিভিন্ন সংস্থাসমূহে মোট ৩২টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয় যার মধ্যে ৩০০ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

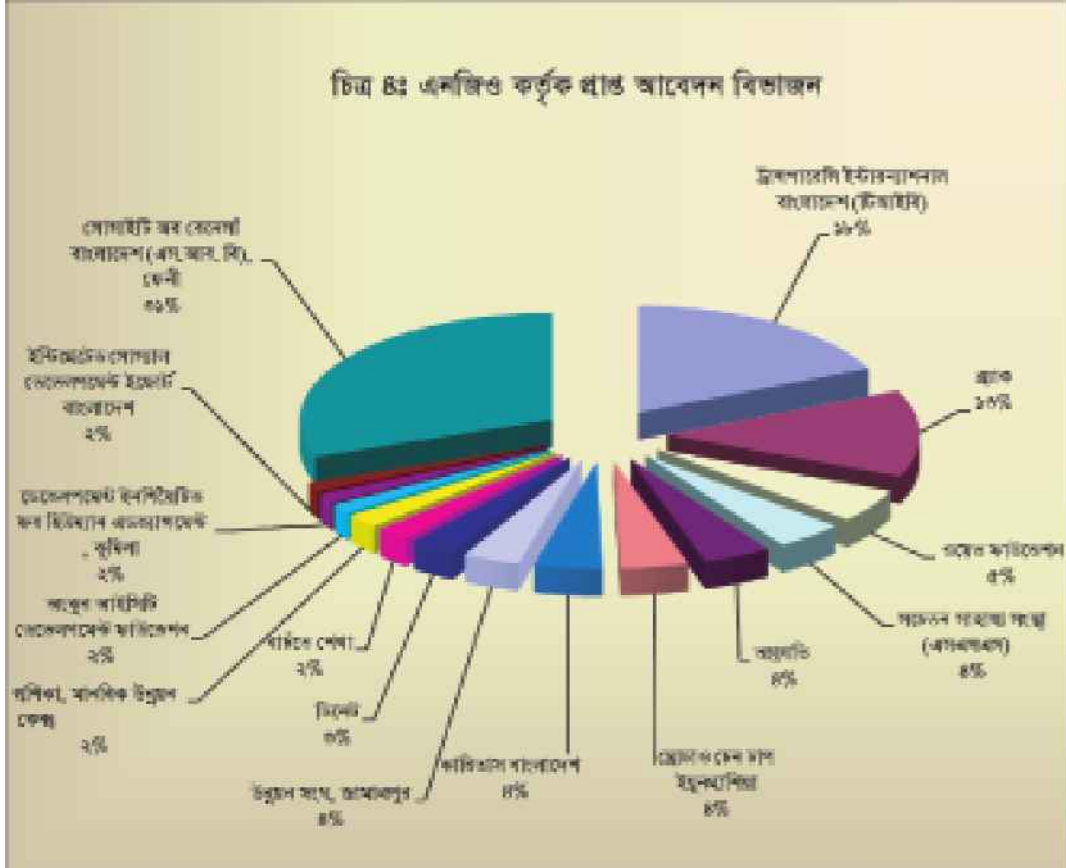
৪.১৩.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণঃ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা (৬৪) ও উপজেলা (৪৮৩) পর্যায়ে একত্রে মোট ৪৬৯৮ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগেই ৩,১৮৩ টি আবেদন দাখিল হয়েছে যা জেলাগুলোতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রায় ৬৮ শতাংশ। এছাড়াও, মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৪৬৩৯ টি (৯৮.৭৪%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে, বাকী আবেদনসমূহের মধ্যে ৫৪ টি (১.১৭%) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫ টি (০.১১%) আবেদন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলোর অধিকাংশই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ নং অনুচ্ছেদের (ঘ), (ঙ) এবং (ট) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তথ্য প্রদানের অনেক ক্ষেত্রে চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করা হলেও ২০১০-১১ অর্থ বছরে জেলা পর্যায়ে আবেদকারীগণকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ২৩,৩০৮ টাকা আয় হয়েছে।



৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের ঢাকা, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ফেনী, কক্সবাজার ও খাগড়াছড়ি জেলা, খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা; রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ এবং বগুড়া জেলা; রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা, বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা ও বরগুনা জেলা; সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা, অর্থাৎ মোট ৩১টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/ অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের সকল জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের দপ্তরের অধীনে (১০৮৯টি)। একইসাথে তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে কার্যকর প্রয়োগ দেখা গিয়েছে কুমিল্লা জেলাতে, কেননা এ জেলার অধিকাংশ দপ্তরেই কোন না কোন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ দাখিল করা হয়েছে (১৮৫৮টি)। এছাড়া বিভাগসমূহের মধ্যে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ এবং বগুড়া জেলা ব্যতীত সকল জেলা হতেই তথ্য প্রাপ্তির দাখিলকৃত আবেদন পাওয়া গিয়েছে। তবে এর বিপরীতে চিত্র দেখা গিয়েছে সিলেট বিভাগের ক্ষেত্রে, যেখানে কোন জেলা হতেই তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।



৪.১৩.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণঃ

তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত ২০০ টি এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সচেতন সাহায্য সংস্থা, ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ডিনেট), অক্ষর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, অগ্রগতি, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ব্রাক, বাচঁতে শেখা, ইন্টিগ্রেটেড সোশাল ডেভেলপমেন্ট এফর্ট (আইএসডিই), কারিতাস বাংলাদেশ, প্রশিকা, স্রোচাও চেন চাপ ইয়ুনথশিয়া, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং সোসাইটি অব রেনেসাঁ বাংলাদেশ, ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান এ্যাডভান্সমেন্ট (ডিআইএ) ও উন্নয়ন সংঘ; অর্থাৎ মোট ১৫ টি এনজিও ব্যতীত তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোনো আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ১৩৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এসকল দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ১৩৭ টি (১০০%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলোর অধিকাংশই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ নং ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তথ্য প্রদানের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাহিত তথ্য বিনামূল্যে

প্রদান করা হয়েছে। কেবল সোসাইটি অব রেনেসাঁ কর্তৃক তথ্য প্রদান বাবদ ৫৫০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। কাজেই এনজিও পর্যায়ে আবেদনকারীগণকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৫০ টাকা আয় হয়েছে।



প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সকল এনজিওসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে সোসাইটি অব রেনেসাঁ নামক সংস্থার (৪২টি), যেখানে চাহিত তথ্যের বিপরীতে সকল তথ্যের প্রদান করা হয়েছে। তবে তথ্য অধিকার আইন নির্ধারিত ফরম্যাট ব্যবহৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও অনেক এনজিওতে মৌখিকভাবে প্রচুর তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ পাওয়া গিয়েছে যা সাধারণ জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।

৪.১৪ মৌখিক তথ্যের বিশ্লেষণ

দেশের সরকারী ও এনজিও পর্যায়ে মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুরোধ পাওয়া গিয়েছে। তবে সকল মৌখিক আবেদনকে প্রথমেই মৌখিক আবেদন হিসেবে অভিহিত করা হয়নি। তথ্য অধিকার আইন নির্ধারিত ফরম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারী পর্যায়ে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি এবং চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা থেকে) ৯৭.৫২২ টি এবং এনজিও পর্যায়ে বেশ কিছু তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সম্পর্কে অবহিতকরণপূর্বক তথ্য কমিশনে প্রথম পর্যায়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশন প্রাপ্ত এ সকল তথ্যের বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হলে ফর্ম ব্যবহারে এ অস্বাভাবিক হার পরিলক্ষিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন জানানোর নির্দিষ্ট সংখ্যাটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু জেলার (যেমন : চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, এবং চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা) এবং বেসরকারী দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ করা হয়। ফলস্বরূপ দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম্যাটের সাথে মৌখিকভাবে আবেদনের পার্থক্য সম্পর্কে অবগত না থাকায় মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকেই তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত হিসেবে ধরে নেন এবং মৌখিকভাবে আবেদনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক তথ্য কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্তি দূর করা হয় এবং ভবিষ্যতে আবেদনকারীগণকে ফরম ব্যবহার করে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জানানোর জন্য উৎসাহিত করার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও, দেশের কিছু জেলার মৌখিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব-প্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে চাহিত তথ্য সংযুক্ত করেছেন। তথ্য অধিকার বিধিমালায় নির্ধারিত ফর্ম ব্যবহার না করা হলেও মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের এ হার তথ্য জানার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। তবে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত ফরম্যাট ব্যতীত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জানানোর পেছনে নির্ধারিত ফরম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফরম ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক পরিষ্কার ধারণা না থাকার দরুন তারা মৌখিকভাবে তথ্য জানতেই বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মৌখিকভাবে সহজেই সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে জনসাধারণ তথ্য পাচ্ছেন। তার অর্থ এই যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রমশই জনবান্ধব হয়ে উঠছে এবং এই প্রবণতা বিদ্যমান থাকলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

৪.১৫ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৭২০.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

কোড নং	খাতের নাম	২০১১-১২ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২ (৬ মাস) এর ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
৫৯০১	বেতন বাবদ সহায়তা	৯৯.২৫	২০.৬৮	সকল কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ না হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে।
৫৯০১	ভাতাদি	৪৯৬.০২	৫১.২৫	
৫৯৯৮	অন্যান্য মঞ্জুরি	১২৫.৪৬	১.৪৮	
	সর্বমোট	৭২০.৭৩	৭৩.৫১	

৪.১৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব

৪.১৬.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব

i) জনাব এম, এ, এন সিদ্দিক

সচিব, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিমাসে আয়োজিত বিভাগীয় কমিশনারগণের সম্মেলন এবং প্রতিমাসে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত জেলা প্রশাসকগণের সম্মেলনে প্রধান তথ্য কমিশনার/তথ্য কমিশনার/সচিব উপস্থিত থেকে এ ধরনের মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনারগণকে ও জেলা প্রশাসকগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে পারেন।

অনুসন্ধানকর্মী সংবাদ সংগ্রহে ও প্রচারে আমাদের দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তেমন আগ্রহী হয় না। ফলে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথ্য অধিকার আইন এর ছকে আবেদন করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা প্রায় নেই বললেই চলে। উভয় মিডিয়া তাত্ক্ষণিক তথ্য নিতে আগ্রহী। এ সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

ii) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সচিব, আইএমইডি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশের একটি সুলিখিত কার্য উপযোগী দলিল। সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং দুর্নীতি দমন এবং সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি ক্রীড়নক এবং প্রভাবক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনি করি। এ দলিলটি যদি সর্বস্তরের জনগণের কাছে সহজবোধ্য ভাবে পৌঁছানো যায় এবং এতে বিধৃত ধারাগুলো যদি

সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুশীলন এবং বাস্তবায়ন করে তাহলে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। দেশের মানুষের কাছে, বিদেশের কাছে এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে যা দেশকে সমৃদ্ধির পথে ধাবিত করতে সহায়ক হবে।

* প্রশাসনিক প্রধান (মন্ত্রণালয়ের) সুস্পষ্ট হওয়া দরকার।

* তথ্য সরবরাহকারী এবং তথ্য গ্রহীতা সবার জন্য এ আইনের প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি প্রয়োজন।

* Note Sheet (Legal Opinion) কি আইনের ৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত?

iii) জনাব ভূইয়া সফিকুল ইসলাম

সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

আইনটি নাগরিক অধিকার অর্জনে সহায়ক হবে। তাই এটি একটি শুভ উদ্যোগ। শত বাধার মধ্যেও আমরা যে গণতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এ আইনটি তারই প্রমাণ। এর ব্যাপক প্রচার ও সূষ্ঠা প্রয়োগ কামনা করি।

iv) জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের

অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সঠিক তথ্য জানা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকারকে বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের সূষ্ঠা বাস্তবায়ন জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে তাদের জীবন-মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আইনটি সম্প্রতি অর্থাৎ বছর দুয়েক আগে পাস হয়েছে, সেহেতু আইনটির ব্যাপক প্রচার দরকার। বিশেষ করে যারা গ্রামে-গঞ্জে বাস করেন সেসব grassroot level এর মানুষগুলোকে তাদের তথ্য জানার অধিকার, কিভাবে তথ্য পাওয়া যাবে ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে হবে।

আইনের কিছু কিছু বিষয় পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে-

* আপীলেট অথরিটি অর্থাৎ প্রশাসনিক প্রধানের বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার।

* আপীলেট অথরিটি delegate করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

* তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে Relevancy বিষয়টি বিবেচনার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। সব তথ্য সবার জন্য Relevant নয়। সেহেতু Form এ Purpose টি উল্লেখ থাকলে ভাল হয়। কারণ আদার বেপারীকে জাহাজের Schedule সরবরাহ করার তেমন প্রাসঙ্গিকতা নেই। আমি এ আইনের সূষ্ঠা বাস্তবায়ন কামনা করি।

v) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান

সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একই সঙ্গে তথ্য প্রাপ্তি ও তথ্য প্রদানের বিষয়গুলো একত্রে গ্রহিত। প্রশিক্ষণে যেভাবে তথ্য প্রদানকারী তথা কর্মকর্তাগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা হয় অনুরূপভাবে তথ্য গ্রহণকারী পক্ষ বিশেষ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা টেলিভিশন রেডিওর সাংবাদিক ভাই বোনদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যেতে পারে।

vi) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম

সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, ঢাকা

সুশাসন ও দুর্নীতি রোধ কল্পে এ ধরনের আইন একটি ভালো উদ্যোগ। সমস্যা বাস্তবায়নে অনেক প্রত্যাশা, কিন্তু সীমাবদ্ধতাও অনেক। আইনটি জনগণের জানা উচিত। তা না হলে তারা জানাতে পারবে কি করে? আইনটির ভালো ভালো দিক আছে। কেউ কেউ এ সংক্রান্ত আইনটির অপব্যবহারও করতে পারে। মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রধান, সচিব প্রধান নন। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী আপীল অথরিটি হতে পারেন কি? সচিব হলেও তাঁর বিকল্প থাকা উচিত। Proactive তথ্য দেয়া থাকলেও

কোন কোন লোক Reactive আকারে তথ্য পেতে চায় যা দেয়া কষ্টকরও বটে। বিষয়টি দেখা উচিত। Proactive ভাবে প্রকাশ করা তথ্য, তথ্য আইনের অধীনে চাওয়া হলে না দিলে কোন অপরাধ হবে না।

কোনটা তথ্য এটা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। আমি নতুন মন্ত্রণালয়ের সচিব। নতুন মন্ত্রী মহোদয়কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাঁর বসার জায়গা হয়নি। সাংবাদিক বন্ধুদের একটি প্রশ্ন, “কোথায় মন্ত্রীকে বসানো হবে? কবে বসবেন?” এটা কি তথ্য। যাই হোক এ আইন বাস্তবায়ন হোক। সুশাসন প্রতিষ্ঠা হোক। দুর্নীতি দূর হোক।

vii) জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

০১। একটি সুখী, সমৃদ্ধ, দারিদ্রমুক্ত ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ নির্মাণে তথ্যের অবাধ প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে। অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও জনগনের ক্ষমতায়ন এর ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করা সম্ভব, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বেগবান করবে।

০২। তথ্য অধিকার আইন এর যথাযথ প্রয়োগ ও তথ্যের প্রবাহ সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে তথ্য প্রদানের প্রচলিত মন-মানসিকতার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আইনের চর্চা ও প্রায়োগিক দিকসমূহ নিয়ে প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত নিম্নরূপ :

- (ক) তথ্য প্রাপ্তি জন্য সংশ্লিষ্ট পেশা ও প্রতিষ্ঠানের (যেমন সংবাদ/সাংবাদিক) জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তাদের একটি আচরণ বিধি করা যায়।
- (খ) আপীল নিষ্পত্তির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব প্রয়োজন বোধে বিশেষ ক্ষেত্রে ডেলিগেট করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।
- (গ) বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ওয়েব সাইটে তথ্য প্রদান ও হালনাগাদকরণ এবং ব্যবহারকারী (Visitor) সংক্রান্ত তথ্যাদি মনিটর করার জন্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য তথ্য কমিশন উদ্যোগ নিতে পারে।
- (ঘ) অধিকতর তথ্য প্রদানের মন-মানসিকতা নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি হয়রানিমূলক বা দুর্বোধ্য অহেতুক তথ্য চাহিদা নিরুৎসাহিত করার উদ্যোগ নেয়া যায়।
- (ঙ) তথ্য প্রদানের প্রযোজ্য খরচ আদায় করতে হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ এ বাবদ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যায়।

viii) জনাব খন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান

সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন বলে বিবেচনা করি। এ আইনের আওতায় অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যেসব বাধা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে দূরীকরণ/মোকাবেলার ব্যবস্থাগ্রহণ এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী বিষয়। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রত্যাশী ও তথ্যপ্রদানকারীসহ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য ইতিবাচক প্রচারণা প্রয়োজন।

ix) জনাব এ.টি.এম মর্তুজা হক চৌধুরী

অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তথ্য পাওয়া নাগরিক অধিকার। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কে আপাতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। এর বাস্তবায়ন এর মুখ্য ঝুঁকি (Challenge) যারা তথ্য ব্যবহার করবেন তাদের সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা সংশ্লিষ্ট তথ্য কোথায় পাবেন, কিভাবে পাবেন তা জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জন্য এটাই প্রয়োজন।

x) ড. খন্দকার শওকত হোসেন

সচিব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

আইনটি প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় এবং সমায়োপযোগী। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠায়, দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন সৃষ্টিতে এই আইনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তবে, এই আইনের চর্চা এবং প্রয়োগের ওপরই এর উদ্দেশ্য পূরণ নির্ভরশীল। তথ্য কমিশন সেদিকে সজাগ রয়েছে। সেজন্যে এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই আইনের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও অন্যান্য উপায়ে সকলের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে।

নতুন একটি বিষয় হিসেবে এর বাস্তবায়নে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তবে নতুন সংস্থা হিসেবে এটি কাজ শুরু করেছে। আশা করি যথাসময়ে এর কার্যক্রম ও ফলপ্রসূতা অবশ্যই আশানুরূপ হবে।

xi) জনাব উজ্জ্বল বিশ্বাস দত্ত

সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন, অধুনা প্রণীত হয়েছে। অনেকেই এই আইনটি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। তাই এ আইনটির ব্যাপক প্রচার দরকার। জনজীবনে আরও বেশীকরে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় অবাধ তথ্য প্রবাহের এ সময়ে রাষ্ট্রের নাগরিকের তথ্য অধিকারের কোন বিকল্প নেই।

সমাজে দীর্ঘদিনের লালিত বিদ্যমান গোপনীয়তার সংস্কৃতি তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। এ অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলতে হলে সমাজ মানসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। এ জন্যে সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে।

মন্ত্রণালয় ও স্ব-স্ব সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মবৃত্তে তথ্য অধিকার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করার উদ্যোগ নিলে এটি আরও কার্যকর ও শক্তিশালী হবে। স্ব-স্ব সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতা সদিচ্ছা ও কমিটমেন্ট তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে।

xii) সুরাইয়া বেগম এনডিসি

সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে যেমন একদিকে উদ্যোগ নিতে হবে তেমনি যারা এই আইন এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের বিষয়ে আগ্রহী তাদেরকে অধিকার এবং দায়িত্ব বোধের বিষয়ে অবহিত করা প্রয়োজন।

আইনটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে সকলের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। একই সাথে Governance এর অন্যান্য sector এর linkage গুলিও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন।

xiii) জনাব মুহম্মদ হুমায়ন কবির

সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ আইন বড় একটি ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারী কাজের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নাগরিক ও সরকারী দপ্তরের মাঝে এটি হতে পারে একটি সেতু। সেজন্য সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতারও প্রয়োজন অবশ্যই আছে। এটি একটি সাম্প্রতিক আইন তাই এটি সম্পর্কে এখনো প্রত্যাশিত সচেতনতা সম্ভবত নেই। অন্য দিক থেকে যেসকল আইন বিধি সরকারের কর্মকর্তাদের কার্যক্রমকে এতদিন অবলম্বন ছিল সেগুলোর সীমাবদ্ধতা আছে কিনা, থাকলে তা নিরসন করা দরকার। প্রথমত, আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীর দৃষ্টিভঙ্গি এ আইনের অনুকূল করতে হবে এবং সামর্থ্যও বাড়াতে হবে। তথ্য কমিশন এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশা করি।

xiv) সি. কিউ. কে. মুসতাক আহমেদ

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

আমাদের মত দরিদ্র নাগরিক দায়িত্ববোধ ঘাটতি সম্পন্ন দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা রক্ষা প্রয়োজন হয়। অনেকসময় কৃষি বিষয়ক তথ্যও নিত্যপ্রয়োজনীয় ও জরুরী খাদ্য শস্যের মূল্যের উপর Speculative প্রভাব বিস্তার করে যা সাধারণ নাগরিক স্বার্থ ও সামাজিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অতএব এখনই by letter and spirit RTI আইনের প্রয়োগ সমস্যাपूर्ण হতে পারে। স্বার্থস্বেষীদের দ্বারা এর অপব্যবহার এবং দুর্নীতি প্রসারেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এ বিষয়গুলোও পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে।

xv) জনাব কে, এইচ, মাসুদ সিদ্দিকী

সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, একটি উলেখযোগ্য মাইলফলক। গত ১০ বছরে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হয়েছে। এ আইনটি বাংলাদেশের সংবিধানের উচ্চারণ ও প্রত্যাশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ। সে কারণে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা ও দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে এ আইনটি সমরোপযোগী ও যথার্থ আইনী ব্যবস্থা। সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনার অধিকার জনগণের আছে। সে কারণে জনগণের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহার করে জিও/এনজিও অর্থাৎ সকলপক্ষের কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে আইনটি কার্যকর করা হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জ। এ আইন সকলের কাছে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি লাভ করেছে। তথ্য কমিশনকে ধন্যবাদ এ ধরনের মত বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য।

xvi) জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা

সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রণয়ন এবং তা ব্যাপক প্রচার ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা গেলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর যথাযথ বাস্তবায়ন সহজতর হবে এবং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আইনটি প্রণীত হয়েছে তা সফল হবে।

সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠান 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' এর প্রকাশ্য প্রদর্শন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

আইনটির আরো প্রচার ও পঠনের প্রয়োজন আছে। নাগরিকগণ এখনো তাদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন।

xvii) জনাব আবদুল আউয়াল হাওলাদার

অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দূ্যোগ্য ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

আজকের অনুষ্ঠানে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে তা কমিশনের web site এ posting দিলে ভাল হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

xviii) ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি পরিপত্র জারি করা প্রয়োজন। এতে কোন পর্যায়ে কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন সে সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে হবে।

২. আপীল কর্তৃপক্ষের বিষয়টিও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কমিশনার। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে দূরবর্তী অফিসে গিয়ে আপীল করা কষ্টকর।

৩. তথ্য কমিশন/কমিশনারগণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগে গিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করতে পারেন।

xix) জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম

সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

Official Secrets Act. 1923 কে RTI এর সাথে Synchronize করতে হবে। তার যে সমস্ত ধারা RTI এর সাথে সাংঘর্ষিক সে সমস্ত ধারা সংশোধন করতে হবে। শুধুমাত্র Overriding section থাকা যথেষ্ট নয়। কারণ Concerned authority যখন মূল আইন অনুসরণ করবে, তখন তাকে দোষারোপ করা যাবে না।

xx) জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন

সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অবাধ তথ্য প্রবাহের অঙ্গীকার এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক কার্যক্রম সততা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য অধিকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

ইতোমধ্যে তথ্য কমিশন যাত্রা শুরু করেছে। এই যাত্রা অচিরেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে এই আমার প্রত্যাশা।

xxi) জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

ভারপ্রাপ্ত সচিব, সেতু বিভাগ

০১. Strengthening Information & Communication Technology (SICT) Project এর আওতায় সচিবালয় Backbone Develop করা হয়েছে। তথ্য কমিশনকে সে Backbone সংযুক্ত করা হলে তথ্য কমিশনের কাজ ও বিষয়গুলো তত্ত্বাবধানে উলেখযোগ্য উন্নতি হবে BTCL থেকেও অনুরূপ Optic Fiber Network করে দেয়া হয়েছে সেটিও use করা যেতে পারে।
০২. RTI কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য প্রাপ্তি জন্য e-mail address নিজস্ব website এ প্রদান ও সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক এর মাধ্যমে যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
০৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহের প্রতিবেদনের Hard Copy Printing এর পরিবর্তে Web site এ প্রকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাহলে জনগণের জানা/প্রাপ্তির বিষয়ে সহজ হবে। পাশাপাশি কিছু Hard copy রাখা যেতে পারে।
০৪. তথ্যের সহজপ্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনার জন্য RTI কমিশনের Server এ অতিরিক্ত তথ্য সংরক্ষণের পরিবর্তে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে Up linking এর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়টি ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষন সহজ হবে।
০৫. তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও দক্ষ করার জন্য Unicode নিশ্চিত করতে হবে। নাহলে তথ্য ব্যবহার সার্বজনীন করা সম্ভব হবে না। উলেখ্য যে, ইতোমধ্যে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও A2I- এর Technical Assistant এ Unicode বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেয়া হয়েছে।
০৬. Whistle Blower Protection Act-2011 কে ব্যাপকভাবে প্রচারের মাধ্যমে সবার দৃষ্টিতে আনার এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ/প্রয়োজনীয়/গোপনকরা তথ্য প্রকাশে/প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে।
০৭. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সচিবালয়ে Grievance Redress System Manually বাস্তবায়িত হচ্ছে। ADB এটা Automated করার বিষয়ে Technical Support দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এটা দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে RTI নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
০৮. Backbone Network ব্যবহার করে আন্তঃমন্ত্রণালয় বিভাগ RTI কমিশনের মধ্যে Off-line System

Develop করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে Hacking/Privileged document Unnecessary disclosure –র সুযোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

০৯. সব ধরনের meeting এর press briefing এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

xxii) জনাব শফিক আলম মেহেদী

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী একটি আইন। বিশ্বায়নের এ যুগে জনসাধারণের অবাধ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আজ সময়ের দাবী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও এ সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় সদয় বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে :

০১. আইনের বিধান অনুসারে প্রতিটি সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত অফিসের দৃশ্যমান স্থানে ‘তথ্য প্রদান শাখা’ স্থাপন করাসহ সেখানে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন/নিয়োজিতকরণ।
০২. প্রশাসনিক বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন।
০৩. আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখা।
০৪. জনসাধারণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির সবিধার্থে সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইড হালনাগাদসহ সমৃদ্ধকরণ।

xxiii) জনাব মাহবুব আহমেদ

সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

উন্নয়নের সাথে সুশাসন সরাসরি সম্পর্কিত, আর সুশাসনের সাথে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহের বিকল্প নেই। সুশাসন, জবাবদিহিতা ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সরকারের একটি সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ আইনটির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য অধিকার আইনটির অধিকতর বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

০১. আইনটির সূফল পেতে এ আইনের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের annual report-এ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে যা জনগণ চাইতে পারে।
০২. সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে।
০৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উপসচিব পদমর্যাদার অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের ফোকাল কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যথাযথ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে।
০৪. সরকারী/বিদেশী/নিজ তহবিল ব্যবহারকারী এবং জনগণের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
০৫. রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
০৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয় তথ্য বিকৃত করে যেকোন মাধ্যমে বা সরাসরি প্রকাশ করলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ তথ্য অধিকার আইনটিতে রাখা যেতে পারে।
০৭. অফিসিয়াল গোপনীয় আইন ১৯২৩ বলবৎ থাকায় তথ্য প্রদানের সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জনগণের তথ্য চাহিদা পূরণে সুফল হবে। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জনগণকে প্রদেয় সেবাসমূহে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

xxiv) জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

দেশের অধিকাংশ লোক এখনো গ্রামে বাস করে। অনেকক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত হয়ে বা বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার পাওয়ার আশায় ইউনিয়ন বা উপজেলা প্রশাসনিক অফিসের দ্বারস্থ হয়। তথ্য সরবরাহের বিষয়ে ইউনিয়ন এবং উপজেলাস্থ বিভিন্ন অফিসকে তৎপর করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। তথ্য কমিশনকে নিয়মিত স্বনির্ভর করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

xxv) জনাব মোঃ আশরাফুল মকবুল

সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

০১. আইনটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও সমরোপযোগী।
০২. সংবাদ মাধ্যমকে তথ্য সরবরাহের বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।
০৩. সরকারী দপ্তরগুলিকে (মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) বার্ষিক প্রতিবদন প্রকাশ করতে তাগিদ দেয়া যায়।
০৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে Front desk/Receipt & Despatch শাখা ন্যাস্ত করা যায়।

xxvi) ড. জাফর আহমেদ খান

সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আইনটি খুবই সময় উপযোগী। তথ্য কমিশনের মাধ্যমে এই আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটা ধারণা প্রদান এবং একই সাথে আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। কমিশনের এই প্রয়াসকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হলে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে। এটা প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতাও বাড়বে। তথ্য কমিশনের কাজে সার্বিক সহায়তা করা এবং প্রয়োজনে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হলে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিও অনেকাংশে কমে যাবে বলে আমার ধারণা।

আমি এই উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

xxvii) জনাব ইকবাল মাহমুদ

সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

যে কোন আইন তৈরী হয়তো মানা করার জন্য কারণ কোন আইনই প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না কাজিফত মাত্রায়। তাই জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই খুবই জরুরী। আমাদের সরকারী সেবা অনেক ক্ষেত্রে জনগণ পায় না বা কাজের ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রধান কারণই হল “জনগণ জানেই না কি কি সেবা কখন, কোথায় কার কাছ থেকে কিভাবে পাওয়া যাবে।” তাই Web culture এর পাশাপাশি আমরা “যারা অশিক্ষিত” জনগণ (তারা বৈশী কষ্টে থাকে) যদি তাদের কাছে কোথায়ও কোথায়ও যেতে পারি তাতে মনে হয় demonstrative effect একটি হবে। আমাদের ২/৩% GDP চলে যায় দুর্নীতির কারনে এবং আমার বিশ্বাস যদি মানুষ তথ্য পায় বা জানে তবে তারা অধিকার সচেতন হবেন এবং দুর্নীতি কমে যাবে।

xxviii) Md. Alauddin

Joint Secretary

Ministry of Shipping

Following remarks/views are given below in respect of Right to Information Act, 2009. That requires some activities for its effective implementation. Activities must be taken by different persons, bodies, agencies (GO-NGO) of public institutions.

1. Right to Information Act, 2009 has to be won by all Ministries/Divisions equally.
2. Focal point in each Ministry/Division must be appointed to coordinate the RTI activities among information Commutation Ministry & subordinate offices/depts.
3. RTI should be transformed/ elevated as daily routine matter for the respective office.
4. Primarily Joint Secretary (Admin) of the Ministry/Division can be oriented & trained for proper coordination & supervision of RTI activities.
5. Monthly/Quarterly report system could be introduced for starting best practice of RTI.
6. Workshop can be organized for DPK & focal points.
7. RTI can be included in monthly coordination meeting.
8. RTI expenditure may be included in the budget. The general assent of Finance Division to the budget for RTI shall be arranged through Information Commission.
9. Time to time Commission official may audit the RTI activities of different offices.
10. Easy of understandable discussion, publicity may be arranged & demonstrated for the core stake-holders.
11. Outline the benefits of RTI practice in the personal as well as national life.
12. Commission may arrange satellite training programme at the administrative Ministry/Divisions covering all DPKs & focal points of the subordinate offices of the Ministry/Division.
13. RTI can be included in the syllabus of the exams of department/senior scale exams of the PSC.

৪.১৬.২ জেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব

মানিকগঞ্জ : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করণ। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। তথ্য অধিকার আইন এর জরিমানার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা।

নেত্রকোনা : তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া ও জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে।

জামালপুর : তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী কোন নাগরিক বা সংস্থা তথ্য চাইতে পারে। তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে কোন রকম গরিমসী করতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সজাগ করা প্রয়োজন।

যশোর : আদায়কৃত অর্থ জমার খাত সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।

চুয়াডাঙ্গা : জনগণের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারের সকল তথ্যাবলী জেলা পর্যায়ে হতে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

মাগুরা : তথ্য অধিকার আইন গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকা আবশ্যিক।

সিলেট : প্রতিটি উপজেলায় তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

পিরোজপুর : তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য বাবদ সংগৃহীত অর্থ সরকারী খাতে জমা প্রদান ও ব্যয়ের নির্দেশনা প্রয়োজন।

ভোলা : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য প্রবাহ গতিশীল করার নিমিত্তে সরকারী দপ্তরসমূহে

অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ, প্রচারের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। তাই তথ্য কমিশন হতে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

নীলফামারী : সকল তথ্য ওয়েবে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

ঠাকুরগাঁও : বিভিন্ন সভা ও গণমাধ্যমের সহায়্যে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খাগড়াছড়ি : জনগণের তথ্য জানার অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি নির্ধারিত দিবসে একটি র্যালি সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা প্রয়োজন।

রাঙ্গামাটি : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নাগরিকগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বহুল প্রচার, র্যালী ও সেক্টরিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

লক্ষ্মীপুর : তথ্য অধিকার আইন আরো সহজতর ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

কুমিল্লা : প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ছাপানো ফরম সরবরাহ করা। জনগণ টাকার বিনিময়ে তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ার মূল্য গ্রহণপূর্বক তথ্য প্রদানের বিধানটি বিলুপ্ত করা যেতে পারে।

৪.১৬.৩ এনজিওসমূহ হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব

- ত্রুটিপূর্ণ আবেদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আবেদন পত্রের মাধ্যমে পুনরায় তথ্যের জন্য আবেদন করার বিধান রাখা।
- বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে তথ্য কমিশনের কার্যালয় স্থাপন।
- জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন এর প্রচারণা বৃদ্ধি করা।
- তৃণমূল নারী-পুরুষ আবেদনকারীর অভিজ্ঞতা/মতামত গ্রহণ করা।
- ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, চাহিদা তৈরী ও সেবা নিশ্চিত করা।
- নিবেদিতপ্রাণ ও দক্ষ প্রযুক্তি সেবাদানকারী জনশক্তি তৈরী করা।
- সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় সহজলভ্য করা। মোবাইল ফোনের বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন, কৃষি প্রযুক্তি, দ্রুত সেবা লাভ কার্যক্রম (চিকিৎসা, তথ্য প্রাকৃতিক ইউনিয়ন, জেলা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য সমৃদ্ধকরণের কাজ জোরদার করা।
- তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জানানো ও সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো।
- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে গণমাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধি।
- জেলা তথ্য অফিসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে বার্ষিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা।
- জেলা তথ্য অফিসের পক্ষ থেকে জেলায় কর্মরত এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন করা।
- রেডিও, টিভি ও পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন।
- তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন।
- এই আইনটির উপযোগিতা, সুফল ও তথ্যগত সেবা পাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি তৃণমূল পর্যায়ে সরবরাহ ও প্রচারণার ব্যবস্থা করলে আইনটি নিজস্ব লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাবে।
- সাপাই এবং ডিমাল্ড উভয় পক্ষের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা করা যেতে পারে।
- প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং অভিযোগ কর্তৃপক্ষের ঠিকানা সহ সম্মিলিত বোর্ড টাঙ্গানো নিশ্চিত করা।
- সরকারীভাবে “তথ্য জানার অধিকার” দিবস উদযাপন করা।

- আইনটি জনপ্রিয়তা করতে গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড যেমন, গণ নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা এবং পোস্টার, লিফলেট, বিল বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা চালানো।

৪.১৭ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ :

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কমিশন জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে নিম্নরূপ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়েছে :

ক. তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি/সীমাবদ্ধতা :

তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় ধারা ও উপ-ধারা সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। বিশেষ করে আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ এবং তথ্য প্রদান স্বগিত রাখার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণের বিষয়টি সুস্পষ্ট না থাকায় তথ্য কমিশনকেও অনেক সময় সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা পড়তে হয়। এছাড়া সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ও সরকারী লাইসেন্স ও ভর্তুকী গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত হওয়া নিয়েও অস্পষ্টতা রয়েছে যা তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

খ. তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণার অপরিপূর্ণতা :

তথ্য অধিকার আইন জারির দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ এ আইন ও এর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক অবহিত নয়। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশের মাঝেও আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। কমিশনে দায়েরকৃত অর্ধেকের বেশি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় পেছনেও আইনটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকাই প্রধান কারণ।

গ. সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া :

আইন প্রণয়নের ৬০ দিনের মধ্যে সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের বিধান থাকলেও আইনটি প্রণয়নের দুই বছর পরেও অনেক দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হয়নি। এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও এসকল প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা জারী করেছে বলেও জানা যায়নি। বিপুল সংখ্যক বেসরকারী সংস্থাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করছে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকায় তথ্য প্রত্যাশী জনসাধারণ তথ্যের জন্য আবেদন করতে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশাপাশি অনেক দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হচ্ছে না বা হালনাগাদ করা হচ্ছে না। এর ফলেও তথ্য প্রত্যাশী জনসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

ঘ. স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অভাব :

তথ্য অধিকার আইনে সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও এবং তথ্য কমিশন হতে প্রবিধানমালা জারি করা সত্ত্বেও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহ তেমন তৎপরতা প্রদর্শন করছে না। অনেক দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলেও প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে না কিংবা ওয়েবসাইটসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে না। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বা অন্য কোন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের প্রবণতাও সকল দপ্তরের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আধুনিক প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণের অভাবে দপ্তরসমূহ আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সরবরাহে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

ঙ. তথ্য অধিকার আইন চর্চার ক্ষেত্রে অনীহা ও দুর্বলতা :

তথ্য অধিকার আইন চর্চা তথা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রদান ও গ্রহণ একটি সভ্য সমাজের পরিচায়ক। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হলে আবেদনকারীকে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা এবং সম্ভব না হলে অপারগতার নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেয়া তথ্য অধিকার চর্চার অংশ। কিন্তু অনেক দপ্তরে তথ্য

অধিকারের আবেদনপত্র গ্রহণ করতেই আপত্তি দেখা যায়। তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য অপারগতার নোটিশ প্রদানের কোন নজির সচরাচর দেখা যায় না। পাশাপাশি তথ্যের মূল্য পরিশোধে ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রত্যাশী অনেকেই অনীহা প্রদর্শন করেন। আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের গোপনীয়তার সংস্কৃতি চর্চার কারণে তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে এরূপ অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

চ. সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে অনীহা :

তথ্য অধিকার আইনের প্রতি সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও তাঁরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহ দেখান না। তাঁরা সংবাদপত্রের প্রয়োজনে তাত্ক্ষণিকভাবে তথ্য চান এবং তথ্যের জন্য মূল্য পরিশোধে অনাগ্রহী। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পতিত হন এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের মাঝে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ছ. তথ্য সংরক্ষণের অপরিপূর্ণ ব্যবস্থা :

আমাদের দেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা পর্যাণ্ড নয়। সংরক্ষণের অভাবে অনেক তথ্য নষ্ট হয়ে যায়। তথ্য শ্রেণীবদ্ধ করা বা সুসজ্জলভাবে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থাও আমাদের দেশে দুর্বল। এর ফলে যাচিত তথ্য অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না বা খুঁজে পাওয়া সময়সাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করতে সমস্যায় পড়তে হয়।

জ. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা :

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন না থাকলেও প্রশাসনিক অভ্যস্ততার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তথ্য প্রদান করতে চান না। এর ফলে তথ্য প্রদানে বিলম্ব ঘটে এবং তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

ঝ. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা না থাকায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ দপ্তরে ফটোকপি মেশিন না থাকায় তথ্য সরবরাহ করার জন্য ফটোকপি করার প্রয়োজন হলে দাপ্তরিক নথিপত্র দোকান থেকে ফটোকপি করতে হয়। এর ফলে নথির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক দপ্তরে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় যা তথ্য প্রদান প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

৪.১৮ তথ্য কমিশনের সমন্বিত সুপারিশমালা ও সংস্কার প্রস্তাব :

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থা এবং ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ, চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনা এবং বিগত দুই বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্য কমিশন নিম্নরূপ সমন্বিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে।

ক. প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কার্যকর ভূমিকা পালন :

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যম বিভিন্ন পন্থায় প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে। তথাপি জনসাধারণ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষ কর্তৃক এ আইন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

খ. তথ্য প্রযুক্তির সাথে তথ্য অধিকারকে সম্পৃক্ত করা :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অঙ্গাদিভাবে জড়িত। ডিজিটাল এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এই দুইটি আইন মূল অনুঘটক। আঞ্চলিক ই-উন্নয়নের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে এ দুটি আইনের সমন্বয় সাধন জরুরী। তথ্য অধিকারের অনুশীলন ব্যবহার এবং ই-গভর্নেন্স কাঠামো তৈরীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ভিত্তি দান করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অর্জিত অভাবনীয় সাফল্যকে তথ্য অধিকারের সাফল্য অর্জনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সারা দেশে

ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত তথ্য প্রযুক্তি তথ্য তথ্য সেবা কেন্দ্রসমূহকে তথ্য কমিশনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে জনগণকে তথ্য অধিকার বিষয়ক সেবা প্রদান করা যেতে পারে। সরকারী সকল তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইনটি ও তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সরকারী প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষণের মাধ্যমেও জনগণকে সঠিক তথ্য সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

গ. তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি দমনঃ

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সুষ্ঠু সু-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, দুর্নীতি রোধে নেতৃত্বের বিকাশ, প্রশাসন যন্ত্রের স্বচ্ছতা, জনগণের ক্ষমতায়নে দুর্নীতি দমন আইন ও তথ্য অধিকার আইন এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ. তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইন সংস্কার :

তথ্য অধিকার আইনের সাথে যে সকল আইন (বিশেষত অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট ১৯২৩, বিভিন্ন বিজনেস রুলস) সাংঘর্ষিক সেগুলি সংস্কারের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সহজ সাধ্য করা প্রয়োজন।

ঙ. তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা :

তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ আইনটি সম্পর্কে কর্মকর্তা ও জনসাধারণের মাঝে সঠিক ধারণা না থাকা। এ আইনটি ব্যাপকভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা প্রয়োজন। নাটক, লোক সংগীত, আঞ্চলিক সংগীত, বিজ্ঞাপন, টক শো প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে আইনটির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার দিবসে সারা দেশে জেলা উপজেলা পর্যায়ে এ আইনের ওপর আলোচনা, র‍্যালী আয়োজন করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন করে জনসাধারণকে আইনটি ব্যবহার করার ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। তথ্য কমিশনের জনঅবহিতকরণ সভা উপজেলা পর্যায়ে আয়োজন করা প্রয়োজন। প্রতি জেলায় একজন করে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পরামর্শক নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। সারা দেশে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োজিত ১০ হাজারের অধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হলে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ একাডেমীতে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সাংবাদিক সমাজকেও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ কিংবা প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

চ. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন করা :

আইন জারির দুই বছর পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা আইন লঙ্ঘন ও আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের শামিল। কাজেই যেসকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ছ. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ জোরদার করা :

তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা অনুসারে সকল দপ্তর কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কার্যক্রম নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

জ. তথ্য অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতা দূর করা :

তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করে এর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করা প্রয়োজন। তথ্য প্রাপ্তির সময়সীমা কমিয়ে আনা, আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পর্কে স্পষ্টতা আনয়ন, তথ্য না প্রদান সংক্রান্ত তালিকা হ্রাস করা, সরকারী অনুদান ও ভর্তুকী গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা, আইনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, তথ্য কমিশনের জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনটি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

৪.১৯ উপসংহার :

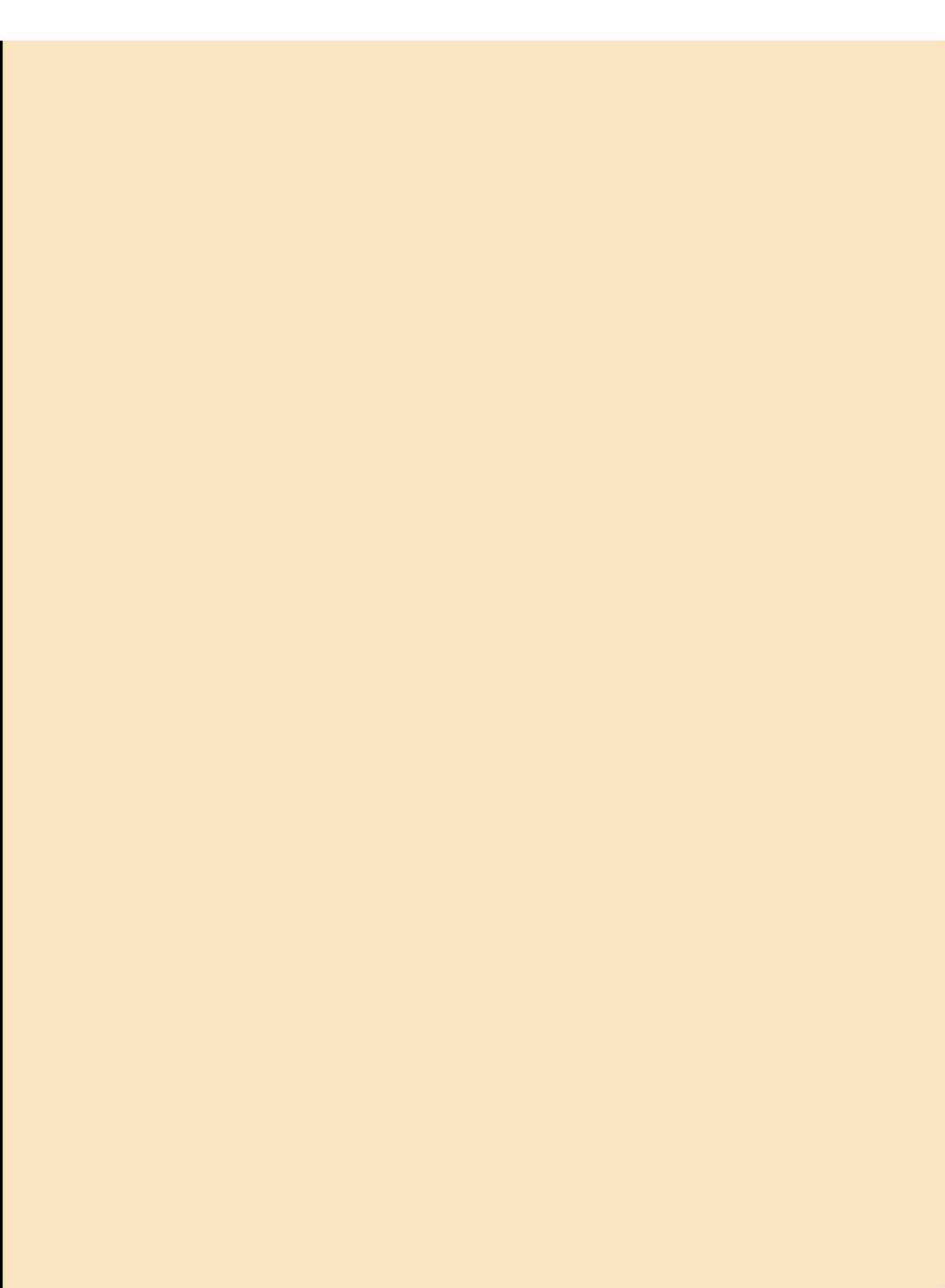
তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। তথ্য অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার বাক স্বাধীনতা ও মত

প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে এটি সম্পর্কিত বিধায় এটি একটি রাজনৈতিক অধিকার। জনগণের নিকট সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

প্রতিষ্ঠার দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও এবং জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করলেও তথ্য কমিশন এখনো শাসন ব্যবস্থার মূল ধারার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখনো গড়ে উঠতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণ আগ্রহ প্রদর্শন করলেও এবং কর্মকর্তাদের মাঝে তথ্যের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা গেলেও তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বিশেষ করে স্বঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখনো কাক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ব্যক্তি, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিভাবে সুফল লাভ করা যায় সে বিষয়েও জনসাধারণ স্বচ্ছ ধারণা ও কার্যকর কৌশল রপ্ত করতে পারেনি।

সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, আইনটি প্রচারে অপরিপাকতা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং তথ্য কমিশনের অপরিপাক জনবল এবং কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আশা করা যায়, এর ফলে সকলকে সাথে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হবে।

অধ্যায় - ৫
তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায়
উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর



অধ্যায় - ৫

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

৫.১ তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক জনঅবহিতকরণ সভা থেকে প্রাপ্ত প্রশ্নোত্তর সমূহ:-

জেলাঃ নোয়াখালী

তারিখঃ ১৯/০৬/২০১১ এবং ২০/০৬/২০১১

১. প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করলে আইনি সহায়তার জন্য সর্ব প্রথম কোথায় আবেদন করতে হবে?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে চাহিত তথ্য নির্ধারিত সময়সীমার মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা না হলে, পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মাঝে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করতে হবে।

২. প্রশ্ন : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে কে ঐ দায়িত্ব পালন করবেন?

উত্তর : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্যত্র বদলী হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। তবে সাময়িকভাবে বিকল্প কর্মকর্তাকেও দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৩. প্রশ্ন : কোন অফিসের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য, যেমন কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং কোন কোন খাতে উক্ত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার তথ্য দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : জাতীয় সংসদে বাজেট পাস হওয়ার পর, কোন অফিসের অনুমোদিত বাজেট সম্পর্কে যে কোন তথ্য প্রদান করা যাবে।

৪. প্রশ্ন : তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম ‘ক’ এর ২নং ক্রমিকে কি ধরনের তথ্যের ঘরে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করণ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : আবেদনকারীর চাহিত তথ্যের ব্যাপ্তি যদি অধিক হয়, তবে ফরম ‘ক’ এর ২নং ক্রমিকে যে পরিমাণ জায়গা রয়েছে তাতে সংকুলান নাও হতে পারে। তাই ২নং ক্রমিকের জন্য অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

৫. প্রশ্ন : কোন ধর্ষিত মহিলা ধর্ষণের ফলে থানায় আসামীর নাম উল্লেখ করে মামলা করে এবং আসামীকে গ্রেফতার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ভিকটিম ধর্ষিত হয়েছে এবং মিডিয়াকে তথ্য সরবরাহ করতে হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ না করার উপায় কি?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ৭(জ) ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। তবে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালতের নির্দেশে বা ভিকটিমের অনুমতি সাপেক্ষে ধর্ষণের তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

৬. প্রশ্ন : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রশংসা/পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে কি?

উত্তর : বর্তমান আইনে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালনে অধিকতর যত্নবান ও সচেতন হওয়ার বিষয় বিবেচনাপূর্বক পুরস্কার বা তিরস্কারের বিধান রাখার ব্যাপারটি তথ্য কমিশনের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

৭. প্রশ্ন : যে সমস্ত তথ্য ফটোকপি মাধ্যমে দিতে হবে বা দেয়া হবে তখন খরচ নেয়া হবে কিভাবে?

উত্তর : তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ফরম “ঘ” অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

৮. প্রশ্ন : একজনের তথ্য অন্যজনকে দেয়া যাবে কিনা? যেমন একজন মেয়ে অন্য একজন ছেলের পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য নিতে এসেছিলেন ছেলেটিকে বিমানবন্দরে আটকানোর জন্য। মেয়ের ব্যাখ্যা ছিল সে ঐ ছেলেটিকে ভালবাসত। এখন তাকে ছেড়ে বিদেশে স্ফলারশীপ নিয়ে চলে যাচ্ছে।

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ৭(জ)(ঝ) ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরূপ তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।

৯. প্রশ্ন : একটি অফিসে একাধিক কর্মকর্তার পদ থাকলেও একজন মাত্র কর্মকর্তা পদস্থ আছেন। সেক্ষেত্রে একজন সিনিয়র কর্মচারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : সাময়িকভাবে একজন সিনিয়র কর্মচারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তবে নূতন কোন কর্মকর্তা যোগদান করলে কর্মচারীর পরিবর্তে ঐ কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিতে হবে।

১০. প্রশ্ন : কোর্ট ফি এর মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তি তথ্যের জন্য আবেদন করেন, তবে ফটোকপি বা কম্পিউটার প্রিন্ট বাবদ অফিসের যে খরচ হবে তা অফিস বহন করবে কিভাবে?

উত্তর : প্রতি আর্থিক বছরে বাজেট প্রণয়নের সময় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা যেতে পারে অথবা আনুষঙ্গিক খাত থেকে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

১১. প্রশ্ন : চাহিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও আবেদনকারী তথ্য পাবে কিনা?

উত্তর : চাহিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও আবেদনকারী যে কোন তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে তথ্য অধিকার আইনের

৭ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

১২. প্রশ্ন : তথ্য কমিশনে অভিযোগ শুনানির সময় তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার বক্তব্য শোনা হবে কিনা?

উত্তর : তথ্য কমিশনে অভিযোগ শুনানির সময় অভিযোগকারী, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং অভিযোগের সাথে জড়িত তৃতীয় পক্ষের (যদি থাকে) বক্তব্যও আইনানুযায়ী শুনতে হবে।

১৩. প্রশ্ন : তথ্যের মূল্য বাবদ টাকা ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এ ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে তথ্যের মূল্য জমা দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

১৪. প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইনে জনপ্রতিনিধিদের কোন সংশ্লিষ্টতা কি কারণে নেই?

উত্তর : জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত ও আইন প্রণেতা। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আইন ও আইনগত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে থাকে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতার জন্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিগণকে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

১৫. প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইনের ২(ঘ) ধারায় তথ্য প্রদান ইউনিট-এ উপজেলা পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে। তাই ইউনিয়ন পরিষদ বা যে সকল দপ্তরের অফিস উপজেলার নিচে রয়েছে যেমন তহশিল অফিস তথ্য প্রদান ইউনিট হবে কিনা?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ২(ঘ) ধারায় তথ্য প্রদান ইউনিট-এ উপজেলা পর্যন্ত উল্লেখ থাকলেও প্রচলিত আইনে ইউনিয়ন পরিষদ বা তহশিল অফিস তথ্য দিতে বাধ্য। তবে তথ্য প্রাপ্তির জন্য উপজেলা পর্যায়ের অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।

১৬. প্রশ্ন : তথ্য প্রাপ্তির বা আপীলের জন্য শুধুমাত্র নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করলে হবে কিনা?

উত্তর : তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ প্রণীত হওয়ার পর নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।

১৭. প্রশ্ন : তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোর্ট ফি লাগিয়ে যদি কেউ আবেদন করে (৫০ পাতার) তথ্য প্রদান করার জন্য তখন তাৎক্ষণিকভাবে ফটোকপির খরচ কিভাবে পরিশোধ করা হবে?

উত্তর : সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দ বা আনুষ্ঠানিক খরচের খাত থেকে মেটানো যেতে পারে।

১৮. প্রশ্ন : টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে কয়টি সিডিউল বিক্রি হয়েছে এবং কয়টি ড্রপিং হয়েছে সাংবাদিক পরিচয়ে মোবাইলে যদি জানতে চান তাহলে জানানো যাবে কিনা?

উত্তর : মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য জানানোর বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এ কোন বিধান রাখা হয়নি।

বার্ড, কুমিল্লা

তারিখ : ২৩-০৫-২০১১

১. প্রশ্ন : ইউনিয়ন পরিষদে যে তথ্য বাতায়ন কেন্দ্র গুলো খোলা হলো সেগুলো কি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথে সহায়ক ভূমিকা রাখবে? রাখলে কিভাবে সাধারণ জনগন উপকৃত হবে?

উত্তর : অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য বাতায়ন কেন্দ্র গুলো তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

২. প্রশ্ন : সাংবাদিকদের নিকট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত এমন কোন তথ্য দেয়া যাবে কিনা ? যা সরকারের জন্য বিব্রতকর হতে পারে।

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার শর্ত সাপেক্ষে এবং কোনরূপ বাধা-নিষেধ না থাকলে, যে কোন নাগরিককে তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।

৩. প্রশ্ন : ওএসডি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নয়, কারণ অন্য সরকারের আমলে নিয়োগকৃত। এ ব্যাপারে আপনারা কতখানি উপকার করতে পারেন?

উত্তর : এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনের সরাসরি কিছু করণীয় নেই। তবে ওএসডি সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্য পেতে হলে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করা যেতে পারে।

৪. প্রশ্ন : ভারতের সাথে বর্তমান সরকারের আমলে সম্পাদিত চুক্তিগুলো সম্পর্কে জনগণ এখনও কিছুই জানে না। সরকার এ ব্যাপারে খোলাসা করবে কিনা এবং এ চুক্তিগুলো বাংলাদেশের অনুকূলে কিনা? বিএনপি সরকার ভবিষ্যতে এগুলো বাতিল করবে কিনা?

উত্তর : এ ব্যাপারে তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করা যেতে পারে।

৫. প্রশ্ন : কোন পত্রিকা যদি ধারণার উপর খবর প্রকাশ করে যেমন চালের দাম বাড়তে পারে তাহলে তথ্য কমিশন কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে?

উত্তর : এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনের সরাসরি কিছু করণীয় নেই। তবে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত খবর প্রকাশের জন্য প্রেস কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

৬. প্রশ্ন : তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনের মধ্যে কাজের পার্থক্য কি ?

উত্তর : তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। তথ্য কমিশন, তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে।

৭. প্রশ্ন : সরকার বিদেশের সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি প্রকাশ করে না কেন ?

উত্তর : বিদেশের সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তির যে ক্রুজগুলি তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার আওতায় পড়ে না, সে সকল ক্রুজ প্রকাশ করা যেতে পারে।

৮. প্রশ্ন : বছরের বিশেষ কোন দিনে সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্যদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক র্যালী, আলোচনা ব্যাপকভাবে করা যায় কিনা ?

উত্তর : প্রতি বছর ২৮ শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

৯. প্রশ্ন : সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য আদান-প্রদান অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কোন ক্লাশ অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা? না থাকলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা ?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার আইনের উপর কর্মশালা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১০. প্রশ্ন : প্রত্যেক অফিস তথ্য চাইলে তথ্য দিতে বাধ্য এবং দিয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি তথ্য চাওয়ার পূর্বেই যদি সাধারণ তথ্য গুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করত তাহলে সমস্যা কোথায় ?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এ বিষয়ে কোন বাধা নেই, বরঞ্চ এ বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১১. প্রশ্ন : অনেক সময় মিডিয়াতে (টিভি, পত্রিকা) ভুল তথ্য বা ইচ্ছামত তথ্য ভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের ভূমিকা কি ?

উত্তর : এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনের সরাসরি কিছু করণীয় নেই। তবে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত খবর প্রকাশের জন্য প্রেস কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

১২. প্রশ্ন : বর্তমানে তথ্য কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম কিনা ?

উত্তর : তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন ও স্বশাসিত সংস্থা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম। তবে আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়।

১৩. প্রশ্ন : সরকারের বেশীরভাগ মন্ত্রী ও সাংসদেরা যেহেতু, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়, তাহলে তারা জনগণের কাছে সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে জনগণকে তথ্য সরবরাহ করবে কিনা ?

উত্তর : জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে স্বপ্রনোদিত হয়ে জনগণকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেন।

১৪. প্রশ্ন : তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান কিরূপ ?

উত্তর : তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সরকার আন্তরিক। এ উদ্দেশ্যেই সরকার তথ্য অধিকার আইন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাস করেছেন।

১৫. প্রশ্ন : রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয় জানার অধিকার সাধারণ জনগণের আছে কিনা ?

উত্তর : অবশ্যই আছে। তবে এর জন্য নির্বাচন কমিশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।

১৬. প্রশ্ন : আমার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী অন্য কেউ অন্য অফিস থেকে জানতে পারবে কিনা ?

উত্তর : পূর্বানুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগত তথ্যাবলী প্রকাশ করা যাবে না।

১৭. প্রশ্ন : রোগীর তথ্যাদি অন্য কেউ জানতে চাইলে তাকে দিব কিনা? (হিপোক্রেটিক শপথ অনুযায়ী তা পারা যাবে না)

উত্তর : এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগীর অনুমতি সাপেক্ষে তথ্য দেয়া যাবে।

বার্ড, কুমিল্লা

তারিখ : ২৩-১০-২০১১

১. প্রশ্ন : মন্ত্রণালয়/দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে অধিনস্ত অফিসসমূহে পত্র/ পরিপত্র ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে কিনা অথবা জারি করা হবে কিনা ?

উত্তর : ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে অধিনস্ত অফিসসমূহে পত্র জারি করা হয়েছে ।

২. প্রশ্ন : সাংবাদিক কোন মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করলে তথ্য কমিশন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে কিনা?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কোন সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না । তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রেস কমিশনে অভিযোগ করা যাবে ।

৩. প্রশ্ন : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কি একই অফিসের অধঃস্তন কর্মচারী হতে পারবে ?

উত্তর : যে অফিসে মাত্র একজন কর্মকর্তা এবং একজন কর্মচারী আছে, সেই অফিসে কর্মচারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাবে ।

৪. প্রশ্ন : একজন সাধারণ নাগরিক সচিবালয় হতে কিভাবে তথ্য পাবে? যেহেতু সেখানে উপ-সচিব এর টোকেন ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ ।

উত্তর : এ ক্ষেত্রে ডাকযোগে বা ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য চাওয়া যেতে পারে ।

৫.২ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিমের বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত প্রশ্নোত্তর সমূহ:-

বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম ২০১১

Dhaka School of Economics ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এর

যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার থেকে প্রাপ্ত প্রশ্নসমূহ ।

গত ২৪-২৮ এপ্রিল ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিক্স ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এর যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে “সমাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকারের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সেমিনারে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম Key Note Speaker হিসাবে “Role of Right to Information (RTI) in Establishing Transparency and Fighting Corruption in Society” প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন । উক্ত সেমিনার শেষে তথ্য কমিশনার মহোদয় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেন । তা নিম্নরূপঃ

১। তথ্য কমিশনের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় নেই কেন ?

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সু-শাসন নিশ্চিতকরণের জন্য বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে । তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য কমিশন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে চলছে । অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে তথ্য কমিশন অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সহযোগিতা করে । মূলত তথ্যের মালিক হচ্ছে জনগণ । তাই অন্যান্য সকল

প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য কমিশনের ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বিদ্যমান।

২। দুর্নীতি দমন কমিশন ও তথ্য কমিশনের মধ্যে পার্থক্য কি? এদের কাজের কোন সংযোগ আছে কিনা?

দুর্নীতি দমন কমিশন ও তথ্য কমিশন উভয়ই সরকারের স্বাধীন কমিশন। তবে এদের কাজের পরিধি ভিন্ন। কিন্তু এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। কারণ তথ্যের মাধ্যমে মেলবন্ধন সৃষ্টি হলে সরকারী কোন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কারো কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে না। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি ক্রমশ হ্রাস পাবে। তথ্য অধিকার আইন প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক তাঁদের স্বীয় কর্ম সম্পাদনে জবাবদিহিতা সৃষ্টি করবে এবং তাদের কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন কিভাবে তথ্য কমিশনে ভূমিকা রাখতে পারে?

দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। সরকারের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহ জরুরী। দুর্নীতি দমনেও তথ্য কমিশন উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

৪। আরটিআই (RTI) আসলে কি ও কিভাবে এর সঠিক চর্চা করা যায়?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। জএও বা তথ্য অধিকার বলতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে বোঝায়। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক, যেকোন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারেন। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০৩ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। সমাজের সকল স্তরের লোকদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই আইনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব।

৫। উন্নত বিশ্বের কমিশনগুলোর সাথে তথ্য কমিশনের আইনের ধারার কোন মিল আছে কিনা?

উন্নত বিশ্বের কমিশনগুলোর সাথে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন আইনের ধারার মিল আছে। ভারতের তথ্য অধিকার আইনের সাথে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়।

৬। প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলো আরটিআই এর অন্তর্ভুক্ত কিনা?

প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলো এখনও আরটিআই (RTI) এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে আইনের ৩২ (২) উপধারা উলেখ রয়েছে “উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে তথ্য চাওয়া যাবে”।

৭। মানবাধিকার কমিশনের সাথে তথ্য কমিশনের সম্পর্ক কি?

তথ্য জানা মানুষের অধিকার। তথ্য না জানার কারণে বিভিন্ন সময় মানুষ মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছে। তাই তথ্য অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশনের সাথে মানবাধিকার কমিশনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৮। Standard Operating Procedure কি? এটা থাকলে নাকি যেকোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া সহজ হবে?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বইতে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র, তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ, আপীল আবেদন, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি ইত্যাদির বিস্তারিত উলেখ আছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্যকভাবে জেনে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে।

৯। তথ্য কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা যায় কিনা?

তথ্য কমিশন কে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী Quasi Judicial body হিসেবে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তথ্য

কমিশনকে তাত্ত্বিকভাবে স্বাধীন মনে হলেও বাস্তবে তা স্বাধীন নয়। কমিশন তার বাজেট এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে তথ্য কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা প্রয়োজন যাতে তথ্য কমিশন স্বনির্ভর হয়ে কাজ করতে পারে।

নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এ ধারার অধী সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, যথাঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

১০। বাংলাদেশের স্বাধীন কমিশনগুলোর স্বাধীনতা আদৌ আছে কিনা ?

বাংলাদেশের স্বাধীন কমিশনগুলোর স্বাধীনতা আদৌ আছে কিনা এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। তারপরও বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বাধীন কমিশনের স্বাধীনতা বাস্তবতার নিরিখে বিচার করতে হবে। (১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে তথ্য কমিশনের ব্যয়ের জন্য, চাহিদা বিবেচনায়, অনু লে নিদিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা তথ্য কমিশনের জন্য আবশ্যিক হবে না। (২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হতে বাধ্য করা যাবে না।

সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত প্রশ্নসমূহ

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ২০/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখে সিলেট জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত একটি জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কমিশনার মহোদয় সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ থেকে আগত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল, অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি উপস্থিত অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন- নিম্নরূপঃ

১। ইউনিয়ন পরিষদের আপীল কর্তৃপক্ষ কে বা কারা ?

ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যের জন্য আবেদন করলে তথ্য প্রদান করেন সচিব, কারণ সচিব-ই হলো ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রমের তদারককারী। তিনি সকল কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

২। উপজেলা পরিষদের/ ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে তথ্য চাওয়া হলে না দিলে আপীল কর্তৃপক্ষ কারা হবে ? এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কোন নির্দেশনা আছে কিনা ?

উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তথ্য চাওয়া হলে আপীল কর্তৃপক্ষ হবে উপজেলা চেয়ারম্যান।

৩। প্রাপ্ত তথ্য ভুল হলে তথ্য কমিশনের করণীয় কাজ কি ?

প্রাপ্ত তথ্য ভুল হলে পুনরায় আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা ১ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পারবে যথা :

ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যান হলে;

গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করে, এই আইনে উলিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে;

ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হলে, যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে;

চ) এ আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

উপধারা ২ অনুযায়ী তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনে কেউ অভিযোগ দায়ের করলে, কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য কোন পুরস্কার আছে কিনা ?

এই আইনের অধীন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ সহায়তা চাওয়া হলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য কমিশন থেকে কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। তবে চারুরূপে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে কমিশনের সুদৃষ্টি রয়েছে।

৫। তথ্য পেতে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে?

তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮-এর ফরম (ঘ) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আকারে প্রদান করা হয়েছে।

(ক) লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য এ-ফোর ও এ-থ্রি মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ০২ (দুই) টাকা হারে তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।

(খ) কোন সরকারী বিধি অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে।

৬। ডিজিটাল তথ্য কিভাবে পাওয়া যায় ?

বাংলাদেশ সরকারের সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন এর প্রচেষ্টা চলছে। যে সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল উপায়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে তথ্য সরবরাহ করা হবে।

৭। টেন্ডার এর ব্যাপারে কি করা যায় যদি কেউ তথ্য চায় ?

ধারা ৭ () মোতাবেক কোন টেন্ডার বিষয়ে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কোন তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে এক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রযোজ্য হবে।

৮। কোন কর্মকর্তা নতুন পোস্টিং হলে পূর্বের অফিসের তথ্য দিবে কিনা ?

কোন কর্মকর্তা নতুনভাবে পদায়ন হলে পূর্বের অফিসের তথ্য সে দিতে বাধ্য নয়। তবে পূর্বোক্ত স্থানে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হবেন তাকে তিনি এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন।

৯। আবেদনকারী/তথ্য গ্রহণকারী একই ব্যক্তি কিনা ?

আবেদনকারী ও তথ্য গ্রহণকারী একই ব্যক্তি হতে পারেন, আবার পৃথক ব্যক্তিও হতে পারেন। তবে গ্রহণকারী পৃথক ব্যক্তি হলে তাকে তথ্য গ্রহণের সময় ক্ষমতা অর্পণ পত্র দাখিল করতে হবে।

১০। ‘সমাজসেবা’ প্রতিষ্ঠাটির কার্যক্রমের পরিধি অনেক বিস্তৃত, এক্ষেত্রে দু’জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যায় কি না ?

‘সমাজসেবা’ প্রতিষ্ঠানটির কার্য পরিধি ব্যাপক হলেও ০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিপরীতে ০২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ প্রদানের কোন ধা তথ্য অধিকার আইনে উল্লেখ নেই। প্রয়োজনবোধে একাধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে।

১১। গোপনীয়তা (ব্যক্তিগত) এ ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশনা কি ?

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ (জ) ও (ঝ) অনুসারে ব্যক্তিগত তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতিক্রমে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা যাবে।

১২। ফটোকপি ১০/২০/৫০ টাকা খরচ উক্ত টাকা কোথা থেকে আসবে ?

অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ সরকারী কাজের অংশ বিধায় অফিসের খরচেই ফটোকপি করাতে হবে।

১৩। ক্ষুদ্র সংগঠনের তথ্যের ব্যাপারে তথ্য কমিশন কি ভূমিকা রাখে ?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ধারা ২ এর উপধারা (খ) এর অনুচ্ছেদ (অ) থেকে (ঋ) তে উল্লেখ- ত সরকারী/বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট স্বাভাবিক নিয়মে তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি তথ্য দিতে বাধ্য থাকিবে। তথ্য প্রদান না করলে পরবর্তীতে তথ্য কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে সংগঠনটি ছোট না বড়, তা বিবেচ্য নয়।

১৪। Penalization এর ক্ষেত্রে ভয় না দেখিয়ে (আইনের) বরং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রতি আরও নমনীয় হওয়া যায় কি না ?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিভাগীয় শাস্তি ও জরিমানার কথা বলা হয়েছে। এতে ভয় না দেখিয়ে বরং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রতি তথ্য কমিশন সকল সময়ই নমনীয় কারণ তথ্য কমিশন তাদের বাস্তব অসুবিধাগুলো বিবেচনায় রাখছে। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে আইন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

১৫। সংবাদপত্র/ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কোন সেমিনার করা যায় কিনা ?

‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও এই আইনের প্রায়োগিক দিক উন্মোচিত হবে। তথ্য কমিশন সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মতবিনিময় সভা করেছে। কমিশন গত ১১/১০/২০১১

তারিখে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার এবং গত ১৪/১০/২০১ তারিখে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ে মতবিনিময় করেছে। দেশী ও বিদেশী এনজিওগুলোর মধ্যে বিশেষ করে **মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এমআরডিআই, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস বাংলাদেশ, নাগরিক উদ্যোগ, আর্টিক্যাল-XIX, World Bank, ব্র্যাক এবং নিজেরা করি** ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা এবং মতবিনিময় করা হয়েছে এবং কমিশনের পক্ষ থেকে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১৬। কোন অফিসের প্রধান যদি তথ্য না দিতে চায় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কি করবে ?

কোন অফিসের প্রধান যদি তথ্য না দিতে চায় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিশেষত ধারা ৪ (এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে) সম্পর্কে অফিস প্রধানকে অবহিত করবেন। যদি আবেদনের তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ সংক্রান্ত কোন বিষয় জড়িত থাকে তাহলে তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে অন্যান্য তথ্য, যা প্রদান করা বাধ্যতামূলক, তা তাকে জানাতে হবে।

আপীল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে যে তথ্য প্রদান না করলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ যাবে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৪ এর উপধারা ১ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হইলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল রতে পারবেন। পরবর্তীতে তথ্য কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

জামালপুর জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রশ্ন-

প্রশ্নঃ-১। যারা (সাংবাদিক), তথ্য নিয়ে যারা বেশী সংশ্লিষ্ট তাদের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কোন ভূমিকা আছে কি না?

উত্তরঃ- তথ্য কমিশন তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করার জন্য সর্বদাই জোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাংবাদিকদেরা তথ্য নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করে। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন সাংবাদিকদের আবেদনগুলোকে priority দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। তথ্য কমিশন সাংবাদিকদের নিকট তথ্য আইন চর্চা এবং প্রয়োজনে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা আশা করে।

প্রশ্নঃ-২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তে সাংবাদিকদের কথা স্পষ্ট করে বলা নেই কেন?

উত্তরঃ- আসলে তথ্য অধিকার আইনটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সাংবাদিকদের তথ্য জানার ক্ষেত্রে এই আইনের বিশেষ কোন ধারা নেই। তবে সংস্কারের প্রস্তাব সাংবাদিকদের নিকট থেকে আসতে পারে। তবে সাংবাদিকগণ যদি অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট তৈরি করতে চায় সেক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রশ্নঃ-৩। একজন ব্যক্তি একবারে কতগুলো তথ্য চাইতে পারে?

উত্তরঃ- একজন ব্যক্তি একবারে একের অধিক তথ্য চাইতে পারে। তবে অবশ্যই তা RTI Format ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

প্রশ্নঃ-৪। অভিযোগ/আবেদন করে সুরাহা না পেলে কি ভাবে তথ্য কমিশনের দ্বারস্থ হবো?

উত্তরঃ- আবেদন করে সঠিক তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনের অভিযোগ করা যায়। RTI Format ব্যবহার করে তথ্য চেয়ে ব্যর্থ হলে এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে অবশ্যই তথ্য কমিশনের নিকট আবেদন করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯, ১৩, ২৪ এবং ২৫ এ তথ্য প্রদান পদ্ধতি, আপীল ও অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে। তথ্য কমিশনের Website ব্যবহার করে জনগণ এ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। টেলিফোন, ইন্টারনেট ও ইমেইল এর মাধ্যমে আপনি তথ্য কমিশনের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

প্রশ্নঃ-৫। উপজেলা পর্যায়ে কোন তথ্য কমিশনের অফিস খোলা হবে কি না?

উত্তরঃ- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি নতুন আইন। আর তথ্য কমিশন ও স্বায়ত্বশাসিত একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। তথ্য অধিকার আইনে প্রয়োজনে Regional Office প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তবে এই প্রস্তাবটিকে ভবিষ্যতে তথ্য অধিকার আইন সংস্কারে সংযোজন করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ-৬। উপজেলার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিভাবে সাহায্য করা যায়?

উত্তরঃ- তথ্য অধিকার আইনটি রাষ্ট্রের সকলের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। যথাযথ নিয়ম অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে যথানিয়মে তথ্য পাবে। ইদানীং অনেক আদিবাসী, দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীও তথ্য কমিশনের মাধ্যমে তাদের কাক্ষিত তথ্য পাচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন সবসময়ই সচেষ্ট রয়েছে।

প্রশ্নঃ-৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের কোন Data Base তৈরি করা হয় কি না?

উত্তরঃ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, ঠিকানা ও পদবি অবশ্যই তথ্য কমিশনের ওয়েব পোর্টালে এন্ট্রি করা হয় এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা হালনাগাদ করা হয়।

প্রশ্নঃ-৮। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলি হলে সংশ্লিষ্ট অথরিটির কি করণীয়?

উত্তরঃ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলি হলে অবশ্যই সেখানে বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজ করবেন। তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের List পাঠানোর সময় অবশ্যই বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা দিচ্ছে।

প্রশ্নঃ-৯। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান Unit জজ কোর্ট কে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তরঃ- জজ কোর্ট তথ্য কমিশনের আওতাধীন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২ (খ) (অ) অনুযায়ী বিচার বিভাগকে তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ-১০। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এ সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, সর্বোচ্চ কত টাকা জরিমানা হলে সরকারী কর্মচারীর চাকরি চলে যাবে?

উত্তরঃ- কোন সরকারি কর্মচারীর সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা জরিমানা হলে তার চাকরি চলে যাবে।

প্রশ্নঃ-১১। প্রতিটি জেলায় যে তথ্য অফিস রয়েছে সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় কি না?

উত্তরঃ- তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে প্রতিটি জেলার তথ্য অফিসের সাথে যোগাযোগ করছে। প্রতিটি জেলা তথ্য অফিস ও তথ্য কমিশনের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় তৈরিতে তথ্য কমিশন কাজ করছে।

প্রশ্নঃ-১২। কেউ যদি তথ্যের আবেদন করে আর তা যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ না করে তাহলে কি করণীয়?

উত্তরঃ- সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করলে নিয়মানুযায়ী আপীল অথরিটির কাছে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা ১ অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ অনুযায়ী সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি থেকে প্রাপ্ত প্রশ্ন সমূহঃ

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম রাঙ্গামাটি ভিত্তিক স্থানীয় বেসরকারী সংগঠন (পাড়া) এর আয়োজনে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় গত ১৯ ও ২০ জুন, ২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

১। তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী তথ্য পেতে অনেক সময়ক্ষেপ হয় এটা কিভাবে কমানো যায় ?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির ২০ কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধ কৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। তবে অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে অপারগতা প্রকাশ করলে আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

বিভিন্ন জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় কার্য দিবস কামানোর অনুরোধ এসেছে। এ বিষয়টি তথ্য কমিশনের বিবেচনায় রয়েছে। তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত সময় বেশি থাকায় তথ্য গ্রহণকারী দীর্ঘ সূত্রির শিকার হতে পারেন। তাই তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ৯ (১), ৯ (২) ও ৯ (৩) ধারায় নির্ধারিত সময় সীমা প্রতিটি ক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিন কমানোর সুপারিশ করেছে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১০-এ।

২। উপজেলা পর্যন্ত তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু পৌরসভা থেকে কিভাবে তথ্য জানা যাবে ?

পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করে তথ্য পেতে পারেন।

৩। আপীল কর্তৃপক্ষ কি দরকার ? কেন সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করব না কেন?

আপীল কর্তৃপক্ষকেও অবশ্যই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে হবে। কেননা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আপীল কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ব্যতীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের দায়িত্ব ঐ প্রতিষ্ঠানের উপরই বর্তায়। আবেদনকারি তথ্য চেয়ে ও আপীল করেও ব্যর্থ হলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন। তবে সরাসরি তথ্য কমিশনে কতিপয় ক্ষেত্রে অভিযোগ করা যাবে।

৪। সরকারি কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের ৭ নং ধারা সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল নন এক্ষেত্রে কি করণীয় ? জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে তথ্য কমিশনের কোন প্রতিনিধি রাখার চিন্তা আছে কি না ?

তথ্য অধিকার আইনের ৭ নং ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে ধারা ৭ সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। ধারা ৭ এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ তথ্য প্রদান করতে হবে। কোনভাবেই ধারা ৭ এর অপব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে রিজিওনাল অফিস করার কথা রয়েছে। এখন পর্যন্ত জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তথ্য কমিশনের কোন প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে ব্যবস্থাদি নেয়া সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৫। পার্বত্য এলাকার শান্তিকরণ কর্মসূচী সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারি ?

পার্বত্য এলাকার শান্তিকরণ কর্মসূচী সম্পর্কে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এর মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬। সিভিলসার্জন/পুলিশ/তদন্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাংবাদিক যাতে দ্রুত তথ্য পায়- এক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরকে দিয়ে এ আইনে কোন সংস্কার করা যায় কি না ?

১৯৮৩ সালে সাংবাদিকরা প্রথম এ আইনটি চালুর দাবী জানান। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সাংবাদিকবৃন্দ কর্তৃক Investigative Journalism করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব। সাংবাদিক কর্তৃক এই আইন ব্যবহারের চর্চা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সাংবাদিক বান্ধব হওয়ার জন্য সাংবাদিকগণ তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারার সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে পারেন।

৭। (খ) দারিদ্র সীমার নীচে কাউকে তথ্য ফি দিতে হবে কিনা ?

না, কোন তথ্য ফি দিতে হবে না।

৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে রিজিওনাল কাউন্সিল, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক এবং সার্কেল চিফ ইত্যাদি অথরিটি রয়েছে। এদের মধ্যে প্রশাসনিক প্রধান কারা ?

বহুত্ববাদের চর্চা বাংলাদেশে আছে। পার্বত্য জেলা গুলো তার উদাহরণ। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন চর্চার মাধ্যমে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

রাজশাহী জেলা

তাং-২৮-০৬-১১ ইং

গত ২৮ জুন, ২০১১ তারিখে আয়োজক সংস্থা Inter Co-operation এর আমন্ত্রণে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম রাজশাহী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় Key Note Speaker হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনের দক্ষতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জরিমানা, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম, আপীল আবেদন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ছক ইত্যাদি বিস্তারিত, সহজবোধ্য, প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করেন এবং উপস্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

১। মোবাইলে বাংলা মাধ্যমে কোন SMS device করার চিন্তা কমিশনের আছে কিনা ?

বর্তমানে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে গ্রামীনফোন ও রবি আজিয়াটার মাধ্যমে ইংরেজি অক্ষরে বাংলা SMS Texting করা হচ্ছে। তবে মোবাইলে বাংলা মাধ্যমে SMS Texting টেকনোলজি বাংলাদেশে এখনো প্রচলিত নয়, ভবিষ্যতে করার পরিকল্পনা আছে।

২। তথ্য মানুষের অধিকার- তা দেশের সর্বস্তরের মানুষকে জানানো জরুরী। তাই প্রতিটি ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের সময় ‘তথ্য অধিকার’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় কিনা ?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের বিকল্প নেই। আর এ জন্য তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে সকল ক্যাডার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে তথ্য অধিকার শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৩। বাংলাদেশে একমাত্র পোস্টাল সার্ভিসই প্রান্তিক লেবেল পর্যন্ত কাজ করে ? এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন কি পোস্ট অফিসগুলোকে ব্যবহার করে তথ্য অধিকার চর্চা করতে পারে কিনা ?

এটি একটি উত্তম প্রস্তাব এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন পরিকল্পনা করতে পারে। কিভাবে বাংলাদেশের পোস্ট অফিসগুলোকে ব্যবহার করে তথ্য অধিকার চর্চার প্রসার ঘটানো সম্ভব সে বিষয়ে, তথ্য কমিশনের সুদূরপ্রসারি চিন্তা রয়েছে। উপজেলা, ইউনিয়ন, এমনকি গ্রাম পর্যায়ে প্রান্তিক লেবেল পর্যন্ত পোস্ট অফিসের সেবা বিদ্যমান। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে পোস্টাল সার্ভিসকে ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সেবা কে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব।

৪। মিডিয়া যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চায় তাহলে কি করণীয় ?

এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে প্রথমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে কাজিত তথ্য পাওয়া যাবে। RTI কে মূল ধারায় সংযোজিত করার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের Culture of Secrecy of mind set এর পরিবর্তন করে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা অনুসরণ পূর্বক তথ্য প্রদান করতে হবে।

৫। মৌলিক অধিকার হিসাবে তথ্য অধিকারকে কি স্থান দেয়া যায় কিনা ?

তথ্য অধিকার আইন কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, নেপালে ড্রাফট সংবিধানে তথ্য অধিকার আইনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জোর সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য বইগুলোতে তথ্য অধিকার বিষয়ে ধারণাপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকারের সর্বোচ্চ মহলে প্রচেষ্টা আছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯নং অনুচ্ছেদে অংশ বিধায় তথ্য অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য।

৬। নারী নির্যাতনের ব্যাপারে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে ব্যবহার করা যায়?

নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ তথ্য অধিকার আইন কে ব্যবহার করতে পারেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহারের মাধ্যমে রাজশাহীতে মিলি হত্যা মামলাসহ অন্যান্য নারী নির্যাতন মামলাগুলোর কারণ সম্পর্কে সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

সাভার (Savar)

Kapeeng Foundation কর্তক আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীদের সাথে Program

প্রশ্নঃ ১। বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কেন?

উত্তরঃ বহুজাতিক কোম্পানীগুলো নিজস্ব অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান সাকারি অর্থে বা জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়না বিধায় সরকারি সিদ্ধান্তে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে পরবর্তীতে এই আইন সংস্কারের সময় বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ২। সাধারণত পার্বত্য এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের যদি Punishment Posting দেয়া হয় তাহলে উক্ত কর্মকর্তার অতীত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে জানতে পারি কিনা?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ব্যবহার করে ঐ কর্মকর্তার পেশাগত বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে, তবে তার ব্যক্তিগত বিষয় নয়। কেননা তথ্য অধিকার আইনের ৭(জ) ধারায় বলা হয়েছে, কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন তথ্য কর্তৃপক্ষ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না। তবে কোন ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করলে ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য জানা যাবে।

প্রশ্নঃ ৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীদের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয় তার সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারি?

উত্তরঃ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীদের সামগ্রিক বরাদ্দ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট Special Affairs Division থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহার করে জানা যেতে পারে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকেও সংশ্লিষ্ট জেলার বরাদ্দ সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ ৪। মনিপুর শিল্পকলা একাডেমী (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার) ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীদের জন্য যে বাজেট হয় তার কি পরিমাণ অর্থ আসছে কিভাবে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারি?

উত্তরঃ মনিপুর শিল্পকলা একাডেমীতে একজন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকার কথা। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট RTI Format ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যদি তথ্য না পাওয়া যায় তাহলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করতে হবে(ধারা ২৪)। তারপরও ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ (ধারা ২৫) করলে কমিশন পরবর্তীতে তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রশ্নঃ ৫। কোন কোন তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জনগনকে দিতে পারবে?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৭-এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ ব্যতীত অন্য যে কোন তথ্য কর্তৃপক্ষ জনগনকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

প্রশ্নঃ ৬। Official Secrets Act, 1923-এর সাথে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩ অনুযায়ী, প্রচলিত অন্য কোন আইনের-

ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী ধারা ক্ষুণ্ণ হইবেনা, এবং

খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

Official Secrets Act 1923-এর Rule ৫ অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তারা তথ্য দিতে পারেন না। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৭-এ উল্লিখিত বিষয়গুলো বাদ দিয়ে RTI Format ব্যবহার করে তথ্য চাইলে আইনানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং Official Secrets Act 1923-এর কিছু Rule সংশোধন করা প্রয়োজন রয়েছে। ভারতে এ Rule গুলো ইতোমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান আইনমন্ত্রী মহোদয়ও ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে সচিবদের সাথে তথ্য অধিকার আইনের উপর এক মতবিনিময় সভায় অন্যান্য আইনের যে সমস্ত ধারা তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো সংশোধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, পুলিশ, র‍্যাব ও মিডিয়াসহ সবাই আগ্রহী হলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব।

BNNRC (Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication)

IDB ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭

প্রশ্ন-১৪- Information commission এর বিকেন্দ্রীকরন সম্ভব কি না?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার মৌলিক অধিকারেরই নামান্তর। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯- আইনটি পাস হয় জনগণের সাথে সরকারের মেল বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১১ এর উপধারা (৩) এ তথ্য কমিশনের বিকেন্দ্রীকরনের কথা বলা হয়েছে। এতে উল্লেখ আছে যে, তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকায় থাকবে এবং কমিশন প্রয়োজনে আঞ্চলিক শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। সরকার প্রয়োজন মনে করলে কমিশনকে বিকেন্দ্রীকরন করতে পারবে।

প্রশ্ন- ২৪- তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্তিক জনগোষ্ঠি সম্পর্কে তথ্য কমিশন কিছু ভাবছে কি?

উত্তরঃ আসলে তথ্য অধিকার আইনটি আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তথ্য জনগণের অধিকার। প্রাপ্তিক জনগোষ্ঠিকে অবশ্যই তথ্য চাওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে ও Individually তথ্য জানতে পারে। CSR (Corporate Social Responsibility) এর মাধ্যমে Poor trust fund গঠনের মাধ্যমে তথ্য পেতে আসা হত দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন- ৩৪- Designated officer(Do) সকল সরকারি / বেসরকারি জায়গা গুলোতে এখন ও নিয়োগ দেয়নি? এ ব্যাপারে কমিশন কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ এর উপধারা (১১) এ বর্ণিত আছে; এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, এই আইন জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের লিখিত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে। উপধারা ২,৩,৪,৫,৬,- ও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া রয়েছে। তথ্য কমিশন প্রতিটি সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য চিঠি দিয়েছে। এ ছাড়াও কমিশন নানা উদ্বুদ্ধমূলক করন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য কমিশনে কর্মকর্তাদের জরিমানা করা হচ্ছে। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে তৎপর থাকতে হবে। প্রতিটি অঙ্গনে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ও তথ্য কমিশন থেকে নির্দেশনা দেওয়া আছে।

প্রশ্ন- ৪৪- সাধারণ মানুষকে কিভাবে বোঝাবে যে তথ্য কি?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইনে বাংলায় তথ্যের সংজ্ঞা দেয়া আছে। তবে তা সাধারণ জনগণ আইনের পরিভাষা বুঝতে পারে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আইনটি ব্যবহার করতে থাকলে সাধারণ মানুষও এ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে।

বগুড়া জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রশ্ন

১। টেন্ডার সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তথ্য দেওয়া যাবে কি?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইনের ৭(ত) ধারা অনুসারে ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পূর্বে বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এতদসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা বধ্যতামূলক নয়। তবে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর টেন্ডার সম্পর্কিত তথ্য জানতে চাইলে তা দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে পিপিএতে তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত যে বিধান আছে তা ক্ষুণ্ণ হবে না।

২। কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদনকৃত তথ্যটি যদি তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যায়, তাহলে কি করণীয়? এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কোন কিছু করণীয় আছে কি না?

উত্তরঃ প্রতিটি সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলকেই Cultural mind set of Secrecy পরিহার করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অবশ্যই তথ্য দিবেন। তবে এক্ষেত্রে একান্তই যদি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত বিষয় হয় তবে তথ্য দেওয়া যাবে না। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৭ অনুযায়ী এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, উপধারা (জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য; উপধারা (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য।

৩। কোন ব্যক্তি যদি কাজী অফিসে গিয়ে পুরো এক বছরে কয়টি বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তা জানতে চায়। এক্ষেত্রে কি তথ্য কমিশনের কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা? বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের তথ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে উক্ত কাজী কর্তৃক কয়টি বাল্যবিবাহ হয়েছে বুঝাযাবে কেননা জন্মনিবন্ধন বেশিদিন যাবৎ চর্চা করা হচ্ছেনা তাই এই তথ্য মেয়েদের সঠিক বয়সে বিবাহ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯- অনুযায়ী তথ্যের মালিক জনগন। এক্ষেত্রে অবশ্যই তথ্য পাওয়া যাবে। “কাজী অফিস” আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি অফিস। কাজী অফিসে কাজীর অধীনস্থ একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন এবং কাজী হবেন এই অফিসের আপীল কর্তৃপক্ষ। সারা বছরে কতগুলো বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তা জানতে তথ্য আইনের তথ্য অধিকার আইনের নির্দিষ্ট ফরমেট ব্যবহার করে তথ্য চাওয়া যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা অফিস থেকে শিশুর নিবন্ধন সম্পর্কে ও জানা যেতে পারে।

৪। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরমে কি জন্য তথ্যটি প্রয়োজন তা জানা যাবে কি না?

উত্তরঃ তথ্যের মালিক জনগন, তথ্য জানা জনগনের অধিকার। কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি কি জন্য প্রয়োজন তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানানো আবেদনকারীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

৫। কোন ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করলো, কিন্তু পরবর্তীতে যোগাযোগ না করলে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার করণীয় কি?

উত্তরঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিত তথ্যের মূল্য সম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। আবেদনকারী মূল্য পরিমোধ না করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করণীয় কিছু নাই।

৬। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আপীল কর্তৃপক্ষ যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে কি করণীয়?

উত্তরঃ কেউ যদি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সধঃ ব্যবহার করে তথ্য চায়, তাহলে অবশ্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ না করলে আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার কথা। আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করলে বা বৈরী মনোভাব পোষণ করলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর উপধারা (১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে, যথা:

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(খ) ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে;

(গ) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে।

উপধারা ২ অনুযায়ী - উপধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। কমিশন পরবর্তীতে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপীল কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে অবহিত করবেন।

৫.৩ তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এক নিকট উত্থাপিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (বিনাইদহ ও নাটোর জেলা)

১. প্রশ্ন : নিরাপত্তা হেফাজতে আটক ব্যক্তির তথ্য সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনে জানতে চাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপধারা ৯(৪) অনুযায়ী অনুযায়ী অনুমোদিত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, শ্রেণ্যতার বা কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে তা জানতে চাওয়া যাবে। তবে তথ্য অধিকার আইনের ৭(৮) উপ-ধারা অনুসারে আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত-হতে পারে অথবা ৭(৮) উপ-ধারা অনুসারে তদন্ত কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতে পারে এরূপ তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

২. প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির রোগ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হলে উক্ত রোগীর ব্যক্তিগত সম্মানহানী কিংবা অন্য ধরনের ক্ষতি হতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এজাতীয় তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ৭ (জ) উপ-ধারা অনুসারে যে তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে উক্ত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে অনুরোধকৃত তথ্য প্রকাশ করা যাবে।

৩. প্রশ্ন : অনেক সময় আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে অর্থোক্তিক বিলম্ব হয়। এর ফলে জনসাধারণের সীমাহীন আর্থিক ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বের কারণ জানতে চাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) উপধারা অনুযায়ী আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়।

৪. প্রশ্ন : অনেক সময় সাংবাদিকরা তাত্ক্ষণিকভাবে তথ্য চায়। তারা কোন আবেদন করতেও ইচ্ছুক থাকে না। তথ্যে খরচ প্রদানের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে বাধ্য কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য পেতে চাইলে লিখিত আবেদন করতে হবে। লিখিত আবেদন ছাড়া ও তথ্যের নির্ধারিত মূল্য প্রদান ব্যতীত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কেউ কোন কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বাধ্য করতে পারে না। তবে অনুরোধকৃত তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকলে এবং তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা বিবেচনায় প্রদান যোগ্য হলে ই-মেইল মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রদান করতে কোন বাধা নেই।

৫. প্রশ্ন : যে অফিসে একজন মাত্র কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কোন কর্মকর্তা নেই সে অফিসে কোন কর্মচারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে কিনা?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(গ) উপধারা অনুসারে কর্মকর্তা অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কর্মচারীকেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন নিয়োজিতব্য কর্মচারী প্রদানযোগ্য দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত কিনা। অন্যথায় কর্মকর্তা নিজেই দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. প্রশ্ন : কোন আবেদনকারী ই-মেইলে বা ফ্যাক্সযোগে চাইলে তথ্য চাইলে তথ্য প্রদানকারীর ইলেকট্রনিক সুবিধা না থাকলে কিভাবে প্রদান করা যাবে?

উত্তর : তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৭নং বিধিতে বলা আছে তথ্যের জন্য আবেদনকারী ও তথ্য সরবরাহকারী উভয় প্রাপ্তে ইলেকট্রনিক সুবিধা থাকলে তবেই উক্ত মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা যাবে।

৭. প্রশ্ন : দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে গেলে তার দায়িত্ব কে পালন করবেন?

উত্তর : প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে একজন করে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে রাখতে হবে যেন নিয়মিত

কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে তিনি তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৮. প্রশ্ন : কোন কর্মকাণ্ড বা প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার তথ্য কত দিনের মধ্যে চাওয়া যাবে এরূপ কোন সময় নির্ধারণ করা আছে কি না ?

উত্তরঃ- তথ্য অধিকার আইনে কোন কর্মকাণ্ড বা প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার তথ্য কত দিনের মধ্যে চাওয়া যাবে এরূপ কোন সময় নির্ধারণ করা নেই। তবে কোন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফলাফল প্রকাশের পর তথ্য প্রদান করা যাবে মর্মে আইনে উল্লেখ করা আছে।

৯. প্রশ্ন : রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার জন্য হুমকির সম্মুখীন হইবে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে ?

উত্তরঃ- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে বিচার বিবেচনা করে সে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। তবে তার সিদ্ধান্তের বিবরণে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করা যাবে এবং তৎপর প্রয়োজনে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

১০. প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইনে কোন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিবরণে আদালতে মামলা দায়েরের কোন সুযোগই কি নেই ?

উত্তরঃ- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তবে আইনে বর্ণিত সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তার পরে আদালতে মামলা করা যাবে।

১১. প্রশ্ন : যদি আবেদনকারী তথ্য গ্রহণ করার জন্য না আসে সেক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের মাধ্যম কি হবে?

উত্তরঃ- আবেদনকারী তথ্য গ্রহণ করতে না আসলে এবং তথ্যের জন্য নির্ধারিত খরচ প্রদান না করলে তথ্য প্রদান করা হবে না। তবে তথ্যের জন্য খরচ প্রদান করলে আবেদনে তথ্য গ্রহণকারী হিসেবে উলিখিত যে কোন ব্যক্তি আবেদনকারীর পক্ষে তথ্য গ্রহণ করতে পারবে।

১২. প্রশ্ন : তথ্য প্রদানের সময়সীমা কোন তারিখ হতে গণনা করা হবে; আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে, নাকি খরচ প্রদানের তারিখ থেকে?

উত্তর : তথ্য প্রদানের সময়সীমা আবেদন গ্রহণের তারিখ থেকে গণনা করা হবে।

১৩. প্রশ্ন : কোন সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অন্য কোন সরকারী দপ্তরে দাপ্তরিক তথ্য চাইতে হলে আবেদন করতে হবে কিনা?

উত্তর : কোন সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অন্য কোন সরকারী দপ্তরে দাপ্তরিক তথ্য চাইতে হলে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। দাপ্তরিক যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত তথ্য চাওয়া যেতে পারে। তবে তথ্য সরবরাহ করা না হলে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করা যাবে।

১৪. প্রশ্নঃ- ১৯৭১ সালের শহীদদের তালিকা চাইলে তা দেয়ার বিধান আছে কিনা? উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসে এরূপ তথ্য চাইলে তারা দিতে পারে না। তালিকা তৈরি করে দিতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে। এরূপ ক্ষেত্রে কি করণীয় আছে?

উত্তর : কোন কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করতে পারবেন। ১৯৭১ সালের শহীদদের তালিকা বা এরূপ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকলে প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত তথ্য প্রস্তুত করা পরিসংখ্যান বিভাগের দায়িত্ব হলে সেক্ষেত্রে তাদের বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু বিষয়টি পরিসংখ্যান দপ্তরের দায়িত্ব না হলে তাদের জন্য অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে এ বিষয়টি যে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেটা জানিয়ে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

১৫. প্রশ্ন : কোন দপ্তরে অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী না থাকলে কি হবে? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাকে নিয়োগ করা হবে?

উত্তর : কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে জনপ্রতিনিধি বা কর্মকর্তা নিজে নিজেই দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারবেন।

১৬. প্রশ্ন : কেউ আবেদন গ্রহণ করতে না চাইলে কি হবে?

উত্তর : কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করলে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ করা যাবে। অধিকন্তু আবেদন গ্রহণ না করার বিষয়টি উল্লেখ করে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা যাবে অথবা তথ্য অধিকার আইনের ১৩(১) (ক) উপধারা অনুযায়ী সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

১৭. প্রশ্ন : তথ্যের জন্য আবেদনে কোন stamp লাগবে কিনা?

উত্তর:- না তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের জন্য এখন পর্যন্ত কোন ফি নির্ধারণ করা হয়নি। তবে তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্যের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

১৮. প্রশ্ন :- তথ্য সরবরাহ বাবদ আদায়কৃত অর্থ খরচ করা যাবে কিনা?

উত্তর:- না। তথ্য সরবরাহ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। তথ্য সরবরাহের কাজ সরকারী কাজ হিসেবে এর খরচ নিয়মিত বরাদ্দ থেকে বহন করতে হবে। প্রয়োজনে বরাদ্দ চাইতে হবে।

১৯. প্রশ্ন : ই-মেইল আবেদন করার ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করবে কিভাবে?

উত্তর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে স্বাক্ষর করার পর স্ক্যান করে ই-মেইলে প্রেরণ করা যাবে।

২০. প্রশ্ন : ই-সেবা কেন্দ্র গুলো তথ্য অধিকারের আওতায় আনা যাবে কি না?

উত্তর : ই-সেবা কেন্দ্রগুলো সরকারের কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা নয় বলে এসব ই-সেন্টার তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানকারী ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে না। তবে ই-সেন্টারগুলো জনগণকে তথ্য সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে।

২১. প্রশ্ন : তথ্য প্রদানের জন্য কত টাকার stamp প্রয়োজন হবে তা জানব কিভাবে?

উত্তর : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে তথ্যের মূল্য সম্পর্কে জানা যাবে। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ মাধ্যমে জারিকৃত ফরম-খ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে তথ্যের মূল্য আদায়যোগ্য হবে।

২২. প্রশ্ন : কাউকে বিপদে ফেলার জন্য অন্য কেউ তথ্য চাইলে দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কি উদ্দেশ্যে তথ্য গ্রহণ করা হচ্ছে তা বিবেচনা করার প্রয়োজন বা সুযোগ তথ্য অধিকার আইনে নেই। বাংলাদেশী কোন নাগরিক কর্তৃক অনুরোধকৃত তথ্য ৭ ধারার আওতাভুক্ত না হলে কাক্ষিত তথ্য সরবরাহ করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক।

২৩. প্রশ্ন : ই-মেইলে তথ্য চাইলে অর্থ কিভাবে আদায় হবে?

উত্তর : ই-মেইলে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু ফটোকপি বা অন্য কোন ধরনের খরচ নেই সেজন্য ই-মেইলে বিনামূল্যে তথ্য প্রদান করা যাবে। তবে প্রয়োজন হলে আবেদনকারীর নিকট খরচ চাওয়া যাবে।

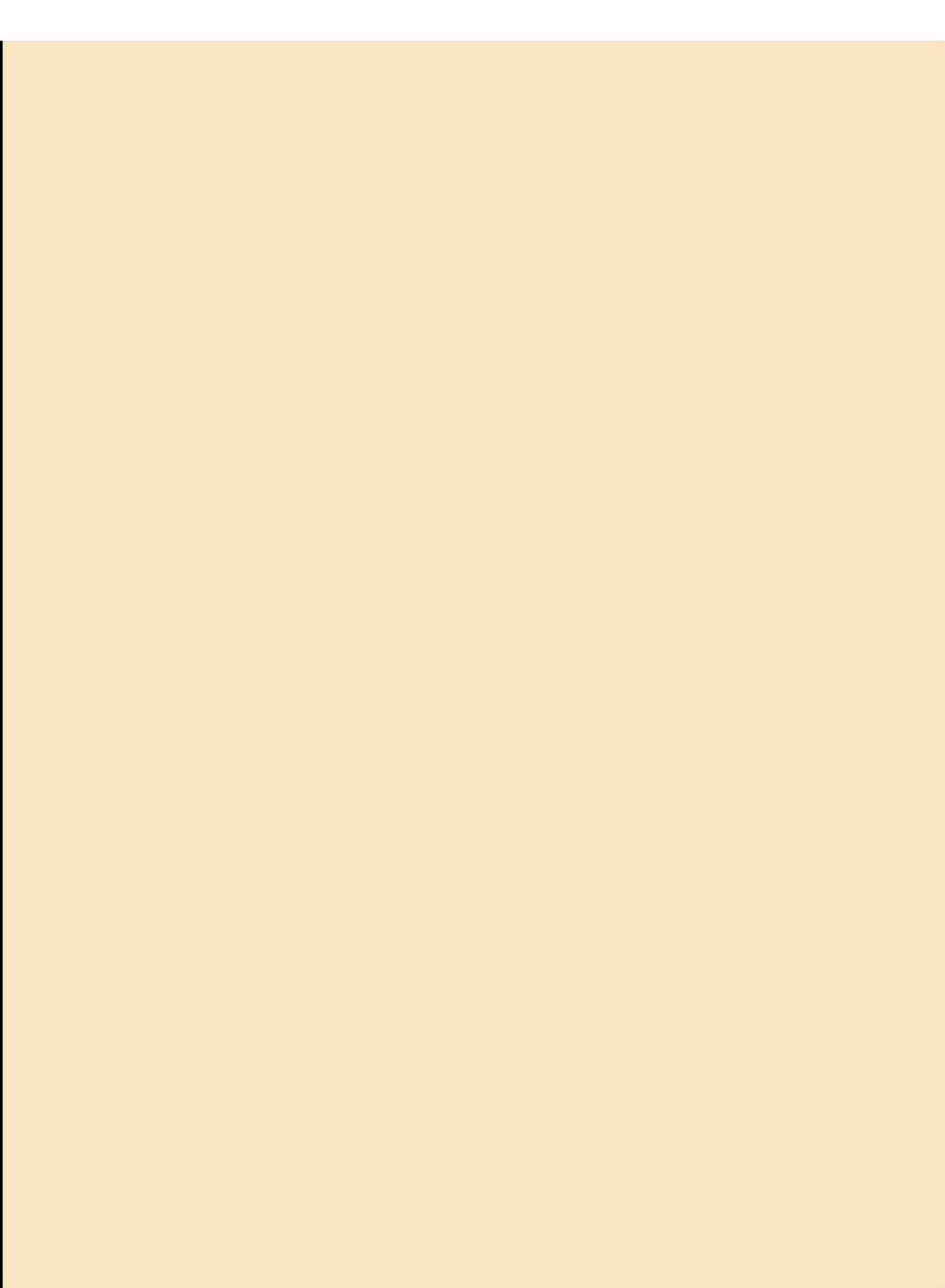
২৪. প্রশ্ন : যুক্তিসংগত মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে?

উত্তর : তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালায় তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২৫. প্রশ্ন : শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য কৃষি অফিসারের নিকট চাইলে তা কিভাবে প্রদান করবে।

উত্তর : কৃষি অফিসার তাঁর নিকট সংরক্ষিত তথ্য প্রদান করবেন বা তাঁর অধঃস্তন দপ্তরের তথ্য সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে পারবেন। যেহেতু শিক্ষা অফিস পৃথক একটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট সেহেতু আবেদনকারীকে উক্ত অফিস হতে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কৃষি অফিসার আবেদনকৃত তথ্য তার অফিসে সংরক্ষিত নাই মর্মে অপরাগতার নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিবেন একই সাথে।

অধ্যায় - ৬
মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত তথ্য অধিকার
বিষয়ক প্রশ্নোত্তরসমূহ



বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১২ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১৯৯। জনাব মোঃ মুজিবুল হক (কিশোরগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে? আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে :	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী *১৯৯। জনাব মোঃ মুজিবুল হক (কিশোরগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে? আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে : (১) সরকার কর্তৃক তথ্য কমিশনের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় জনঅবহিতকরন সভার আয়োজন করা হইতেছে। উক্ত সভাসমূহে বিভাগীয় প্রধান, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ বিপুল সংখ্যক জনগণ উপস্থিত থাকিতেছেন। (২) বেসরকারী মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন ও রবি আক্সিয়াটা'র সহযোগিতায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের নিকট বিনা খরচে ঈর্ষাজ এর আওতায় তথ্য অধিকার আইন ও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে এসএমএস প্রেরণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যে প্রায় ২৮ কোটি এসএমএস মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাছাড়াও টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হইতেছে। (৩) তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইন, এতদসংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধানমালা জনসাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হইতেছে। ৩০ টির অধিক দেশ হইতে এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করা হইতেছে। (৪) বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইতেছে। (৫) গত ডিসেম্বর, ২০১১ সালে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ৪৬ জন সচিবকে মত বিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে। এই সকল সভায় বিভিন্ন সময় মাননীয় মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। (৬) তথ্য অধিকার বিষয়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠানসহ ১৩ মিনিট ব্যাপ্তি কালের একটি স্পট ৫০ বার বিটিভিতে প্রচার করা হইয়াছে। ইহাছাড়াও বর্তমানে বিটিভি'র নিয়মিত অনুষ্ঠান- খবর প্রতিদিন, আইন মেনে চলি, সংবাদ পরিক্রমা ও মানবাধিকার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হইতেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২০ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
১১৭। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) সারা দেশে তৃণমূলে ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ব দিয়া সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে প্রত্যেক উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার আইনটি দ্রুত বাস্তবায়নে একটি উপজেলা কমিটি গঠন করা হইবে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি; এবং (খ) অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত সোনারগাঁ উপজেলায় উক্ত কমিটি গঠন করা হইবে কিনা; হইলে কবে নাগাদ, না হইলে তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী সারা দেশে তৃণমূলে ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ব দিয়া সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে প্রত্যেক উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার আইনটি দ্রুত বাস্তবায়নে একটি উপজেলা কমিটি গঠন করিবার পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। তথ্য অধিকার আইনটি ব্যাপকভাবে প্রচার ও আইনটি বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন ও সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কর্মসূচি ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রদান, টেলিভিশনে স্ক্রল প্রদর্শন, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন, মিডিয়ায় আলোচনা ও প্রচারণা এইসবের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এই আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বিটিভিসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে প্রচারের পরিকল্পনা সরকারের রহিয়াছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ক জারি গান/ নাটিকা প্রচার, নিউজলেটার প্রকাশ ও প্রচার, ভয়েস এসএমএস প্রচার ও এতদসংক্রান্ত ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা তথ্য কমিশন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে ও হইতেছে। তথ্য অধিকার আইনটি প্রচারের জন্য বিভাগ, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে কোন কমিটি নাই। (খ) সারা দেশের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত বর্তমানে না থাকায় আপাততঃ নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত সোনারগাঁ উপজেলায়ও এইরূপ কোন কমিটি গঠনের পরিকল্পনা নাই।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২০ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
১১৮। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি) প্রবিধানমালা তথ্য কমিশন হইতে কবে নাগাদ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে; এবং (খ) উক্ত প্রবিধানমালা অবিলম্বে অনুমোদনপূর্বক জারি করা হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি) প্রবিধানমালা তথ্য কমিশন হইতে গত ২৭ পৌষ ১৪১৭/ ১০ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে অনুমোদিত হইয়াছে এবং বাংলাদেশ গেজেটে (এসআরও নম্বর ২৮-আইন/২০১১, তারিখ : ১৪ জুন ২০১১) প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে অনুমোদন ও জারি করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২০ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
১১৯। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্যসহ সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদের সম্মুখে উপজেলার সকল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা বাধ্যতামূলকভাবে টাঙ্গাইয়া রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি; এবং (খ) অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত সোনারগাঁ উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত নির্দেশ দেওয়া হইবে কিনা; হইলে কবে নাগাদ, না হইলে তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানের জন্য প্রত্যেক সরকারী দপ্তর ও সরকারী বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী দপ্তরে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ প্রদান ও তাহা প্রচারের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপর বর্তায়। সেই লক্ষ্যে সরকারী নির্দেশে দপ্তরসমূহ তাহাদের নিজস্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানপূর্বক নোটিশ বোর্ডে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। তথ্য কমিশন সকল দপ্তরের নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিয়াছে। জেলা প্রশাসনের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও জেলার বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম প্রদর্শন করা হইয়াছে। তদুপরি সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম জনসম্মুখে প্রদর্শন করিবার জন্য সকল দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। (খ) সারা দেশের ন্যায় নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত সোনারগাঁ উপজেলায়ও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২০ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
১২০। জনাব এ বি এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান) (লক্ষ্মীপুর-৪)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- বেসরকারী গণমাধ্যমসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সম্প্রতি সরকার একটি খসড়া সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছে। এই নীতিমালা বাস্তবায়িত হইলে সংবাদপত্রসহ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে কিনা; উত্তর হাঁ হইলে, উক্ত খসড়া নীতিমালা বাতিলের কোন পরিকল্পনা সরকারের রহিয়াছে কিনা?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন নীতি প্রণয়নের প্রশ্নই উঠে না। তবে গণমাধ্যম যাহাতে জনগণের ব্যক্তিঅধিকার নিশ্চিত করিয়া গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাইতে পারে এইজন্য একটি সম্প্রচার নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনা করিয়া এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে। কোন নীতিমালা চূড়ান্তভাবে জারি না হইলে খসড়া পর্যায়ে কোন নীতিমালা বাতিল করিবার সুযোগ নাই।

মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২০ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
১২৫। জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারের আগামী ১ বছরে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা আছে কিনা; থাকিলে, তাহা কি; না থাকিলে, তাহার কারণ কি; এবং (খ) ঢাকাস্থ সকল সরকারী/ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, টেলিভিশন চ্যানেল এবং প্রচার সংখ্যার শীর্ষ দেশের ৩০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা অফিসে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী, ই-মেইল ঠিকানা/ যোগাযোগের মাধ্যম কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন হইতে আগামী ১ বছরে প্রচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন করা হইয়াছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১৮ কোটি এসএমএস প্রদান, টেলিভিশনে ২০০০ মিনিট ফ্লু প্রদর্শন, ১২টি ওয়ার্কশপ সেমিনার ও ৬০টি জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন ও ০২টি নাটিকা প্রচার করা হইবে। ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রায় ২১ কোটি এসএমএস প্রেরণ, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ফ্লু প্রদর্শন, ৫৩ টি জেলা ও ৪ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হইয়াছে এবং ১৭০৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়াছে। (খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২ (খ) ধারা অনুসারে কেবল সরকারী সংস্থা ও সরকারী বা বিদেশী অর্থ সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উক্ত আইনের আওতাভুক্ত। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত নয়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করিয়াছে তাহাদের নাম সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এবং তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) পাওয়া যাইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২০ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
১২৬। জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তথ্য অধিকার আইনটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার বান্ধবনীতি নির্ধারণী কর্মকর্তার একটি প্যানেল চাহিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হইবে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইনটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকারবান্ধব নীতি-নির্ধারণী কর্মকর্তার একটি প্যানেল চাহিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিবার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। তবে তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধিমালা, ২০১০ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং প্রচার করিবার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২০ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
*৩৭৩। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য সকল টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতিদিন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রচার বাধ্যতামূলক করিয়া সম্প্রচার নীতিমালা চূড়ান্ত করিবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন হইতে আগামী ১ বছরে প্রচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন করা হইয়াছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে তথ্য অধিকার বিষয়ক ফ্রল প্রদর্শন, জারি গান/নাটিকা প্রচারের পরিকল্পনা তথ্য কমিশনের রহিয়াছে। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহে অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই প্রেক্ষিতে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের কোন বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার বাধ্যতামূলক করিবার কোন অভিপ্রায় সরকারের নাই। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনা করিয়া যুগোপযোগী সম্প্রচার নীতিমালা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হইবে। (খ) তথ্য অধিকার আইনটি প্রচারে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ ৫টি চ্যানেলকে আগামী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে সনদসহ পুরস্কৃত করা হইবে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য সকল টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতিদিন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রচার বাধ্যতামূলক করিয়া সম্প্রচার নীতিমালা চূড়ান্ত করিবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন হইতে আগামী ১ বছরে প্রচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন করা হইয়াছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে তথ্য অধিকার বিষয়ক ফ্রল প্রদর্শন, জারি গান/নাটিকা প্রচারের পরিকল্পনা তথ্য কমিশনের রহিয়াছে। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহে অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই প্রেক্ষিতে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের কোন বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার বাধ্যতামূলক করিবার কোন অভিপ্রায় সরকারের নাই। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনা করিয়া যুগোপযোগী সম্প্রচার নীতিমালা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হইবে। (খ) তথ্য অধিকার আইনটি প্রচারে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ ৫টি চ্যানেলকে সনদ প্রদানসহ পুরস্কৃত করিবার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নাই। ভবিষ্যতে বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ১০ জুলাই, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১৯০৭। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দেশের সকল সরকারী বেসরকারী এবং অন্যান্য সংস্থায় তথ্য সরবরাহে প্রতিটি তথ্য ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পন্ন হইয়াছে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দেশের সকল সরকারী বেসরকারী এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ কার্যক্রম আংশিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এখন পর্যন্ত সকল স্তরের সকল তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় নাই। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই বিষয়ে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছে। অচিরেই প্রতিটি তথ্য ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পন্ন হইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ১০ জুলাই, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
৬৬৫। জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) ইহা সত্য কিনা যে, তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী সারা দেশে প্রতিটি তথ্য ইউনিটে তথ্য সরবরাহে এখনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয় নাই; উত্তর হাঁ-সূচক হইলে, অবিলম্বে তাহার কারণসহ দায়ীদের চিহ্নিত করা হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে, তাহার কারণ কি ; এবং (খ) উক্ত গাফিলতিতে জড়িত ও দায়ীদের আইনানুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে, তাহার কারণ কি?	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী তথ্য প্রদান ইউনিটে তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ আংশিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের পক্ষ হইতে হইতে নানাবিধ প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। সারা দেশে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে পত্রের মাধ্যমে তাগিদ প্রদান, মতবিনিময় ও আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজন, মোবাইলে এসএমএস প্রদান ও টেলিভিশন স্ক্রলের মাধ্যমে প্রচারণা এবং ওয়েবসাইটে আইন ও বিধি-বিধান উল্লেখ করিয়া ব্যাপক প্রচারণা চালানোর ফলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতোমধ্যে ৮,৯২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, এইরূপ প্রচারণা অব্যাহত থাকিলে এবং জনগণের মধ্য হইতে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হইলে সকল কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অধিকতর আন্তরিক হইবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এখন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় নাই। এ বিষয়ে সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। অচিরেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পন্ন হইবে। (খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি নতুন প্রণীত আইন বিধায় এই আইনটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কিছুটা সময় প্রয়োজন। শুধু শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ইহার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের মাঝে চাহিদা তৈরি হইলে সকলের দায়িত্বশীলতায় আইনটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হইবে। অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইনে জরিমানা করার বিধান থাকায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২৬ জুন, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১২৯৮। বেগম ফরিদুন্নাহার লাইলী (মহিলা আসন-১৮)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য কমিশনের মাধ্যমে দেশের জনগণ কি কি সুবিধা পাইতেছে; এই কমিশন গঠন হওয়ার পর এই পর্যন্ত কতটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে; এর মধ্যে কতটি নিষ্পত্তি হইয়াছে?	তথ্য কমিশন গঠনের পর হইতে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই আইন প্রণয়নের ফলে জনগণ যে কোন সরকারী দপ্তরে ও সরকারী বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী দপ্তরে আইনের বিধান অনুসরণ করিয়া তথ্য পাইতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হইয়াছে এবং জনগণের অর্থে পরিচালিত দপ্তরসমূহের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা হইয়াছে। তথ্য কমিশন গঠন হওয়ার পর হইতে কমিশনের নিকট এই পর্যন্ত মোট ৫৭ টি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে ৩২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হইয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২৬ জুন, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১৩৪৯। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) ইহা সত্য কিনা যে, তথ্য অধিকার আইন, অনুযায়ী অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়ায় কেউ কেউ তথ্য কমিশনে জড়িত ও দায়ীদের শাস্তির দাবি জানাইয়া আবেদন করিতেছে; উত্তর হাঁ-সূচক হইলে, এই পর্যন্ত আবেদনকারীদের প্রদত্ত নাম-ঠিকানাসহ আবেদনের পূর্ণ বিবরণ কি; এবং (খ) উক্ত কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) সত্য নহে। তবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা মোতাবেক তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন। তথ্য কমিশনে এই রূপ ৫৭ টি অভিযোগ দায়ের হইলে ইতোমধ্যে ৩২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে এবং অন্যান্য অভিযোগসমূহ কমিশনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রহিয়াছে। (খ) তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী নয়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন অমান্যকারী ও তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রহিয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২০১১ সালের ২৬ জুন, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
৪৫১। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত তফসিলি ব্যাংকসহ সকল সরকারী/বেসরকারী ব্যাংকের শাখাসমূহে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের সংখ্যা কত; ও উপজেলা-ওয়ারী উহার হিসাব কি ?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত তফসিলি ব্যাংকসমূহের মধ্যে ১টি ব্যাংকে (গ্রামীণ ব্যাংক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ১ জন আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২০১১ সালের ২৬ জুন, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
৪৫২। জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য কমিশনের জনবল নিয়োগ সম্পর্কিত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হইয়াছে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি; এবং (খ) উক্ত কমিশনে চাকুরিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত আবেদনকারীর সংখ্যা ও পদ-ওয়ারী হিসাব কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য কমিশনে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়াটি দুইভাবে সম্পন্ন হইতেছে। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য তথ্য কমিশন হইতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলমান আছে। আশা করা যায় চলতি বছরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। (খ) তথ্য কমিশনে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ১৯ ক্যাটাগরির ৩৬ টি পদের বিপরীতে মোট ২২১৫টি আবেদন দাখিল হইয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২৬ জুন, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর																																																																																																					
৪৫৪। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) সারাদেশে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য ইউনিটে তথ্য সরবরাহে সহকারি কমিশনার(ভূমি) ও সাব-রেজিস্টার অফিসসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের জেলা ওয়ারী হিসাব কি; এবং	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে একজন করিয়া তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা থাকার কথা। সেই অনুসারে দেশের সকল সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও সাব-রেজিস্টার অফিসসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ থাকার কথা। তবে তথ্য কমিশনের ডাটাবেইজ অনুসারে সারা দেশে সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও সাব-রেজিস্টার অফিসসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের জেলা-ওয়ারী হিসাব নিম্নরূপঃ <table> <tr> <th rowspan="2">জেলার নাম</th> <th colspan="2">দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)</th> </tr> <tr> <th>সহকারী কমি (ভূমি) অফিস</th> <th>সাব-রেজিস্টার অফিস</th> </tr> <tr><td>ঢাকা</td><td>০</td><td>০</td></tr> <tr><td>মানিকগঞ্জ</td><td>০</td><td>২</td></tr> <tr><td>নারায়নগঞ্জ</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>গাজীপুর</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>মাদারীপুর</td><td>০</td><td>১</td></tr> <tr><td>গোপালগঞ্জ</td><td>২</td><td>০</td></tr> <tr><td>রাজবাড়ী</td><td>০</td><td>৫</td></tr> <tr><td>শরীয়তপুর</td><td>৩</td><td>০</td></tr> <tr><td>ময়মনসিংহ</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>শেরপুর</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>নেত্রকোনা</td><td>২</td><td>০</td></tr> <tr><td>নওগাঁ</td><td>০</td><td>১</td></tr> <tr><td>চাঁপাইনবাবগঞ্জ</td><td>২</td><td>০</td></tr> <tr><td>রাজশাহী</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>পাবনা</td><td>৫</td><td>০</td></tr> <tr><td>নাটোর</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>সিরাজগঞ্জ</td><td>৬</td><td>০</td></tr> <tr><td>নীলফামারী</td><td>২</td><td>০</td></tr> <tr><td>লালমনিরহাট</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>কুমিল্লা</td><td>০</td><td>১</td></tr> <tr><td>বান্দরবন</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>নোয়াখালী</td><td>২</td><td>০</td></tr> <tr><td>চাঁদপুর</td><td>১</td><td>৫</td></tr> <tr><td>ঝিনাইদহ</td><td>৪</td><td>২</td></tr> <tr><td>কুষ্টিয়া</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>যশোর</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>চুয়াডাঙ্গা</td><td>০</td><td>২</td></tr> <tr><td>বরিশাল</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>ভোলা</td><td>১</td><td>০</td></tr> <tr><td>সুনামগঞ্জ</td><td>২</td><td>০</td></tr> <tr><td>মোট সংখ্যা</td><td>৪৪</td><td>১৯</td></tr> </table>	জেলার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)		সহকারী কমি (ভূমি) অফিস	সাব-রেজিস্টার অফিস	ঢাকা	০	০	মানিকগঞ্জ	০	২	নারায়নগঞ্জ	১	০	গাজীপুর	১	০	মাদারীপুর	০	১	গোপালগঞ্জ	২	০	রাজবাড়ী	০	৫	শরীয়তপুর	৩	০	ময়মনসিংহ	১	০	শেরপুর	১	০	নেত্রকোনা	২	০	নওগাঁ	০	১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২	০	রাজশাহী	১	০	পাবনা	৫	০	নাটোর	১	০	সিরাজগঞ্জ	৬	০	নীলফামারী	২	০	লালমনিরহাট	১	০	চট্টগ্রাম	১	০	কুমিল্লা	০	১	বান্দরবন	১	০	নোয়াখালী	২	০	চাঁদপুর	১	৫	ঝিনাইদহ	৪	২	কুষ্টিয়া	১	০	যশোর	১	০	চুয়াডাঙ্গা	০	২	বরিশাল	১	০	ভোলা	১	০	সুনামগঞ্জ	২	০	মোট সংখ্যা	৪৪	১৯
জেলার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)																																																																																																					
	সহকারী কমি (ভূমি) অফিস	সাব-রেজিস্টার অফিস																																																																																																				
ঢাকা	০	০																																																																																																				
মানিকগঞ্জ	০	২																																																																																																				
নারায়নগঞ্জ	১	০																																																																																																				
গাজীপুর	১	০																																																																																																				
মাদারীপুর	০	১																																																																																																				
গোপালগঞ্জ	২	০																																																																																																				
রাজবাড়ী	০	৫																																																																																																				
শরীয়তপুর	৩	০																																																																																																				
ময়মনসিংহ	১	০																																																																																																				
শেরপুর	১	০																																																																																																				
নেত্রকোনা	২	০																																																																																																				
নওগাঁ	০	১																																																																																																				
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২	০																																																																																																				
রাজশাহী	১	০																																																																																																				
পাবনা	৫	০																																																																																																				
নাটোর	১	০																																																																																																				
সিরাজগঞ্জ	৬	০																																																																																																				
নীলফামারী	২	০																																																																																																				
লালমনিরহাট	১	০																																																																																																				
চট্টগ্রাম	১	০																																																																																																				
কুমিল্লা	০	১																																																																																																				
বান্দরবন	১	০																																																																																																				
নোয়াখালী	২	০																																																																																																				
চাঁদপুর	১	৫																																																																																																				
ঝিনাইদহ	৪	২																																																																																																				
কুষ্টিয়া	১	০																																																																																																				
যশোর	১	০																																																																																																				
চুয়াডাঙ্গা	০	২																																																																																																				
বরিশাল	১	০																																																																																																				
ভোলা	১	০																																																																																																				
সুনামগঞ্জ	২	০																																																																																																				
মোট সংখ্যা	৪৪	১৯																																																																																																				

প্রশ্ন	উত্তর
(খ) উক্ত আইনানুযায়ী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত সকল সহকারি কমিশনার (ভূমি) এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি, টেলিফোন (যদি থাকে)/সেলফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা কি?	(খ) ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থিত সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে তথ্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত/আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি, টেলিফোন/ সেলফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানার মধ্যে তথ্য কমিশনে শুধু আড়াইহাজার উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য রহিয়াছে যাহা নিম্নরূপঃ ১) মোহাম্মদ কবির উদ্দিন সহকারি কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। ফোনঃ ৫৬১০৩/০১৭১৮-৫৭৫১৮৮ ই-মেইলঃ শখনর৭.১৫৫১০২@খুদাউ.পড়স ২। এস, এম আনহারুজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিস, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। ফোনঃ ০৬৭২২-৫৬১০১/০১৭১২-২৬৯২৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২৬ জুন, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
৪৭৮। জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়াদীন তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের সংখ্যা কত; এবং (খ) ঢাকা মহানগরস্থ সকল সরকারী ও শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী ৫০টি হাসপাতালে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) ২০ জুন ২০১১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়াদীন তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৮২ জন এবং আপীল কর্তৃপক্ষের সংখ্যা ৬৪ জন। (খ) ঢাকা মহানগরস্থ সকল সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের কোন পরিসংখ্যান এই পর্যন্ত তথ্য কমিশনে সংরক্ষিত নাই।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ০৭ জুন, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১৯২। জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) ইহা সত্য কিনা, পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্তকরণের সুপারিশ প্রেরণ করা হইয়াছে; উত্তর হাঁ-সূচক হইলে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে প্রেরণকৃত সুপারিশটির পূর্ণ বিবরণ কি; এবং (খ) দেশের সকল সরকারী/বেসরকারী কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) হ্যাঁ, সত্য। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রেরণকৃত প্রস্তাব ও সুপারিশটি পরিশিষ্ট -ক-তে সংযুক্ত করা হইয়াছে। (খ) দেশের সকল সরকারী/বেসরকারী কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয় নাই। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেশে ৫৪ টি সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে সরকারী/বেসরকারী কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেওয়া হইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ০৭ জুন, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১৯৩। জনাব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- ইহা সত্য কিনা তথ্য কমিশন যত কঠোর ও শক্তিশালী হইবে দেশ তত দুর্নীতিমুক্ত হইবে। উত্তর হ্যাঁ-সূচক হইলে, আগামীতে তথ্য কমিশনকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব পাওয়ায়, তদুপরি জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা তথা প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ন করা হইয়াছে। আইনটি আক্ষরিক অর্থে (রহঃ স্বঃঃবৎঃঃ ২৫২৩ঃঃঃ) বাস্তবায়িত হইলে দেশে দুর্নীতিহ্রাসের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত হইবে। তথ্য কমিশন-কে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করিবার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানসহ জনবল নিয়োগ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও যানবাহন সংগ্রহ, নিজস্ব ভবন নির্মাণ, তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় বিধি/প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশসহ তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগ কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত (ইউ সড়ঃঃডু) তথ্য প্রকাশের নিমিত্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করিতেছে। তথ্য কমিশন-কে শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত বর্তমান সরকার ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ০৭ জুন, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রস্তুত

প্রশ্ন	উত্তর
*৬২৮। মমতাজ বেগম (মহিলা আসন-২১): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হইয়াছে। উক্ত আইনের আওতায় সাধারণ মানুষ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইয়াছেন কিনা; হইলে, উহা দূর করিবার জন্য বর্তমানে এই আইনের কোন অংশ সংশোধন বা সংযোজন করিবার প্রয়োজন আছে কিনা?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিবন্ধকতা নিম্নে উল্লেখ করা হইল : ● তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হইতেছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে তৃণমূল জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস ও ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা না থাকা সর্বস্তরের জনগণকে তথ্য অধিকার এবং ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পৌঁছাইয়া দেওয়া একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। ● তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেইজ ব্যবস্থার প্রবর্তন অর্থাৎ ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করিতে না পারা এবং দক্ষ জনবলের অভাব বড় প্রতিবন্ধকতা। ● তথ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫ (১) অনুসারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বা স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশে কর্মকর্তাদের নেতিবাচক মানসিকতা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। ● দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সফলতার সাথে দায়িত্বপালন ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের সচেতনতা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বিদ্যমান আইনটির প্রয়োগ প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে। ভবিষ্যতে এই আইনের কার্যকারিতা ও ফলপ্রসূতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সংশোধন ও সংযোজনের বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ০৭ জুন, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*৬৪৬। জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার (রংপুর-১): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) ইহা সত্য কিনা বিশ্বে যে সমস্ত দেশ তথ্য অধিকার আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিয়াছে সে সকল দেশে সবচাইতে কত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। উত্তর হাঁ-সূচক হইলে, অবিলম্বে বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করিতে আইনটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে আগামীতে ব্যাপকভিত্তিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে কিনা; হইলে, গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি; এবং (খ) কবে নাগাদ উক্ত আইনটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হইবে; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) হ্যাঁ, সত্য। তথ্য অধিকার আইনটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে আগামীতে যেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে তাহা নিম্নরূপঃ ১. সকল সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিতকরণ; ২. জনঅবহিতকরণ সভা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করণ; ৩. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আর্থিক ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান; (খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় আইনটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ১৮ জুন, শনিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ২৪ মে ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর																								
*৬১। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারের আগামী ০১ (এক) বছরে সুনির্দিষ্ট কোনো কর্ম পরিকল্পনা আছে কিনা; থাকিলে সেটি কি; না থাকিলে, তাহার কারণ কি; এবং (খ) দেশের সকল সরকারী/বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী, ফোন/সেলফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানার তালিকা কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকার ২০১১ সনে নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন : <table><tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিষয়</th><th>কর্ম পরিকল্পনা (২০১১ বৎসর)</th><th>এই পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th></tr><tr><td>০১</td><td>জেলা পর্যায়ে জন অবহিতকরণ সভা</td><td>৬১ টি</td><td>৪৩ টি।</td></tr><tr><td>০২</td><td>প্রশিক্ষণ</td><td>৪৩৬৮ জন</td><td>৮৪৪ জন।</td></tr><tr><td>০৩</td><td>জনবল নিয়োগ</td><td>১০০% তথ্য কমিশনের অনুমোদিত মোট জনবল ৭৬ জন।</td><td>বর্তমানে ১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে ও সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।</td></tr><tr><td>০৪</td><td>তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন</td><td>১০০%</td><td>আশা করা যায় জুন, ২০১১ সনের মধ্যে সার্ভার স্টেশন স্থাপন সম্ভব হইবে।</td></tr><tr><td>০৫</td><td>তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ</td><td>নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হইতে আগারগাঁ প্রশাসনিক এলাকায় ০.৩৫ একর জমি সম্বলিত ১৭/বি নম্বর প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে।</td><td>অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থ বছর হইতে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।</td></tr></table> তথ্য প্রচার ও প্রকাশ কার্য পরিকল্পনা : তথ্য কমিশন নিজ উদ্যোগে এবং সরকারী-বেসরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পন্সিবিলিটি এর আওতায় বেসরকারী টেলিফোন অপারেটর গ্রামীণ ফোন ও রবির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে বিনা অর্থে এই আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করণের জন্য ইতিমধ্যে ৮ (আট) কোটিরও অধিক এসএমএস প্রেরণ করিয়াছে। (খ) এই পর্যন্ত ৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে (সংলগ্নী-ক)। আশা করা যাইতেছে অচিরেই পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যাইবে। এই সংক্রান্ত সকল তথ্যই নিয়মিতভাবে কমিশনের ওয়েবসাইট (www.infocom.gov.bd)-এ হালনাগাদ করণ করা হইতেছে। দেশের সরকারী-বেসরকারী দপ্তর, কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে এই পর্যন্ত (মে, ২০১১ খ্রিঃ) ৮০২০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের নাম, পদবী, ফোন/সেল ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ওয়েব সাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।	ক্রমিক নং	বিষয়	কর্ম পরিকল্পনা (২০১১ বৎসর)	এই পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	০১	জেলা পর্যায়ে জন অবহিতকরণ সভা	৬১ টি	৪৩ টি।	০২	প্রশিক্ষণ	৪৩৬৮ জন	৮৪৪ জন।	০৩	জনবল নিয়োগ	১০০% তথ্য কমিশনের অনুমোদিত মোট জনবল ৭৬ জন।	বর্তমানে ১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে ও সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।	০৪	তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন	১০০%	আশা করা যায় জুন, ২০১১ সনের মধ্যে সার্ভার স্টেশন স্থাপন সম্ভব হইবে।	০৫	তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ	নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হইতে আগারগাঁ প্রশাসনিক এলাকায় ০.৩৫ একর জমি সম্বলিত ১৭/বি নম্বর প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে।	অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থ বছর হইতে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।
ক্রমিক নং	বিষয়	কর্ম পরিকল্পনা (২০১১ বৎসর)	এই পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি																						
০১	জেলা পর্যায়ে জন অবহিতকরণ সভা	৬১ টি	৪৩ টি।																						
০২	প্রশিক্ষণ	৪৩৬৮ জন	৮৪৪ জন।																						
০৩	জনবল নিয়োগ	১০০% তথ্য কমিশনের অনুমোদিত মোট জনবল ৭৬ জন।	বর্তমানে ১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রেষণে ও সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।																						
০৪	তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন	১০০%	আশা করা যায় জুন, ২০১১ সনের মধ্যে সার্ভার স্টেশন স্থাপন সম্ভব হইবে।																						
০৫	তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ	নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হইতে আগারগাঁ প্রশাসনিক এলাকায় ০.৩৫ একর জমি সম্বলিত ১৭/বি নম্বর প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে।	অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থ বছর হইতে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।																						

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২৯ মার্চ, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*২৫৮৯। জনাব আবদুলহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য কমিশনের নিজস্ব জায়গায় স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণে কোন উদ্যোগ নিয়াছে কিনা; না হইলে তার কারণ কি; এবং (খ) উক্ত কমিশনের কাজে গতিশীলতা ফিরাইয়া আনিতে অবিলম্বে অনুমোদিত জনবল নিয়োগে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ, না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) তথ্য কমিশনের অনুকূলে একটি জমি বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হইবে। (খ) তথ্য কমিশনের কাজে গতিশীলতা ফিরাইয়া আনার জন্য অনুমোদিত জনবল নিয়োগের কার্যকর ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে জনবল নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। কয়েকটি প্রযোজ্য পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে সরকারী কর্ম কমিশনে পত্র দেওয়া হইয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ১৪ মার্চ, সোমবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১৯৭২। জনাব আবদুলহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- (ক) তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানসিক বিকাশে অটিজম শিশুসহ সকল শিশুদের জন্য অবিলম্বে একটি পৃথক টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে, তাহার কারণ কি; এবং (খ) তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য প্রকাশে নির্দেশ দেওয়া হইবে কিনা; দেওয়া হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী (ক) বর্তমান পর্যায়ে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানসিক বিকাশে অটিজম শিশুসহ সকল শিশুদের জন্য একটি পৃথক টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা নাই। একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য অনেক লোকবল ও অর্থের প্রয়োজন। তাই পৃথক পৃথক বিষয় নিয়া পৃথক পৃথক টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ ব্যাপার। ইতিমধ্যে বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড ও সংসদ বাংলাদেশ নামে ০৩ (তিন)টি পৃথক পৃথক সরকারী টিভি/টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠাপূর্বক পরিচালনা করা হইতেছে। ইহাছাড়া উন্নয়ন চ্যানেল নামে বিটিভিতে একটি চ্যানেল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কার্যক্রম চলিতেছে। (খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারার বিধানমতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তদানুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের পরিকল্পনা হাতে নিয়াছে : ০১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ০২। তথ্য মন্ত্রণালয় ০৩। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ০৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ০৫। সেতু বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় উক্ত ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয়ে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিমধ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের পরিকল্পনা প্রণীত হইয়াছে। অন্য ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুরূপ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইতেছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ১৪ মার্চ, সোমবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
৭৫৮। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়নগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- ইহা সত্য কিনা কমপক্ষে ৮০টি এনজিও তথ্য অধিকার আইন পাসের আন্দোলনে অংশ নিয়াছিল। উত্তর হ্যাঁ সূচক হইলে আন্দোলনে অংশ নেয়া এনজিওগুলির নাম, প্রধান নির্বাহী ও তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীলকারী কর্তৃপক্ষের নাম, ফোন/সেলফোন নম্বরসহ তাহাদের ডাক-ঠিকানা কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন ৮০টি বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) আন্দোলনের ফসল- এই তথ্যটি সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্য-বাধকতা, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, সুশীল সমাজ এবং এনজিওসমূহের দাবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক, বাক-স্বাধীনতা, নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করিবার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করিয়া তথ্য কমিশন গঠন করিয়াছে। ইতোমধ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (ঘএঙ) থেকে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত ১৪৬৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (ঘএঙ) গুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীলকারী কর্তৃপক্ষের নাম, ফোন, মোবাইল নম্বর তথ্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইটে সংরক্ষিত আছে (website address : www.Info.com.gov.bd)/

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ২৭ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
*৫৪। জনাব মোস্তাক আহমেদ রুহী (নেত্রকোণা-১): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করিতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ইলেক্ট্রনিক ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করা হইবে কিনা; হইলে কবে নাগাদ বাস্তবায়ন করা হইবে?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করিতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ইলেক্ট্রনিক ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন করিবার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা রহিয়াছে। ইহা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হইবে। ইহা বাধ্যতামূলক করিবার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর
(মূলতঃ ২৭ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের জন্য নির্ধারিত ছিল)

প্রশ্ন	উত্তর
*১১০। সাধনা হালদার (মহিলা আসন-৩২)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য অধিকার আইন পাস এবং কার্যকর করা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে কিনা?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রধানগণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ সমন্বয়ে দেশের ৩৩টি জেলায় জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হইয়াছে। তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী 'রবি' ও 'গ্রামীণফোন' এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিয়াছে যাহার অনুবৃত্তিক্রমে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝগঝা প্রেরণ করা হইতেছে, বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারণা চালানো হইতেছে। ইহা ছাড়াও তথ্য কমিশন নিজ উদ্যোগে ০২টি পুস্তিকা ও ০১টি লিফলেট প্রকাশ করিয়াছে যাহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হইতেছে। তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে কমিশন কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা সম্পন্ন করিয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১০ সালের ১৩ ডিসেম্বর, সোমবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

	উত্তর
২০৩। জনাব মোস্তাক আহমেদ রুহী (নেত্রকোনা-১) : তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করিতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করা হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ বাস্তবায়ন করা হইবে?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ গত ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর হইয়াছে। উক্ত আইনের ৫ (২) উপধারা অনুযায়ী যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত সেই সকল তথ্য প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যুক্তিসংগত সময় সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর ৭ নং বিধিতে প্রতিটি কর্তৃপক্ষে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও প্রাপ্তির জন্য, ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, ইন্টারনেট সংযোগ সার্বক্ষণিক সচল রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। তথ্য কমিশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এটুআই প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সহায়তায় পর্যায়ক্রমে প্রতিটি কর্তৃপক্ষে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হইলে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিবে এবং শীঘ্রই এ বিষয়টি নিশ্চিত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১০ সালের ১৩ ডিসেম্বর, সোমবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
২০৭। জনাব আব্দুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ- ৩) : তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে গাফিলতি, শিথিলতা ও অনীহা প্রদর্শনকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করিয়া অবিলম্বে আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে তাহার কারণ কি? আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি সরকারী বেসরকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবে মর্মে বিধান রহিয়াছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব এবং সকল জেলা প্রশাসককে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য পত্র দিয়াছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও জেলা হতে কয়েক হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামসহ চাহিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে এবং তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ ও ওয়েবসাইটে তা অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া পাওয়া যাইতেছে। আশা করা যায়, চলতি অর্থ বছরের মধ্যেই উলেখযোগ্য সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা পাওয়া যাইবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নামসহ অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তির গতি তরাশিত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিব ও জেলা প্রশাসকগণকে পুনরায় তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল সংস্থার নিকট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা চাওয়া হইয়াছে তাহারা সকলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা প্রেরণ করিতেছেন বিধায় অদ্যাবধি কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাকে শাস্তির আদেশ দেওয়া হয় নাই। পর্যায়ক্রমে সকল সংস্থা হইতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি পাওয়া যাইবে বলিয়া তথ্য কমিশন বিশ্বাস করে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১০ সালের ১৪ জুলাই, বুধবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১৮২৮। বেগম সুলতানা বুলবুল (মহিলা আসন-৩৪): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে এই পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোন নাগরিক তথ্য জানিতে চাহিয়া আবেদন করিয়াছেন কিনা?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা মোতাবেক প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রহিয়াছে। সেই মোতাবেক এই পর্যন্ত নিয়োগকৃত ১৮৮৯জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তথ্য, তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mda.gov.bd) সংযোজিত হইয়াছে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট কতটি আবেদন জমা হইয়াছে এই মুহূর্তে সে তথ্য মন্ত্রণালয়ে নাই। তবে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপ করার মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১০ সালের ১৪ জুলাই, বুধবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১৮৩৬। জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার (রংপুর-১)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- ইহা সত্য কিনা যে, কিছু টেকনিক্যাল কারণে তথ্য অধিকার বিধিমালা বিতরণ করা হয়নি; উত্তর হ্যাঁ সূচক হইলে, উক্ত টেকনিক্যাল কারণগুলি কি; এবং তাহা কবে নাগাদ সমাধান করা হইবে?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩৩ ধারার আলোকে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয় এবং ২৭ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত বিধিমালার ৬নং বিধিতে সংশোধনীর আবশ্যিকতা পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহা সংশোধনপূর্বক ০৭ মার্চ, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় সংশোধিত বিধিমালা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর বরাবর বিধিমালার কপি প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে ওয়েবসাইট www.moi.gov.bd -তে দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনে উক্ত ওয়েব সাইট হইতে বিধিমালাটি ডাউনলোড করা যাইবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১০ সালের ০৩ অক্টোবর, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*৫১৪। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়ণগঞ্জ-৩)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি, ইহা সত্য কিনা যে, দিনবদলে জনগণের ক্ষমতায়নে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। উত্তর হ্যাঁ-সূচক হইলে, আইনটি বাস্তবায়নে সকল গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে কিনা; হইলে, কবে নাগাদ; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জনগণের ক্ষমতায়ন এবং প্রশাসনে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণীত হইয়াছে। আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে ২৫টি জেলা তথা ১. কুমিল্লা ২. গাজীপুর ৩. নারায়ণগঞ্জ ৪. মুন্সীগঞ্জ ৫. মানিকগঞ্জ ৬. রাজবাড়ী ৭. ফরিদপুর ৮. মাগুরা ৯. যশোর ১০. নড়াইল ১১. গোপালগঞ্জ ১২. মাদারীপুর ১৩. নাটোর ১৪. সিরাজগঞ্জ ১৫. নরসিংদী ১৬. বরিশাল ১৭. রংপুর ১৮. মৌলভীবাজার ১৯. হবিগঞ্জ ২০. ঢাকা ২১. চুয়াডাঙ্গা ২২. মেহেরপুর ২৩. কুষ্টিয়া ২৪. নওগাঁ এবং ২৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর করে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে সরাসরি জনগণের সম্মুখে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছে। আইনটি সম্পর্কে জনগণের ও সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভিমত গ্রহণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনার, সরকারী প্রশিক্ষণ একাডেমী, বিভিন্ন এনজিও, নৃ-গোষ্ঠীর সংগঠন, কমিউনিটি রেডিও নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন পত্রিকায় সাক্ষাতকার, সম্পাদকীয়/উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অনুষ্ঠিত টক-শো, আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই)-এর সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা ও মতবিনিময় করা হইয়াছে। চলতি অর্থ বছরে গণমাধ্যমসহ সর্বক্ষেত্রে এই আইনটির ব্যাপক প্রচারের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

২০১০ সালের ৩ জুন, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*৬০। জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার (রংপুর-১): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ে, বিভাগ, বিভাগীয় অফিস ও জেলা অফিসে তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের বিস্তারিত নাম ঠিকানা কি? উক্ত নাম ঠিকানা অবিলম্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে কিনা; না হইলে, তাহার কারণ কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ১০ ধারার বিধানের আলোকে অদ্যাবধি নিয়োগপ্রাপ্ত ১,৫৪১ (এক হাজার পাঁচশত একচলিশ) জন “দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা” এর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mda.gov.bd তে প্রকাশিত হইয়াছে। বদলীকৃত কর্মকর্তার স্থলে নতুন করিয়া যেইসব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পাওয়া যাইতেছে এবং যেইসব সংস্থা হইতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মনোনয়ন দেওয়া হইতেছে তাহা যথারীতি তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। উল্খ্য, তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হইতেছে। আগামী জুন, ২০১০ মাসের মধ্যেই ওয়েব সাইট চালু করা সম্ভব হইবে বলিয়া তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

২০১০ সালের ৩ জুন, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১৩। জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার (রংপুর-১)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- দেশব্যাপী কোন নাগরিক/সাংবাদিক তথ্য চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে কিনা; প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ-সূচক হইলে, তথ্য অধিকার আইনের আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে কিনা?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য কমিশন বাংলাদেশ গত ২রা জুলাই/২০০৯ তারিখ হইতে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড শুরু করিয়াছে। জনগণ তথ্য লাভের আশায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিলপূর্বক তথ্য কমিশনে আবেদনের কপি প্রেরণ করিয়াছে। তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত এইরূপ আবেদনের অনুলিপির সংখ্যা ১৮টি। এইরূপ অনুলিপির ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন হইতে তথ্য অধিকার আইনের বিধান মতে তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য অথবা যে সকল আবেদনের বক্তব্য স্পষ্ট নহে, সে সকল ক্ষেত্রে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হইয়াছে। অদ্যাবধি তথ্য অধিকার আইনের বিধান মতে ০১ (এক)টি মাত্র অভিযোগ তথ্য কমিশনে পাওয়া গিয়াছে। ইধমমসধফবংষ উহারৎডহসবহঃধষ ষধুবিৎ অংৎডপৱধঃৱড়হ এর পক্ষ হইতে এই অভিযোগটি দাখিল করা হইয়াছে যাহা আইনগত প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১০ সালের ৩ জুন, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১৮। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়নগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- ঢাকায় অবস্থিত সরকারের সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগের তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের বিস্তারিত নাম ঠিকানা কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী ঢাকায় অবস্থিত সরকারের যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে অদ্যাবধি তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইয়াছে এমন ৩৬ জনের নাম, পদবী, ফোন নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্যাদি সম্মিলিত তালিকা সংযুক্ত করা হইল (পরিশিষ্ট-ঘ)।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২০১০ সালের ৩ জুন, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
১৯। জনাব আবদুল্লাহ-আল-কায়সার (নারায়নগঞ্জ-৩): তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি- তথ্য কমিশনের অর্গানোগ্রাম কি; অর্গানোগ্রামে অবস্থিত প্রত্যেক কর্মকর্তার দায়িত্বাবলীর বিবরণ, ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের নাম ঠিকানা কি?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী তথ্য কমিশনের জন্য ১৯ জন কর্মকর্তা ও ৫৭ জন কর্মচারীসহ মোট ৭৬টি পদ ইতোমধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিব কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় উক্ত পদ সম্মিলিত অর্গানোগ্রামের ০১টি কপি সংযুক্ত করা হইল (পরিশিষ্ট-ঙ)। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ১৯ জন কর্মকর্তার দায়িত্বাবলীর বিবরণ (পরিশিষ্ট-চ) এবং বর্তমানে তথ্য কমিশন ও কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা (পরিশিষ্ট-ছ) সংযুক্ত করা হইল।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

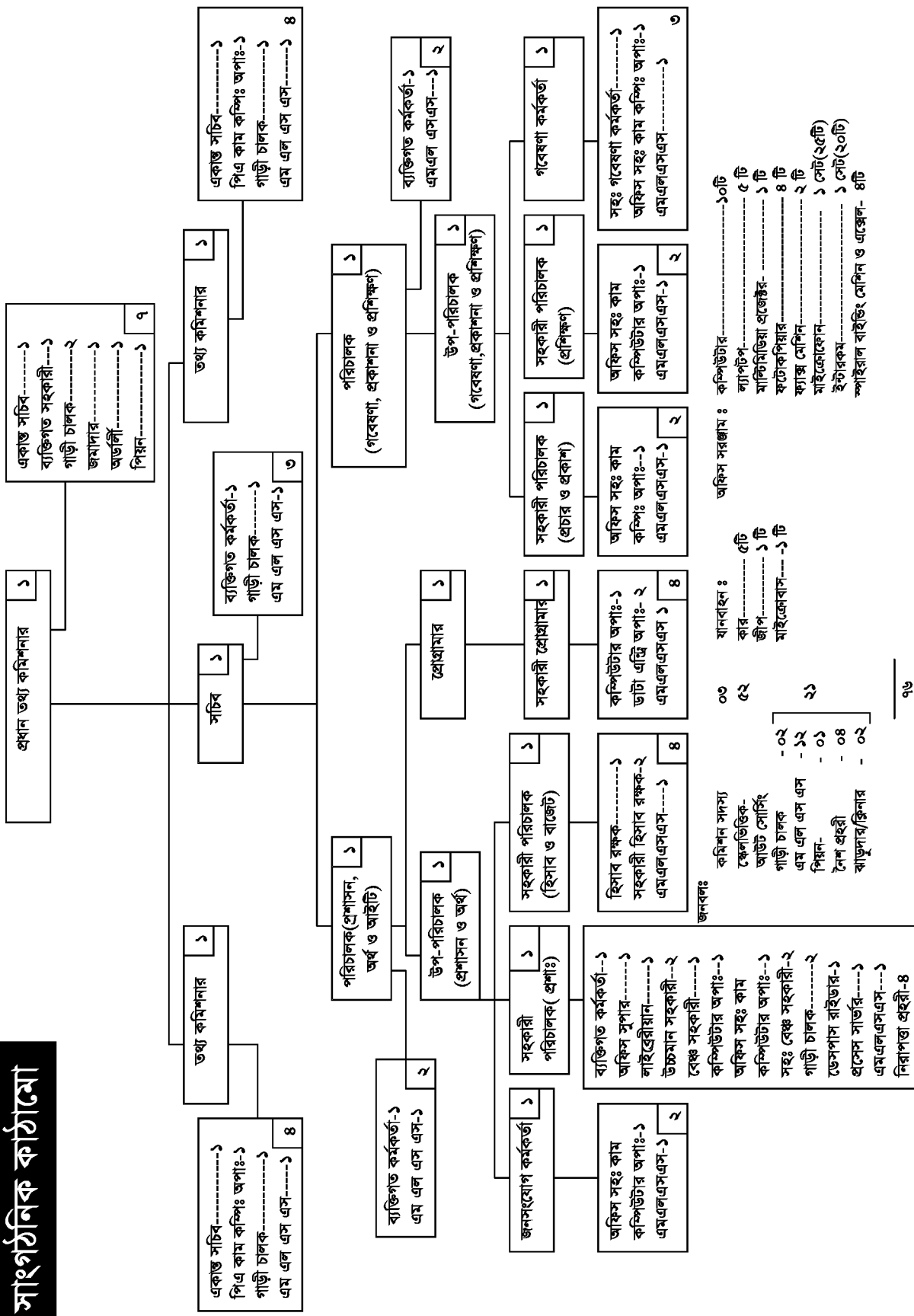
২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
*১০৪২। সাধনা হালদার (মহিলা আসন-৩২)ঃ তথ্য মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করিয়া বর্তমান সরকার সর্বমহলে প্রশংসিত হইয়াছে। দেশের প্রতিটি মানুষের তথ্য জানিবার অধিকার নিশ্চিত করা হইলেও শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হইতেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রহিয়াছে বিটিভি ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলে ইশারা ভাষায় সংবাদ প্রচার করিতে হইবে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য। দেশের সকল টিভি চ্যানেলে ইশারায় সংবাদ প্রচার নিশ্চিত করিতে সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে কিনা?	আবুল কালাম আজাদ, তথ্য মন্ত্রী বাংলাদেশ টেলিভিশন দীর্ঘদিন ধরিয়া ২৫ মিনিট ব্যাপ্তিকালের পাক্ষিক বার্তা শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করিয়া আসিতেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গত ১২ জুলাই ২০০৯ তারিখ হইতে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিদিন বিকাল ৫টায় ৫মিনিট ব্যাপ্তিকালের সংবাদ বুলেটিন প্রচারকালে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা ভাষায় সংবাদ উপস্থাপন করিয়া আসিতেছে। ইহাছাড়া বেসরকারী চ্যানেল দেশ টিভিও ইশারা ভাষায় সংবাদ প্রচার করিতেছে। অন্যান্য টিভি চ্যানেলগুলোকেও ইশারা ভাষায় সংবাদ প্রচারের অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

পরিশিষ্ট - ক
সাংগঠনিক কাঠামো



সাংগঠনিক কাঠামো



পরিশিষ্ট - খ
সিদ্ধান্তপত্র



তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২১/২০১১

অভিযোগকারী : আঃ হাদী, গ্রাম- গোয়ালীমান্দ্রা
অফিসার ইউনিয়ন- হলদিয়া
উপজেলা- লৌহজং
জেলা- মুন্সিগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষ : ১ । ডাঃ মোঃ আব্দুল মালেক মৃধা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ ।

২ । ডাঃ মোঃ শাহজাহান
সিভিল সার্জন, মুন্সিগঞ্জ ।

শুনানীর তারিখ : ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ১৯/০৪/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন ।

(ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স থেকে রোগীদের বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষুধ পাওয়ার সরকারী নিয়মাবলীর কপি ।

(খ) ইউনিয়ন ভিত্তিক কম্যুনিটি হাসপাতাল/FWC তে ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারী সপ্তাহে কতদিন সেবা দেন এবং সেবা প্রদানের সময়সূচীর কপি ।

অভিযোগকারী RTI Act 2009 অনুসারে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন তথ্য না পাওয়ায় গত ০৫/০৭/১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করেন । আপীল করেও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ২৭/০৯/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন । তবে তথ্য কমিশন থেকে সমন দেয়ার পর তাকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত : শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী বিলম্বে হলেও যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন । কাজেই অভিযুক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২৩/২০১১

অভিযোগকারী : উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা), রাস্তা নং-০৩,
বক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ ।

প্রতিপক্ষ : মোঃ আবদুর রহমান
প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা,
(দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ।

শুনানীর তারিখ : ১৭.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ০৯/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলিস্থান, ঢাকা বরাবর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে সকল যাত্রী ছাউনী রয়েছে সেগুলোর কর্তৃপক্ষ কে, তার নাম ও ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্যের কপি, যদি এ সকল যাত্রী ছাউনির কর্তৃপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হয়ে থাকে তাহলে এগুলো তৈরীর উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের নিয়ম সংক্রান্ত তথ্যের কপি, যদি এ সকল যাত্রী ছাউনির কর্তৃপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হয়ে থাকে তাহলে কোন নিয়মের ভিত্তিতে/সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ সকল যাত্রী ছাউনী দোকানদারদের ভাড়া প্রদান করা হয়েছে তার তথ্যের কপি চেয়ে আবেদন করেন । তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন । তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয় ।

শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্য তুলে ধরেন । জবাবে প্রতিপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান যে, তিনি আবেদনকারীর নিকট থেকে ডাকযোগে বা অন্য কোন মাধ্যমে তথ্য প্রদানের জন্য কোন আবেদন পাননি বিধায় তথ্য প্রদান করতে পারেননি । তবে এখন জানার পর তিনি আবেদনকারীকে কাক্ষিত তথ্য প্রদান করতে সম্মত আছেন । তবে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে দিতে হবে বিধায় তিনি কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করেন ।

সিদ্ধান্ত : শুনানী শেষে আগামী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কাক্ষিত তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২৪/২০১১

অভিযোগকারী : উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা), রাস্তা নং-০৩,
বক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ ।

প্রতিপক্ষ : মোঃ আবদুর রহমান
জনসংযোগ কর্মকর্তা,
(দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ।

শুনানীর তারিখ : ১৭.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ২৯/০৭/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলিস্থান, ঢাকা বরাবর ঢাকা শহরের ড্রেন (জলাবদ্ধতা) কত দিন পরপর পরিষ্কার করা হয় তার নিয়মাবলীর কপি এবং বনানী এ-বকের ২৫-নং রাস্তার পাশে যে ড্রেন রয়েছে তা পরিষ্কারের দায়িত্ব কার এবং ড্রেনে অনেক দিন ধরে জলাবদ্ধতার সমস্যা থাকলেও নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না কেন তার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের কপি চেয়ে আবেদন করেন । তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন । তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয় ।

শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্য তুলে ধরেন । জবাবে প্রতিপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান যে, তিনি আবেদনকারীর নিকট থেকে ডাকযোগে বা অন্য কোন মাধ্যমে তথ্য প্রদানের জন্য কোন আবেদন পাননি বিধায় তথ্য প্রদান করতে পারেননি । তবে এখন জানার পর তিনি আবেদনকারীকে কাজ্জিত তথ্য প্রদান করতে ইচ্ছুক আছেন । তবে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে দিতে হবে বিধায় তিনি কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করেন ।

সিদ্ধান্ত : শুনানী শেষে আগামী ৫ (পাচ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কাজ্জিত তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২৫/২০১১

অভিযোগকারী : উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা), রাস্তা নং-০৩,
বক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ ।

প্রতিপক্ষ : জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তা
পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

শুনানীর তারিখ : ২৬.০৬.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ৫/১১/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি বরাবর ২০১০-১১ অর্থ বছরে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক কি কি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার তালিকা এবং কার্যক্রম ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ এবং এলাকার দরিদ্র জনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত কোন কার্যক্রমে অনুদান সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত থাকলে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রদান করা হবে এর নিয়মাবলীর কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত থাকায় অভিযোগের ওপর শুনানী গ্রহণ সম্ভব হয়নি বিধায় পরবর্তী ১৮-০৫-২০১১ তারিখ শুনানীর জন্য পুনঃনির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করা হয়।

কমিশন আদেশ প্রদান করেন এই মর্মে যে, অভিযোগকারীর আবেদনকৃত ২ নং তথ্যের অভিযোগে কি ধরনের অমিল রয়েছে বা কোন কোন তথ্য প্রাপ্ত হননি তা আগামী ২৩/৫/১১ ইং তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনে দাখিল করার জন্য। পরবর্তী তারিখ ০৬.০৬.২০১১।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রতিপক্ষ উপস্থিত মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার তার বক্তব্যে বলেন, অভিযোগকারী গত ০৫.০৯.২০১০ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির যে আবেদন করেছিলেন তা চেয়ারম্যান মহোদয় প্রাপ্ত হন এবং তিনি তা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ১৫.০৯.২০১০ তারিক ডাক ফাইলে প্রেরণ করলে তিনি ছুটিতে থাকার কারণে সহকারীর কাছে আবেদনটি রয়ে যায়। সহকারী তথ্যের আবেদনটি উপস্থাপন না করায় তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও আবেদনটির কথা বিলম্বে জানতে পারেন। আবেদনকারী যে তথ্যটি চেয়েছেন “এলাকার দরিদ্রজনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত কোন কার্যক্রমে অনুদান সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত থাকলে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রদান করা হবে এর নিয়মাবলী” তা আজ স্পষ্টিকরন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরোও বলেন, ২০১০-১১ অর্থ বছরে যে অর্থ সরকার হতে বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে আবেদনকৃত ২য় তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অর্থ বরাদ্দের কথা উল্লেখ নেই। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন থাকলেও এর প্রবিধানমালা এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু গত ৩০ মে, ২০১১ ইং তারিখে স্মারক নং ২৯.২৩৬.০১৬.১৬.৬৬.০১৩.২০১১-৭৯৫ এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর পুনঃঅভিযোগে যাচিত তথ্যের জবাব তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জবাবে উল্লেখ আছে, “এ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক এলাকায় দরিদ্র জনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত কোন কার্যক্রম অনুমোদিত হয়নি বিধায় অনুদান সহায়তা প্রদান করার কোন সিদ্ধান্ত নেই এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কোন নিয়মাবলীর কপি নেই। সাধারণত বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে পরিষদের মাসিক অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকার দরিদ্র জনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সমিতিতে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত : আবেদনকারী যেহেতু তার আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন সেহেতু কমিশন থেকে অভিযোগটিকে নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২৬/২০১১

অভিযোগকারী : উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা), রাস্তা নং-০৩,
বক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ ।

প্রতিপক্ষ : ডা. ফরিদ আহমেদ
পরিচালক (প্রশাসন)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

গুনানীর তারিখ : ১৭.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ০৫/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবর সরকারী ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার কোন নীতিমালা থাকলে তার কপি এবং প্রাইভেট হাসপাতাল পরিচালনার সরকারী নীতিমালার কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

গুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক বলেন যে তিনি সরকারী ডাক্তারদের প্র্যাকটিস করার নীতিমালা ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার নীতিমালা চেয়ে আবেদন ও আপীল দাখিল করলেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। জবাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব ডা. ফরিদ আহমেদ পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, আবেদনকারীর নিকট হতে ডাকযোগে বা অন্য কোন মাধ্যমে তথ্য চেয়ে কোন আবেদন তাঁর দপ্তরে পাওয়া যায়নি বিধায় তিনি কাজ্জিত তথ্য প্রদান করতে পারেননি। আবেদনকারীর কাজ্জিত নীতিমালাটি তিনি সাথে করে এনেছেন এবং এখনই সরবরাহ করতে পারবেন। এছাড়া উক্ত নীতিমালাটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও প্রদর্শন করা আছে। আবেদনকারী নীতিমালাটি গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত : কমিশন রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত পত্র অফিসে না পাবার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামী ৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীর কাজ্জিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২৭/২০১১

অভিযোগকারী : উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা), রাস্তা নং-০৩,
বক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ ।

প্রতিপক্ষ : জনাব আলী আহমেদ,
উপসচিব (প্রশাসন-১) ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা

শুনানীর তারিখ : ১৮.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ০৫/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ‘উপজাতি’-দের কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সর্বশেষ নীতিমালার কপি এবং এই কোটা বাস্তবায়নে সরকারীভাবে কোন মনিটর করা হয় কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তা কিভাবে করা হয় উক্ত নীতিমালার কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

শুনানীকালে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার অভিযোগপত্রের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন। অভিযোগকারীর বক্তব্য শোনার পর প্রতিপক্ষ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আলী আহমেদ, উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, অভিযোগকারীর কোন আবেদন তিনি ডাকযোগে, ই-মেইলে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত হননি বিধায় কাজ্জিত তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তবে কাজ্জিত তথ্য তাঁর নিকট সংরক্ষিত আছে এবং আবেদনকারীকে তিনি তা দিতে পারবেন মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত : শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী এক ব্যক্তি নন এবং এভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা যথাযথ নয়। আবেদনকারীর আবেদন যথাযথ প্রক্রিয়ায় করা হয়নি বিধায় আবেদনকারীকে পুনরায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)

তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)

তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)

প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২৮/২০১১

অভিযোগকারী : মোঃ আব্দুল হাকিম (বনরমী),
গ্রাম : বলিয়ার কাঠি, পোঃ-চাখার,
উপজেলা- বানারীপাড়া, জেলা-বরিশাল ।

প্রতিপক্ষ : জনাব ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া
রেঞ্জ কর্মকর্তা, সদর রেঞ্জ, ভোলা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
উপকূলীয় বন উৎপাদন বিভাগ, ভোলা

শুনানীর তারিখ : ১৮.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ১৮/০৮/২০১০ খ্রিঃ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন উৎপাদন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক ৩০/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখে যে আদেশ প্রদান করেন তার বিরুদ্ধে সচিব, বন মন্ত্রণালয় এর নিকট প্রতিকার চেয়ে যে আবেদন করেন তার আদেশ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আবেদনকারী গত ১৯/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেছেন।

অদ্য শুনানীর তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত থাকায় একতরফা শুনানী দেয়া হয়। প্রতিপক্ষ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ভোলা অঞ্চলের প্রতিনিধি শুনানীতে উপস্থিত হয়ে জানান যে, কাজ্জিত তথ্য ইতোমধ্যে আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : কাজ্জিত তথ্য সরবরাহ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুনরায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ২৯/২০১১

অভিযোগকারী : এ্যাডভোকেট মোঃ সালাহ উদ্দিন বিশ্বাস,
আইন সহায়তা কেন্দ্র,
২য় তলা, থানা রোড, গোদাগাড়ী,
রাজশাহী

প্রতিপক্ষ : ১। মোঃ সিরাজুম মুনির
সচিব,
গোদাগাড়ী পৌরসভা
ও
দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
২। মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
মেয়র
গোদাগাড়ী পৌরসভা
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ।

শুনানীর তারিখ : ১৮.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

আবেদনকারী গত ২৩/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব, গোদাগাড়ী পৌরসভা, রাজশাহী বরাবর আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্তিতে বর্ণিত আয়-ব্যয়ের হিসাব (১৩/০৫/২০০৪ থেকে ২৩/০১/১১ তারিখ পর্যন্ত) ও প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে উন্নয়ন কর্মকা- সম্পাদিত হয়েছে কিনা এই তথ্যসহ আরো ০৩ টি বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ২৭/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে ৩০/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগ করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

শুনানীকালে অভিযোগকারী শপথপূর্বক অভিযোগের বিষয়ে একইরূপ বক্তব্য পেশ করে জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ মেয়র, গোদাগাড়ী পৌরসভা উপস্থিত হয়ে জানান যে, ইতোমধ্যে কাজ্জিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : প্রতিপক্ষ কাজ্জিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। তবে ভবিষ্যতে আইনের বিধান মতে যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করার বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য প্রতিপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩০/২০১১

অভিযোগকারী : নাসিম আহমেদ,
বাড়ী নং-৮, ফ্ল্যাট-বি,
রোড নং-১৯, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯

প্রতিপক্ষ : মোঃ ফজলুল করিম,
প্রকল্প কর্মকর্তা ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
মাধ্যমিক ও
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,
শিক্ষা ভবন, ঢাকা

শুনানীর তারিখ : ১৭.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

আবেদনকারী গত ০৭/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে মোঃ ফজলুল করিম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা বরাবর সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের একটি টেকনিক্যাল অফিসারের পদ রাজস্ব খাতে না নেওয়ার বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের করা তদন্ত প্রতিবেদনের কপি, সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের ৯টি টেকনিক্যাল অফিসারের পদের মধ্যে বাকী ৮টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, প্রকল্পের মেয়াদ শেষে সালেহা খন্দকার কিভাবে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কম্পিউটার অপারেশন সুপার ভাইজার পদে নিয়োগ পেল এ সকল তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য না পাওয়ায় এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পাওয়ায় আবেদনকারী গত ২৫/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে ১৬/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্ত মোঃ ফজলুল করিম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, তিনি অভিযোগকারীর নিকট হতে লিখিত কোন আবেদন পাননি তবে টেলিফোনে অনুরোধ পেয়েছেন। তবে আবেদনকারী অভিযোগ নিয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট গেলে তিনি আবেদনটি গ্রহণ করেননি মর্মে জানান। এ বিষয়টি পত্রের ওপর তিনি নোট করে রেখেছেন মর্মে কমিশনকে দেখান। তবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অস্বীকার করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাজ্জিত তথ্য সাথে করে এনেছেন মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত : কমিশনের মাধ্যমে কাজ্জিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয় এবং আরও কোন তথ্য প্রয়োজন হলে পুনঃআবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে কোন রকম অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা দায়িত্ব এড়ানোর মানসিকতা পরিহার করার জন্য এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩১/২০১১

অভিযোগকারী : উৎপল কান্তি খীসা,

বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা), রাস্তা নং-০৩,

বক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ ।

প্রতিপক্ষ : জনাব নাজমুল হক খান

উপসচিব

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,

ঢাকা ।

শুনানীর তারিখ : ১৮.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ০৫/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর শিক্ষা ক্ষেত্রে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির কোটা সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালার কপি এবং এই কোটা বাস্তবায়নে সরকারীভাবে কোন মনিটর করা হয় কিনা, যদি হয়ে থাকে তা কিভাবে হয় সেই তথ্যের কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগটি আমলে নিয়ে তথ্য কমিশন উভয় পক্ষকে সমন দেয়ার নির্দেশ দেয়ায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

শুনানীকালে অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত অভিযোগের অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্য শোনার পর প্রতিপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হক খান, উপ-সচিব জানান যে, অভিযোগকারীর ডাকযোগে, ই-মেইলে বা অন্য কোন মাধ্যমে কোন আবেদন তিনি প্রাপ্ত হননি বিধায় কাজিফত তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তবে কাজিফত তথ্য তিনি সঙ্গে করে এনেছেন মর্মে কমিশনকে প্রদর্শন করেন।

সিদ্ধান্ত : শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী এক ব্যক্তি নন এবং এভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা যথাযথ নয়। তথাপি আবেদনকারী চাহিত তথ্য প্রাপ্ত হওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য হয় এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)

তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)

তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)

প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩২/২০১১

অভিযোগকারী : রবীন্দ্র নাথ রায়
সিনিয়র শিক্ষক, পথের বাজার মাধ্যমিক
বিদ্যালয়, দীঘলিয়া, খুলনা ।

প্রতিপক্ষ : ১. মোঃ বদিউজ্জামান
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
যশোর শিক্ষা বোর্ড
যশোর ।
২. আজিজুর রহমান সাবু
আইন উপদেষ্টা
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক
শিক্ষা বোর্ড, যশোর ।

শুনানীর তারিখ : ০৪.০৭.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২৮/৭/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যশোর শিক্ষা বোর্ড হতে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় কমিশনে এই আবেদন দাখিল করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক ২৭/৯/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড, যশোর বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ১০০ কর্মদিবস পার হবার পরও চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড তথ্য প্রদান করেননি কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে কমিশনকে অবহিত করেননি। এ কারণে অভিযোগকারী পুনরায় ১০/০১/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশন বরাবর যাচিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগটি আমলে নিয়ে উভয়পক্ষকে সমন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উভয় পক্ষকে সমন দেয়া হয়।

গত ১৮.০৫.২০১১ শুনানীর দিন অভিযোগকারী উপস্থিত থাকলেও প্রতিপক্ষ কোন যোগাযোগ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন। অভিযোগকারীর অনুরোধে কমিশন কর্তৃক তার বক্তব্য শোনা হয়। শুনানীতে জানা যায় যে, আবেদনকারীকে অন্যায়ভাবে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আরবিট্রেশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভুয়া সিদ্ধান্ত দেখিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হলে তিনি আরবিট্রেশন বোর্ডের সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে বারংবার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও এ যাবৎ তাকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। সর্বোপরি কমিশনের সচিব কর্তৃক ২৭/০৯/২০১০ তারিখের স্মারক নম্বর তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৫৪ মূলে পত্র ও আইনের কপি প্রেরণ করা সত্ত্বেও চেয়ারম্যান কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেননি বা যাচিত তথ্যাদি প্রদানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কমিশনের সমন পাওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি শুনানীতে প্রেরণ না করার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তাঁর প্রতি নির্ধারিত দায়িত্ব অবহেলা করেছে। কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান, আদালতের রায়ের মাধ্যমে তিনি চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়েছেন।

পরবর্তী বিগত ১৮-০৫-২০১১ তারিখ পুনরায় শুনানীর জন্য ধার্য করা হয়। অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট মামলার আর্জি ও আদেশের কপি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কমিশনে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রতিপক্ষ চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সমন প্রদানপূর্বক অনুলিপি শিক্ষা সচিব বরাবরে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যশোর শিক্ষা বোর্ড এর পক্ষে আজিজুর রহমান সাবু, আইন উপদেষ্টা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর তার বক্তব্যে বলেন, গত ৮/২/১১ ইং তারিখে স্মারক নং-প্রশা-৬/৩৯৩১/২৩৯ যোগে বলা হয় যে, অভিযোগকারী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ২৮/০৭/১০ তারিখে আবেদনের বিষয়বস্তু সঠিক নয়। তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ১৫/১০/৯৩ ও ১৬/১০/৯৭ তারিখের আপীল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিটির সভায় ২/৫ নং আলোচ্য-সূচী ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের চাকরি হতে চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্তের কপি সংযুক্ত আকারে পত্রের সাথে ছিল।

কমিশন আদেশ প্রদান করেন এই মর্মে যে গত ১৫/১০/৯৭ ও ১৬/১০/৯৭ তারিখে আপিল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিশনে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার Resolution book কমিশনে প্রদর্শন করতে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী ০৬-০৬-২০১১ তারিখ পুনরায় শুনানীর জন্য ধার্য করা হয়।

পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সমন পাঠানো হলেও শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় এবং গত ০৬/০৬/১১ তারিখের শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় ০৪-০৭-২০১১ তারিখে একতরফা শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোঃ বদিউজ্জামান (অডিট অফিসার), যশোর শিক্ষা বোর্ড, যশোর শপথপূর্বক তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য কমিশনের বিগত শুনানীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তিনি ১৫-১০-৯৭ ও ১৬-১০-৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আপীল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিটির বোর্ড সবার কার্যবিবরণী রেজিস্ট্রারসহ কমিশনের শুনানীতে উপস্থাপন করেন এবং লিখিত বক্তব্যের সাথে সংযুক্তি আকারে প্রদান করেন। বিগত শুনানীর তারিখেও অভিযোগকারী অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার অনুপস্থিতির জন্য যে কারণ তার পক্ষ থেকে দাখিলকৃত হাজিরায় উল্লেখ করা হয়েছে তা সন্তোষজনক নয় এবং তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু অভিযোগকারী পুনঃ পুনঃ ভাবে সন্তোষজনক কারণ উপস্থাপন ব্যতিরেকে অনুপস্থিত এবং প্রতিপক্ষগণ পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণাদিসহ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, সেহেতু অভিযোগকারী রবীন্দ্র নাথ রায়, সিনিয়র শিক্ষক, পথের বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দীঘলিয়া, খুলনা কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ যথার্থ না হওয়ায় খারিজ করা হয়।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩৩/২০১১

অভিযোগকারী : মোঃ আব্দুর রহিম
মাল্টিপ্যাস কলোনী,
বাসা নং ০৩ ফিশারী রোড,
কিশোরগঞ্জ

প্রতিপক্ষ : মোঃ রুহুল আমিন
উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন)
বিভাগীয় সমবায় দপ্তর
ঢাকা ।

শুনানীর তারিখ : ০৯.০৮.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২১/১১/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ ধারা ৮(১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ বরাবরে যথাক্রমে-

(ক) জেলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কিশোরগঞ্জ নামে সরকারের গৃহীত সরকারী মার্কেটিং স্কীমের ঋণ বাবদ বিভিন্ন প্রকার কর্তৃক সম্পর্কিত তথ্য, যা সমবায় বিধি ১০৫ মাতে জনাব সরোয়ার জাহান, উপ-নিবন্ধক (বিচার) কর্তৃক বিগত ০১/১২/১৯৯৬ সালে সরেজমিনে সমিতির কার্যালয়ে টেস্ট অডিট সম্পাদনের মাধ্যমে সঠিক বিবেচিত হয় এবং সে সমস্ত ঋণ পরিশোধের পর উক্ত পরিশোধের পর উক্ত পরিশোধের বিবরণী অথবা ব্যালেন্স এর পরিমাণ জানতে চেয়ে,

(খ) সরকারী ঋণ পরিশোধ ব্যতিরেকে সংস্থায় সর্বশেষ হিসাব হতে রাইটআপ করার পূর্বে অনুমোদনের ফটোকপি,

(গ) জেলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কিশোরগঞ্জ নামে ২০০৮ সনে বাজিতপুরস্থ শহরের ০.২৫ একর ভূমি এবং ২০১০ সনে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে পৌরসভার মধ্যস্থ ১.০৩ একর ভূমি বিক্রয়ের পূর্বে নিবন্ধকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হলে তার ফটোকপি এবং না করা হলে তার কারণ জানতে চেয়ে,

(ঘ) জেলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ১/৩ অংশ সদস্য নিবন্ধক কর্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে কিনা অথবা না হয়ে থাকলে তার কারণ,

(ঙ) সমবায় আইন ২০০১/২০০২ ও সমবায় বিধিমালা/২০০৪ এর আওতায় সংশোধনী নিবন্ধক হয়েছে কিনা জানতে চেয়ে, আবেদন করেন ।

আবেদনকৃত তথ্যের চারটি তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয় হতে স্মারক নং ০৯/৪০/৬০ তারিখ ০৫/০১/২০১১ মূলে গত ১৮/০১/২০১১ তারিখে সাধারণ ডাকযোগে প্রাপ্ত হন । যাচিত তথ্যের দফা ৩ কলামের 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত বকেয়া সরকারী ঋণের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়াদি জেলা সরকারী হিসাব সংক্রান্ত বিষয়াদি জেলা সমবায় অফিসার, কিশোরগঞ্জএর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করার পরামর্শ প্রদান করা হয় । যাচিত তথ্যের 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্য সরবরাহের জন্য নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর ঢাকা বরাবর ফরম 'গ' মূলে আপীল দাখিল করা হয় । আপীলের প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর স্মারক নং ৮২, শিল্প সেবা, তারিখ ১৫/০২/১১ মূলে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুগ্ম নিবন্ধককে অনুরোধ করা হয় । নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত তথ্যপত্রটি প্রাপ্ত হন কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য সরবরাহকৃত তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তথ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ।

অতএব সঠিক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে যাচিত তথ্য সমিতির সরকারী দেনার সঠিক হিসাব সরবরাহের জন্য তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, তিনি সমবায়ের ৫টি তথ্য চেয়েছেন। তিনি বলেন সরকারী

ঋণকে write of দেখিয়ে অংশ বাদ দেয়া হয়। সরকারী প্রায় ৬ কোটি সম্পত্তি বিক্রয় করে দেয়া হয় এবং তিনি এ কারণে সরকারী তদন্ত চেয়েছেন। তিনি ৪টি তথ্য প্রাপ্ত হন এবং অপর তথ্যটি জেলা সমবায় অফিস থেকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। আগে যে তথ্য দেয় তার সাথে পরে প্রদত্ত তথ্য সাংঘর্ষিক। সরকারের ঋণ আছে কিনা তা তদন্ত করে সঠিক তথ্য তিনি জানতে চান।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মোঃ রুহুল আমিন উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন) বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা, শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তিনি এ কার্যালয়ে ছিলেন না এবং ফাইল দেখে যাচিত তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। বর্তমানে যে ঋণ নেই তা বাদীকে জানানো হয়েছে। সরকারী ঋণ পরিশোধের Statement ও Balance জানতে চেয়েছেন। সরকারী Credit and marketing নেই। বাদী তথ্য চাওয়ার আগ পর্যন্ত তদন্ত করা হয়েছে। শুনানীতে তদন্তের রিপোর্টটি আনেন নি।

সিদ্ধান্ত : কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে বলেন যে, বাদী কর্তৃক যাচিত তথ্য যা ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত বিধিবদ্ধ অডিটসমূহের কপি অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে। তথ্য কমিশনে আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত আলোচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যশোর শিক্ষা বোর্ড এর পক্ষে আজিজুর রহমান সাবু, আইন উপদেষ্টা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর তার বক্তব্যে বলেন, গত ৮/২/১১ ইং তারিখে স্মারক নং-প্রশা-৬/৩৯৩১/২৩৯ যোগে বলা হয় যে, অভিযোগকারী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ২৮/০৭/১০ তারিখে আবেদনের বিষয়বস্তু সঠিক নয়। তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ১৫/১০/৯৩ ও ১৬/১০/৯৭ তারিখের আপীল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিটির সভায় ২/৫ নং আলোচ্য-সূচী ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের চাকরি হতে চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্তের কপি সংযুক্ত আকারে পত্রের সাথে ছিল।

কমিশন আদেশ প্রদান করেন এই মর্মে যে গত ১৫/১০/৯৭ ও ১৬/১০/৯৭ তারিখে আপীল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিশনে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার Resolution book কমিশনে প্রদর্শন করতে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী ০৬-০৬-২০১১ তারিখ পুনরায় শুনানীর জন্য ধার্য করা হয়।

পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সমন পাঠানো হলেও শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় এবং গত ০৬/০৬/১১ তারিখের শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় ০৪-০৭-২০১১ তারিখে একতরফা শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোঃ বদিউজ্জামান (অডিট অফিসার), যশোর শিক্ষা বোর্ড, যশোর শপথপূর্বক তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য কমিশনের বিগত শুনানীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তিনি ১৫-১০-৯৭ ও ১৬-১০-৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আপীল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিটির বোর্ড সবার কার্যবিবরণী রেজিস্ট্রারসহ কমিশনের শুনানীতে উপস্থাপন করেন এবং লিখিত বক্তব্যের সাথে সংযুক্তি আকারে প্রদান করেন। বিগত শুনানীর তারিখেও অভিযোগকারী অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার অনুপস্থিতির জন্য যে কারণ তার পক্ষ থেকে দাখিলকৃত হাজিরায় উল্লেখ করা হয়েছে তা সন্তোষজনক নয় এবং তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু অভিযোগকারী পুনঃ পুনঃ ভাবে সন্তোষজনক কারণ উপস্থাপন ব্যতিরেকে অনুপস্থিত এবং প্রতিপক্ষগণ পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণাদিসহ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, সেহেতু অভিযোগকারী রবীন্দ্র নাথ রায়, সিনিয়র শিক্ষক, পথের বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দীঘলিয়া, খুলনা কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ যথার্থ না হওয়ায় খারিজ করা হয়।

তদন্ত রিপোর্টটি প্রদান করতে হবে এবং ২০০৬-২০১০ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের স্টেটমেন্ট সরবরাহ করতে হবে।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩৪/২০১১

অভিযোগকারী : শেখ আলী আহাম্মদ
৩১/৩, মাসদাইর
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষ : ১। ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।
২। ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম
তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন
নারায়ণগঞ্জ ও আপীল কর্তৃপক্ষ ।

রায় : (তারিখ : ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১)

অদ্য ০৮.০৯.২০১১ তারিখ নথিটি সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। গত ০৯.০৮.২০১১ এবং ১৮.০৮.২০১১ তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত শুনানী গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় পক্ষই ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী শেখ আলী আহাম্মদ এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য

অভিযোগকারী, শেখ আলী আহাম্মদ পিতা মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ, সাং ৩১/৩, মাসদাইর লিংকরোড, থানা- ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ গত ২৪.০৪.২০১১ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে,

১. তিনি গত ০৬.০২.২০১১ তারিখে জনৈক মামুন, পিতা- আব্দুল মন্নাফ (মামুন ড্রাইভার), সাং মাসদাইর, থানা- ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ গত ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ হতে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে রোগী হিসেবে ভর্তি ছিলেন কিনা এবং
২. এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের এস আই হানিফ হাওলাদার কোন তথ্য চেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের আরএমও সাহেবের নিকট রিকুইজিশন দিয়েছেন কিনা কিংবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের আরএমও সাহেব উক্ত হানিফ সাহেবকে কোন কিছু লিখিত দিয়েছেন কিনা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবেদনকারীর দরখাস্তের ভিত্তিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য লিখিতভাবে প্রদান করবেন মর্মে আবেদনকারীকে আশ্বস্ত করেন। উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। পরবর্তীতে আবেদনকারী বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারেন যে, কমিটি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তিনি ০২.০৩.২০১১ তারিখে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করেন। কিন্তু তথ্য না পেয়ে গত ০৬.০৩.২০১১ তারিখে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম বরাবর তথ্য অধিকার আইনের গেজেটসহ নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী আপীল আবেদন দাখিল

করেন। উক্ত আপীল আবেদন প্রাপ্তির পর সিভিল সার্জন সাহেব কোন সাধারণ নাগরিক তথ্য পেতে পারে কিনা তা জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাকে অনুলিপি প্রেরণ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আইন উপদেষ্টার মাধ্যমে সিভিল সার্জনকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে তাকে অবগত করেন। অবগতিপত্র প্রাপ্তির পর তিনি ১৭.০৪.২০১১ তারিখে উক্ত তথ্য চেয়ে পুনরায় দরখাস্ত করেন এবং ২০.০৪.২০১১ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন অফিসে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয় যে, সিভিল সার্জন অফিস থেকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে পত্র দেয়া হয়েছে। তৎপর ২১.০৪.২০১১ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসে গিয়ে ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফার নিকট তথ্য চাইলে তিনি জানান যে, আবার নতুন কমিটি গঠন করে পুনরায় তদন্ত করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী তার চাহিত তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাকে তথ্য না দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে উল্লেখ করে তথ্য পাবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত অত্র অভিযোগ দাখিল করেন।

শুনানীকালে শপথগ্রহণপূর্বক তিনি একই বক্তব্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করেন এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পর ২৫.০৪.২০১১ তারিখের পত্র মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিভ্রান্তিকর মর্মে উল্লেখ করে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির আদেশ চেয়ে প্রার্থনা করেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত তথ্য চাইলেও তাকে শুধুমাত্র ০৭.০৪.২০০৯ তারিখের তথ্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ০৮.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা বা চিকিৎসাধীন ছিলেন কিনা তা উল্লেখ করা হয়নি।

**নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা এর বক্তব্য**

অভিযোগকারীর বক্তব্য উপস্থাপনের পর প্রতিপক্ষ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্য পেশ করে জানান যে, তিনি গত ১২.১২.২০০৯ তারিখে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান করেন। উল্লেখিত ঘটনা তার যোগদান পূর্ববর্তী সময়ের হওয়ায় তিনি ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য তার অফিসের স্মারক নং- উজেষাকম/আড়াই/১১/১২৬ তারিখ ০৮.০২.২০১১ মাধ্যমে অফিস আদেশ জারী করেন। অধিকন্তু, একজন সাধারণ জনগণের ব্যক্তিগত আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা এধরনের তথ্য প্রদান করতে পারে কিনা তার দিক নির্দেশনা চেয়ে স্মারক নং- উজেষাকম/আড়াই/১১/২৯০ তারিখ ০৬.০৩.২০১১ মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন তার অফিসের স্মারক নং সিএসএনজে/প্রশাসন/১১/১২৮২ তারিখ ১৬.০৩.২০১১ মাধ্যমে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরাবর নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন অফিসের স্মারকনং সিএসএনজে/প্রশাসন/১১/১৮০৯ তারিখ ১৮.০৪.২০১১ মোতাবেক চাহিত তথ্য সরবরাহপূর্বক তাকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত অনুমতির প্রেক্ষিতে তার কার্যালয়ের স্মারক নং উজেষাকম/আড়াই/১১/৮০৩/১ (২) তারিখ ২৫.০৪.২০১১ মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানায় চাহিত তথ্য প্রেরণ করেন। উক্ত জবাব বিবেচনা পূর্বক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে তিনি অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত উল্লেখিত মামুন নামীয় ব্যক্তি আড়াইহাজার উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কিনা তার উত্তর না দিয়ে শুধু মাত্র ০৭.০৪.২০০৯ তারিখে উক্ত ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেন নাই বা ভর্তি হন নাই মর্মে জানানোর কারণ তথ্য কমিশন শুনানীকালে জিজ্ঞাসা করলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন যে, যেহেতু উল্লিখিত ব্যক্তি ০৭.০৪.২০০৯ তারিখে ভর্তি হননি, সেহেতু ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকার সুযোগ নেই এবং ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটি ভুয়া বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে “০৭.০৪.২০০৯ হতে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত” শব্দগুলোর মাধ্যমে কি বুঝানো হয়েছে তথ্য কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে শুরু করে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কিনা বা চিকিৎসাধীন ছিলেন কিনা তা বুঝানো হয়েছে। কমিশনের প্রশ্নের জবাবে তিনি ২৫.০৪.২০১১ তারিখের স্মারক নং- ৮০৩ তে প্রদত্ত স্বাক্ষর তার নিজের বলে স্বীকার করেন (প্রদর্শনী- ১)। শুনানীকালে তিনি হাসপাতালে ভর্তি রেজিষ্টার (প্রদর্শনী- ২) প্রদর্শন করলে তা পরীক্ষা করে উক্ত মামুন নামীয় ব্যক্তি ০৭.০৪.২০০৯ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হননি মর্মে উক্ত ভর্তি রেজিষ্টারে দেখা যায়, যা তিনি শুনানীকালে স্বীকার করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপলী কর্তৃপক্ষ

ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম এর বক্তব্য

অতঃপর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম তথ্য কমিশনের প্রশ্নের জবাবে জানান যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হয়েছে মর্মে তিনি জানান। কিন্তু উক্ত আইন অনুযায়ী তথ্য চাইলে তথ্য দিতে হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারায়, তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট নির্দেশনা চেয়েছেন। তিনি আরো জানান যে, মহাপরিচালকের পক্ষে আইন উপদেষ্টার স্বাক্ষরে স্মারক নং ৩৬৯৩ তাং ১০.০৪.২০১১ মাধ্যমে উত্তর প্রাপ্তির পর তার অফিসের স্মারক নং- সিএসএনজে/প্রশাসন/২০১১/১৮০৯ তারিখ ১৮.০৪.২০১১ মাধ্যমে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে বিধিমোতাবেক আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করে তাকে অবহিত করার নির্দেশ দেন।

বিচার্য বিষয়

- (ক) আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না?
- (খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না?
- (গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা না হলে আইনের ৯(৩) ধারা অনুসারে ১০(দশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে সরবরাহ না করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে কি না?
- (ঘ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩(১)(ঙ) এবং ২৭ (১)(ঘ) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে কোনরূপ ভ্রান্ত, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না ?
- (ঙ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা অনুসারে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে কোন বিধি নিষেধ ছিল কি না ?
- (চ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন কর্তৃক আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে কি না?

প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ এবং শুনানীকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং কমিশনের নিকট দাখিলকৃত নথিপত্র ও অন্যান্য দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগে উল্লেখিত আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল।

হাসপাতালে রোগী ভর্তির রেজিস্টার পর্যালোচনাপূর্বক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মাঝে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি, যা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মাঝে তথ্য প্রদান না করে, আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করেন। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ১৭.০২.২০১১ তারিখের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহ না করে, তিনি ০৬.০৩.২০১১ তারিখে তথ্য প্রদান করা যাবে কি না তার নির্দেশনা চেয়ে নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করেন। সিভিল সার্জনও কোন দিকনির্দেশনা না দিয়ে ১৬.০৩.২০১১ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। মহাপরিচালকের নিকট থেকে তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন বিগত ১৮.০৪.২০১১ তারিখে পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহপূর্বক তাকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তদপ্রেক্ষিতে বিগত ২৫.০৪.২০১১ তারিখে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীকে আংশিক তথ্য (জৈনৈক মামুন নামীয় ব্যক্তি বিগত ০৭.০৪.২০০৯ তারিখে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে ভর্তি ছিল না) সরবরাহ করা হয়, যা অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর ও হয়রানিমূলক মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারণ, সরবরাহকৃত তথ্যে ০৮.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কোন তথ্যের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ তৎকালীন নারায়নগঞ্জ জেলার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন কর্তৃকও আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। ফলে আপীল কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম এবং আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা উভয়েই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কথা কমিশনের নিকট স্বীকার করেন। তারা আইনটি ভালভাবে না বুঝার কারণে বিলম্বে তথ্য প্রদান ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত বিধি নিষেধ চাহিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

আদেশ

যেহেতু, অভিযোগে উল্লেখিত আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি;

যেহেতু, কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি;

যেহেতু, তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশের ভিত্তিতে নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জনের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা কর্তৃক আবেদনকারীকে আংশিক, অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং যেহেতু, তিনি কৃতকর্মের জন্য কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে কমিশনের নিকট অঙ্গীকার করেছেন;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন কর্তৃক আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি;

যেহেতু, আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন এবং আইনটি ভালভাবে না বুঝার কারণে আইন অনুযায়ী যথাসময়ে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেজন্য কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে অঙ্গীকার করেছেন;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য সরবরাহে বিধি নিষেধ চাহিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়;

সেহেতু,

(ক) কমিশন কর্তৃক রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মাঝে অর্থাৎ আগামী ১৫.০৯.২০১১ তারিখ বা তৎপূর্বে অভিযোগকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও

পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নারায়ণগঞ্জ জেলার বর্তমান সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি ও নিশ্চিত করার জন্য বলা হলো।

(খ) কমিশনের সার্বিক বিবেচনায় যদিও আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফার অপরাধ গুরুতর, তথাপি, কমিশনের নিকট তিনি দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় কমিশন নমনীয় হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(১)(খ)(ঘ)(ঙ) ধারা অনুসারে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফাকে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো, অনাদায়ে ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা এর নিকট হতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৮ ধারা অনুসারে চাঁদম্বরপ উবসধহফং জবপড়াবু অপঃ, ১৯১৩ (অপঃ ওচ ড়ভ ১৯১৩) এর বিধান অনুযায়ী জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) নারায়ণগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মাঝে দায়িত্ব পালন না করায় তাকে তিরস্কারপূর্বক ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরো সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(ঘ) অভিযোগকারী, শেখ আলী আহাম্মদ, পিতা- মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ, সাং- ৩১/৩, মাসদাইর লিংক রোড, থানা- ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ, প্রতিপক্ষ আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলমকে কমিশনের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে রায়ে অনুলিপি প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

(ঙ) সিদ্ধান্তের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বর্তমান সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

বিশেষ দৃষ্টব্য : তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আড়াইহাজার উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত প্রাথমিক পর্যায়ে ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করলেও গত ০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ তারিখে উক্ত রীট পিটিশন খারিজ করে তথ্য কমিশনের আদেশ বহাল রাখার আদেশ প্রদান করেন।

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩৫/২০১১

অভিযোগকারী : মোঃ মছিউদ্দৌলা
গ্রাম- উত্তর ছলিমপুর (ফৌজদারহাট),
ডাকঘর- জাফরাবাদ (৪৩১৭)
থানা- সীতাকুন্ড, জেলা- চট্টগ্রাম

প্রতিপক্ষ : ১। সাব-রেজিস্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
সীতাকুন্ড, সাবরেজিস্ট্রি অফিস
২। রেজিস্ট্রার
জেলা রেজিস্ট্রি অফিস,
চট্টগ্রাম ও আপীল কর্তৃপক্ষ।

শুনানীর তারিখ : ১৮.০৮.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী মোঃ মছিউদ্দৌলা গত ২৪/০২/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ অনুসারে রেজিস্ট্রার, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম বরাবর যথাক্রমে নিম্নোক্ত তথ্যাদি জানতে চেয়ে আবেদন করেন :

- (ক) বিগত ১৩/১২/১৯৭৭ ইং তারিখে ৬৩০৫ নং দলিল সীতাকুন্ড সাব রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতা কে ? দলিলের ভল্যুয়ম নম্বর ও পৃষ্ঠা কত এবং দলিলের প্রকৃতি কি?
- (খ) বিগত ২৯/১০/১৯৬৩ ইং তারিখে ৫০১৩ নং দলিল সীতাকুন্ড সাব রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতা কে ? দলিলের ভল্যুয়ম নম্বর ও পৃষ্ঠা কত এবং দলিলের প্রকৃতি কি? এবং
- (গ) বিগত ২১/০৭/১৯৭৭ ইং তারিখে ৩৬৪৮ নং দলিল সীতাকুন্ড সাব রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতা কে ? দলিলের ভল্যুয়ম নম্বর ও পৃষ্ঠা কত এবং দলিলের প্রকৃতি কি?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় উক্ত আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ২৯/০৩/২০১১ আপীল করেন। তথাপি তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৯/০৮/২০১১ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হলেও প্রতিপক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে হাজির না হয়ে আইনজীবী কর্তৃক হাজিরা দাখিল করেন। উল্লিখিত আইনজীবী শুনানিতে হাজির হয়ে সময় প্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে ১৮/০৮/২০১১ তারিখ নির্ধারণ করে পুনরায় পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সীতাকুন্ড সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ৩১/১২/১৯৭৭ তারিখের ৬৩০৫, ২৯/১০/১৯৬৩ তারিখের ৫০১৩ এবং ২১/০৭/১৯৭৭ তারিখের ৩৬৪৮ নং দলিলসমূহের বিষয়ে কতিপয় তথ্য জানতে চেয়ে চট্টগ্রাম জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে আবেদন করে তথ্য না পাওয়ায় আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ১৫ দিনের মধ্যে যাচিত তথ্যাদি না দেওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ সাব-রেজিস্ট্রার, সীতাকুন্ড সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং রেজিস্ট্রার, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম ও আপীল কর্তৃপক্ষ শপথপূর্বক গত ধার্য তারিখে সশরীরে উপস্থিত না হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জানান তারা যাচিত তথ্যাদিসহ হাজিরা দাখিল করে হাজির আছেন।

সিদ্ধান্তঃ শুনানীঅন্তে কমিশন প্রতিপক্ষকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেন এবং ভবিষ্যতে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অধিকন্তু যাচিত তথ্যাবলি অভিযোগকারীকে অবিলম্বে সরবরাহ করে অনুলিপি তথ্য কমিশনে দাখিল করার নির্দেশ প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয় এবং তথ্য প্রদান সাপেক্ষে প্রতিপক্ষকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩৬/২০১১

অভিযোগকারী : পরিমল পালমা

সিনিয়র রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার,
৬৪-৬৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫ ।

প্রতিপক্ষ : শিরিন আফরোজ

ওয়েজ আর্নার্স
ওয়েলফেয়ার ফান্ড বি এম ই আন্ড টি

শুনানীর তারিখ : ০৯.০৮.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২২/১১/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড-এর তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং (বিএমইটি) এর নিকট আবেদন করেন। কয়েকদিন পর তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিরিন আফরোজ এর নিকট অনুসন্ধানে জানতে পারেন, তাঁর আবেদনখানি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু ২০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নানাভাবে যোগাযোগ করেও তিনি তথ্য পেতে ব্যর্থ হন। আবেদন দাখিলের ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ২৩ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ, বিএমইটি'র মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করলে উক্ত কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করে পত্র গ্রহণের কথা অস্বীকার করে। অতঃপর তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দিতে আসলে আপীলের কোন ডকুমেন্ট না থাকায় তথ্য কমিশনের সচিব মহোদয়ের পরামর্শে গত ২৩/০২/২০১১ তারিখে তিনি মহাপরিচালক, বিএমইটি বরাবরে পুনরায় আপীল দায়ের করেন। কোন জবাব না পেয়ে তিনি সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বরাবরে আপীল করেন। সচিব মহোদয় তাঁকে পরিচালক (ওয়েলফেয়ার) মাফরুহা সুলতানা এর নিকট প্রেরণ করলে তিনি আবেদন সুনির্দিষ্ট নয় বলে তথ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। আবেদনকারী সুনির্দিষ্টভাবে ২০১০ সালের তথ্য চেয়েও তা পেতে ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায়, তিনি কাজিত তথ্যে প্রবেশাধিকার পেতে সহযোগিতা কামানো করে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ০৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৯/০৮/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য ধার্য তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রবাসীদের wage earners welfare fund কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়। ২২-১১-২০১০ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ফান্ডের টাকা কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানতে চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু কোন উত্তর পাননি। পরবর্তীতে BMET এর উএ বরাবর আবেদন করেন। তথ্য না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আপীল করেন এবং পরবর্তীতে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত শিরিন আফরোজ, ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড বি এম ই আন্ড টি শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ২২-১১-১০ তারিখে আবেদন করলে তিনি নথি উপস্থাপন করেন এবং একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। বাদীকে যাচিত তথ্য তার আবেদন পত্রে লিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকৃত পত্রের লিখিত ঠিকানায় যাচিত তথ্য প্রেরণ করেছেন সেহেতু প্রতিপক্ষকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। তবে অভিযোগকারী তাতে সন্তুষ্ট না হলে, নতুন কোন তথ্য চাইলে তাকে পুনরায় আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)

তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)

তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩৭/২০১১

অভিযোগকারী : নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস
বড় স্টেশন রোড হরিজন চৈতন্য পলী,
কুষ্টিয়া ।

প্রতিপক্ষ : আনোয়ার আলী
মেয়র
কুষ্টিয়া পৌরসভা ।

শুনানীর তারিখ : ০৯.০৮.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২৯/০৮/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেনঃ

১. কুষ্টিয়া পৌরসভায় কতজন স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করে;
২. স্বাস্থ্যকর্মীদের ফিল্ড ভিজিটের পান এর কপি ।

আবেদনপত্র গহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও কর্তৃপক্ষ কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ২৮/১০/২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন । কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২/০৫/২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন ।

তথ্য কমিশনের ০৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে ০৯/০৮/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করা হয় । অদ্য ধার্য তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয় ।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ইতোমধ্যে আবেদকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন ।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু অভিযোগকারী ইতোমধ্যে যাচিত তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩৮/২০১১

অভিযোগকারী : ড. শামসুল বারি,
বাড়ি নং-৭, রাস্তা নং-১৭, বক-সি,
বনানী, ঢাকা-১২১৩ ।

প্রতিপক্ষ : শেখ আব্দুল মান্নান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও
সদস্য, পরিকল্পনা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
(রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-
১০০০ ।

শুনানীর তারিখ : ৩১.১০.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২৯ মে, ২০১১ তারিখে শেখ আব্দুল মান্নান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য, পরিকল্পনা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ এর বরাবর নিম্নরূপ তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ

১। কোন এলাকায় ভবন নির্মাণের জন্য অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে অনুসরণীয় নীতিমালা এবং তার তথ্য বিষয়ক ফাইল দেখা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের কপি ;

২। আবাসিক এলাকায় অনাবাসিক ভবন তৈরির ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয় তার তথ্য বিষয়ক ফাইল দেখা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের কপি;

৩। কোন আবাসিক এলাকায় গৃহ নির্মাণের আবেদন পেলে সেক্ষেত্রে উক্ত এলাকার আশেপাশে বসবাসরত অধিবাসীদের মতামত বা অভিযোগ নেয়ার কোন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তার তথ্য বিষয়ক ফাইল দেখা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের কপি ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু কাক্ষিত তথ্য বা কোন জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে ত্রুটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি অদ্য কমিশনের সভায় আলোচিত হয়। অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্টপক্ষগণের প্রতি ১৩/১০/২০১১ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়। পরবর্তীতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্মারক নং-রাজউক/পরিঃ(উঃনিঃ)/বিবিধ (উঃনিঃ)-১২/১১/১৯৫, তারিখঃ ১০/১০/২০১১ মারফত জানান যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেশের বাইরে থাকায় ধার্য তারিখে তার পক্ষে আদালতে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয় জানিয়ে সময়ের আবেদন করেন। পরবর্তীতে ৩১/১০/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পক্ষদ্বয়কে সমন দেয়া হয়।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ০৩ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দাখিল করেন। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও তিনি যাচিত তথ্যাবলী পাননি, এমনকি অদ্যাবধি তিনি কোন তথ্য পাননি।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ শেখ আব্দুল মান্নান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য, পরিকল্পনা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ শপথপূর্বক জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে যাচিত তথ্যাবলি অভিযোগকারীকে প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়ে তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ে অভিযোগকারী ড. শামসুল বারী আদালতের অনুমতি নিয়ে জানান যে, তিনি ২৯/০৫/২০১১ তারিখে যে তথ্যাদি জানতে চেয়েছেন সেটি পাননি। পরবর্তীতে তথ্য জানতে চেয়ে যে আবেদন করেছেন তার তথ্য পেয়েছেন। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করেন। তাতে দেখা যায় পূর্বে যাচিত তথ্যাদির সঙ্গে পরবর্তীতে যাচিত তথ্যের অনেকাংশে মিল রয়েছে। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে জানতে চান অভিযোগকারী কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি দিতে কিংবা যাচিত তথ্য বিষয়ক ফাইল প্রদর্শনে কোন অসুবিধা আছে কিনা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যাচিত তথ্যাদি দিতে কিংবা ফাইল প্রদর্শনে কোন বাধা নেই।

সিদ্ধান্ত : কমিশন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যাবলী প্রদানের এবং সংশ্লিষ্ট ফাইল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সঙ্গে অভিযোগকারীকে প্রদত্ত তথ্যাবলী প্রদান করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করেন।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৩৯/২০১১

অভিযোগকারী : মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, বাড়ি নং-৯১/এ
(২য় তলা), বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান,
ঢাকা-১২০৫ ।

প্রতিপক্ষ : বিআরটিএ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
এলেনবাড়ি,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ।

শুনানীর তারিখ : ৩১.১০.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিআরটিএ, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ বরাবরে গত ০৩-০৩-২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

- ১) গত ২০১০ সালে ঢাকা শহরে কতজনকে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার নামের তালিকা ।
- ২) বিনা লাইসেন্স গাড়ি চালানোর জন্য কতজনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তালিকা এবং
- ৩) অভিযানের নীতিমালা ও অভিযানের তারিখ ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পেয়ে গত ১২-০৬-২০১১ তারিখে আপীল করেন । কিন্তু অদ্যবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১০-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন ।

অভিযোগটি অদ্য কমিশনের ১৩/১০/২০১১ তারিখের সভায় আলোচিত হয় । অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্টপক্ষগণের প্রতি ৩১/১০/২০১১ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয় । ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিলায় হাজির হন ।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ০৩ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দাখিল করেন । দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও তিনি যাচিত তথ্যবলী পাননি, এমনকি অদ্যবধি তিনি কোন তথ্য পাননি ।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিআরটিএ, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি গত আগস্ট মাসে বিআরটিএ তে যোগদান করেন । দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হজ্জে যাওয়ায় আমাকে কমিশনের সমন পেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করায় তিনি শুনানীতে হাজির আছেন । অভিযোগকারীর অভিযোগ সম্পর্কে তিনি মোটেই অবগত ছিলেন না । তবে যাচিত তথ্যবলী প্রদানের তার কোন বাধা নেই । কিন্তু যাচিত তথ্যবলী পরিমাণে অনেক হওয়ায় তা দিতে সময়ের প্রয়োজন ।

সিদ্ধান্তঃ আগামী ২০/১১/২০১১ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্যবলী প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তার অনুলিপি কমিশনকে প্রেরণের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয় ।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৪০/২০১১

অভিযোগকারী : মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম,
বাড়ি নং-৯১/এ (২য় তলা),
বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ ।

প্রতিপক্ষ : জনতা ব্যাংক লিঃ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
টিএসসি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০

শুনানীর তারিখ : ২১.১২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনতা ব্যাংক লিঃ, টিএসসি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবরে গত ০১-০৬-২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

- ১) জনতা ব্যাংক পরিচালনা এবং জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা রয়েছে তার কপি ।
- ২) জনগণকে কি কি সেবা প্রদানের নিয়ম আছে তার তালিকা ।

চাহিত তথ্য না পেয়ে গত ১৪-০৭-২০১১ তারিখে আপীল করেন । কিন্তু অদ্যবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১০-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন ।

অভিযোগটি কমিশনের সভায় আলোচিত হয় । অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্টপক্ষগণের প্রতি ১৩/১০/২০১১ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করে সমন জারী করা হয় । পরবর্তীতে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত আইনজীবী শুনানীকালে জানান যে, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাবা রোকেয়া সুলতানা জটিল লিভার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২১/০৭/২০১১ তারিখ হতে ছুটি গ্রহণ করে ভারতে চিকিৎসাধীন থাকায় কমিশনের নিকট শুনানীর জন্য সময় প্রার্থনা করেন । উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে কমিশন প্রতিপক্ষের সময় প্রার্থনা মঞ্জুরপূর্বক ৩১/১০/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পক্ষদ্বয়কে সমন দেয়া হয় ।

পরবর্তীতে ৩১/১০/২০১১ তারিখে শুনানীকালে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত আইনজীবী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাবা রোকেয়া সুলতানা অসুস্থতার বিষয়টি উল্লেখপূর্বক মানবিক কারণে পুনরায় সময় প্রার্থনা করেন । উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে কমিশন প্রতিপক্ষের সময় প্রার্থনা মঞ্জুরপূর্বক ২৯/১১/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পক্ষদ্বয়কে সমন দেয়া হয় । ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গর হাজির থাকায় শুনানীর জন্য ২১/১২/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পক্ষদ্বয়কে সমন দেয়া হয় ।

শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনতা ব্যাংক লিঃ, টিএসসি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরাবর বর্ণিত ০২ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে এই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন । শুনানীকালে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি চাহিত তথ্যাদির অধিকাংশ পেয়েছেন এবং আরো তথ্য পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন ।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত আইনজীবী জানান যে, জনতা ব্যাংক কর্তৃক গত ২৩/০৮/২০১১ তারিখে আরএস/ডিইউসি/তথ্য/২০১১ নং এবং গত ১৫/১২/২০১১ তারিখে জেবিএল/ডিইউসি/তথ্য সরবরাহ/১১ নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্র অনুযায়ী অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে । কমিশন জনতা ব্যাংক লিঃ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করেন । তাতে দেখা যায় যে, যাচিত তথ্যাদির অধিকাংশই অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত : কমিশন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত যাচিত তথ্যাবলী প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন । একই সঙ্গে অভিযোগকারীকে প্রদত্ত তথ্যাবলী প্রদান করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয় ।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং : ৪১/২০১১

অভিযোগকারী : মোছাঃ তাহেরা বেগম

বাড়ী নং-১৮, রোড নং-৫ (সাহান উল্লাহ বঙ্গনিয়া),
নতুন বাবুপাড়া, উপজেলা-সৈয়দপুর,
জেলাঃ নীলফামারী

প্রতিপক্ষ : মোঃ জামাল উদ্দিন (ওসি)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর,
জেলাঃ নীলফামারী

শুনানীর তারিখ : ০৯.০১.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী মোছাঃ তাহেরা বেগম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী বরাবরে গত ৩০-০৭-২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কতজন নির্যাতিত নারী সৈয়দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তাদের তালিকার ফটোকপি ।

যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ০৩-১০-২০১১ তারিখে পুলিশ সুপার, নীলফামারী বরাবর আপীল করেন । কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ৩০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন ।

অভিযোগটি কমিশনের ২১-১২-২০১১ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৯/০১/২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করে সমন জারী করা হয় ।

শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে হাজির হয়ে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী বরাবর বর্ণিত ০১ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন । তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দাখিল করেন । শুনানীকালে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি যাচিত তথ্যাদি না পেয়ে বিভিন্ন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছেন, এমনকি তার তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি ৩০-০৭-২০১১ তারিখের ২/৩ দিন আগে হাতে হাতে দেয়ার জন্য থানার ডিউটি অফিসারের কাছে দিতে গেলে তিনি আবেদনটি গ্রহণ করেননি ।

অন্যদিকে শুনানীকালে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, নীলফামারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি এ ধরনের কোন আবেদনপত্র পাননি । তবে তিনি কমিশনের গত ২৭/১২/২০১১ তারিখের তকক/প্রশা-২৩/২০০৯-৩৩৪ নং স্মারকমূলে প্রেরিত সমনের মাধ্যমে অভিযোগের বিষয়ে অবহিত হয়ে যাচিত তথ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এবং শুনানীকালে তা পাঠ করে শুনান । কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করেন ।

সিদ্ধান্ত : কমিশন অভিযোগকারী কর্তৃক বর্ণিত সময়ে নিয়োজিত থানায় ডিউটি অফিসার কে আরো সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন । একই সঙ্গে শুনানীতে হাজির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যাবলী অভিযোগকারীকে প্রদান করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করেন ।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)

তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

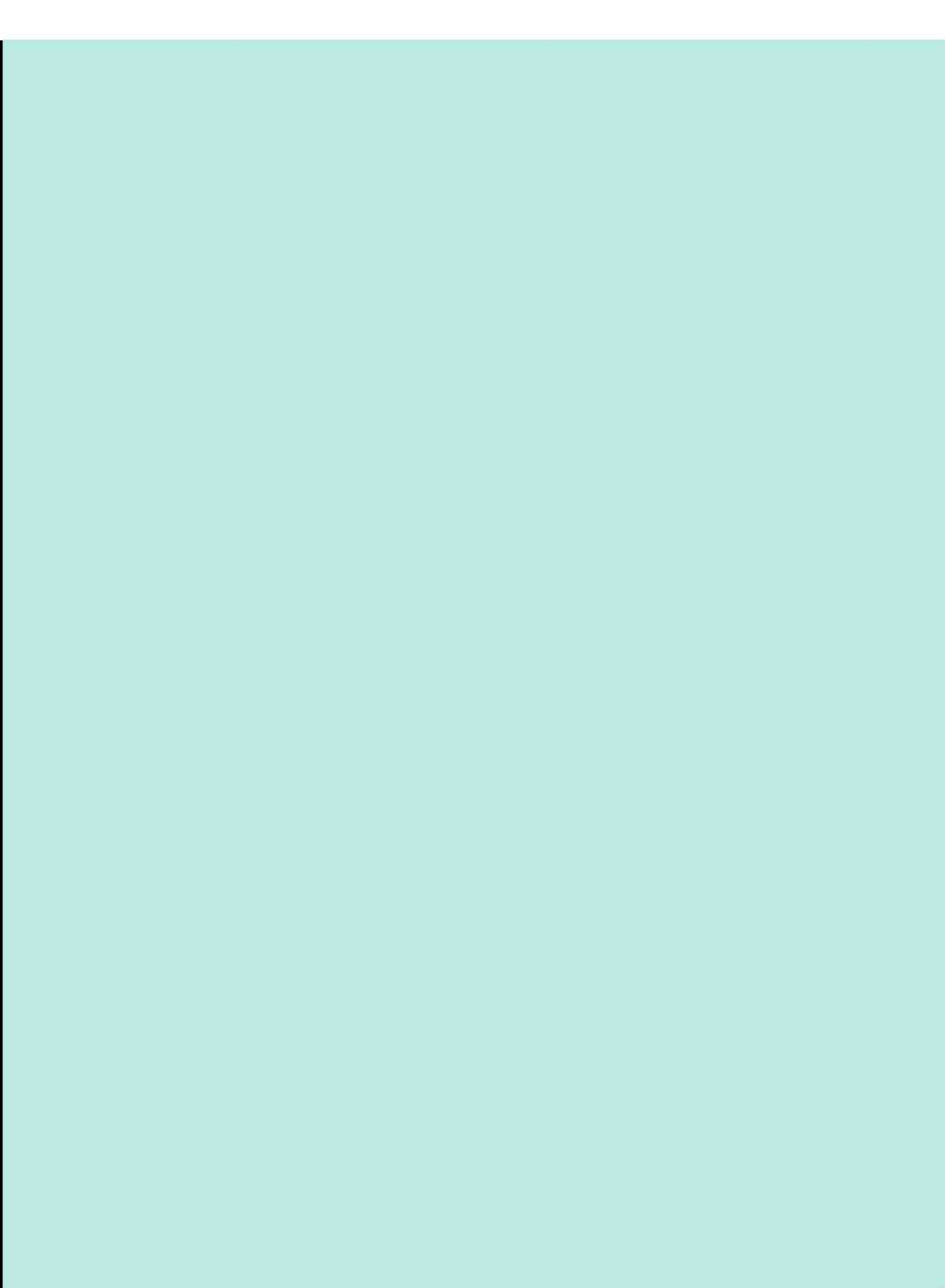
(মোহাম্মদ আবু তাহের)

তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

(মোহাম্মদ জমির)

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

পরিশিষ্ট - গ
ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগ ও সিদ্ধান্তের কারণ



পরিশিষ্ট - গ : আমলে না নেওয়া অভিযোগসমূহের তালিকা ও সিদ্ধান্তের কারণ

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও পর্যালোচনা	পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত
০১	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং- ২৮৮২ তারিখ- ২০/০২/২০১১ আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা : আব্দুল কাদের, সাব-জেলার (অবঃ), গ্রাম: ছোটরা, পোঃ ও জেলা: কুমিল্লা। আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী : গত ১৩/০৪/১৯৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত হতে ০৩/০৪/১৯৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে আবেদনকারীর বকেয়া-ভাতাদি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ED(Reg.vi) S-৪১/৮০-৮৫ dt. 1st July, ১৯৮০ এর নির্দেশনা মোতাবেক ১৯৮৮ ইং সন হইতে “পদোন্নতি” চাহিত “ঘুষ” না দেওয়ার কারণেই যথা সময়ে কারা অধিদপ্তর তা না দিয়ে প্রায় দুই বছর পার হবার পর এ.এ.টি ২০৯/০৪ নং মামলার রায়ের পর উক্ত “পদোন্নতি” দেওয়া হবে বলে উল্লেখিত ২৫/০৫/০৫ ইং তারিখের স্মারকে কারা অধিদপ্তর যেই আশ্বাস দিয়াছিল তার সূত্রে উল্লেখিত তারিখের চিঠিতে উল্লেখ করেন। এই অবস্থায় উল্লেখিত এ.এ.টি মামলার রায় বিগত ২৯/০৭/০৯ ইং তারিখে হওয়ার পর বর্ণিত আশ্বাস মোতাবেক প্রাপ্য “পদোন্নতি” প্রদান সহ যথাযথ ভাবে উল্লেখিত এ.এ.টি মামলার রায় কার্যকর করার জন্য ২২/১২/১০ ইং পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১২ (বার) টি আবেদন পত্র কারা মহা পরিদর্শক সমীপে প্রেরণ করা হয়েছিল। দীর্ঘ ১৫ মাস যাবত এত আবেদন নিবেদনের কোন জবাব বা আলোচ্য বিষয়ে কোন তথ্যাদি কারা মহা-পরিদর্শক দেননি। উপরোক্ত অবস্থায়ই বিষয়ে উল্লেখিত স্মারকের আশ্বাস বাস্তবায়নের বিষয়ে তার দীর্ঘ আবেদন নিবেদনের পরও কোন তথ্যাদি না দেওয়ার প্রেক্ষিতে জনকল্যাণ ও সু-শাসনের স্বার্থে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানান। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক আবেদন করা হয়নি।	দাখিলকৃত আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দাখিল না করায় তা গ্রহণ না করে তথ্য অধিকার আইনের বিধান মতে নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এবং ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করার নির্দেশনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০২	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং-২৭৫৯, তারিখ ২৩/০১/১১ আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা : এ.কে আজাদ, ঘাসিপাড়া (ডাবগাছ মসজিদ), পোঃ- দিনাজপুর-৫২০০, জেলা-দিনাজপুর। আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী : গত ১৫/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কাছে এল. আর. ফান্ডের আয় ব্যয়ের হিসাবের তথ্য চেয়ে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন। কিন্তু আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন প্রকার তথ্য কিংবা স্বীকারোক্তিমূলক চিঠি প্রাপ্ত হন নি। আবেদিত তথ্যসমূহ প্রদান যোগ্য কিনা সে বিষয়ে জানার জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন করেন। অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেনি। আবেদনকারী শুধুমাত্র আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন কিন্তু আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের না করেই কমিশনে দায়ের করেন।	(ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক আবেদনকারী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করতে পারেন মর্মে তাকে জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৩	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং-২৮৫৯, তারিখ ০২/০২/১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : মোঃ শাহ আলম মুখা, সাবেক চৌকিদার, গ্রাম : চরকিয়া, পোঃ-কয়া বাজার, থানা- নলছিটি, জেলা-ঝালকাঠি। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী : বিগত ১৯৮৯ ইং সন হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ীয় চাকরা জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে চৌকিদার পদে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বিগত ১৯৯৬ ইং তার সহকর্মী জনাব আবুল কালাম এর কর্তব্যপালকালীন সংঘটিত দুর্ঘটনায় উক্ত সহকর্মীর সাথে তাকেও দোষী বানিয়ে দু'জনকে একই সাথে বরখাস্ত/চাকুরীচ্যুত করা হয়। অথচ দুর্ঘটনা সংঘটনকালে তিনি কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিকার চেয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহে আবেদন করেও পূর্ববাহালের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে কোনরূপ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত পাননি।	দাখিলকৃত আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দাখিল না করায় তা গ্রহণ না করে তথ্য অধিকার আইনের বিধান মতে নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এবং ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করার নির্দেশনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	পর্যালোচনা : আবেদনকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেনি।	
০৪	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৪০৯৫ তারিখ ০৩/০৪/২০১১ অভিযোগকারীর নাম : জনাব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, বাড়ী নং- ৫৪, ২/বি (৩য় তলা), কলাবাগান ১নং লেন, ঢাকা-১২০৫। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২১/১১/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজউক, রাজউক ভবন, ঢাকা- ১০০০ বরাবর যথাক্রমে- (ক) মোহাম্মদপুর থানাধীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৪৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত শের-এ-বাংলা রোড এ অবস্থিত ২৬৫ নং হোল্ডিং নাম্বারের বাড়িটির নকশা কোন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পরিবর্তন করা হয়েছে সেই অনুমতি পত্রের কপি। (খ) উক্ত ৪৬ নং ওয়ার্ডে যেসব বাড়ীর মালিক বিনা অনুমতিতে নকশা পরিবর্তন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে জানুয়ারী ২০১০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত : রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত আবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করেননি। তাই তিনি দেশের একজন নাগরিক হিসেবে এ অভিযোগ দাখিল করে নাগরিকের তথ্য অধিকারে নিশ্চিত করার আবেদন করেছেন।	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংযুক্ত আছে। আপীল আবেদনের কপি সংযুক্ত নেই এবং আপীল করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ নেই। কাজেই তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনের কপি সংযুক্ত করে প্রেরণের জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৫	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৪০৮২ তারিখ ১৮/০৪/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপকূলীয় বন বিভাগ, ভোলা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : গত ১৮/০৪/২০১১ তারিখে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপকূলীয় বন বিভাগ, ভোলা তথ্য কমিশন বরাবর আবেদন করেন এই মর্মে যে, জনাব মোঃ আঃ হাকিম নামধারী বন প্রহরী (অবঃ) এর জামানতের পাস বইটির জন্য আবেদন করেন যা বিভিন্ন কারণবশতঃ বিলম্বে হলেও পত্র নং- ৮২৮/৫ সং-৫ তারিখ ১৭/০৪/১১ তারিখে রেজিস্ট্রি যোগে প্রেরণ করা হয়। এ কারণে মোঃ আঃ হাকিম দ্বারা তথ্য কমিশনে করা অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন।	উপস্থাপিত পত্রটি কোন অভিযোগ নয়। কমিশনকে অবগত করার জন্য অত্র পত্রটি প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই বর্ণিত অভিযোগটি নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৬	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৫০৩০ তারিখ ০৯/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : উৎপল কান্তি খাঁসা, বাড়ী নং-৫১-৫২, রাস্তা নং-০৩, ব্লক-এ (জে), মিরপুর-০৬, ঢাকা-১২১৬। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : গত ৫/৯/২০১০ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার তালিকা এবং কার্যক্রম ভিত্তিক পরিমাণ কত তার তথ্যের কপি ও খাগড়াছড়ি বরাবর যথাক্রমে (ক) ২০১০-১১ অর্থ বছরে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক কি কি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার তালিকা এবং কার্যক্রম ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ কত ও তার নিয়মাবলীর কপি এবং (খ) এলাকার দরিদ্র জনগণের অংশিদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত কোন কার্যক্রমে অনুদান সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত থাকলে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রদান করা হবে তার নিয়মাবলীর কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আইনের ধারা ২৪ অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে ৩১/১০/২০১০ তারিখে আবেদন করেও কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। গত ০২/০১/২০১১ ইং তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজের স্বাক্ষর সম্বলিত তথ্যাবলীর কপি প্রেরণ করেন এবং তা ০৩/০৩/২০১১ তারিখে প্রাপ্ত হন কিন্তু তা অসম্পূর্ণ তথ্য উল্লেখ করে তথ্য কমিশনকে অবগতকরণ সাপেক্ষে আইন এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন করেন।	তথ্য কমিশনে পূর্বে দায়েরকৃত ২৫ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্যের বিষয়ে পুনঃঅভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কাজেই অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৭	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৫০৩২ তারিখ ০৯/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : দেবশীষ অধিকারী, সাং- গুয়াতলা, ১নং ওয়ার্ড, থানা- শিবচর, মাদারীপুর। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : গত ২৭/০৪/২০১১ তারিখে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা ভূমি অফিসে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শিবচর উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম, পরিচিতি নং- ১৫৫২০ এর কাছে আবেদন করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করলে তিনিও আবেদন গ্রহণ করেননি। উপজেলা নির্বাহী অফিসের চিঠিপত্র গ্রহণকারী বলেন পাবলিকের চিঠি রিসিভ করে রাখা হয় না। এ কারণে তিনি তথ্য কমিশনকে অবগত করে আইন এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন করেন।	অভিযোগের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বা আপীল আবেদনের কোন কপি সংযুক্ত না থাকায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনের কপি সংযুক্ত করে প্রেরণের জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৮	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬৮৫, তারিখ- ০৪/০৮/২০১০ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : তারেক মাহমুদ জর্জ, প্রযত্নে - আইনশাখা-১, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা - ১২০৭ অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গত ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ আয়-ব্যয়ের বিবরণ। ২। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ২০১০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে ৪৩ পয়েন্ট পেয়ে ভর্তি হতে পারেননি আবেদনকৃত এরকম ৫০ জন ছাত্র/অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ডাক-ঠিকানার বিবরণ। ৩। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ২০১০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে (উক্ত কলেজের স্কুল শাখা থেকে ভর্তিকৃত ছাত্র ব্যতীত) এস.এস.সি তে জিপিএ-৪.৬৩ হতে জিপিএ -৫ এর নিচে এবং ভর্তিকৃত সর্বনিম্ন পয়েন্ট প্রাপ্ত মোট ৫০ জন ছাত্র/অভিভাবকের প্রত্যেকের সেলফোন, বর্তমান ও স্থায়ী ডাক-ঠিকানার বিবরণ। ৪। (ক) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ই-মেইলসহ পুরো ঠিকানা দিয়ে পিতৃহারা কোনো এতিম শিক্ষার্থী মাননীয় অধ্যক্ষ বরাবর ভর্তির উদ্দেশ্যে মানবিক কারণে আবেদন করে থাকলে সেই সংক্রান্ত তথ্য। (খ) উক্ত শিক্ষার্থীকে প্রমাণস্বরূপ তার প্রদত্ত ই-মেইল কিংবা ডাক ঠিকানায় কোন পরামর্শ দেয়া থাকলে সেই সংক্রান্ত তথ্য। নির্ধারিত আপীল আবেদন করেও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৯/০৭/২০১০ তারিখে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং যুগ্ম সচিব (এফএন্ডআইএস), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় বরাবরে আপীল আবেদন করা হয়েছে। ফলে আবেদন দ্রুতপূর্ণ হওয়ায় তা আমলে গ্রহণ না করার এবং অভিযোগকারীকে তা জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৯	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৫০৩৭, তারিখ: ০৯/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নাম: মোঃ আমিনুল হক আমিন, রেদওয়ান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ৯৭ নং (২য় তলা), মিরপুর মাজার কো-অপারেটিভ মার্কেট, মিরপুর-১, ঢাকা ১২১৬। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী মিরপুর মাজার কো-অপারেটিভ মার্কেট সোসাইটির একজন সদস্য। উক্ত সোসাইটি কর্তৃক আবেদনকারীর সদস্যপদ বাতিল করা হলে তিনি নিবন্ধক (প্রাথমিক সমিতি) এর বরাবর আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানী অস্ত্রে বিষয়টি আপোষ করা হয়। উক্ত নিবন্ধক সোসাইটির নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু অনিয়মের তদন্ত করে প্রতিবেদন দেন। আবেদনকারী গত ০৩/০৫/২০১০ তারিখে নিবন্ধকের সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করলে তাকে তা প্রদান করা হয়নি। গত ২৮/০২/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইনের ২৪ ধারায় নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর বরাবরে কয়েকটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেও কোন জবাব পাননি। এ বিষয়ে তিনি আইনগত হস্তক্ষেপ কামনা করে গত ০৯/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে আবেদন দাখিল করেন।	জাতীয় নির্বাচনে ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যাদি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট আবেদন না করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নিকট আবেদন করেছেন। ভবিষ্যত বিষয়ের তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন যা প্রদানযোগ্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আবেদনে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্থানে আপীল কর্তৃপক্ষের নাম লিখেছেন। আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট না করায় এবং আবেদনে দ্রুতপ্রাপ্তি আশা করা হয় না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০২৭, তারিখঃ ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ পান্নালাল বাশফোর, কুমারখালী পৌরসভা হরিজন কলোনী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ২২/১২/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির ও তথ্য দেখার জন্য আবেদন করেনঃ ১. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং ২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ। আবেদনপত্র গ্রহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ০২.০৩.২০০১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২.০৫.২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়ার কার্যালয়ে আপীল আবেদন করা হয়েছে যা যথাযথ হয়নি। কাজেই যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১১	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০২৮, তারিখঃ ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ মোঃ হামিদুর হক অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ২২/১২/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির ও তথ্য দেখার জন্য আবেদন করেনঃ ১. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং ২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ। আবেদনপত্র গ্রহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ০২.০৩.২০০১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২.০৫.২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়ার কার্যালয়ে আপীল আবেদন করা হয়েছে যা যথাযথ হয়নি। কাজেই যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১২	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০২৯, তারিখঃ ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ গৌতম কুমার বিশ্বাস, বড় স্টেশন রোড, হরিজন চৈতন্য পট্টী, কুষ্টিয়া অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা /উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া বরাবর গত ১৪/০৯/২০১০ তারিখে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেনঃ ১. সেফটি নেট কর্মসূচীর আওতায় সমাজ সেবা অধিদপ্তর অফিস থেকে কি কি ধরনের সেবা প্রদান করা হয়, সেবা প্রদানের সরকারী নীতিমালা, এ পর্যন্ত সেবা প্রাপ্তদের নামের তালিকা ২.	আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকায় এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনের কপি সংযুক্ত না থাকায় যথাযথভাবে আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আবেদনপত্র গহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ২২.১১.২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্টউর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ২১.০৫.২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	
১৩	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০৩০, তারিখঃ ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ সোহেল মাহমুদ, গ্রামঃ চোয়া, জগতি, কুষ্টিয়া। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২২/১২/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির ও তথ্য দেখার জন্য আবেদন করেনঃ ১. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং ২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ। আবেদনপত্র গহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ০২.০৩.২০০১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২.০৫.২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়ার কার্যালয়ে আপীল আবেদন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় যা যথাস্থ্য হয়নি। কাজেই যথাস্থ্য আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৪	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০৩১, তারিখঃ ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ জাভেদুর রহমান, মশান, মিরপুর, কুষ্টিয়া। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২২/১২/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির ও তথ্য দেখার জন্য আবেদন করেনঃ ২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং ২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ। আবেদনপত্র গহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ০২.০৩.২০০১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২.০৫.২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়ার কার্যালয়ে আপীল আবেদন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় যা যথাস্থ্য হয়নি। কাজেই যথাস্থ্য আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৫	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০৩২, তারিখ: ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নাম: আলী আহসান মুজাহিদ, ৭৮, স্যার ইকবাল রোড, কোর্ট পাড়া কুষ্টিয়া। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২২/১২/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির ও তথ্য দেখার জন্য আবেদন করেনঃ ১. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং ২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ। আবেদনপত্র গহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ০২.০৩.২০০১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২.০৫.২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়ার কার্যালয়ে আপীল আবেদন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় যা যথাযথ হয়নি। কাজেই যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৬	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০৩২/১, তারিখ: ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নাম: আলী আহসান মুজাহিদ, ৭৮, স্যার ইকবাল রোড, কোর্ট পাড়া কুষ্টিয়া। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২২/১২/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির ও তথ্য দেখার জন্য আবেদন করেনঃ ১. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং ২. উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ। আবেদনপত্র গহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ০২.০৩.২০০১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২.০৫.২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়ার কার্যালয়ে আপীল আবেদন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় যা যথাযথ হয়নি। কাজেই যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৭	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৭০০৫, তারিখ: ০৭/০৬/২০১১ অভিযোগকারীর নাম: নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস, বড় স্টেশন রোড হরিজন চৈতন্য পল্লী, কুষ্টিয়া অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ১০/০৩/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/নিবাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেনঃ ১. বাড়দার/ক্রিনার/সুইপার এর পদ সংখ্যা কত;	নিবাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুষ্টিয়া যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ না করায় সরাসরি সচিব, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আপীল আবেদন করা হয়েছে যা যথাযথ হয়নি। কাজেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষের

	২. ঝাড়ুদার/ক্রিনার/সুইপার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা ৩. ঝাড়ুদার/ক্রিনার/সুইপার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা আবেদনপত্র গ্রহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ১৮/০৪/২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ০১/০৬/২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	নিকট যথাযথভাবে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৮	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৬০৩৩, তারিখ: ২৫/০৫/২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস, বড় স্টেশন রোড হরিজন চৈতন্য পল্লী, কুষ্টিয়া অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২৯/০৮/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কুষ্টিয়া চিনিকল, জগতি, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেনঃ ১. কুষ্টিয়া সুগার মিলের স্টাফ কোয়ার্টারের নীতিমালার কপি। ২. ঝাড়ুদার/ক্রিনার/সুইপার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা ৩. ঝাড়ুদার/ক্রিনার/সুইপার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা আবেদনপত্র গ্রহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও গ্রহণের কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ২০/১০/২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২/০৫/২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	কুষ্টিয়া চিনিকল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ে জবাব না দেয়ায় সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে আপীল আবেদন করা হয়েছে যা যথাযথ হয়নি। কাজেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৯	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৭০১৫, তারিখ: ১২-০৬-২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ মোঃ জাকির হোসেন, পিতা-মৃত ইসহাক মিয়া, বাড়ি-১০৪, রাস্তা-২৫, ব্লক - এ, বনারী, ঢাকা ১২১৩। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২৪/০২/২০১১ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে নিম্নরূপ তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ ১। বিলুপ্তি বেড়ী বাঁধতে আকরান বাজার সংযোগ সড়কের তুরাগ নদীর উপর নিমাণাধীন ব্রিজ এর কাজ কবে শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তা বন্ধ রাখা হয়েছে তার কপি এবং ২। উক্ত ব্রিজ নির্মাণের জন্য কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং কবে তা উদ্বোধন কর হবে তার তথ্য। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৪.৪.২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু কাজ্জিত তথ্য বা কোন জবাব না পেয়ে তিনি গত ০৭/০৫/২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন উভয় আবেদন সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে করা হয়েছে যা যথাযথ হয়নি। কাজেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২০	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৭০৮৩, তারিখ: ২৩-০৬-২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ এস, মিজানুল ইসলাম, পিতা - এস, এম আঃ মান্নান, সৈয়দ ম্যানশন, ২ নং ওয়ার্ড, বানারীপাড়া পৌরসভা, বরিশাল	অভিযোগকারী আপীল কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপীল দায়ের না করে সরাসরি তথ্য

	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ০৮/০৫/২০১১ তারিখে বানারীপাড়া উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নরূপ তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ ১। বানারীপাড়া উপজেলায় ২০০০-২০০১ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তর কি কি প্রকল্প/কর্মসূচী (প্রকল্প/কর্মসূচীভিত্তিক) সরকারী অর্থবরাদ্দ হয়েছে ২। প্রকল্প/কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত অর্থ কিভাবে খরচ করা হয়েছে। তার মাস্টার রোল/প্রতিবেদন/পরিসংখ্যান বা প্রামাণিক তথ্য; ৩। বানারীপাড়া মৎস্য অধিদপ্তর মাছের পোনা অবমুক্তি প্রকল্পে/কর্মসূচীতে (২০০০-০১ - ২০০৯-১০) কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল এবং তা কিভাবে বা প্রক্রিয়ায় খরচ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য; ৪। অবৈধ জাল কি পরিমাণ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এর ভর্তুকির অর্থ কাদেরকে দেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য ও বরাদ্দের পরিমাণ কত; ৫। মৎস্য অধিদপ্তর বানারীপাড়া মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মৎস্য চাষী বা খামার মালিকদের ঋণ দেয়া হয়েছে কিনা। ঋণ গ্রহীতাদের নাম ঠিকানাসহ ঋণের পরিমাণ এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ/বকেয়া ঋণের পরিমাণ এর তথ্য; ৬। বানারীপাড়া মৎস্য অধিদপ্তর এর জনবল কাঠামো ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও প্রথম যোগদানের তারিখ উল্লেখসহ শূন্যপদের সংখ্যার তথ্য; ৭। মৎস্য সম্পদ রক্ষায় জাটকা নিধন/অবৈধ ব্যবহারকারীদের বিষয়ে কোন অভিযান কিংবা শাস্তি দেয়া হয়েছে কিনা তার বিস্তারিত তথ্য; আইনে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন তথ্য প্রদান করেনি বা তথ্য প্রদান প্রসঙ্গ কোনরূপ যোগাযোগ করেনি বিধায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন।	কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কাজেই যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২১	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ১০০৩৮, তারিখঃ ০৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ সায়মা আফরোজ, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন অফিসার, বেলা, বাড়ি-১৫, রোড-৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ১৯ জুন, ২০১১ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর বরাবর নিম্নরূপ তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ ১। মহামান্য আদালত কর্তৃক ঘোষিত আদেশের তারিখ অর্থাৎ ১৭ মার্চ, ২০০৯ হতে অদ্যাবধি (১৯ জুন, ২০১১ পর্যন্ত) কয়টি জাহাজের স্বপক্ষে NOC প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা; ২। NOC প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম; ৩। NOC এর জন্য আবেদনকারী ইয়ার্ডগুলোর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ করেছে তার স্বপক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের দালিলিক প্রমাণ; ৪। মোট আমদানীকৃত জাহাজের তালিকা (প্রকৃতি, ওজন ও বর্জ্য তালিকাসহ); ৫। আবেদনকৃত জাহাজের স্বপক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও বর্জ্যমুক্ত সনদের (বাসেল কনভেনশন অনুযায়ী) অনুলিপি; ৬। আবদানীকৃত জাহাজগুলো কোন দেশের পতাকাবাহী এবং দেশগুলো বাসেল কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত কিনা।	বর্ণিত আবেদনের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও প্রয়োজনীয় রিসিট সংযুক্ত না থাকায় আবেদনকারীকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনের কপি সংযুক্তকরণপূর্বক পুনরায় আবেদন করবার জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০১-০৮-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু কাজ্জিত তথ্য বা কোন জবাব না পেয়ে তিনি গত ০৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	
২২	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ৯০১১, তারিখ: ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: রবীন দাস, গ্রাম-চকমানিক ডাঙ্গাপাড়া, পো- ডাঙ্গাহাট, উপজেলা- চিরিরবন্দর, জেলা-দিনাজপুর। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী গত ০১-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে (ক) জমির ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় নিয়মাবলী এবং (খ) খতিয়ান ও বায়না করার নিয়মাবলী জানতে চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময় কাজ্জিত তথ্য না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে গত ৩১-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায় তথ্য আবেদনটি ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৩	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ১০০১২, তারিখ: ২৪-০৮-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: এম,এ, হাছানরেজা, ৬৩ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সড়ক, দিয়ারধানগড়া মহল্লা, ডাক ও জেলা- সিরাজগঞ্জ। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী গত ২৪-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের উচ্চমান সহকারী পদ থেকে চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করে যথারীতি অবসর ভাতা পাচ্ছিলেন। গত ০২-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মে-২০১০ মাসের অবসর ভাতা উত্তোলন করতে আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বগুড়ায় গিয়ে জানতে পারেন যে, উচ্চমান সহকারী পদে ইতিপূর্বে হিসাব পরিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্তকৃত তার প্রথম টাইমস্কেল বাতিল করা হয়েছে এবং এ বাবদ গৃহীত আর্থিক সুবিধা বোর্ডের খাতে ফেরত দিতে বলা হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হিসাব পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখায় (বিদ্যুৎ ভবন ১ নং আব্দুল গণি রোড, ঢাকা) যোগাযোগ করেন কিন্তু প্রথম থেকে বেতন নির্ধারনী সেল কর্তৃক তাকে কোন কারণ জানানো হয় নাই। অতঃপর তিনি বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় জরুরী ভিত্তিতে অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হিসাব পরিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করেন। সেই মোতাবেক উক্ত পরিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল আমীন সাহেবের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তিনি গত ০৫-০৭-২০১০ তারিখে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয়ে সরকারের সার্কুলার/ব্যখ্যা, গেজেট ইত্যাদি দাখিল করতঃ লিখিত জবাববন্দি পেশ করেন। পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অপকর্মের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং তার আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে কোন তথ্য না দেওয়ায় তিনি গত ২৯-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনপত্র পেশ করেন। তিনি জানান যে বর্তমানে হিসাব পরিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনখানা হিসাব পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব খন্দকার নাজমুল হোসেন নামীয় জনৈক কর্মকর্তা তার ড্রয়ারে নিজ দায়িত্বে দীর্ঘদিন যাবত রেখে দিয়েছেন। বারবার চেষ্টা করেও তার নিকট হতে সর্বশেষ তথ্য জানা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৪-০৮-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	উপস্থিত পত্রটি অভিযোগকারীর চাকরি সংক্রান্ত বিষয়, এটি সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ নয় এবং বর্ণিত আবেদনের বিষয়ে কমিশনের করণীয় কিছু নেই তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৪	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ৯০৩৯, তারিখ: ০১-০৮-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: মোঃ আব্দুল বারেক, পিতা-মোঃ জবেদ আলী, সাং-আমবাগ, ডাকঘর-নীলনগর, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিতে বসতঘর করতে চান। কিন্তু কতিপয় সন্তানসী তার কাছে বিভিন্নভাবে চাঁদা দাবি করে আসছে	কমিশনের আগামী উপস্থাপিত পত্র টি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং তা কোন অভিযোগ নয় এবং বর্ণিত আবেদনের বিষয়ে কমিশনের করণীয় কিছু নেই

	এবং এক পর্যায়ে তাকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেয়। এ ব্যাপারে তিনি গত ১৮-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ডি.আই.জি (প্রশাসন), পুলিশ হেড কোয়ার্টারস, বাংলাদেশ বরাবরে আইনানুগ সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেন এবং জয়দেবপুর থানায় ১৩-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে একটি জিডি (জিডি নং-৯১৯) দায়ের করেন। সে মোতাবেক পুলিশ সুপার, গাজীপুর, সহকারী পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, গাজীপুর জেলা গত ০১-০৬-২০১১ তারিখে ১৫০৪/ই নম্বর স্মারক মোতাবেক উপর্যুক্ত বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু অদ্যবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে এবং ক্রমাগত সত্বাসীগণ কর্তৃক হুমকির প্রেক্ষিতে তিনি গত ০৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৫	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ৮০৭৭, তারিখ: ২০-০৭-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ আলী মোহাম্মদ, নূর মোহাম্মদ সুপার মার্কেট কলেজ রোড, আখড়া বাজার, পোঃ ও জেলা : কিশোরগঞ্জ। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী তাঁর কিশোরগঞ্জ পৌরসভার রাস্তায় উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদি (টেন্ডার দাখিলের তারিখ, অনুমোদিত মূলধন, কার্যাদেশের সময়সীমা, ব্যবহৃত মালামালের বিবরণ ইত্যাদি) জানতে চেয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে গত ১৪-০৭-২০১১ তারিখ আবেদন করেন।	অভিযোগ আকারে দাখিল না করায় আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৬	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ৮৪, তারিখ: ০৯-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ শেখ আব্দুল লতিফ, এমডি, দীপা টেক্সটাইল লিঃ, ১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী ব্যাংকের প্রতিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ক্লগশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যা ২০১১-১২ সালে অর্থ বাজেটে ঘোষিত ১৫৮৫ টি ক্লগশিল্প /প্রকল্পের মূলঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২,৫৯০ কোটি টাকার বিবরণ সত্যায়িত ডকুমেন্টে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা ২০০৯ মোতাবেক সরবরাহ করার জন্য জনাব এম এ হালিম, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ বরাবরে গত ০২-১০-২০১১ তারিখে অনুরোধ করেন।	তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত না হওয়ায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি। আবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৭	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ৮৩, তারিখ: ০৯-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ মিসেস পারুল কবির, এমডি, শিকদার ফুড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ, ১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী ব্যাংকের প্রতিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ক্লগশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যা ২০১১-১২ সালে অর্থ বাজেটে ঘোষিত ১৫৮৫ টি ক্লগশিল্প /প্রকল্পের মূলঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২,৫৯০ কোটি টাকার বিবরণ সত্যায়িত ডকুমেন্টে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা ২০০৯ মোতাবেক সরবরাহ করার জন্য জনাব এম এ হালিম, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ বরাবরে গত ০২-১০-২০১১ তারিখে অনুরোধ করেন।	তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত না হওয়ায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি। আবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৮	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ৮২, তারিখ: ০৯-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ মোঃ আব্দুল জলিল, স্বত্তাধিকারী, উত্তরণ আইস এন্ড কোল্ড স্টোরেজ, ১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী ব্যাংকের প্রতিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ক্লগশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যা ২০১১-১২ সালে অর্থ বাজেটে ঘোষিত ১৫৮৫ টি ক্লগশিল্প /প্রকল্পের মূলঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২,৫৯০ কোটি টাকার বিবরণ সত্যায়িত ডকুমেন্টে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা ২০০৯ মোতাবেক সরবরাহ করার জন্য জনাব এম এ হালিম, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ বরাবরে গত ০২-১০-২০১১ তারিখে অনুরোধ করেন।	তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত না হওয়ায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি। আবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৯	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ১০২, তারিখঃ ১১-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ও এমডি, সিরাজ আইস এন্ড কোন্স্ট্রাকশন কোঃ লিঃ, ১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী অভিযোগকারী ব্যাংকের প্রভিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ক্লগশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যা ২০১১-১২ সালে অর্থ বাজেটে ঘোষিত ১৫৮৫ টি ক্লগশিল্প/প্রকল্পের মূলঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২,৫৯০ কোটি টাকার বিবরণ সত্যায়িত ডকুমেন্টে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা ২০০৯ মোতাবেক সরবরাহ করার জন্য জনাব এম এ হালিম, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ বরাবরে গত ০২-১০-২০১১ তারিখে অনুরোধ করেন।	তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত না হওয়ায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি। আবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩০	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ১১০০৫, তারিখঃ ১৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ এবং ডাইরী নংঃ ২৪, তারিখঃ ২৮-০৯-২০১১ অভিযোগকারীর নামঃ চৌধুরী মোহাম্মদ ইসহাক, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সিক ইন্ডাঃ এসোসিয়েশন, ১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী ২০১১-১২ সালে গৃহীত অনুমোদিত বাজেট বক্তৃতার ১৯৩ অনুচ্ছেদের ১৮৮৫টি রেজিস্টার ক্লগশিল্পের জন্য ২,৫৯০ কোটি টাকা সরকার ভর্তুকি সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে চেয়ে জনাব এম এ হালিম, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ বরাবরে গত ০৩-০৮-২০১১ তারিখে অনুরোধ করেন এবং প্রাপ্ত তথ্য সন্তোষজনক না হওয়ায় তিনি গত ২৩-০৮-২০১১ তারিখে অর্থ সচিব বরাবরে আপীল করেন। চাহিত তথ্য না পেয়ে গত ২৮-০৯-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ (যুগ্ম-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ) কর্তৃক কাজিকত তথ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমা বিভাগে সংরক্ষিত আছে বিধায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন উক্ত বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে আবেদনকারীকে ও কমিশনকে জানানো হয়েছে। আবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমা বিভাগকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩১	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ১০০৩০, তারিখঃ ০৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ মোঃ আব্দুল হাকিম, বন কর্মচারী (চাকুরিচ্যুত) বন সংরক্ষকের কার্যালয়, খুলনা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের গত ৩০-১০-১৯৮৬ তারিখে চাকুরিচ্যুতির আদেশে বিষয়ে অবহিত করণ পূর্বক পূর্ণরায় চাকুরিতে পূর্ণবহালের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবরে আবেদন করেন।	আবেদন সুস্পষ্ট না হওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন সংযুক্ত না থাকায় আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩২	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ৮০৪৯ তারিখ ১৩/০৭/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানাঃ জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, পিতাঃ মৃত আব্দুস সোবহান মন্ডল, গ্রামঃ কাথোরা, পোঃ সালনা বাজার, থানাঃ গাজীপুর সদর, জেলাঃ গাজীপুর। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ১৪/১২/২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে গাজীপুর জেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস বরাবর ডি.সি.আর ও খাজনার পরিমাণ জানার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পাওয়ায় তিনি জেলা প্রশাসক গাজীপুর বরাবর গত ২২/০৩/২০১১ তারিখে আবেদন করেন। অতঃপর তিনি ১৩/০৭/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন করা হয়নি। সরাসরি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিধায় ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩৩	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ৮০৬৯ তারিখ ১৯/০৭/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানাঃ জনাব রাজু দাস, গ্রামঃ চক মানিক ডাঙ্গাপাড়া, উপজেলাঃ চিরিবন্দর, জেলাঃ দিনাজপুর। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ২০-০৪-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কিনা তা উল্লেখ নেই বিধায় ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	কার্যালয়, চিরিবন্দর, দিনাজপুর বরাবর (ক) যুব উন্নয়ন অফিস হতে কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং (খ) জানুয়ারী/২০১০ হতে এপ্রিল/২০১১ পর্যন্ত কতজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তার নামের তালিকার তথ্য জানার জন্য আবেদন করেন। অতঃপর তিনি গত ৩১/০৫/২০১১ তারিখে নির্ধারিত ফরমে আপীল কর্তৃপক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিস, চিরিবন্দর, দিনাজপুর বরাবর আবেদন করে তথ্য না পাওয়ায় গত ১৯/০৭/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	
৩৪	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ১০,০৬৯ তারিখ ১২/০৯/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : জনাব মোঃ আবুল হাশেম, ১০৪, বশিরউদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৭। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২৮/০৮/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি, বিভাগ-২, টিনশেড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর PWD Rate Schedule of ২০০৮, ১৯৯২/৯৫ এর আলোকে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন মূল্যের পার্থক্য (অন্যদের চেয়ে) এর উপর স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও মূল্যবান মতামত এবং এক কপি করে এস্টিমেট জানার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল না করেই তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল না করেই তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন বিধায় ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩৫	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৮০৬০ তারিখ ১৯/০৭/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : আলহাজ্ব জাবেদ আলী, গ্রামঃ খোর্দ সাপটানা, পোঃ + থানাঃ + জেলাঃ লালমনিরহাট। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ০৮/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুসারে মোঃ মোখলেছুর রহমান, জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট বরাবর দো-তরফা সূত্রে বিজ্ঞ আদালত হতে ০৪ টি মামলায় ঘোষিত, প্রচারিত রায় ও ডিসি প্রতিপালক না করে সুদীর্ঘ ০২ দশকের অধিক সময়ক্ষেপনের পাশাপাশি আবেদনকারীকে নাজেহালের অপকৌশল অব্যাহত রেখে, বৈপর্যয়ভাবে বিজ্ঞ আদালতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার কি আইনগত বা তথ্যগত বৈধ কারণ আছে তা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আর, এম শাখায় রক্ষিত মিস-কেস ২৪/৯০-৯১ হতে তথ্য জানার জন্য আবেদন করেন। একই তারিখে তিনি জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট বরাবর সরকারী পরিত্যক্ত পুকুর যা কোন কালেই নিলামযোগ্য নয় সেই পুকুরপাড়ে বসবাসরত বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত সমিতির ৫০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দাখিলকৃত চুক্তিনামায় ব্যক্তিগতের মধ্যে কে কে বৈধ সম্পত্তিতে বসবাসরত, অবৈধ দখলদার হিসেবে চিহ্নিত, লিজে প্রাপ্ত বসবাসরত কে, কোন অবস্থায় বসবাস করছে তার তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন না করে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের নথিটি পরীক্ষা করে মতামত দিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩৬	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ১০০৫৮, তারিখ- ০৮/০৯/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : জনাব হাবিবুল্লাহ মোঃ মাহফুজুর রহমান, ২৭৮/বি, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ২৩/০৬/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুসারে নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), গণপূর্ত ই,এম, কারখানা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর জানুয়ারী/০৮ হতে অক্টোবর/১০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সনদ অফিস মেমো আকারে পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল না করেই তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল না করেই তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন বিধায় ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। য
৩৭	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৮০৬৮ তারিখ ১৯/০৭/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : জনাব সুকুমার দাস, গ্রামঃ চক মানিক ডাঙ্গাপাড়া, পোঃ ডাঙ্গাহাট, উপজেলাঃ চিচিরবন্দর, জেলাঃ দিনাজপুর।	ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত কিনা সে বিষয়ে আইন বিচার

	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ১৯/০৪/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও ৩ নং ফতেজংপুর ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, উপজেলাঃ চিরিরবন্দর, জেলাঃ দিনাজপুর বরাবর ৪ নং ওয়ার্ডে একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পে কতজন কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার তথ্য জানার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পাওয়ায় তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিস, চিরিরবন্দর বরাবর আবেদন করেন। সেখানেও তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবেদনকারীকে উপজেলা কার্যালয় হতে কাজক্ষিত তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩৮	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৫০(ক), তারিখ: ০৩/১০/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : জনাব মাহাবুবর রহমান (মাসুম), কল্যাণ পাড়া, লালমনিরহাট। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগকারী গত ৩১/০৭/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার, সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট বরাবর ২০১১-১২ সালের পথ্য সরবরাহের দাখিলকৃত পথ্য দরপত্র হইতে কিভাবে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন হয়েছে তার জানার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সে তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আবেদন খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র দিয়ে জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।
৩৯	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৭৫৬, তারিখ- ২২/০৮/২০১০ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : তারেক মাহমুদ জর্জ, কাটিং এন্ড বাইডিং অপারেটর, সংযুক্ত পদ আইনশাখা-১, জাতীয় সংসদ সচিবালয়। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১. (ক) আগামী সকল জাতীয় নির্বাচনে ই-ভোটিং চালুর করা হবে কিনা; হলে কবে নাগাদ করা হবে; না হলে তার কারণ; (খ) ই ভোটিংয়ের প্রস্তুত বিরোধী দলের নেতা কর্তৃক করা হলে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী স্বাগত জানাবেন কিনা; ২. ২০১০- ১১ বছরে অর্থ বছরের বাজেট কার্যকর হবার পর সবেক্ষার্ক তিন মাসের মধ্যে ডিজিটাল পাশ সিস্টেম, ক্যাফেটেরিয়ার ই-টোকেন সিস্টেম, স্বাস্থ্য সেবায় ই-প্রেসক্রিপশন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনন্দিন হাজিরা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হবে কিনা; (খ) উক্ত কাস্টমাইজ সফটওয়্যারগুলো জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রোগ্রামারসহ সংশ্লিষ্টরা তৈরি করবেন কিনা; ৩. এক বছরের মধ্যে ডিজিটাল পার্লামেন্ট করা হবে কিনা এবং ১ জুলাই, ২০১১ তারিখে জাতীয় সংসদকে পেপারলেস ঘোষণা করা হবে কিনা; ৪. তথ্য চাওয়ার কারণে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে কিনা; উত্তর না সূচক হলে তার কর্মরত পদ বাতিল সংক্রান্ত কি প্রমাণ আছে সে বিষয়ে তথ্য ১৪ জুন, ২০১০ তারিখে পরিচালক (গণসংযোগ), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং ২৯ জুলাই, ২০১১ যুগ্ম সচিব (এফএন্ডআইএস), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় বরাবরে আপীল আবেদন করেন। কোন প্রতিকার বা জবাব না পেয়ে ২২ আগস্ট, ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।	জাতীয় নির্বাচনে ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যাদি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট আবেদন না করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নিকট আবেদন করেছেন। ভবিষ্যত বিষয়ের তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন যা প্রদানযোগ্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আবেদনে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্থানে আপীল কর্তৃপক্ষের নাম লিখেছেন। আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট না করায় এবং আবেদনে ত্রুটি থাকায় আমলে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪০	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং : ৩০৬৯, তারিখ- ২৪/০৩/২০১১ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : তারেক মাহমুদ জর্জ, কাটিং এন্ড বাইডিং অপারেটর, সংযুক্ত পদ আইনশাখা-১, জাতীয় সংসদ সচিবালয়। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১। কার্যপ্রণালী-বিধির ৪২ বিধি অনুসারে তথ্য অধিকার আইন ও ই-ভোটিং বাস্তবায়নে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অংশগ্রহণ ও তার অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি। ২। পুজিবাজারে সর্বকালের সর্বোচ্চ দরপতন এবং সরকারি বেসরকারি শেয়ার অফলোড বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা, সুপারিশ ও তার অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত। ৩। (ক) সপ্তম, অষ্টম, নবম সংসদে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে নিয়োগ, বরখাস্ত (সাময়িক বরখাস্ত সহ) ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত;	ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের তথ্য জানতে চেয়ে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নিকট আবেদন করেছেন। আবেদনে উল্লেখিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট না হওয়ায় তা প্রদানযোগ্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আবেদনে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্থানে আপীল কর্তৃপক্ষের নাম লিখেছেন। আবেদনে ত্রুটি থাকায় আমলে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	(খ) পার্লামেন্টারী প্রিন্টিং প্রেসে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বেতন-ভাতা বিষয়ে গত ২৯-১০-২০০৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত; এবং (গ) পদনির্বিশেষে সরকারী চাকরিতে প্রবশকালে আবেদনপত্রের ভিত্তিতে উক্ত সচিবালয়ে কম্পিউটার লিটারেট প্রথম ও (তিন) জন (শিক্ষা ছুটি ও সাময়িক বরখাস্তকৃতসহ) নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত। নির্ধারিত আপীল আবেদন করেও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৪/০৩/২০১১ তারিখে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।	
৪১	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ২৭, তারিখ: ২৯-০৯-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব কামরুল নাহার ইরা, গ্রাম: পশ্চিম বেল পুকুর, পো: সোনাখুলি, উপজেলা: সৈয়দপুর, জেলা: নীলফামারী। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী গত ১৯/০৬/২০১১ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে সচিব- কামার পুকুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: সোনাখুলি, উপজেলা: সৈয়দপুর, জেলা: নীলফামারী বরাবর কামাল পুকুর ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে ডি.জি.ডি. কার্ড প্রাপ্তদের নাম ও পূর্ণ ঠিকানাসহ রেজিস্ট্রারের ফটোকপি তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। তারপরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে ১৩-০৬-২০১১ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন।	ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত কিনা সে বিষয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবেদনকারীকে উপজেলা কার্যালয় হতে কাজক্ষিত তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪২	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ২৬৬৭, তারিখ: ০৯-০১-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : মো: তাজিবুর রহমান, পিতা : মরহুম তাহের আলী, গ্রাম: জাইদের গাঁও, পো: বারপাড়া, উপজেলা: সোনারগাঁও, জেলা : নারায়ণগঞ্জ অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আবেদনকারী গত ১৪/১১/২০১০ তারিখে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ বরাবরে ১৪১৭ বাংলা সনের মীরের চর বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত চুক্তিনামার ফটোকপি চেয়ে আবেদন করেন। যথাসময়ে তথ্য না পেয়ে তিনি ১৩/১২/২০১০ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন।	আবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট না করে জেলা প্রশাসকের নিকট দায়ের করেছেন। ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় আবেদন আমলে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪৩	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ১২৬, তারিখ: ১৩-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব লালচাঁদ বাঁশফোড়, জি কে হরিজন কলোনী, কুষ্টিয়া, পো: +থানা: +জেলা: কুষ্টিয়া। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী গত ২৬-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারা অনুসারে অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেন। (ক) ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সেফটিনেট কর্মসূচীর আওতায় কতজন সেবা প্রদান করা হয়েছে, তাদের নামের তালিকা। (খ) সেফটিনেট সেবা প্রদানের সরকারী নীতিমালা জানতে চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে গত ১৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে সেখানেও যথাযথ তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৩/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।	আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া বরাবর দাখিল করা হয়েছে এবং আপীল আবেদনটি পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর দাখিল করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ে কোন অফিস বা কোন কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকলে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তিনি আপীল কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন। অন্যথায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবেন। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর বরাবর পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

88	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ২৩৮, তারিখ: ৩০-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব কামরুন নাহার ইরা, প্রযত্নে-এমদাদুল হক, পোঃ সোনাখুলি, উপজেলা-সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ২৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী বরাবর (ক) জমি নাম খারিজের জন্য সরকারের নির্ধারিত নিয়মাবলীর অনুলিপি, (খ) সৈয়দপুর উপজেলায় গত মে/২০১১ ইং মাসে জমির নাম খারিজের তালিকার ফটোকপি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় এবং আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে ১৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেও কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ৩০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।	অভিযোগটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জমির নাম খারিজের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলীর অনুলিপি ও সৈয়দপুর উপজেলার মে, ২০১১ মাসের নাম খারিজের তালিকার ফটোকপি চেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), সৈয়দপুর বরাবর আবেদন দাখিল করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সৈয়দপুর বরাবর আপীল দায়ের করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করেছেন মর্মে জানিয়েছেন। প্রদত্ত তথ্যের কপি ফ্যাক্স যোগে কমিশনে প্রেরণ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করায় অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আপীল কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কিনা সে বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
8৫	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ১৬১, তারিখ: ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব মিলন দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিচরণ, লক্ষণপুর, তালা, সাতক্ষীরা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী মৌখিকভাবে ইসলামকাটা ইউনিয়নের কাজী মোঃ মিজানুর রহমান এর নিকট হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইলে তিনি (কাজী) জেলা রেজিস্ট্রারের লিখিত অনুমতি ব্যতিত (মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে) তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান। কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য বিবাহ রেজিস্ট্রারের নিকট থেকে পাওয়ার জন্য গত ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তালা, সাতক্ষীরা বরাবর আবেদন করে তথ্য কমিশনে আবেদনের অনুলিপি দাখিল করেন।	পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিষয়টি তথ্য কমিশনকে অনুলিপি দিয়ে অবগত করা হয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রারদের আপীল কর্তৃপক্ষ কে হবে তা স্পষ্ট নয়। বিবাহ রেজিস্ট্রারদের আপীল কর্তৃপক্ষ কে হবে তা স্পষ্ট করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
8৬	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ২৩২, তারিখ: ৩০-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব নিত্যানন্দ বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত লিডিং সীম্যান, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, গ্রাম-মুজগুনী (উত্তরপাড়া), পোঃ জিপিও-৯০০০, থানাঃ খালিশপুর, জেলাঃ খুলনা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী কোন অভিযোগ তথ্য কমিশনে দাখিল করা হয়নি। উল্লেখ্য, আবেদনটি তথ্য অধিকার

	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ০৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জেলা প্রশাসক বরাবর বাগেরহাট জেলাধীন ফকিরহাট উপজেলার অন্তর্গত ৫৭ নং ঘনশ্যামপুর মৌজার শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তির তালিকার সইমোহরীকৃত কপি চেয়ে আবেদন করেন। কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ৩০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট বরাবর আবেদন করে তথ্য কমিশনে অনুলিপি প্রেরণ করেছেন।	আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটেও দাখিল করা হয়নি। আবেদনের সাথে কোন সংযুক্তিও দাখিল করা হয়নি। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আপীল কর্তৃপক্ষ কে হবেন সে বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪৭	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ২৫৬, তারিখঃ ০৯-১১-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান মুখা, গ্রামঃ সারদল, ডাকঘরঃ নলছিটি, নলছিটি পৌরসভা, জেলাঃ ঝালকাঠী। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, নলছিটি পৌরসভা, জেলাঃ ঝালকাঠী বরাবর বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নখাতে অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে ১৬ টি প্রকল্পের অনুকূলে তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা উত্তোলনকৃত প্রকল্পের ও কোটেশন বিজ্ঞপ্তির নামীয় তালিকা পাওয়ার আবেদন করেন। কোন আপীল আবেদন না করে তিনি গত ০৯/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, নলছিটি পৌরসভা, জেলাঃ ঝালকাঠী বরাবরে আবেদন দাখিল করে তথ্য কমিশনে অনুলিপি প্রেরণ করেন।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে আবেদন করা হয়নি। তাছাড়া তথ্য কমিশনে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি; অবগতির জন্য অনুলিপি দেয়া হয়েছে। আবেদনের কপি সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র বরাবর প্রেরণ করে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুলিপি আবেদনকারীকে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪৮	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ৩৩, তারিখঃ ০৩-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ জনাব মিঠুন দাস, গ্রামঃ মুসরত ধুলিয়া, পোঃ ময়দানপুর, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ২৫-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সচিব, ৫ নং খাতামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী বরাবর উক্ত ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডে কতজন বয়স্ক ভাতা পায় তাদের নামের তালিকার ফটোকপি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আইন অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে ১০/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেও কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ০৩/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।	ইতিপূর্বে একই অভিযোগ তথ্য কমিশনের ০৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং বর্ণিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন দ্রুতপূর্ণ বিবেচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করবার জন্য তথ্য কমিশনের গত ০৬/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের তকক/প্রশা-১৮/০১-২০১১-৯৮ নং স্মারকমূলে পত্র মারফত পরামর্শ প্রদান করা হয়। অভিযোগকারী অভিযোগটি আমলে নিয়ে শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। তথ্য অধিকার আইনের ২ (ঘ) উপধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ইউনিট সর্বনিম্ন উপজেলা পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ কে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা সে বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

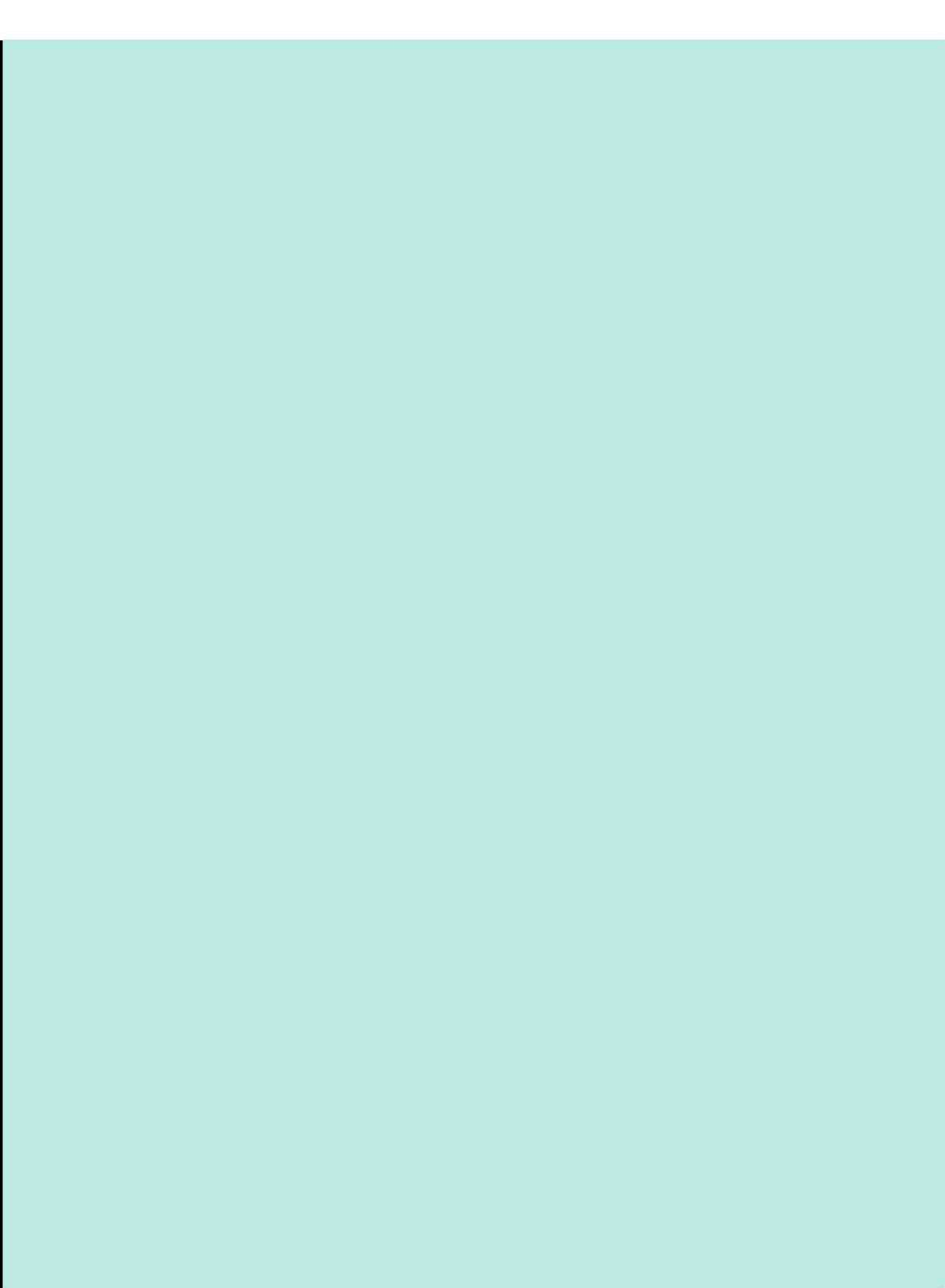
৪৯	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ১৪৫, তারিখ: ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব আমিরন, স্বামী: আবু সাঈদ, নগুয়া (আয়শা আহাদ দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন, পোঃ+জেলা: কিশোরগঞ্জ। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৩-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি), কিশোরগঞ্জ মহোদয়ের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত তদন্ত চলাকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষক (হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ+জেলা: কিশোরগঞ্জ) তদন্ত কারী কর্মকর্তাকে অবগত করেন যে, ১০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখের বিজ্ঞ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভায় তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। উক্ত সভায় তার বিরুদ্ধে কে, কি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এবং পরিচালনা পরিষদ এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বিষয়গুলো তথ্য অধিকার আইনে তাকে জানানোর জন্য প্রধান শিক্ষক, হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়/তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, নগুয়া, কিশোরগঞ্জ বরাবরে গত ১৫/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেন। তিনি গত ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রধান শিক্ষক, হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়/তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, নগুয়া, পোস্ট ও জেলা- কিশোরগঞ্জ বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করে তথ্য কমিশনে অনুলিপি প্রেরণ করেছেন।	আবেদনটি তথ্য কমিশনের নির্ধারিত ফরমেটে একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যা প্রধান শিক্ষক, হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়/তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, নগুয়া, পোস্ট ও জেলা- কিশোরগঞ্জ বরাবরে দাখিল করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেননি কিংবা অভিযোগ দাখিল করেননি। অবগতিপত্রটি আপাততঃ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
৫০	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ১৬২, তারিখ: ২০-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব নিত্যানন্দ বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত লিডিং সীম্যান, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, গ্রাম-মুজগুন্নী (উত্তরপাড়া), পোঃ জিপিও-৯০০০, থানা: খালিশপুর, জেলা: খুলনা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী বাগেরহাট উপজেলার অন্তর্গত ৫৭ নং ঘনশ্যামপুর মৌজার এসএ-২৩ ও ২৫ নং খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত ৬৪৮ নম্বর দাগের ২.১২ একর জমির খাজনা সম্পর্কিত বিষয়ে আবেদন দাখিল করেন। তিনি গত ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফকিরহাট বরাবর আবেদন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে ব্যবহার করে কোন তথ্য চাওয়া হয়নি। অবগতিপত্রটি আপাততঃ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫১	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ৬০৬৮, তারিখ: ৩০-০৫-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব নিত্যানন্দ বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত লিডিং সীম্যান, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, গ্রাম-মুজগুন্নী (উত্তরপাড়া), পোঃ জিপিও-৯০০০, থানা: খালিশপুর, জেলা: খুলনা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী এস, আর জরিপে বাগেরহাট জেলাধীন ফকিরহাট উপজেলার অন্তর্গত ৫৭ নং ঘনশ্যামপুর মৌজার ডিপি-৪ এর ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন দাখিল করেন। তিনি গত ৩০-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করে তথ্য কমিশনকে অনুলিপি দেয়া হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে ব্যবহার করে কোন তথ্য চাওয়া হয়নি। অবগতিপত্রটি আপাততঃ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫২	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ১৮৭, তারিখ: ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব আলী মোহাম্মদ (নূর মোহাম্মদ সুপার মার্কেট), কলেজ রোড, আখড়া বাজার, পোঃ+জেলা: কিশোরগঞ্জ। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা বরাবর কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় সোডিয়াম লাইট স্থাপনে ব্যবহৃত মালামাল সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন এবং আবেদন করার পর নির্বাহী প্রকৌশলী বিদ্যুৎ বিভাগ-১ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের স্বাক্ষরিত একটি আংশিক তথ্য বিবরণী বিগত ১২/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ডাকযোগে তিনি হস্তগত হয়। উক্ত বিবরণীতে মালামালের পূর্ণ বর্ণনা না থাকায় তিনি গত ১৮/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে মালামালের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করে আরেকটি আবেদন করেন।	কিশোরগঞ্জ পৌরসভার তথ্য চেয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে আবেদন করা হয়েছে যা যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয় না। তাছাড়া কমিশনে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অবগতিপত্রটি আপাততঃ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আবেদনটি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বরাবর দাখিল করে তথ্য কমিশনকে অনুলিপি দেয়া হয়েছে।	
৫৩	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ১৯৫, তারিখ: ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব জামিল আহমেদ পরাগ, প্রথম আলো প্রতিনিধি, শিবগঞ্জ, বগুড়া। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী গত ০৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব মোস্তাফিজার রহমান, সচিব, বুড়িগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: বগুড়া বরাবর উক্ত ইউনিয়নে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) কেমনভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং এতে উপকারভোগীরা কী কী সুবিধা পাচ্ছেন এ সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য না পেয়ে গত ১১/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর আপীল আবেদন করেন। কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৪/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সচিব বরাবর তথ্য চেয়ে না পেয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন দাখিল করেও কোন তথ্য না পাওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ কে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা সে বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫৪	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ২৩, তারিখ: ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, স্বত্তাধিকারী, মেসার্স রাসেল অটো ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভিসিং ওয়ার্কস। ১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর-২, ঢাকা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী গত ০১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এম, এ হালিম, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর ২০১১-১২ সালের অর্থ বাজেটে ঘোষিত ১৫৮৫ টি ক্লগ শিল্প/প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ এর বিবরণ এর ফটোকপি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আইন অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে ১৭/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেও কোন প্রকার প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।	আবেদনটি ক্লগ শিল্পে ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর চাহিত তথ্য কোন বিভাগ/মন্ত্রণালয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট তা জানতে চাওয়া হয়েছে। উত্তর অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাগিদপত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৫৫	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ২৮, তারিখ: ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব মোঃ আবুল হাসেম, পিতা: মোঃ শুকর আলী, সাং আষাড়িয়া বাড়ী, ডাকঘর: বড়ইবাড়ী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভিযোগকারী গত ১২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অধ্যক্ষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কলেজ, চন্দ্রা ত্রিমোড়, কালিয়াকৈর, গাজীপুর বরাবর 'অফিস সহকারী' পদে নিয়োগ নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল লিখিতভাবে জানতে চেয়ে আবেদন করেন। কলেজ কর্তৃকপক্ষ ১৭-১২-২০১১ তারিখে তথ্য জানাতে মৌখিকভাবে অপারগতা জানান। কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।	আবেদনের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বা আপীল আবেদন কোনটিই দাখিল করা হয়নি। অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনের কপি দাখিল করার জন্য পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫৬	তথ্য কমিশনের ডাইরী নং: ২৬, তারিখ: ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নাম: জনাব শাহাদত আলী আহমেদ, বাসা-০৮৯, রোড-০৭, মুলাটল, রংপুর।	আবেদনটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি রেকর্ড করানো সংক্রান্ত। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংযুক্ত আছে।

	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ০৪/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, বগুড়া বরাবর ০৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে বগুড়া জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের চার্জ অফিসার জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার কর্তৃক রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাচু মৌজার জে এল ১৮ এর রেকর্ড সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ে আবেদন করেন। পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগটি দাখিল করেন।	কিন্তু আপীল আবেদনের কপি সংযুক্ত নাই। অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনের কপি দাখিল করার জন্য পত্র প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫৭	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ৯৫, তারিখঃ ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ জনাব দেবশীষ অধিকারী, পিতা-শ্যাম সুন্দর অধিকারী, সাং-গুয়াতলা, ১ নং ওয়ার্ড, থানা-শিবচর, মাদারীপুর। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী শিবচর উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৫৫২০) বরাবর শিবচর থানার ৭২ নং গুয়াতলা মৌজার (আর, এস এবং এস, এ) খতিয়ান ও মিউটেশন বা জমা খারিজ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দাখিল করেন।	উল্লেখিত বিষয়ের যথাযথভাবে আপীল না করায় ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় তথ্য কমিশনের গত ১২/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের তকক/প্রশা-৪৬/২০১০-১১৭ নং স্মারকমূলে পত্র মারফত যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অভিযোগ দাখিলের পরামর্শ দেওয়া হলে তা পালন না করে পুনরায় অভিযোগটি দাখিল করা হয়েছে। কমিশনের পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবেদনকারীকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫৮	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ২৭, তারিখঃ ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ জনাব মোঃ শাহ আলম মুখা, সাবেক চৌকিদার, ১৪৭/১ শের-ই-বাংলা রোড, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী তার সহকর্মী জনাব আবুল কালাম এর উপস্থিতিতে সংঘটিত ঘটনায় চাকরীচ্যুত হন। কিন্তু তার সহকর্মীর বিষয়টি কোর্টে নিষ্পত্তি হয় এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস সত্ত্বেও তারটি এখনও সুরাহা হয়নি। কোন উপায় না পেয়ে তিনি গত ০৪/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে আবেদন দাখিল করেন।	তথ্য কমিশনের গত ১৩/১০/২০১১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একই ব্যক্তির একই ধরনের আবেদন খারিজ করা হয় এবং তা কমিশনের গত ২২/১১/২০১১ তারিখের তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-২৫৭ নং স্মারকের পত্র মারফত আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আবেদন তথ্য অধিকার সংক্রান্ত নয়। আবেদন নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫৯	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ৩৪, তারিখঃ ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ জনাব কিশোর কুমার সরকার, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক যায়যায় দিন। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১। অভিযোগকারী গত ০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে বরাবর মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড ঢাকা বরাবর বর্তমান সরকারের সময়কালে নির্মাণ শুরু হওয়া খাদ্য গুদামের সংখ্যা, দরপত্র অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এবং দরপত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। ২। অভিযোগকারী গত ১১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি,	আবেদন দুটি মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি বরাবর দাখিল করে তথ্য কমিশনকে অনুলিপি দেয়া হয়েছে। তদুপরি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন দাখিল করা হয়নি। অভিযোগ প্রাপ্তির পর

	এলজিইডি ভবন আগারগাঁও, ঢাকা বরাবর বর্তমান সরকারের সময়কালে এলজিইডিতে সংঘটিত দুর্নীতি, অভিযুক্ত ব্যক্তির তালিকা এবং পটুয়াখালী-বরগুনা এলাকার উন্নয়ন কাজের তদন্তের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। অভিযোগকারী গত ১২/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে যাচিৎ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের একটি করে অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করেন।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন দাখিল করার জন্য পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬০	তথ্য কমিশনের ডাইরী নংঃ ৪৪৮/১, তারিখঃ ২০-১২-২০১১ খ্রিঃ অভিযোগকারীর নামঃ নির্মল বড়ুয়া মিলন, পিতা-মৃত রুহিনী রঞ্জন বড়ুয়া, সাং-রাজ্যমাটি সদর হাসপাতাল এলাকা, থানা- কোতালী, পোঃ-রাজ্যমাটি, উপজেলা-রাজ্যমাটি সদর, জেলা-রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অভিযোগকারী গত ২৮-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব বন্ধন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা-এর বরাবরে উক্ত সংস্থার নিম্নোক্ত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন। ক) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত; খ) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ খরচের খ্যাতওয়ারী বিস্তারিত বিবরণী অর্থগ্রহণকারীদের নাম ও যোগাযোগের মোবাইল নং, অর্থ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হলে সেই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার; গ) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য নিয়োগকৃত জুডো প্রশিক্ষকের নাম ও সহকারী জুডো প্রশিক্ষকের নাম, নিয়োগ দাতা সংস্থার নাম জুডো প্রশিক্ষক ও সহকারী জুডো প্রশিক্ষকের যোগ্যতার সনদ পত্রের ছায়া কপি; ঘ) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অংশ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা; ঙ) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলাকালীন সময় নিয়োগকৃত কর্মচারীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং; চ) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প শেষে জুডো প্রশিক্ষক কর্তৃক তৈরীকৃত সকল প্রতিবেদন এর ছায়া কপি; ছ) রাজ্যমাটি জেলায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনাকারী জুডো উপ কমিটির সকল সদস্যদের নাম, যোগাযোগের ঠিকানা, মোবাইল নং, কমিটির সদস্যদের জুডো সম্পর্কিত যোগ্যতার সনদ পত্রের ছায়া কপি; জ) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলাকালীন সময় অংশ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের ভিতর কেই আহত বা নিহত হয়ে থাকলে তার নাম, ঠিকানা, সু-চিকিৎসা বিস্তারিত বিবরণীসহ পরবর্তী পদক্ষেপ কি তার বিবরণী; ঝ) রাজ্যমাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য তৈরীকৃত ক্রীড়া সামগ্রীর নামের তালিকা ও তৈরীকৃত সামগ্রী সমূহ কোথায় এসবের দায়িত্বে কে বা কারা আছে তার বিবরণী। নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা ক্রীড়া সংস্থা রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা বরাবরে ১৬-১০-২০১১ তারিখে আপীল আবেদন দাখিল করেন। অতঃপর তিনি তথ্য কমিশনে ২০-১২-২০১১ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল আবেদন দায়ের করা হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত। নির্বাচিত প্রতিনিধি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রধান তথ্য কমিশনারের পরিবর্তে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বরাবরে আবেদন দাখিল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ক্রীড়া অফিসারের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করার জন্য এবং তথ্য প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে অভিযোগ দাখিল করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রদান করতে হবে।

পরিশিষ্ট - ঘ
মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন



তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ অফিসসমূহের সমন্বিত তথ্যাদি

ক্রমিক নম্বর	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ
	মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ অফিসসমূহের নাম	কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকারী ক অনুপ্রাপ্ত তথ্য দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের বে সফল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তি মূলক ব্যবস্থার বিবরণ।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণের বিবরণ। (টাকায়)	তথ্য অধিকার আইনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ।	জ	ঝ
০১	রাষ্ট্রপতির কার্যালয় :	০	০	০	-	০	-	-	"
০২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৬	০	০	-	০	-	-	"
০৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ :								"
০৪	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় :	৩	০১	০১	-	০	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সাপোর্ট প্রদান।	-	"
	মোট	৩	১	১	-	০	-	-	
০৫	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় : (১) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০	০	০	-	০	তথ্য অধিকার আইনের ৫ ও ৬ ধারার বিধানমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে আর্থিক, প্রশাসনিক ও দৃষ্টিভঙ্গি সহায়তা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে প্রচলিত সকল আইন এর (২০০৬ সন পর্যন্ত) হালনাগাদ বাংলাদেশ কোড ৩৮টি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত বাংলাদেশ কোড বিজিপ্রেস কর্তৃক মুদ্রণ ও বিক্রয় এর ব্যবস্থা রয়েছে। 'বাংলাদেশ কোড' এর আইনগুলো লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের		

০৮	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় :	২	০১	০১	০১	-	-	-	ক) মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে। খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। গ) তথ্য কেন্দ্র স্থাপন। ঘ) বিএমইটি ও কল্যাণ তহবিলের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ। ঙ) সিটিজেন চাটর বিতরণ। চ) আবেদনকারীকে ই-মেইলে তথ্য প্রেরণ। ছ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসাধারণকে জানাতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন ও সতর্কবাণী প্রচার।	আপীলটি নিষ্পত্তি হয়েছে।	
০৯	মোট অর্থ মন্ত্রণালয় : (ক) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ :	২	০১	০১	১	-	-	০	১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ২) আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩) তথ্য সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য ওয়েবসাইট (www.ord.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। ৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট (ই-মেইল) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ৫) তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ফরম ও আপীল আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৬) সিডিতে তথ্য সরবরাহের (প্রকৃত মূল্যে) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় অবহিত করণের লক্ষ্যে একটি ই-মেইল গ্রুপ থাকা প্রয়োজন।	
	(খ) অর্থ বিভাগ :	২৯	২৯	২৮	-	০			তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরের তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও নিয়োগ প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশন ও তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।		
	১) মহা হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহ :	৬	০	০	০	-	-	১৭৪/-	১) সিএজি কার্যালয়সহ অধীনস্থ অফিসসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন। ২) সিএজি কার্যালয়সহ অধীনস্থ অফিসসমূহের কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর, ই-মেইল, ফ্যাক্স নম্বরসহ		

									তথ্যাদি সিএজি কার্যালয়ের ওয়েবসাইট www.cag.org.bd তে Right to Information তে সংযোজন।			
	(গ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ :	৪০	০	০	০	০	-	০	-			
	(ঘ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ :											
	১) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (সিকেএসএফ)	১৮০	০	০	০	০	-	০		একটি গণসংযোগ ও পরামর্শ সেলের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।	-	
	২) অগ্রদ্বী ব্যাংক লিঃ	১০৪	০	০	০	০	-	০		১) অগ্রদ্বী ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় সার্বিক সেবা সমন্বিত সিটিজেন চার্টার প্রদর্শিত হয়েছে। ২) নাগরিকদের তৎক্ষণিক তথ্য চাহিদা মেটাতে অগ্রদ্বী ব্যাংকের Overall Business Performance এর সারাংশসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আইটি এবং এমআইএস ডিপার্টমেন্ট-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং প্রকাশ করা হয়। ৩) সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে তথ্য অফিসার এর আদলে জনসংযোগ কর্মকর্তা (PRO) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। ৪) বাংলাদেশের সকল নাগরিক যে কোন মুহূর্তে যাতে তথ্যাদি সহজে পেতে পারেন সে জন্য অগ্রদ্বী ব্যাংকের নিলিখিত ওয়েবসাইট www.agradwibank.org (৫) অগ্রদ্বী ব্যাংকের প্রতি শাখায় সার্বিক সেবা সমন্বিত সিটিজেন চার্টার রয়েছে।		
	৩) ঋণ ও রুগ্ন শিল্প অধিশাখা	২৫	০	০	০	০	-	০		বিভিন্ন রুগ্ন শিল্পের দায়-দেনা নিষ্পত্তির জন্য সময়ে সময়ে সরকার মোবিত বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় সুবিধা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানওয়ারী বিস্তারিত তথ্য (সুদ মওকুফের পরিমাণ, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকীর পরিমাণ, পরিশোধিত দেনার পরিমাণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সংকলিত আকারে সংরক্ষণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।	-	
	৪) সোনালী ব্যাংক লিঃ	৫	০	০	০	০	-	০		(১) ব্যাংকের ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য	-	

[illegible]

[illegible]

৫) তুলা উন্নয়ন বোর্ড-	০	০	০	০	০	০	০	০	১) তথ্য প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২) সিটিজেন চার্টার তৈরি করে ডিসপ্লে করা হয়েছে। ৩) তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৪) বিভিন্ন মিডিয়াতে যেমন- প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে।	-	
৬) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	০	কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যেমন- নির্দেশনা প্রদান, প্রচার, মতবিনিময় ইত্যাদি।	-	
৭) কৃষি তথ্য সার্ভিস :	০	০	০	০	০	০	০	০	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রণীত সিটিজেন চার্টার বড় বিলবোর্ডের দপ্তরের সম্মুখভাগে স্থাপন করা হয়েছে।		
৮) বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড	০	০	০	০	০	০	০	০	এ আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্য দেয়া হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে প্রচারণা বাড়ানো প্রয়োজন।	
৯) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
মোট	০৫	৩	০	০	০	০	০	০	-	-	
১১ ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় : বিএসসিসিএল- বাকেশি- বিটিআরসি-	০	০	০	০	০	০	০	০	কেউ তথ্য জানতে চাইলে তাকে তথ্য সরবরাহ করা হয়। ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে এবং বিটিআরসি সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইনমুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও তথ্য প্রদান নিশ্চিত করণের স্বার্থে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে	

অধিদপ্তর									আইন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের উপর ২ দিনের ওয়ার্কশপ- এ তথ্য কমিশন কার্যালয়ে অংশ গ্রহণ করেছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর- এর নিরীক্ষা শাখা থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মিডিয়া তালিকাভুক্ত প্রক্রিয়ার নাম, প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর এর নিবন্ধন শাখা থেকে ঢাকা জেলা সহ অন্যান্য সকল জেলার মিডিয়া তালিকাভুক্ত এবং মিডিয়া তালিকা বহির্ভূত দৈনিক প্রক্রিয়ার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণী, ক্যাটালগিংকৃত পুস্তকের তালিকা, মাসিক কার্যবিবরণী, নিয়মিত অথবা অনিয়মিত প্রক্রিয়ার বিবরণী, জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত নতুন প্রক্রিয়ার নামে ছাড়পত্র প্রদানের তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।		
বাংলাদেশ আর্কাইভ- ফিল্ম বাংলাদেশ টেলিভিশন	০১	০	০	০	০	০	০	০	তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ সদা তৎপর থাকেন।	-	
	০১	০১	০	০	০	০	০	০	১) বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি ও ফরম বিটিভি'র নিজস্ব ওয়েব সাইট www.btv.gov.bd এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ২) বিটিভি'র সিটিজেন চার্টার প্রতিটি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩) বিশেষ বিশেষ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বিটিভি'র সংবাদে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ প্রচার অব্যাহত রয়েছে। ৪) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিটিভি আয়োজিত বিভিন্ন টক-শো যেমন ডিজিটাল বাংলাদেশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে জনসচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন ট্রিপিক্স অন্তর্ভুক্ত রাখা হচ্ছে।	-	
তথ্য অধিদপ্তর :	০	০	০	০	০	০	০	০	১. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২. তথ্য অধিকার আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা	-	

	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-		
	সামরিক চিকিৎসা সার্ভিসেস মহাপরিদপ্তর :	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-	১) যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উন্মুক্ত নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অধীনস্থদের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ২) উক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য অধীনস্থদের প্রেরণা প্রদান করা হচ্ছে। ৩) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে তথ্য গ্রহণকারীর কোন অভিযোগ থাকলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে।	
	প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়:	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-	এ কার্যালয় কর্তৃক বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইট নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। উক্ত কার্য সমাপ্তির পর নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রদান করা হবে। তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য অধীন সকল কার্যালয়কে যথযথ কার্যার্থে পৃষ্ঠাঙ্কন করা হয়েছে।	
১৫	মোট	১২	০১	০	০	০	০	০	০	-	-		
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় :												
	(ক) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ :	০১	০১ টি। Conocophillips এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির Article 26.9 অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য এবং উপাত্তের গোপনীয়তা রক্ষা করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় হলে তা	০	০	-	০	০	০	১। মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং portal সবসময় আপডেট রাখা হয়। ২। ওয়েব সাইটে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নামের সাথে সাথে বিকল্প কর্মকর্তার নাম প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ৩। পুরানো তথ্য Delete করে নতুন তথ্য upload করা হয়। ৪। জ্বালানী খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সমূহের Web link করা আছে।			

						হবে শর্ত ভঙ্গের শামিল। বর্ণিত অবস্থায় আবেদন- কারীকে তথ্য সরবরাহ যায়নি।						
	(১) বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও (২) খনিজ সম্পদ করপোরেশন:	০	০	০	০	-	০	০	-	-		
	(৩) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অবিদগুর:	০	০	০	০	-	০	০	-	-		
	(৪) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন:	০	০	০	০	-	০	০	-	-		
	(৫) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট:	০	০	০	০	-	০	০	-	-		
	মোট	০১	০১	০	০	-	০	০	-	-	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	
	(খ) বিদ্যুৎ বিভাগ :	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
১৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ঃ প্রশাসন-১ শাখা	০	০	০	০	-	০	০	-	-		
১৭	শিল্প মন্ত্রণালয় :	০	০	০	০	-	০	০	-	-		
	(১) বিসিআইসি:	০	০	০	০	-	০	০	-	-		
	(২) বিসিক:	৭০	০	০	০	-	০	০	-	-		

								সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে লিপ্যন্তর, ফলাফলোত্তর নিরীক্ষণ ও তথ্য অধিকার শাখা নামে একটি নতুন শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণ, নম্বরপত্র লিপ্যন্তর, ফলাফলোত্তর নিরীক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার তথ্য প্রদানের কাজ উক্ত শাখা সম্পাদন করে থাকে। ৩) সর্বসাধারণের অবগতি ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং ওয়েবসাইটেও দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি যেমন দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচার ও সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। ৪) সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পাদিত কমিশনের কাজের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে পরবর্তী ১লা মার্চ অথবা তৎপূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। এরপর প্রতিবেদন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের দপ্তর এবং পাবলিক লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন লাইব্রেরীতে প্রেরণ করা হয়, যাতে সাধারণ জনগণ তা দেখতে পারেন।					
	মোট	১৮৩১	০২	০	-	১৯,৮৯,০০/-	-						
২০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় :	০	০	০	-	০	-	তথ্য প্রকাশের জন্য প্রতিকায় বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ, সিটিজেন চার্টার প্রকাশ, বুকলেট প্রকাশ করা হচ্ছে।					
	১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০	০	০	-	০	-						
	২) জাতীয় মহিলা সংস্থা	০	০	০	-	০	-						
	৩) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	০	০	০	-	০	-						

	মোট	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
২১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় : বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ:	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
২২	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় :										
	(ক) পরিকল্পনা বিভাগ:	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
	(খ) বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২৩	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় :										
	(১) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০২	০২	০	২	০	০	০	-	-	
	(২) স্থাপত্য অধিদপ্তর-	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
	(৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
	(৪) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
											তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠান সহিত সম্পূর্ণ প্রস্তাব এর বিষয়ে ওয়েব সাইটে সকল ধরনের তথ্যাদি ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কার্যক্রম ডিজিটাইজড করণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
	(৫) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা	০৫	০১	০১	০১	-	০				প্রতিটি সংস্থায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সেল গঠন পূর্বক পূর্ণকালীন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

	(৬) চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ :	১০	০	০	০	০	০	০	-	-	-	তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠান সহিত সম্পৃক্ত সংস্কার প্রকল্প 'ব' এর বিষয়ে ওয়েব সাইটে সকল ধরনের তথ্যাদি ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কার্যক্রম ডিজিটাইজড করেণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	
	(৭) পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড :	০	০	০	০	০	০	০	-	-	০	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	
	(৮) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ :	০	০	০	০	০	০	০	-	-	০	এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য এই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'সিটিজেন চার্টার' প্রণয়ন করা হয়েছে।	
	(৯) স্থাপত্য অধিদপ্তর :	০	০	০	০	০	০	০	-	-	০	মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রদানকারী ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা সরবরাহ করা হয়েছে।	
	(১০) হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট :	০	০	০	০	০	০	০	-	-	০	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নে ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে এর কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত কর হয়েছে।	
	মোট	৫	৩	৩	০	০	০	০	-	-	০		
২৪	বন্ধ ও পাট মন্ত্রণালয় :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	
২৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় : বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০	০	০	০	০	০	০	-	-	০	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একজন ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে।	
২৬	শিক্ষা মন্ত্রণালয় :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	

২৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
২৮	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় :	০	০	০	০	০	০	০	-	
	১) শ্রম পরিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	-	
	২) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	১	০	১	০	০	০	০	অনুরোধকারী কোন খাতে টাকা জমা দিবেন তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	
	৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড	০	০	০	০	০	০	০	-	
	৪) শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল	০	০	০	০	০	০	০	-	
২৯	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
৩০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়									
	১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	৬০	০	০	০	০	০	২,২৯৪/-	-	
	২) পানি উন্নয়ন বোর্ড	০	০	০	০	০	০	০	১) জনসচেতনতা বৃদ্ধি। ২) তথ্য কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের পরিধি বৃদ্ধিকরণ।	
	৩) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-	০	০	০	০	০	০	০	-	
	মোট	৬০	০	০	০	০	০	২,২৯৪/-	-	
৩১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	”
৩২	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় :									

	ক) সড়ক বিভাগ:	-	-	-	-	-	-	-	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
	খ) সেতু বিভাগ:	০১	০	০	০	০	০	০	-
৩৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :								
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২	৪	০	০	০	০	০	০	তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপজেলা হতে কেন্দ্র পর্যন্ত ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণপূর্বক সরকারি, বেসরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠনপূর্বক উপজেলা হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের সভা , সেমিনার, মাইকিং, পোস্টারিং, টেলিভিশন, রেডিও ও পত্রিকায় তথ্য

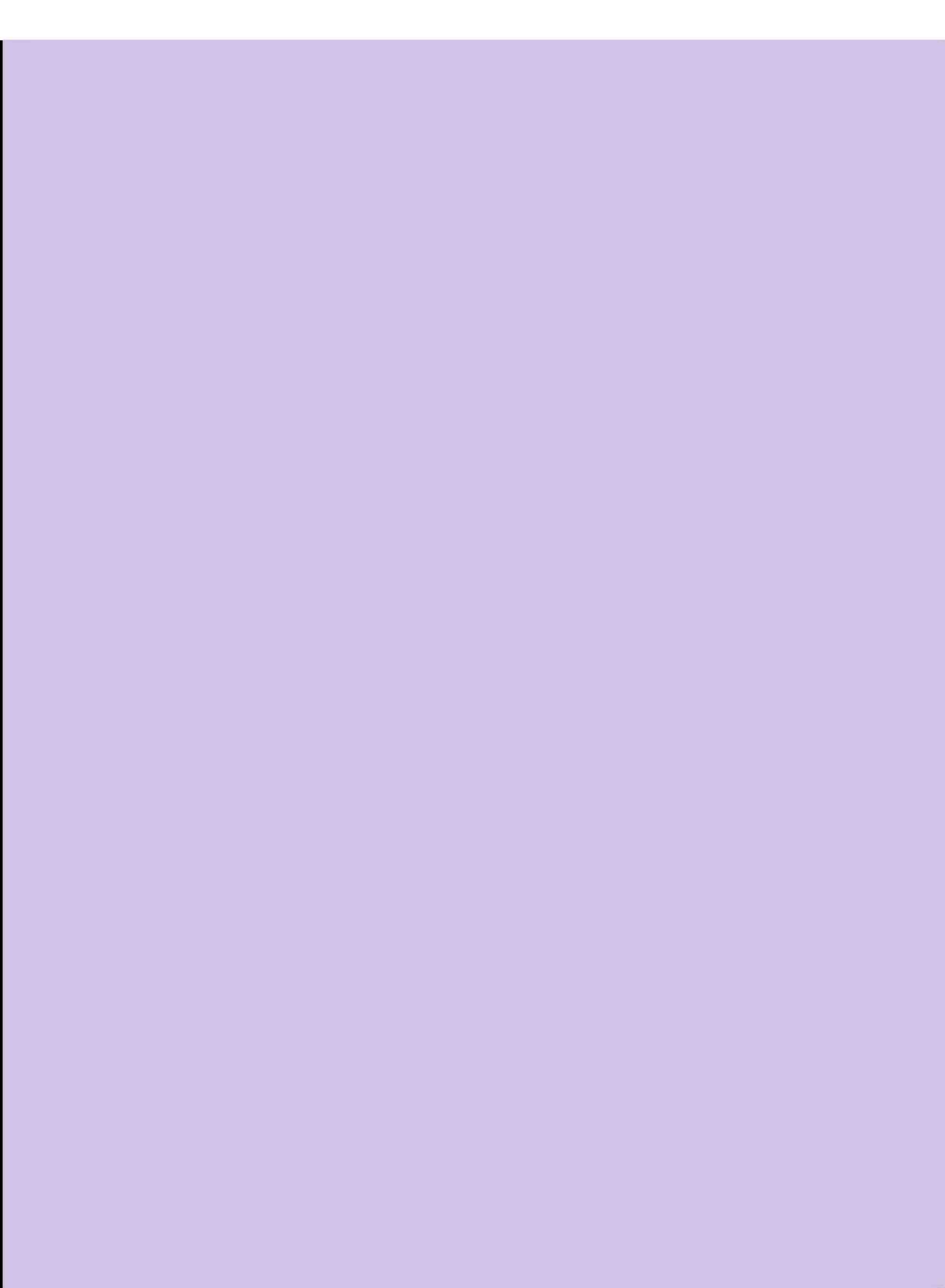
									অধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতার বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া যাইতে পারে।	
	স্বাস্থ্য উচ্চতর ব্যবস্থাপনা শাখা- অধিদপ্তর, আর্থিক	০	০	০	০	-	০	০	তথ্য অধিকার আইনের আলোকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য ফোকাল পার্সন হিসেবে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। যদি কেউ এ তথ্য নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন তবে তা সরবরাহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার/ওয়ার্কসপে র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন। যাতে কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত আইন জনগণের মধ্যে প্রচার করে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।
	স্বাস্থ্য হোমিও কার্যালয়- অধিদপ্তর, দেশজ	০	০	০	০	-	০	০	-	নাগরিকের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সরবরাহ করা একান্ত দরকার।
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা-	০	০	০	০	-	০	০	১) তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ, ইনডেক্স প্রস্তুত এবং কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়।	তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার বা ওয়ার্কসপ এর

									২) কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাতে কর্তৃপক্ষ সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত পত্রিকার বিবরণ/পদ্ধতি উল্লেখ থাকে।	আয়োজনের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার করা প্রয়োজন। কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।	
									তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।	-	
									-	-	প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
৩৪	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	০৪	-	-	-	-	-	-	-	-	”
৩৫	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	”
৩৬	বেশামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	”
৩৭	ভূমি মন্ত্রণালয়	০	-	-	-	-	-	-	-	-	
	১) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর-	০	০	০	০	০	০	০	অত্র দপ্তরের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন বিষয়ে করণীয় যথা সময়ে অবহিত করা হয়েছে।	-	
	২) ভূমি আপীল বোর্ড,	০	০	০	০	০	০	০	বোর্ডের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন বিষয়ে করণীয় যথা সময়ে অবহিত করা হয়েছে।	-	
	৩) ভূমি সংস্কার বোর্ড, শাখা-১ (প্রশাসন)	০	০	০	০	০	০	০	ইতোমধ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডের তথ্য পাওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে।	-	
৩৮	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	”

৩৯	পরিবেশ ও মন্ত্রণালয়	৭	০	০	০	০	৮০৬/- (চার শত ছয়) টাকা	(ক) সদর দপ্তরসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। (খ) প্রতিবেদনাবলী সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুলিখিত সকল বুলিয়ারি কোর্সে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার মিট দ্য পিপল প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। (গ) পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথা অনুযায়ী সাংবাদিক, ছাত্র, গবেষক, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করছে। (ঘ) বন অধিদপ্তরের বিভাগসমূহ তথ্য বাতায়নে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিবরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থা সমূহের তথ্যসমূহ বহুল প্রচারের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট, লিফলেট এবং নোটিশ বোর্ড এর মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/প্রশিক্ষণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।	-	
৪০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০	০	০	০	০	০	ক) মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থা সমূহের ওয়েবসাইটে সকল তথ্য হালনাগাদ করত : Pro-active disclosure এর উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিপরীতে একজন করে বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ করা।		
৪১	খাদ্য ও দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়									
	খাদ্য বিভাগ	০	০	০	০	০	০	-	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধান আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন মর্মে আইনে প্রয়োজনীয়	
	দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	০	০	০	০	০	০	সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাকে এ আইন বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।		

										সংশোধনী যেতে পারে।	জানা	
	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	০	০	০	০	-	০	০	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য কপি সংশ্লিষ্টদের প্রদান করা হয়েছে।	-		
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	-	০	০	ব্যবস্থার সকল কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী অনুসরণ করার বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।	-		
	মোট	০	০	০	০	-	০	০		-		প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
৪২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-		-		”
৪৩	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	-	-	-	-	-	-	-		-		ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে
৪৪	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৯৮	০	-	-	-	-	০		-		”
৪৫	পরিসংখ্যান বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-		-		”
	সকল মন্ত্রণালয়ের মোট	২৯৭৩	৩৪	৩৫	১৯,৯১,৯ ৭৪	-	-	-		-		

পরিশিষ্ট - ৬
জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন



তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে জেলার সমন্বিত তথ্যাদি

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
জেলার নাম	কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তি মূলক ব্যবস্থার বিবরণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণের বিবরণ	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ।	নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রাপ্তব।
ঢাকা বিভাগ							
ঢাকা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	০	০	০	-	০	-	-
মোট	০	০	০	-	০	-	-
মানিকগঞ্জ : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ।	১১১	০	০	-	০	ক) তথ্য প্রদান সহজতর করণের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসে নিয়োগকৃত তথ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধার জন্য মডেম, প্রিন্টার ও প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। জনগণের সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ২ (দুই) জন করে কম্পিউটার পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে এবং এদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গ) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ঘ) তথ্য সেবা মানুষের দোড় গোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য সেবা কেন্দ্র আছে তা সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করণ প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইন এর জরিমানার বিষয়টি নির্ধারণ অথবা পুনঃবিবেচনার জন্য প্রস্তাবনা করেছেন।

১০টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রায়হাট্টা, নেত্রকোণা।	৪	০	০	০	-	০	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯(তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ অবগত ও সহজভাবে জনগণের নিকট বোধগম্য করার জন্য এই পুস্তকটি উপজেলার কর্মকর্তা, ইউপিচেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সভায় অবহিতকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। স্থানীয় জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া ও জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে।
সিভিল সার্জন, নেত্রকোণা।	২	০	০	০	-	০	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, তথ্য সরবরাহের অপরাগতা নোটিশ, আপীল আবেদন ফরম তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অব্যাহত সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হল।	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, তথ্য সরবরাহের অপরাগতা নোটিশ, আপীল আবেদন ফরম তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অব্যাহত সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হল।
মোট	১৯	০	০	০	-	০	-	-
মাদারীপুরঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর।	০	০	০	০	-	০	-	-
মোট	০	০	০	০	-	০	-	-
গাজীপুরঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।	১	চাহিদা মত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।	০	০	-	০	এ জেলা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলার সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ এবং তথ্য অধিকার বিধিমালা মোতাবেক কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই আইন উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তথ্য বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গাজীপুর সদর।	২	চাহিদা মত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।	০	০	-	০	এ জেলা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলার সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ এবং তথ্য অধিকার বিধিমালা মোতাবেক কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই আইন উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তথ্য বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-

উপজেলা ভূমি অফিস, গাজীপুর সদর।	১	চাহিদা মত তথ্য সরবরাহ হয়েছে।	০	-	০	এ জেলা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলার সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ এবং তথ্য অধিকার বিধিমালা মোতাবেক কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই আইন উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তথ্য বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-
মোট	৪	০	০	-	০	-	-
জামালপুর : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর।	১২	০	০	-	০	ফ্রন্টডেস্ক খোলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তথ্য মেলা ২০১১, সমবায় মেলা-২০১১ সহ, বিভিন্ন সভা ও মেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। জেলা প্রশাসক মহোদয় বিভিন্ন সভায় এ বিষয়ে সচেতন হবার জন্য জনগণকে অবহিত করেছেন।	-
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জামালপুর।	১	০	০	-	০	ফ্রন্ট ডেস্ক খোলা হয়েছে।	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জামালপুর সদর।	১	০	০	-	০	সকল ইউপি সচিবদেরকে পত্র দেয়া হয় এবং আবেদনকারীকে তথ্যাদি প্রদানের জন্য বলা হয়।	-
নির্বাহী প্রকৌশলী, (সওজ) জামালপুর সড়ক বিভাগ, জামালপুর।	১	০	০	-	০	-	তথ্য অধিকার আইনঅনুযায়ী কোন নাগরিক বা সংস্থা তথ্য চাইতে পারে। তথ্য প্রদানের জন্য জড়িত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে কোন রকম পরিমর্সী করিতে পারিবে না, এই ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সজাগ করা আছে।
তথ্য অফিসার (প্রকল্প কর্মকর্তা) তরঙ্গ মহিলা কল্যাণ সংস্থা, জামালপুর।	৪	০	০	-	০	সংস্থা ১২-১৩ ডিসেম্বর/২০১১ইং মাসে টিআইবি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য মেলায় স্টল দিয়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভূষণ প্রচার করেছে।	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেলাদহ, জামালপুর।	১	০	০	-	০	উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে।	-
মোট	২০	০	০	-	০	-	-

শেরপুরঃ নিবাহী অফিসারের কার্যালয়, বিনাইগাতী, শেরপুর।	৪০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
মোট	৬০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
গোপালগঞ্জঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।	৩	১	০	০	০	০	০	০	-	-
মোট	৩	১	০	০	০	০	০	০	-	-
টাংগাইলঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাংগাইল।	১৭	০	০	০	০	০	০	০	-	সংস্কার প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।
মোট	১৭	০	০	০	০	০	০	০	-	-

শরীয়তপুর : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর।	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
মোট	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
রাজবাড়ী : (১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
মোট	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
নারায়ণগঞ্জ : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।	১	০	০	০	০	০	০	০	-	-
১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সকল উপজেলার নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিসে তথ্য প্রদানকারী তথ্য ও তথ্য সংগ্রহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর তফসিলে সংযোজিত “ফরম ক” মোতাবেক তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা জন্য অত্র কার্যালয় একটি তথ্য অভিযোগ কেন্দ্র ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪। অত্র কার্যালয়ে তথ্য কেন্দ্র থেকে জেলার এবং উপজেলার সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করা হয়।										
উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদর, নাঃ গঞ্জ।	১	০	০	০	০	০	০	০	-	-
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ।	২০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসার বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।	১	০	০	০	০	০	০	০	-	-
মোট	২৩	০	০	০	০	০	০	০	-	-
নরসিংদীঃ	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
মুন্সিগঞ্জঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	২	২	০	০	০	০	০	০	-	-
মোট	২									
সর্বমোট	২৩৯	৩	০	০	০	০	০	০	-	-

[illegible]

						৬। অফিসের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে যে কোন তথ্য জানার অধিকার রয়েছে, সরকার দিতে বাধ্য লেখা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটের ঠিকানা লেখা হয়েছে। ৭। জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে মাইকিং করা হয়েছে।					
মোট	০	০	০	০	০	০	এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ, তথ্য প্রদানের জন্য সকল অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে।			-	
কুষ্টিয়া : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগের হাট।	১	০	০	০	০	০				-	
মোট	১	০	০	০	০	০				-	
কুষ্টিয়া : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া।	০	০	০	০	০	০				-	
উপজেলা নিবাহী অফিসার, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।	৪	০	০	০	০	০					নাগরিকগণের সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার করা প্রয়োজন।
মোট	৪	০	০	০	০	০				-	
চুয়াডাঙ্গা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।	০	০	০	০	০	০					জনগণের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারের সকল তথ্যাবলী জেলা পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
বিনাইদহ : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বিনাইদহ।	২	০	০	০	০	০					

জেলা সমাজ কল্যান অফিস মোট	১	০	০	০	-	০	(ক) জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে 'তথ্য বাতায়ন' নামে ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। (www.dcmaggyar.gov.bd) সেখানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত আছে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর নির্দেশনা মোতাবেক অত্র জেলার সরকারী অফিস /আধা-সরকারি অফিস/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/এনজিওর অফিস/দপ্তরের নিয়োগবৃত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও আগীল কর্তৃপক্ষের নাম 'তথ্য বাতায়ন' ওয়েব সাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ওয়েব সাইটে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ও বিভিন্ন ফলাফল প্রকাশ করা হয়ে থাকে। (খ) জেলাধীন সকল মহল্লাগুলোর অধীনস্থ অফিস/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এবং ২(ক), খ এবং ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা বদলী বা পরিবর্তন হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য কমিশনে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। (গ) তথ্য বাতায়ন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং অত্র কার্যালয়সহ জেলার সকল মহল্লাগুলোর অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা /বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার তথ্য বাতায়ন' এ সন্নিবেশন করা হয়েছে। (ঘ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা-২০১০ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা-২০১০ বিবয়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃক জেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তার সমন্বয়ে ০৮.০১.২০১২ খ্রিঃ তারিখে অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কার্যালয়/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। উপজেলাগুলোতে সমন্বয় কমিটির সভা সহ বিভিন্ন সভা সমাবেশ জনসচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিসে জনগণের দর্শনের জন্য প্রত্যেক দপ্তরের সামনে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করা আছে। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে জেলা সরকারী অফিসসমূহ সর্বদা অন্তরিক রয়েছে।
মাগুরা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা।	৩	০	০	০	-	০	
মোট	০	০	০	০	-	০	
বিভাগের মোট	২৭	০	০	০	-	১৯০	

[illegible]

১	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	০	০	-	০	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সর্ম্পকে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।	-
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বদলগাছি, নওগাঁ।	০	০	-	১,২৬২	জন অবহিতকরণ ও মত বিনিময় সভা করা হয়েছে।	-
২৭৩	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়,	০	০	-	০	-	-
২০	জেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, নওগাঁ।	০	০	-	০	ক) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। খ) জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে তথ্য প্রদান ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।	-
৩০২	মোট	০	০	-	১,২৬২	-	-
৯৪	নাটোরঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর।	০	০	-	২০	-	-
৯৪	মোট	০	০	-	২০	-	-
৬	জয়পুরহাটঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট।	০	০	-	০	এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট এর নেতৃত্বে জয়পুরহাট জেলার আওতাধীন সকল দপ্তরপ্রধানসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও সকল ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অবহিত করা হয়েছে এবং জন সাধারণকে এ বিষয়ে নিয়মিত অবহিত করা হয়েছে।	-
৬	মোট	০	০	-	০	-	-
০	পাবনাঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা।	০	০	-	০	-	-
৩	আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয়, পাবনা।	০	০	-	০	সিটিজেন চার্টার অত্র কার্যালয় প্রদর্শন	-
১৪	উপ-মহাব্যপস্থাপকের কার্যালয়, বিসিক, পাবনা।	০	০	-	০	সিটিজেন চার্টার অত্র কার্যালয় প্রদর্শন	-
৩৭	জেলা মার্কেটিং অফিস, পাবনা	০	০	-	০	-	-
২৪	উপ-পরিচালক বি, আর, ডি, বি, পাবনা।	০	০	-	০	-	-
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিস, সুজানগর, পাবনা।	৭	০	-	০	-	-
৮৫	মোট	৭	০	-	০	-	-
০	সিরাজগঞ্জঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।	০	০	-	০	-	-
০	মোট	০	০	-	০	-	-
৬১৬	বিভাগের মোট	৪৭	০	-	৮,১৮৫	-	-

[illegible]

বরিশাল বিভাগ									
বরিশাল :	০	০	০	-	০	-	-	-	
মোট									
বরগুনা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফ্রন্ট ডেস্ক, বরগুনা ।	০	০	০	-	০	-	-	-	
মোট	০	০	০	-	০	-	-	-	
পটুয়াখালী : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী ।	০	০	০	-	০	-	-	-	তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য আলাদাভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ফরম ও তথ্য না দেয়ার নির্ধারিত ফরম বাংলাদেশ ফরম এন্ড টেম্পলারী হতে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
মোট	০	০	০	-	০	-	-	-	

পিরোজপুর : জেলা প্রশাসনের কার্যালয়।	২	০	০	০	০	০	জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভার আলোচনাসহ প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য বাবদ সংগৃহীত অর্থ সরকারী খাতে জমা প্রদান ও ব্যয়ের নির্দেশনা প্রয়োজন।
মোট	২	০	০	০	০	০	-	-
বালকাঠি : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বালকাঠি।	০	০	০	০	০	০	-	-
গণগ্রন্থাগার, বালকাঠি।	০	০	০	০	০	০	-	-
জেলা নির্বাচন অফিস, বালকাঠি।	৪	১টি অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ৭	০	০	০	২০৫	-	-
জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, বালকাঠি।	১	০	০	০	০	০	-	-
ব্রাক, বালকাঠি।	১১	০	০	০	০	০	-	-
উপজেলা কৃষি অফিস কাঠালিয়া, বালকাঠি।	১	০	০	০	০	০	-	-
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কাঠালিয়া, বালকাঠি।	৬২	০	০	০	০	৯১০	-	-
সড়ক বিভাগ, বালকাঠি।	১১	০	০	০	০	০	-	-
মোট	৯০	১	০	০	০	১,১১৫	-	-
ভোলা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা।	০	০	০	০	০	০	তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১। কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব জেলা তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২। সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদি ডালিকাসহ তথ্যসমূহ সচিবালয় নির্দেশিকা, ২০০৮ অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়েছে। ৩। কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন উহার বিবরণ প্রত্যেক শাখার সামনে নোটিশ বোর্ডে সিটিজেন চার্টার আকারে টাঙ্গানো আছে।	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য প্রবাহ গভির্নাল করার নিমিত্তে সরকারী দপ্তরসমূহে অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ, প্রচারের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। তাই তথ্য কমিশন হতে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

							৪। নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা বিভিন্ন সরকারী অফিসে দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ যে কোন জরুরি তথ্য অধিকার মাইকিং, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করেছে।	-	-
মোট	০	০	০	-	০				-
বিভাগের মোট	৯২	১	০	-	১,১১৫				-

রংপুর বিভাগ									
রংপুর : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর।	৫২৩	০	০	-	১১,৮৬৫				-
মোট	৫২৩	০	০	-	১১,৮৬৫				-
পঞ্চগড় : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড়।	০	০	০	-	০			জেলা পর্যায়ে বিভাগীয় প্রধানগণ পরিদর্শনকালে ও সভা-সমাবেশে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অধুতন ও জনগণকে উদ্রুদ্ধ করেন।	-
মোট	০	০	০	-	০				-
লালমনিরহাট : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট।	২	দুটি ক্ষেত্রেই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং কমিশনের পূর্বানুমোদনের জন্য আত্র অফিসের ১৭/০৭/২০১১ইং তারিখের তথ্য ও অভিযোগ /২২(অংশ)/২০১১/৫৯ নং স্মারক মাধ্যমে তথ্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে।	০	০	-	০		১। জেলাধীন সকল সরকারী/বে-সরকারী অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার কাজ অব্যাহত রয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত সংস্কার প্রস্তাব এ মুহূর্তে নেই।
সিভিল সার্জন অফিস, লালমনিরহাট।	৩	০	০	-	০			১। জেলাধীন সকল সরকারী/বে-সরকারী অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ‘২০০৯ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার কাজ অব্যাহত রয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত সংস্কার প্রস্তাব এ মুহূর্তে নেই।
মোট	৫	২	০	-	০				-

কুড়িগ্রাম : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	০	০	০	-	০	১। এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২। এই আইনের বাস্তবায়নের জন্য যথারীতি তথ্য সন্নিবেশন করা হচ্ছে। ৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম অত্র জেলার ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।	-	-
মোট	০	০	০	-	০	জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তথ্য মেলা ২০১১ই আয়োজন।	-	-
গাইবান্ধা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১	০	০	-	০	জেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা নিবাহী অফিসারগণকে মাইকিং সমাবেশ ও ইউআইএসসি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	-	-
মোট	১	০	০	-	০	জেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা নিবাহী অফিসারগণকে মাইকিং সমাবেশ ও ইউআইএসসি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	-	-
নীলফামারী : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী	১০	৮ টি কার্যক্রম চলমান রয়েছে	০	-	০	এই আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য এ জেলায় একটি তথ্য প্রদান ইউনিট খোলা হয়েছে এবং একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য সভা/সমাবেশে বিষয়টি ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রদান ইউনিট খোলাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	-	-
মোট	১০	০	০	-	০	এই আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য এ জেলায় একটি তথ্য প্রদান ইউনিট খোলা হয়েছে এবং একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য সভা/সমাবেশে বিষয়টি ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রদান ইউনিট খোলাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	-	-
ঠাকুরগাঁও : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	০	০	০	-	০	সিটিজেন চার্টার তৈরী করে দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ড ফ্যাস্টেন, লিফলেটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের কাজ চলছে।	-	-
মোট	০	০	০	-	০	সিটিজেন চার্টার তৈরী করে দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ড ফ্যাস্টেন, লিফলেটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের কাজ চলছে।	-	-
বিভাগের মোট	২	২	০	-	১১,৪৬৫		-	-

চট্টগ্রাম বিভাগ	৩	১ টি আবেদনের কার্যক্রম চলমান আছে	০	-	০	১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে (www.dccchitagong.gov.bd) টপ ব্রেস্ট বক্স এ তথ্য প্রদান ইউনিট শীর্ষক একটি নতুন মেনু সংযোজন করে (তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯, অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২। জেলাধীন সকল মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সার্বিক কার্যবলী সম্পর্কে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ৩। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখা ও সকল মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান সমূহে সিটিজেন চার্টার তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী চলমান করেছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে জনগণ যে পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে তা ছক আকারে তথ্য বাস্তবায়নে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৫। বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য সকল আবেদন ফ্রন্ট ডেস্ক এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে।	-
পটিয়া, চট্টগ্রাম।	০	০	০	-	০	সকল বিভাগ/দপ্তর হতে তথ্য সহজে প্রাপ্তির জন্য সিটিজেন চার্টার উপস্থাপন করা হয়েছে।	-
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	১	০	০	-	০		-
মোট	৪		০	-	০	-	-
নোয়াখালী: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী।	৩	০	০	-	২০	১। তথ্য কমিশনার জনাব মোঃ আবু তাহের মহোদয়ের উপস্থিতিতে অত্র জেলার সকল বিভাগীয় প্রধানদের সাথে বিগত ২০.০৬.২০১১ খ্রিঃ তারিখ তথ্য অধিকার বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে	-

									জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন আলোচ্য বিষয়ে অন্ত-ভুক্তরতঃ আলোচনা করার জন্য সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।		-	-	
মোট	৩	০	০	০	০	-	-	২০			-	-	
কক্সবাজার : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।	০	০	০	০	০	-	-	০			-	-	
মোট	০	০	০	০	০	-	-	০			-	-	
খাগড়াছড়ি : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি।	০	০	০	০	০	-	-	০	১। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ১জন বিকল্প কর্মকর্তা ১জন ও আপীলকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ৮ উপজেলায় ৮জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীলকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা তালিকা ইতোমধ্যে তার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন অনুসরণে জনগণের নিকট অবোধ তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সভায় বিভাগীয় প্রধানগণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।		-	-	
মোট	০	০	০	০	০	-	-	০	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা সমাবেশের মাধ্যমে জনগণকে উদ্ধুদ্ধকরণ করা অব্যাহত রয়েছে।		-	-	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটিকে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর তফসীল ভুক্ত করা যেতে পারে। ২। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নাগরিকগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বহুল প্রচার র‍্যালী ও পোস্টারিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
মোট	২৫৩	০	০	০	০	-	-	০	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা, আইন-শৃঙ্খলা, এনজিও বিষয়কসহ বিভিন্ন সভা/সেমিনার তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা করা হয়। সকল		-	-	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	১০৬২	০	০	০	০	-	-	০			-	-	

উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে স্ব-স্ব উপজেলার তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধান করার জন্য বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলায় তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নীচতলায় স্থাপিত ফ্রেমডেক এ তথ্য চাওয়ার নিখরাত ফরমসহ সার্বক্ষণিক তথ্য প্রদানের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর নির্দেশনা অনুসারে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য কমিশন হতে প্রাপ্ত লিফলেট/প্রচারপত্ররাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সরকারী অফিস প্রধান, গণমাধ্যম, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিনিধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা পরিষদও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট বহুল প্রচারের মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ জেলা প্রশাসকের বিভিন্ন শাখার তথ্য ফ্রন্টডেকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অঙ্গীল কর্তৃপক্ষের নাম জেলা তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও জেলার সচেতন নাগরিকবৃন্দকে নিয়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতবিনিময়ক্রমে যথাযথ ব্যাবস্থা নেয়া হয়েছে। ফ্রন্টডেক কক্ষে তথ্যসেবা প্রদান রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তাতে তথ্যগ্রহণকারীর নাম-ঠিকানা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।							উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে স্ব-স্ব উপজেলার তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধান করার জন্য বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলায় তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
নাগরিক তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রাপ্ত এবং পাওয়া যায়নি।							নাগরিক তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রাপ্ত এবং পাওয়া যায়নি।

মোট	৩	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
ফেনী : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী।	০	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
মোট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে যে কোন ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এ সংক্রান্ত সকল বিধান ও পদ্ধতি উল্লেখ করে একটি সিটিজেন চার্টার বোর্ডের মাধ্যমে টানানো হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ইতোমধ্যে এ জেলার ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৪। তথ্য প্রদান ইউনিট থেকে তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলি আবেদন প্রক্রিয়া এবং এ মূল্য উল্লেখ করে একটি সাধারণ নির্দেশনা এ জেলার ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৫। নাগরিক সেবা কেন্দ্র হিসেবে পৃথক একটি শাখা খোলার পর সাধারণ জনগণের নিকট এ সেবা আরো গ্রহণযোগ্য ও দ্রুততম করা এবং ইউনিটকে ডিজিটাল সুবিধার আওতায় আনার নিমিত্তে তথ্য প্রদান ইউনিটকে নাগরিক সেবা কেন্দ্রের সাথে একীভূত করা হয়েছে।											
মোট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
লক্ষ্মীপুরঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর।	০	০	০	০	০	০	০	০	০	-	তথ্য অধিকার আইন আরো সহজতর ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
১। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে ইতোমধ্যে ১ দিনের সেমিনার করা হয়েছে। ২। এই আইন বহুল প্রচারের জন্য সিটিজেন চার্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩। এই আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক সভাসেমিনারে উক্ত আইনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশন দেয়া হয়েছে।											
মোট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
বান্দরবান : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান।	১	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
বান্দরবান কারিগরী স্কুল, বান্দরবান।	১	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-
নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বান্দরবান।	১	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-

কুমিল্লা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা।	১০৮৯	০	০	০	০	১২০	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক মহোদয় সকল কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল কর্মচারীদেরকে অবহিত করছেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নীচতলায় ফ্রন্ট ডেস্ক চালু রয়েছে এবং নীচতলায় ১১২ নং কক্ষে জেলা-ই সেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। জনগণের সেবা দোরগারায় পৌঁছেনোর লক্ষ্যে সেবা প্রদান করা হয়।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।	৫১	০	০	০	০	৭৫৫	মোটিভেশন সভা, কৃষক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণে আলোচনা এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি ভূমি অফিসের বিভিন্ন তথ্যসহ নামজারী ও জমাখারিজ প্রার্থীগণের নিকট তথ্য অধিকার আইনের ফরমটি বিলি করা হচ্ছে। সে মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়।	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ছাপানো ফরম সরবরাহ করা।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	০	০	এ বিষয়ে বিগত ২৬/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অত্র উপজেলার একটি ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয় এবং উপজেলার উন্নয়ন কমিটির মাসিক সভায় জনপ্রতিনিধিদের দিক নির্দেশনা এবং মার্চ পর্যায়ে গনসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, চাঙ্গিনা, কুমিল্লা।	৮	০	০	০	০	৬০	-	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	০	৩০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-
সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর কার্যালয় দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২	০	০	০	০	২০	এ কার্যালয়ে যে কোন ব্যক্তি তথ্যের জন্য আসলে তাহাকে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।	-
উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	১	০	০	০	০	১০	জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে ১দিন ব্যাপি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ওরিয়েন্টেশনে অংশ গ্রহণ।	-
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২	০	০	০	০	১০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-
উপজেলা যুব উন্নয়ন এর	২	০	০	০	০	২০	২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	

কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।									
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	০	১। জেলা প্রশাসকের কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	১	০	০	০	-	১০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-১।	২	০	০	০	-	৮	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা পঃ পঃ কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	২০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, দাউদকান্দি, (এলজিইডি)।	২	০	০	০	-	২০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা শিকা অফিসারের কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	২০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা মহস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	১	০	০	০	-	১০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	১	০	০	০	-	১০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	২০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-	

উপজেলা আনসার ও ভিডিও কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২	০	০	০	০	০	০	০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-
উপজেলা পল্লিগোষ্ঠা কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	০	০	০	০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	০	০	০	৩০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-
উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	০	০	০	৩০	১। জেলা প্রশাসক কুমিল্লা মহোদয়ের কার্যালয়-১টি ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-১টি	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বড়িচং, কুমিল্লা।	৭	০	০	০	০	০	০	০	উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে আরো জ্ঞান প্রদান।	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মেঘনা, কুমিল্লা।	৮	০	০	০	০	০	০	১৬	-	-
সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসারের কার্যালয় মেঘনা, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	০	০	০	১২	-	-
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, মেঘনা, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	০	০	০	০	-	-
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, মেঘনা, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	০	০	০	৬	-	-
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মেঘনা, কুমিল্লা।	১	০	০	০	০	০	০	২	-	-
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মেঘনা, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	০	০	০	৬	-	-
উপজেলা সমাজ সেবা	৪	০	০	০	০	০	০	৭	-	-

কর্মকর্তা মেঘনা, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	-	৬	-	-	-
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মেঘনা, কুমিল্লা।									-
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	১০	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	১	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, (এলজিইডি) চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	৪৪	-	-	-
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	১	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা নিবাহী অফিসারের কার্যালয়, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	২	০	০	০	-	১০	-	-	-
উপজেলা নিবাহী অফিসারের কার্যালয়, লাকসাম, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	০	-	-	-

মোহাম্মদ হায়েফ উদ্দিন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, লাকসাম, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	০	-	০	-	-	-
উপজেলা সমবায় অফিসার, লাকসাম, কুমিল্লা।	১	০	০	০	০	-	১৪	-	-	-
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১৪	০	০	০	০	-	৭০	-	-	-
ডাঃ মোঃ শফিকুল হায়দার চৌধুরী উপজেলা স্বাস্থ্য পঃ পঃ কর্মকর্তা কার্যালয়, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	০	-	২০	-	-	-
মোঃ মোতাহের হোসেন মজুমদার উপজেলা কৃষি অফিসার সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	০	-	৩০	-	-	-
উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১০	০	০	০	০	-	৩০	-	-	-
উপজেলা প্রকৌশলী কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা	১০	০	০	০	০	-	৫০	-	-	-
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	০	-	২০	-	-	-
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	০	-	২০	-	-	-

উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-
উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২০	-	-
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	২৫	-	-
উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১২	০	০	০	-	৬০	-	-
উপজেলা আনাসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২০	-	-
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১৫	০	০	০	-	৭৫	-	-
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দক্ষিণ সদর, কুমিল্লা।	৯	০	০	০	-	৪৫	-	-
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার দক্ষিণ সদর, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-

উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২০	-	-
উপজেলা সমবায় অফিসার সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৮	০	০	০	-	৪০	-	-
উপজেলা মৎস্য অফিসার সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-
উপজেলা মৎস্য অফিসার সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১২	০	০	০	-	৬০	-	-
উপজেলা অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৮	০	০	০	-	২০	-	-
সহকারী কমিশনার(ভূমি) ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	১২	-	-
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	৪	-	-
উপজেলা কৃষি অফিসার, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	৫	-	-
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	২০	-	-
ব্রাহ্মণপাড়া, থানা	৩	০	০	০	-	৬	-	-
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২৫	-	-

উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-
উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২০	-	-
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	২৫	-	-
উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১২	০	০	০	-	৬০	-	-
উপজেলা আনসার ও ভিভিপি কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২০	-	-
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১৫	০	০	০	-	৭৫	-	-
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দক্ষিণ সদর, কুমিল্লা।	৯	০	০	০	-	৪৫	-	-
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার দক্ষিণ সদর, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-
উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২০	-	-
উপজেলা সমবায় অফিসার সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৮	০	০	০	-	৪০	-	-

উপজেলা মৎস্য অফিসার সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	৩০	-	-
উপজেলা মৎস্য অফিসার সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	১২	০	০	০	-	৬০	-	-
উপজেলা অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৮	০	০	০	-	২০	-	-
সংকারী কমিশনার(ভূমি) ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৬	০	০	০	-	১২	-	-
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	৪	-	-
উপজেলা কৃষি অফিসার, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	৫	-	-
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	২০	-	-
ব্রাহ্মণপাড়া, থানা	৩	০	০	০	-	৬	-	-
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৪	০	০	০	-	২৫	-	-
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	-	৬	-	-
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	-	২৫	-	-
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	১০	-	-
উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	-	৬	-	-
উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	১০	-	-

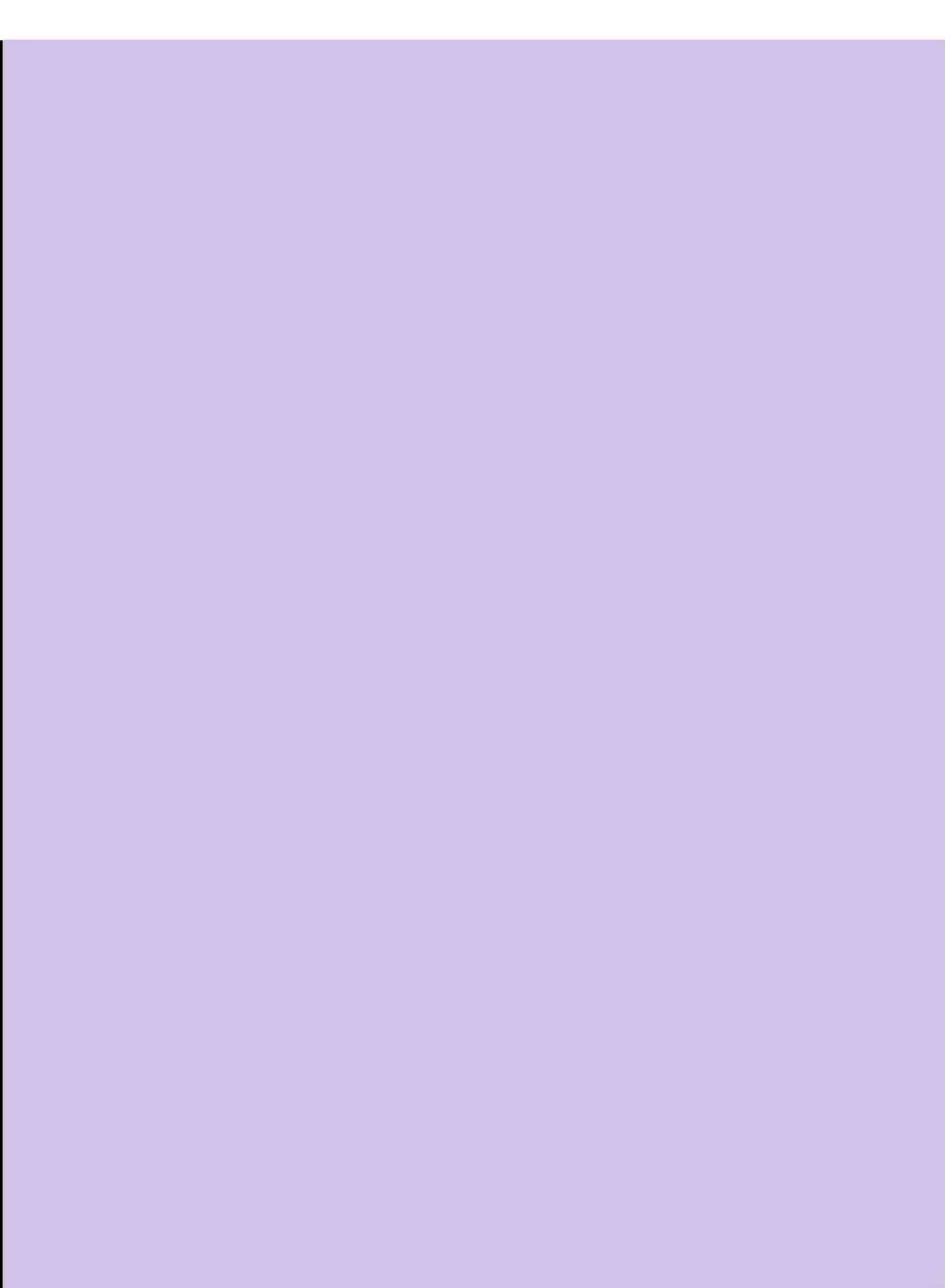
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। -	৪	০	০	০	-	৮	এ আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।	-
কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সঃ- ২ ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। -	৫	০	০	০	-	১০	এ আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।	-
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, - কুমিল্লা। -	৪	০	০	০	-	৮	এ আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।	-
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	১০	এ আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।	-
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	-	৬	-	-
উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	১০	০	০	০	-	২০	-	-
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	২	০	০	০	-	৪	-	-
উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	-	৬	নোটিশের মাধ্যমে এ আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।	-
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৩	০	০	০	-	৬	-	-
উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	১২	০	০	০	-	২৪	এই আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।	-
উপজেলা বন কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	১০	এই আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।	-
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	১০	সন্তোষজনক	-

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা।	৩৭	০	০	০	-	০	এই আইনের বিষয়ে ইতোমধ্যে উপজেলার সকল দপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও জন প্রতিনিধিগণের সম্মুখে অবহিত করণ সভা করা হয়েছে।	জনগণের টাকার বিনিময়ে তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ার মূল্যগ্রহণ পূর্বক তথ্য প্রদানের বিধানটি বিপুল করা যেতে পারে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা।	৮০	০	০	০	-	০	এই আইনের বিষয়ে ইতোমধ্যে উপজেলার সকল দপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও জন প্রতিনিধিগণের সম্মুখে অবহিত করণ সভা করা হয়েছে।	জনগণের টাকার বিনিময়ে তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ার মূল্যগ্রহণ পূর্বক তথ্য প্রদানের বিধানটি বিপুল করা যেতে পারে।
উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিঃ কর্মকর্তার কার্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা।	৫	০	০	০	-	০	এই আইনের বিষয়ে ইতোমধ্যে উপজেলার সকল দপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও জন প্রতিনিধিগণের সম্মুখে অবহিত করণ সভা করা হয়েছে।	জনগণের টাকার বিনিময়ে তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ার মূল্যগ্রহণ পূর্বক তথ্য প্রদানের বিধানটি বিপুল করা যেতে পারে।
উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয়, (এল.জি.ই.ডি) হোমনা, কুমিল্লা।	১৬	০	০	০	-	০	এই আইনের বিষয়ে ইতোমধ্যে উপজেলার সকল দপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও জন প্রতিনিধিগণের সম্মুখে অবহিত করণ সভা করা হয়েছে।	জনগণের টাকার বিনিময়ে তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ার মূল্যগ্রহণ পূর্বক তথ্য প্রদানের বিধানটি বিপুল করা যেতে পারে।
উপজেলা কৃষি অফিস, হোমনা, কুমিল্লা।	১৩০	০	০	০	-	০	এই আইনের বিষয়ে ইতোমধ্যে উপজেলার সকল দপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও জন প্রতিনিধিগণের সম্মুখে অবহিত করণ সভা করা হয়েছে।	জনগণের টাকার বিনিময়ে তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ার মূল্যগ্রহণ পূর্বক তথ্য প্রদানের বিধানটি বিপুল করা যেতে পারে।
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, হোমনা, কুমিল্লা।	২৪	০	০	০	-	০	এই আইনের বিষয়ে ইতোমধ্যে উপজেলার সকল দপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও জন প্রতিনিধিগণের সম্মুখে অবহিত করণ সভা করা হয়েছে।	জনগণের টাকার বিনিময়ে তথ্য পেতে আগ্রহী না হওয়ার মূল্যগ্রহণ পূর্বক তথ্য প্রদানের বিধানটি বিপুল করা যেতে পারে।
সহকারী পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কুমিল্লা।	১	০	০	০	-	০	তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ/ আপিলকারী কর্মকর্তা নিয়োগসহ তথ্য অধিকার আইনের ফরম ব্যবহার করে তথ্য সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	মৌখিক ভাবে প্রদত্ত তথ্য সরবরাহের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

সিনিয়র তথ্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গণযোগ্যোগ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।	১	০	০	০	০	-	০	জেলার বিভিন্ন স্থানে চলচিৎ প্রদর্শনীতে তথ্য অধিকার আইনের সিডি প্রদর্শন, বিভিন্ন সভায়ঃ সিনিয়র তথ্য অফিসার এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। কোটাবাদী সমাবায় কলেজে সমবায় অফিসারদের প্রশিক্ষণে এ বিষয়ে ক্লাস নেন।	০	জেলার বিভিন্ন স্থানে চলচিৎ প্রদর্শনীতে তথ্য অধিকার আইনের সিডি প্রদর্শন, বিভিন্ন সভায়ঃ সিনিয়র তথ্য অফিসার এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। কোটাবাদী সমাবায় কলেজে সমবায় অফিসারদের প্রশিক্ষণে এ বিষয়ে ক্লাস নেন।	-
সহকারী প্রকৌশলী নিবাহীর প্রকৌশলীর দপ্তর, (এল.জি.ই.ডি) কুমিল্লা।	৭	০	০	০	০	-	১৪	তথ্য যথাযথ সংরক্ষণ, প্রকাশ ও তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রাপ্তিতে তা যথাযথ প্রদান।	১৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/আপিল কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তথ্য প্রাপ্তি ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/আপিল কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তথ্য প্রাপ্তি ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার।
আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয় মেজর ভিলা, রামমালা রোড, কুমিল্লা।	৭	০	০	০	০	-	০	-	০	-	-
উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।	১৩	০	০	০	০	-	০	১। মেটিভেশন সভা। ২। কৃষক প্রশিক্ষণে আলোচনা। ৩। জনসচেতনতা সৃষ্টি। ৪। রেজিস্টারে তথ্য সংরক্ষণ। ৫। তথ্য প্রাপ্তির হুক অফিসে সংরক্ষণ।	০	১। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো। ২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ জরুরী। ৩। জনসচেতনতা বৃদ্ধি।	১। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো। ২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ জরুরী। ৩। জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
মোট	১৮৫৮	০	০	০	০	-	২৩৩৩	-	২৩৩৩	-	-
বিভাগের মোট	৩৭৭৩	০	০	০	০	-	২৩৫৩	-	২৩৫৩	-	-
সর্বমোট	৭৬৩৪	৫৪	০	০	০	-	২৩৫৩	-	২৩৫৩	-	-

পরিশিষ্ট - চ

এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন



তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে এনজিওর সমন্বিত তথ্যাদি

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ
এনজিওর নাম	কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহ- কৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণের বিবরণ।	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ।	নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব।	ঝ
১. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), বাড়ি-১৪১, রোড-১২, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা	২৫	০	০	০	০	-	-	
২. ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা	১৮	০	০	০	০	তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তাও তালিকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সংস্থাপন শাখায় প্রদান করা হয়েছে।	বর্তমান নিয়মটিই চলমান রাখার জন্য সুপারিশ করছি।	-

৩.ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ৩/১১, বুক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা- ১২০৭	৭	০	০	০	০	এ ধরনের সুনির্দিষ্ট কোন সুপারিশ বা প্রস্তাব আসেনি; তবে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। • বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তথ্য অধিকার দিবস পালন উপলক্ষ্যে সংস্থার ঢাকা অফিসে এবং প্রধান কার্যালয়ে (দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা) তথ্য পাওয়ার অধিকার এবং তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের করণীয়' শীর্ষক ২টি পৃথক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। • বিগত ০৮ অক্টোবর ২০১১ সংস্থার সেন্ট্রাল কোঅর্ডিনেশন টিম এর যান্মাসিক সভার পর 'তথ্য অধিকার আইন এর আলোকে সংস্থার করণীয়', সম্পর্কে এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। • বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০১১ অনুষ্ঠিত সংস্থার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম এর সভায় কর্ম এলাকার মধ্যে ১২ জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য অফিসার হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা এপ্রিল ২০১২ থেকে কার্যকর হবে। • স্ব- প্রনোদিতভাবে ওয়েবসাইট ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের তথ্য প্রচার করা হয়েছে। • চাওয়া মাত্র বেসরকারী	-

								প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সংস্থা, ব্যক্তি, সাংবাদিকদের মৌখিক ও ই-মেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য ও কার্যবিবরণী প্রদান করা হয়। ● এছাড়া সংগঠন তার সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম সমূহে নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক হিসাবে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে বিষয় হিসাবে তথ্য অধিকার আইন বিষয় সন্নিবেশিত করেছে।		তথ্য অধিকার আইনের কোন সংস্কার প্রস্তাব বিধান। পুরাতন বিধান বাদ দিয়ে নতুন বিধান তৈরী করা ভাল।	-
							০	-	০	সংস্থা অন্য কোন কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে থেকে তথ্য প্রদানের জন্য কোন চিঠি পায়নি। সংস্থার নিকট তথ্য চেয়ে চিঠি প্রেরণ করলে তাকে যথা সময়ে তথ্য প্রদান করা হয়।	-
							০	-	০		
							০	-	০		
							০	-	০		
							০	-	০		
							৬	-	৬		
৪. সচেতন সাহায্য সংস্থা(এসএসএস), শ্রীমল রোড, মৌলভীবাজার-৩২০০	৬	০	০	০	০	৬	০	-	০	৫. অগ্রগতি, কাকবাকাল, পোষ্টঃ সারুটীয়া, কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০	

৬. Mrochaw Chen Chan Eunggra Tia, Ujanai para, Bandarban	৬	০	০	০	০	০	০	০	১. সংস্থার প্রতিটি কর্মীকে সঠিক তথ্য ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ২. কর্মীকে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করতে পারবে এমন ব্যক্তির নিকট তথ্য সরবরাহ করা।	-	
৭. কারিতাস বাংলাদেশ, সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭	৬	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
৮. উন্নয়ন সংঘ, সর্দার পাড়া, জামালপুর	৫	০	০	০	০	০	০	০	সিটিজেন চার্টার তৈরী করে টানানো হয়েছে। সংস্থার জামালপুর ও শেরপুর জেলায় ৬৮-৭২৭৪ জন তথ্য উপকারভোগীর মাঝে তথ্য অধিকার আইনটির বিষয়ে প্রচারণা চালানো। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করনে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইনটি আরো সহজ বোধ করে গণ মানুষের কাছে প্রচার চালানো। জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে সচিব প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করা। এনজিওদের মাধ্যমে প্রচার চালানো।	
৯. D.Net (Development Research Network)	৪	০	০	০	০	০	০	০	-	-	

১০. বাঁচতে শেখা,	৩	০	০	০	০	০	০	■ স্টাফদের প্রশিক্ষণ ■ লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে অবহিতকরন এবং তথ্য দাবির জন্য উৎসাহিত করা ■ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভা	-	-
১১. প্রশিক্ষা, মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬	৩	০	০	০	০	০	০	সংস্থার সকল বিভাগ/ ইউনিটকে জনগণের তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকে সে অধিকার বাস্তবায়নে আইন অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। সংস্থার তথ্য কর্মকর্তা সম্পর্কে মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অবহিত করা হয়েছে।	-	
১২. অংকুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, বাড়ি-৬৫, রোড-০৬, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০		২		০	০	০	০	-	-	
১৩. ডেভেলপমেন্ট ইনশিয়েটিভ ফর হিউম্যান এডভান্সমেন্ট, কুমিল্লা।	২	০	০	০	০	০	০	এই আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ কোন অফিস থেকে তথ্য চাওয়া হলে তাহা দেওয়া হয়।	তথ্য আইন ও নাগরিক তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত সংস্কার প্রস্তাব। তথ্য কেন্দ্রে কম্পিউটার সহ তথ্য প্রদানের সকল সরঞ্জামাদি দেওয়া হলে আরও আন্তরিকতার সাথে তথ্য প্রদান করা হবে।	

১৪. ইন্টিগ্রেটেড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ইফোর্ট বাংলাদেশ	২	০	০	০	০	০	০	০	-	-	
১৫. সোসাইটি অব রেনেসাঁ বাংলাদেশ (এস.আর. বি), ফেনী	৪২	০	০	০	০	০	০	০	সাধারণ জনগণ যাহাতে খুব সহজে তথ্য পায় তার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে “রেনেসাঁ” তথ্য সেতুতে” সংগ্রহ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং তা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। সংস্থা কর্তৃক সরকারী বা বেসরকারী কোন অফিস থেকে তথ্য চেয়ে না পাওয়া গেলে তথ্য কমিশন এর সহযোগিতা নেয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	-	
সর্ব মোট	১৩৭	০	০	০	০	০	০	০	-	-	-

যেসকল এনজিতে কোন তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন জমা পড়েনি

নিম্নোক্ত এনজিওসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে তবে এসব এনজিও এর নিকট কেউ তথ্যের জন্য আবেদন দাখিল করেনি মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

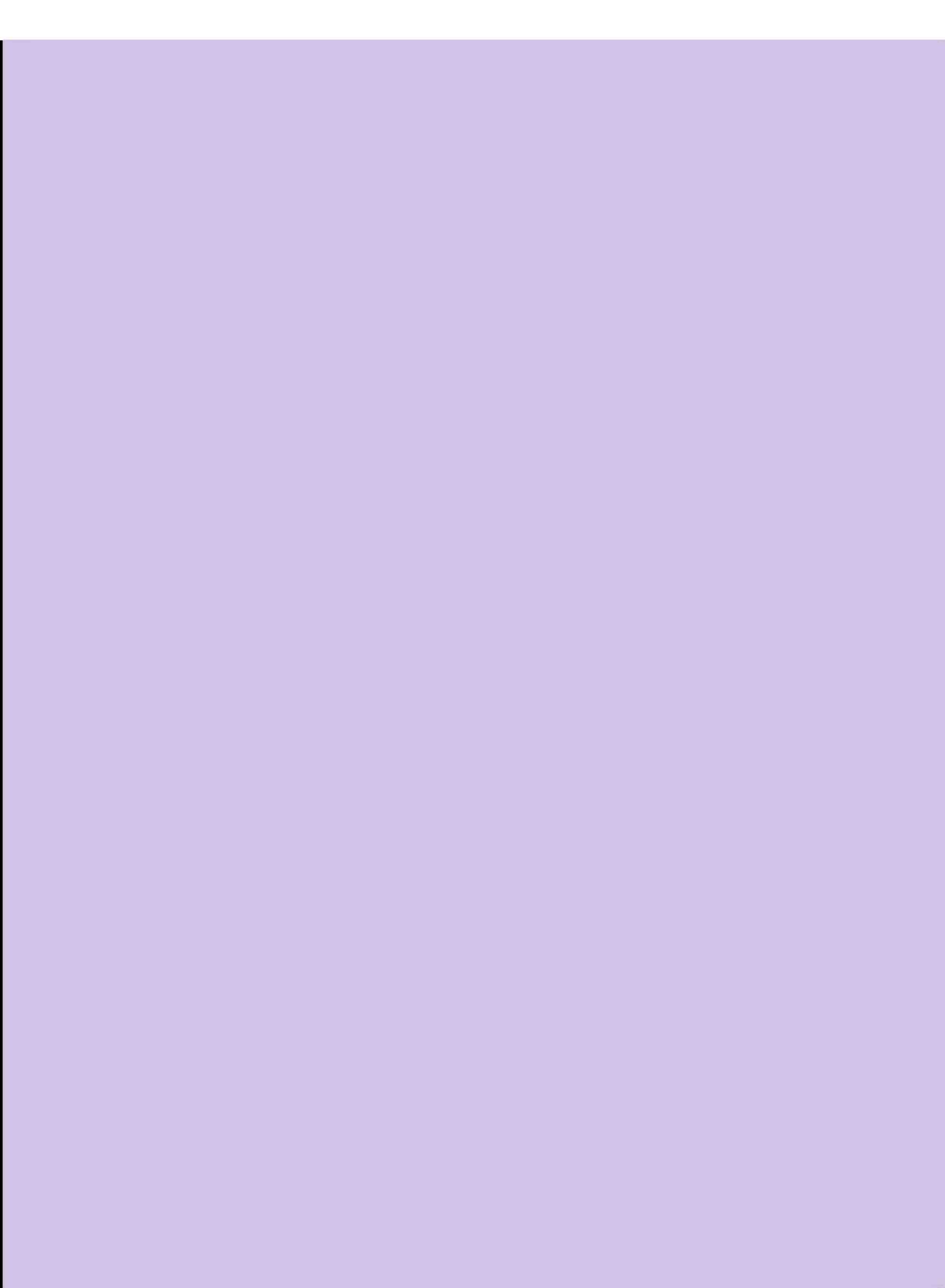
১. সূর্যের হাসি ক্লিনিক, এফ.ডি. এস. আর, বান্দরবান;
২. ইকো- ডেভেলপমেন্ট, উজানী পাড়া, পাবত্য বান্দরবান-৪৬০০;
৩. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), ঢাকা;
৪. মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র, ৭৭- মাহতাব উদ্দিন সড়ক, কোর্ট পাড়া, কুষ্টিয়া- ৭০০০;
৫. গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, হলদিবাড়ি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর;
৬. মানসিকা, লালমনিরহাট;
৭. প্রগতি কো-অপারেটিভ ল্যান্ডমার্টগেজ ব্যাংক লিঃ, ইলোরা কমপেক্স, কাপাসিয়া বাজার, গাজীপুর;
৮. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ৪৮/৩, পশ্চিম আগারগাওঁ, ঢাকা-১২০৭;
৯. হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন, শাহবুদ্দিন বিল্ডিং (২য় তলা), কলেজ রোড, বান্দরবান সদর, বান্দরবান
১০. কর্মসংস্থান ব্যাংক, বান্দরবান শাখা;
১১. সামসাল বাংলাদেশ, ঢাকা-১২০৯;
১২. স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ, লালমাটিয়া, ঢাকা;
১৩. বলিপাড়া নারী কল্যান সমিতি (বিএনকেসি), উজারিপাড়া, বান্দরবান- ৪৬০০;
১৪. ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদিবাগ রোড, চট্টগ্রাম;
১৫. কারসা ফাউন্ডেশন, ৭৪৯, সাতমসজিদ রোড, ঢাকা- ১২০৯;
১৬. কোডেক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, বাড়ি-৪৭/এইচ, রোড # ১, ইস্পাহানি পার্ক, চট্টগ্রাম;
১৭. লাইট হাউস, জহুরুলনগর. বগুড়া;
১৮. প্রয়াস, মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি, বেলেপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ- ৬৩০০;
১৯. বাংলাদেশ থিওলজিক্যাল সেমিনারী, চট্টগ্রাম;
২০. সাজেদা ফাউন্ডেশন, বাড়ি#২৮, রোড #৭, বক-সি, নিকেতন হাউজিং সোসাইটি, গুলশান-১, ঢাকা;
২১. Bangladesh Every Home Contact, 38, Dilu Road, Dhaka-1000;
২২. Management and Resources Development Initiative (MRDI), Mohammadpur, Dhaka-1207;
২৩. ফোকাস সোসাইটি, হাসপাতাল রোড, গাবতলী, বগুড়া-৫৮২০;
২৪. Action In Development-AID, Jhenaidah- 7300;
২৫. এসিস্টেন্স ফর দি লাইভলিহুড অফ দি অরিজিনস্ (আলো), খাগড়াছড়ি-৪৪০০;
২৬. পাশা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন , ১২৪ কবি সুকান্ত সড়ক, আদর্শপাড়া, ঝিনাইদহ;
২৭. সৃজনী বাংলাদেশ, পট # ৩, রোড# ১, মিরপুর- ১২১৬;
২৮. জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন, ৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর- ৭৪০০;
২৯. কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি # ৯/৪, রোড- ২, শ্যামলী , ঢাকা- ১২০৭;
৩০. বন্ধন , সোনাপুর সদর, নোয়াখালী;

৩১. ত জিংডং, উজানিপাড়া, বান্দরবান;
৩২. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), জামালপুর-২০০০;
৩৩. নিজেরা করি, লালমটিয়া, ঢাকা-১২০৭;
৩৪. এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা(এ জি ইউ এস), সোনাই মুড়ী, নোয়াখালী;
৩৫. ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ(এফআইভিডিবি), খাদিমনগর, সিলেট;
৩৬. সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) বনানী, ঢাকা-১২১৩;
৩৭. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, মোহাম্মদপুর ইস্টেট হাউজিং, ঢাকা-১২০৭;
৩৮. জেসিএফ, বাংলাদেশ;
৩৯. নজীর (নতুন জীবন রচি) সমাজসেবা অধিদপ্তর , লালমনিরহাট;
৪০. সমাজ কল্যাণ উন্নয়ন সংস্থা (স্কাস) নিলুফার বিল্ডিং, শান্তিনগর, ঢাকা;
৪১. রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ, বনানী, ঢাকা-১২১৩;
৪২. ওয়াটার এইড, বাড়ি- ৯৭/বি, রোড-২৫, বক- এ, বনানী, ঢাকা- ১২১৩;
৪৩. পাবনা প্রতিশ্রুতি;
৪৪. বাংলাদেশ মানবধিকার সাংবাদিক সংস্থা(বিএমএসএফ) আদাবর মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪৫. গ্রামীণ ব্যাংক, মিরপুর - ২, ঢাকা-১২১৬;
৪৬. মৌসুমী , নওগাঁ;
৪৭. ডিওআরপি হোম, ৩৬/২, পূর্ব শেওড়া পাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬;
৪৮. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪, বাবর রোড, বক- বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং সংঘ, ঢাকা-১২০৭;
৪৯. এএলআরডি, ১০/১১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭;
৫০. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউড অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন,৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০;
৫১. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/ বি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০;
৫২. জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম), জয়পুরহাট;
৫৩. ইধহমমধফবং খবমধম অরফ ধহফ ঝবঝরপবং এওংং , কধশংধরম, উযধশধ-১০০০.
৫৪. আমেরিকান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল লেবাল সোলিডারিটি, বাড়ি-৪৮, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২;
৫৫. পাপড়ি, বাংলাদেশ; নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিংদী;
৫৬. সোপিরেট
৫৭. মনের বাড়ি (একটি সমাজকল্যান মূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান), চকোরিয়া , কক্সবাজার
৫৮. ডিকোনিয়া, বাড়ি-৫/৮, বক- বি, লালমাটিয়া , ঢাকা- ১২০৭
৫৯. শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, (এসএনএফ),২/২এ, মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
৬০. ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার,
৬১. এসিড সারভাইজরস ফাউন্ডেশন , বাড়ি-১২, রোড-২২, বক-কে, বনানী মডেল টাউন, ঢাকা- ন-১২১৩
৬২. টেকনিকেল এডভাইজার আরএইচস্টেপ, বান্দরবান সদর, হাসপাতাল
৬৩. ইঘঘজঈ ,বাড়ি- ১৩/১, রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
৬৪. গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, বক- বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭

৬৫. বাংলাদেশ মহিলা সমিতি,৪, নাটক সরনী (নিউ বেইলী রোড) ঢাকা, বাংলাদেশ
৬৬. সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস)
৬৭. সুশীলন, কেডিএ জলিল সরনি, বয়েরা , খুলনা
৬৮. বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বি.কে.এফ), পো: রাজঘাট, নওয়াপাড়া মিউনিসিপাল এলাকা, আবহাওনীনগর, যশোর
৬৯. সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান- সুপ্র, ২/১৯, বকু বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭
৭০. শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস), সদর রোড, শরীয়তপুর
৭১. Management and Resources Development Initiative (MRDI), Mohommadpur, Dhaka-1207.
৭২. ডেমোক্রেসিওয়াচ, ৭, সার্কিট হাউজ, রমনা, ঢাকা
৭৩. বেলা,
৭৪. সাবলম্বন ইউনিয়ন সমিতি, শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোনা
৭৫. Samadhan, Upagilla Road, Keshabpur, Jessore- 7450
৭৬. গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭
৭৭. প্রেপ, বাড়ী # ৪৪৫, রোড # ৫, বকু- বি, চান্দগাঁও আ/ এ, চট্টগ্রাম
৭৮. সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
৭৯. নারী ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, সাজিয়ারা, মাগুরা
৮০. সেভ দি পয়ন্ট এন্ড ডিসেবিলিটি-এসপিডি, এসপিডি কমপ্লেক্স, মুজিবনগর, মেহেরপুর
৮১. সেভ দি পয়ন্ট এন্ড ডিসেবিলিটি- এসপিডি, ১৫/৯/ ই, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
৮২. নুসা, নড়িয়া, উপজেলা- নড়িয়া, শরীয়তপুর- ৮০২০
৮৩. টেরিডেস হোমস্ ফাউন্ডেশন, ইটালি, হাউস নং- ৫৮, রোড- ৮৪, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
৮৪. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (দীপ), ২১/ ইস্কাটন গার্ডেন রোড(৮ম তলা), রমনা , ঢাকা-১০০০ ।
৮৫. নুসা, নড়িয়া, উপজেলা- নড়িয়া, শরীয়তপুর- ৮০২০
৮৬. নারী পক্ষ, র্যাংগস নীলু স্কয়ার (৫ম তলা) সড়ক# ৫/এ, পট# ১,২,৩, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯
৮৭. সিল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাসা নং ৮, রোড নং ১৭, উত্তরা সেক্টর- ৪, ঢাকা- ১২৩০
৮৮. ফেয়ার, ৪৫/১ আর, এ খান চৌধুরী রোড, ছয় রাস্তার মোড়, থানাপাড়া , কুষ্টিয়া
৮৯. ইউসেপ বাংলাদেশ , পট- ২৩ ৩, মিরপুর- ২, ঢাকা- ১২১৬
- ৯০ . বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ), ডাক-রাজঘাট, নওয়াপাড়া পৌর এলাকা, অভয়নগর, যশোর
৯১. সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসট্যান্স (সিসিএলডিএ), আদমপুর, রায়পুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা ।
- ৯২ সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস), সাথি সিনেমা রোড, মধুপুর, টাঙ্গাইল ।
- ৯৩ Socio Economic Development Alliance- SEDA, Shomshernagar Road, Moulvibazar- 3200.
৯৪. . সিসিডিবি, কমপ্রিহেনসিভ পোভার্টি রিডাকশান প্রোগ্রাম (সিপিআরপি), বান্দরবান সদর, বান্দরবান
৯৫. দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস), মেহেরপুর
৯৬. Association For Realisation of Basic Needs- ARBAN, Road# 9/A, Dhanmaondi R/A, Dhaka- 1209.
৯৭. Research Initiatives Bangladesh, House No- 104, Road No.25, Block-A, Banani, Dhaka- 1213
৯৮. Suchana Samaj Unnyan Sangstha, Thanapara, Boda, Panchagarh

৯৯. . আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ৭/১৭, বক- বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
১০০. Society For Social Service, Mymenshingh Road, Tangail, P.O. Box No.10, Tangail.
- ১০১ Basco Foundation , House No: 78, Pasuhospital Para, Sayabithi Road, Magura. -7100
১০২. Meherpur Foundation, College Road, Meherpur- 7100.
১০৩. Popi, 5/11-A, Block-E, Lalmatia, Dhaka-1207.
১০৪. ভলান্টারি এ্যাসোসিয়েশন ফর রংবাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড), মোহাম্মদপুর, ঢাকা
১০৫. রংবাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০ ।

পরিশিষ্ট - ছ
সরকারী বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন
সমূহের ইংরেজী সার-সংক্ষেপ



Summary of Information on RTI Requests (Govt. & NGOs)

SL No	Institute/ Organization Name	Request for Information (RFI)	Response Given (RG)	Response Outstanding (RO)/ Rejected	Money Received as Revenue
Ministries					
1	Parliament Secretariat	3	3	0	0
2	Ministry of Finance				
2 (1)	Finance Division	29	0	29 (Rejected) Section 7 (1,2,3,5)	
2 (2)	Office of the Comptroller and Auditor General	6	6	0	174
2 (3)	Sonali Bank Ltd.	5	5	0	
2 (4)	Agrani Bank Ltd.	104	104	0	
2 (5)	Janata Bank Ltd.	3	3	0	
2 (6)	Rajshahi Agricultur Development Bank (RAKAB)	2	2	0	
2 (7)	Palli Karma Shahayok Foundation (PKSF)	180	180	0	
2 (8)	Investment Corporation of Bangladesh (ICB)	3	3	0	
2 (9)	Credit and Sick Industries Section	25	25	0	
2 (10)	Internal Resources Division	40	40	0	
3	Ministry of Housing & Public Works (MOHPW)				
3 (1)	Administrative Branch-1	2	2	0	
3 (2)	RAJUK	5	5	0	
3 (3)	CHAUK	1	1	0	
4	Ministry of Information				
4 (1)	Information Commission	10	10	0	100
4 (2)	Bangladesh Film Censor Board	1	1	0	
4 (3)	Bangladesh Film Archive	1	1	0	
4 (4)	Bangladesh Television	1	0	1 (Rejected); Section 8 (2,3)	
4 (5)	Directorate of Film & Publication	3	3	0	
4 (6)	BASOS	2	2	0	
5	Ministry of Industries				
5 (1)	BSCIC	8	8	0	
5 (2)	BSTI	3	3	0	

6	Ministry of Commerce				
6 (1)	Administrative Branch-4	1	1	0	
6 (2)	Joint Stock Companies and Firms	1	1	0	
7	Ministry of Posts and Telecommunications				
7 (1)	BTRC	1	1	0	
7 (2)	BAKESHI	1	1	0	
8	Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment	2	2	0	
9	Ministry of Cultural Affairs	5	5	0	
10	Ministry of Communication	1	1	0	
11	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources	1	0	1 (Rejected) Article 26.9 of the Treaty with Conoco-Phillips	
12	Office of the Prime Minister	6	6	0	
13	Ministry of Defense				
13 (1)	<i>Sena Sadar</i> , GS Branch	1	0	1 (Rejected)	
13 (2)	SPARSO	11	11	0	
14	Ministry of Water Resources	60	60	0	2,294
15	Bangladesh Public Service Commission	1831	1730	2 (Rejected) 99 (under process)	19,89,000
16	Ministry of Agriculture				
16 (1)	Bangladesh Jute Research Institute	1	1	0	
16 (2)	Seed Distribution Agency	4	4	0	
17	Ministry of Environment and Forestry	7	7	0	406
18	Ministry of Health and Family Planning				
18(1)	Directorate of Health	4	0	0	0
19	Ministry of Railway	598	598	0	0
Total		2973	2840	133 [RR: 34; RO: 99]	1,991,874
Dhaka Division					
1	Munshiganj				
1 (1)	UNO Office, Lohajang	2	0	2 (Rejected)	
2	Narayanganj				
2 (1)	DC Office, Narayanganj	1	1	0	
2 (2)	UNO Office, Narayanganj Sadar	1	1	0	
2 (3)	UNO Office, Bandar	1	1	0	

2 (4)	District Women Affairs Office	20	20	0	
3	Manikganj				
3 (1)	DC Office, Shariyatpur	100	100	0	
3 (2)	UNO Offices	11	11	0	
4	Gazipur				
4 (1)	DC Office, Gazipur	1	1	0	
4 (2)	UNO Office, Gazipur Sadar	2	2	0	
4 (3)	Upazila Agriculture Office, Gazipur Sadar	1	1	0	
5	Netrakona				
5 (1)	DC Office, Netrakona	13	13	0	
5 (2)	UNO Office, Barhatta	4	4	0	
5 (3)	Civil Surgeon Office	2	2	0	
6	Jamalpur				
6 (1)	DC Office, Jamalpur	12	12	0	
6 (2)	District Women Affairs Office	1	1	0	
6 (3)	UNO Office, Jamalpur Sadar	1	1	0	
6 (4)	UNO Office, Melandaha	1	1	0	
6 (5)	Exec. Engineer, R. & H.	1	1	0	
6 (6)	Taranga Women Welfare Organization	4	4	0	
7	Sherpur				
7 (1)	UNO Office, Jhinaigati	40	40	0	
8	Gopalganj				
8 (1)	DC & UNO Offices, Gopalganj	3	2	1 (Rejected); Section 7 (f, g, k)	
9	Tangail	17	17	0	0
Total		222	219	3 [Rejected]	0
Chittagong Division					
1	Chittagong				
1 (1)	DC Office, Chittagong	3	2	1 (under process)	
1 (2)	UNO Office, Satkania	1	1	0	
2	Comilla				
2 (1)	DC Office, Comilla	1089	1089	0	120
2 (2)	UNO Office, Adorsho Sadar	51	51	0	755
2 (3)	UNO Office, Sadar South	14	14	0	70

2 (4)	Upazila Health & Fam. Planning Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (5)	Upazila Agr. Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (6)	Upazila Livestock Office, Sadar South	10	10	0	30
2 (7)	Upazila Engineering Office, Sadar South	10	10	0	50
2 (8)	Upazila Project Implementation Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (9)	Upazila Social Welfare Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (10)	Upazila Education Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (11)	Upazila Statistics Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (12)	Upazila Youth Development Office, Sadar South	5	5	0	25
2 (13)	Upazila Public Health Engineer, Sadar South	12	12	0	60
2 (14)	Upazila Ansar & VDP, Sadar South	4	4	0	20
2 (15)	Upazila Women Affairs Office, Sadar South	15	15	0	75
2 (16)	Upazila Secondary Education Office, Sadar South	9	9	0	45
2 (17)	Upazila Rural development Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (18)	Upazila Family Planning Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (19)	Upazila Accounts Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (20)	Upazila Cooperative Office, Sadar South	8	8	0	40
2 (21)	Upazila Fisheries Office, Sadar South	18	18	0	90
2 (22)	Upazila Education Office, Chaudagram	10	10	0	
2 (23)	Upazila Cooperative Office, Chaudagram	5	5	0	
2 (24)	Upazila Public Health Engineering Dept., Chaudagram	5	5	0	
2 (25)	Upazila Women Affairs Office, Chaudagram	1	1	0	
2 (26)	Upazila Agr. Office, Chaudagram	4	4	0	
2 (27)	Upazil Engineer's Office (LGED), Chaudagram	5	5	0	
2 (28)	Upazila Secondary Education Office, Chaudagram	2	2	0	44
2 (29)	UNO Office, Laksam	6	6	0	

2 (30)	Upazila Cooperative Office, Laksam	1	1		14
2 (31)	Upazila Social Welfare Office	5	5	0	
2 (32)	UNO Office, Homna	37	37	0	
2 (33)	AC (Land), Homna	80	80	0	
2 (34)	Upazila Family Planning Office, Homna	5	5	0	
2 (35)	Upazil Engineer's Office (LGED), Homna	16	16	0	
2 (36)	Upazila Agr. Office, Homna	130	130	0	
2 (37)	Upazila Project Implementation Office, Homna	24	24	0	
2 (38)	Upazila Engineer's Office, Manohorganj	2	2	0	
2 (39)	Upazila Project Implementation Office, Manohorganj	2	2	0	
2 (40)	Upazila Social Welfare Office, Manohorganj	1	1	0	
2 (41)	UNO Office, Chandina	8	8	0	60
2 (42)	UNO Office, Muradnagar	5	5	0	
2 (43)	UNO Office, Daudkandi	3	3	0	30
2 (44)	AC (Land), Daudkandi	2	2	0	20
2 (45)	Upazila Cooperative Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (46)	Upazila Food Controller's Office, Daudkandi	2	2	0	10
2 (47)	Upazila Youth Development Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (48)	Upazila Health Office, Daudkandi	2	2	0	
2 (49)	Upazila Agr. Ext. Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (50)	Upazila Health Complex, Daudkandi	2	2	0	4
2 (51)	Upazila Family Planning Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (52)	Upazil Engineer's Office (LGED), Daudkandi	2	2	0	20
2 (53)	Upazila Education Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (54)	Upazila Fisheries Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (55)	Upazila Project Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (56)	Upazila Rural Development Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (57)	Upazila Ansar & VDP, Daudkandi	2	2	0	

2 (58)	Upazila Statistics Office, Brail Daudkandi	3	3	0	
2 (59)	Upazila Women Affairs Office, Daudkandi	4	4	0	30
2 (60)	Upazila Livestock Office, Daudkandi	3	3	0	30
2 (61)	UNO Office, Meghna	8	8	0	16
2 (62)	AC (Land), Meghna	6	6	0	12
2 (63)	Upazila Agriculture Office, Meghna	3	3	0	
2 (64)	Upazila Engineer's Office, Meghna	3	3	0	6
2 (65)	Upazila Fisheries Office, Meghna	1	1	0	2
2 (66)	Upazila Youth Development Office, Meghna	3	3	0	6
2 (67)	Upazila Social Welfare Office, Meghna	4	4	0	8
2 (68)	Upazila Project Implementation Office, Meghna	3	3	0	6
2 (69)	UNO Office, Debiduar	2	2	0	10
2 (70)	UNO Office, Burichang	7	7	0	
2 (71)	UNO Office, Brahman Para	8	8	0	20
2 (72)	Upazila Social Welfare Office, Brahman Para	5	5	0	12
2 (73)	AC (Land), B. Para	6	6	0	12
2 (74)	Upazila Health & F. Planning, B. Para	2	2	0	4
2 (75)	Upazila Agr. Office, B. Para	4	4	0	5
2 (76)	Upazila Engineer's Office, B. Para	5	5	0	20
2 (77)	Upazila Fisheries Office, B. Para	4	4	0	25
2 (78)	Upazila Rural Development Office, B. Para	3	3	0	6
2 (79)	Upazila Education Office, B. Para	3	3	0	25
2 (80)	Upazila Secondary Education Office, B. Para	5	5	0	10
2 (81)	Upazila Accounts Office, B. Para	5	5	0	10
2 (82)	Upazila Youth Development Office, B. Para	4	4	0	8
2 (83)	Comilla Palli Bidyut Samiti -2, B. Para	5	5	0	10
2 (84)	Upazila Food Controller's Office, B. Para	4	4	0	8
2 (85)	Upazila Project Implementation Office, B. Para	2	2	0	10

2 (86)	Upazila Cooperative Office	3	3	0	6
2 (87)	Upazila Statistics Office, B. Para	10	10	0	20
2 (88)	Upazila Women Affairs Office	2	2	0	4
2 (89)	Sub-Assistant Engineer's Office (Public Health), B. Para	3	3	0	6
2 (90)	Upazila Resource Centre, B. Para	3	3	0	6
2 (91)	Upazila Ansar & VDP, B. Para	12	12	0	24
2 (92)	Upazila Forestry Office, B. Para	5	5	0	10
2 (93)	Upazila Fam. Planning Office, B. Para	5	5	0	10
2 (94)	District Youth Development Office	1	1	0	
2 (95)	Directorate of Mass Communication	1	1	0	
2 (96)	District Office for Women Affairs	1	1	0	
2 (97)	Agr. Ext. Dept.	13	13	0	
2 (98)	Regional Statistics Office	7	7	0	
2 (99)	Ex. Eng., LGED, Comilla	7	7	0	14
3	Brahmanbaria				
3 (1)	DC Office, Brahmanbaria	1062	1062	0	
4	Noakhali				
4 (1)	DC Office, Noakhali	3	3	0	20
5	Rangamati				
5 (1)	DC Office, Rangamati	253	253	0	
6	Bandarban				
6 (1)	DC Office, Bandarban	1	1	0	
6 (2)	Bandarban Technical School & College, Meghla	1	1	0	
6 (3)	Cultural Institute for Ethnic Minorities	1	1	0	
Total		3183	3182	1 [RO]	2,353
Khulna Division					
1	Khulna				
1 (a)	DC Office, Khulna	1	0	1 (Rejected); Section 7	
2	Bagerhat				
2 (a)	DC Office, Bagerhaat	1	1	0	

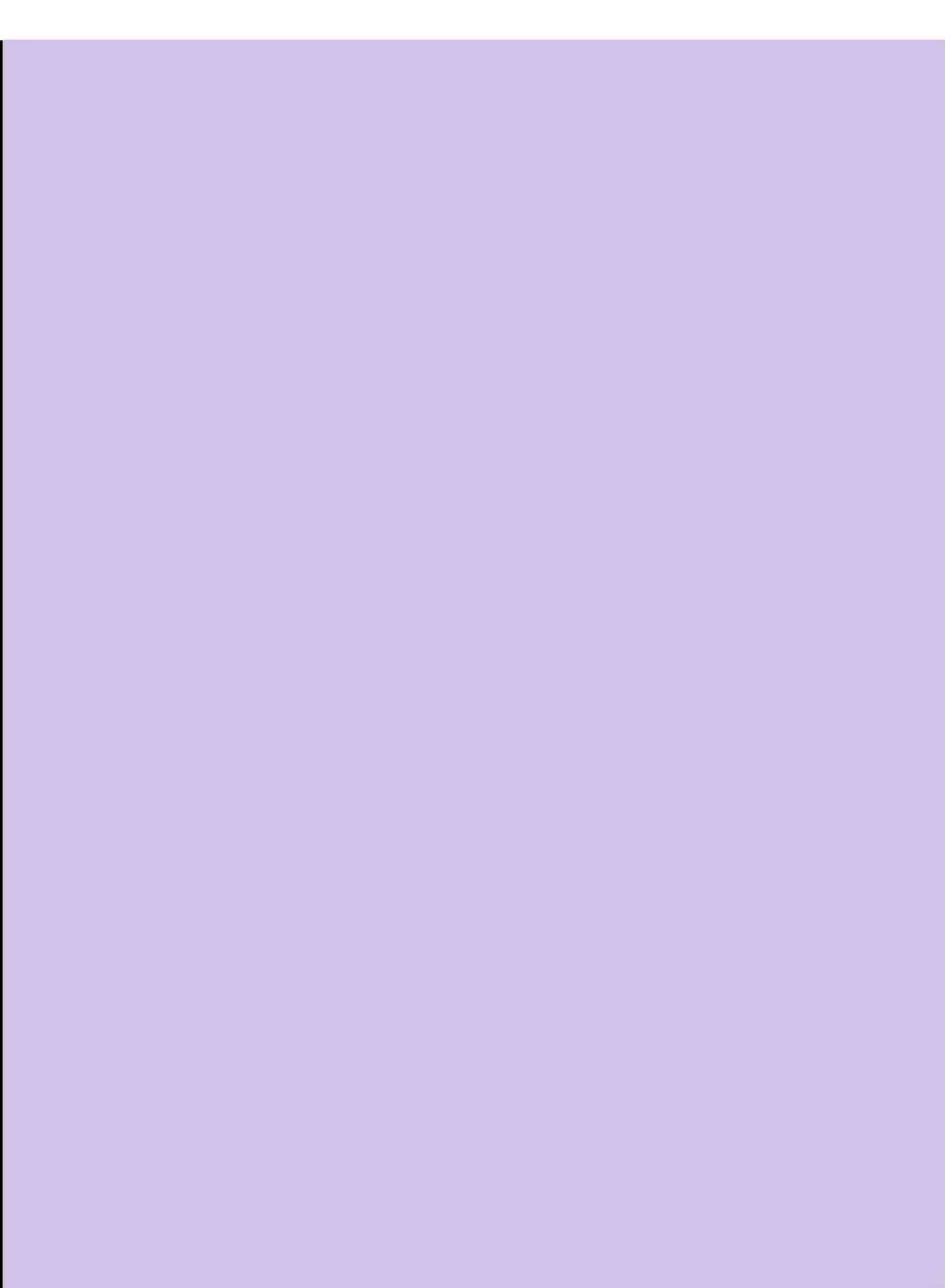
3	Jessore				
3 (a)	DC Office, Jessore	16	16	0	190
4	Jhenaidah				
4 (1)	Civil Surgeon Office	2	2	0	
4 (2)	District Social Welfare Office	1	1	0	
5	Kushtia				
5 (1)	DC Office, Kushtia	4	4	0	
6	Meherpur				
6 (1)	DC Office, Meherpur	2	2	0	
Total		27	26	1 [Rejected]	190
Rajshahi Division					
1	Rajshahi				
1 (1)	Barendra Multipurpose Development Authority	16	16	0	6700
2	Natore				
2 (1)	DC Office, Natore	94	94	0	20
3	Naogaon				
3 (1)	DC Office, Naogaon	1	1	0	
3 (2)	UNO Office, Mahadebpur	1	1	0	
3 (3)	UNO Office, Badalgachhi	7	7	0	1262
3 (4)	District Social Welfare Office	273	273	0	
3 (5)	District Cooperative Office	20	20	0	
4	Chapai Nawabganj				
4 (1)	DC Office, Chapai Nawabganj	59	39	20 (Rejected); Section 7 (d,e,k)	105
4 (2)	Chapai Nawabganj Pouroshabha	54	34	20 (Rejected); Section 7 (d, e, & k)	98
4 (3)	BRDB, Chapai Nawabganj	24	24	0	
5	Pabna				
5 (1)	UNO Office, Sujanagar	7	0	7 (Rejected)	
5 (2)	Regional Statistics Office, Pabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIC, Pabna	14	14	0	
5 (4)	District Marketing Office	37	37	0	
6	Joipurhat				
6 (1)	DC Office, Joipurhat	6	6	0	
Total		616	569	47 [Rejected]	8,185

Rangpur Division					
1	Rangpur				
1 (1)	DC Office, Rangpur	523	523	0	11,465
2	Gaibandha				
2 (1)	DC Office, Gaibandha	1	1	0	
3	Nilphamari				
3 (1)	DC Office, Nilphamari	10	6	4 (under process)	
4	Lalmonirhat				
4 (1)	DC Office, Lalmonirhat	2	0	2 (Rejected)	
4 (2)	Civil Surgeon Office	3	3	0	
5	Dinajpur				
5 (1)	DC Office, Dinajpur	2	2	0	
Total		541	535	6 [RR: 2, RO: 4]	11,465
Barisal Division					
1	Pirojpur				
1 (1)	DC Office, Pirojpur	2	2	0	
2	Jhalakathi				
2 (1)	Roads Division	11	11	0	
2 (2)	District Election Office	4	3	1 (Rejected); Section 7	205
2 (3)	District Registrar's Office	1	1	0	
2 (4)	BRAC, Jhalakathi	11	11	0	
2 (5)	Sub District Agriculture Office, Kathalia	1	1	0	
2 (6)	Sub District Sub-registry Office, Kathalia	62	62	0	910
Total		92	91	1 [Rejected]	1,115
District Level Total		4698	4639	59	23,308
Non Governmental Organizations (NGOs)					
1	Shocheton Shahajjyo Shongstha (SSS)	6	6	0	
2	Development Research Network (D.Net)	4	4	0	
3	Ankur ICT Development Foundation	2	2	0	
4	Aragati	6	6	0	
5	Wave Foundation	7	7	0	
6	BRAC	18	18	0	

7	Banchte Shekha	3	3	0	
8	Integrated Social Development Effort (ISDE)	2	2	0	
9	Caritas Bangladesh	6	6	0	
10	Proshika	3	3	0	
11	Mrochaw Chen Chap Eungra Tia	6	6	0	
12	Transparency International Bangladesh (TIB)	25	25	0	
13	Society of Renaissance Bangladesh (SRB)	42	42	0	550
14	Development Initiative for Human Advise ment (DIA)	2	2	0	
15	Unnayan Shangha	5	5	0	
Total		137	137	0	550
Grand Total		7808	7616	192 [RR: 88, RO: 104]	2,015,732
Percentage of RG against RFI		97.54%			
Percentage of RR against RFI		1.13%			
Percentage of RO against RFI		1.33%			

পরিশিষ্ট - জ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ এবং
তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহ



Limiting the limitations: Designing exemptions that balance both effective and accountable governance

Muhammad Zamir

Chief Information Commissioner

I hope I am permitted to say that our meeting today can be best described as a mutual learning process.

It would be important in this context to share our experience pertaining to the evolution taking place in the upholding of human rights within the matrix of access to information. I believe this is important given the fact that right to information is a basic tool for building robust democratic systems through the informed participation of politically active and conscious citizens interested in matters of public interest.

We must remember that public information is meant not only to protect rights but also prevent abuses by the State. This path is not easy and success depends not only on the tools that we have at our disposal but also in our ability to use them effectively. I recall in this regard the important Chilean case- *Claude Reyes v. Chile* where the Inter-American Court of Human Rights became the first international tribunal to recognize the right to access to public information as a fundamental human right.

Since then, Chile, through the passage of the Transparency Act and the creation of the Transparency Council in 2009, has emerged as one of the region's leading countries involved with access to information. It would be important to note here that nearly 20 countries in the Americas have passed access to information laws.

Comparably, in South Asia, till now, only four- Bangladesh, India, Nepal and Pakistan- have Right to Information (RTI) systems in place. Afghanistan, Bhutan and Maldives are seriously considering introducing such process, but Sri Lanka is still debating this principle given their sensitivity over the Tamil problem.

The Bangladesh Constitution and the Right to Information Act, 2009, like Article 13 of the American Convention on Human Rights, reiterates that every citizen has the right to seek, to receive and impart information freely with the exception of certain regime of restrictions.

In the case of Bangladesh, Section 2 (f) of the RTI Act defines 'information' as including any memo, book, design, map, contract, data, log book, order, notification, document, sample, letter, report, accounts, project proposal, photograph, audio, video, drawing, painting, film, instrument done through electronic process, machine readable record and official activities of any authority. It is wide in terms of scope and intent.

The exemptions are outlined in section 7 of our RTI Act. They include inter alia: information that may, if disclosed, cause a threat to the security, integrity and sovereignty of Bangladesh; information relating to foreign policy that may affect the existing relationship with any foreign country or international organization; any secret information received from a foreign government; any information relating to intellectual property right; any advance information about income tax, government duties, the budget or changes in the tax rate; any advance information about management of financial institutions or changes related to exchange rate or interest rate; any information, that may, if disclosed offend privacy of an individual or endanger his physical safety or of the public or due judicial process of a pending case including investigation; any information pertaining to a purchase process before it is completed or a decision has been taken about it (consistent with the existing regulations and rules) or any documents to be placed before the Cabinet. A Schedule vide Section 32 also enumerates that the provisions of the RTI Act would not apply (except with regard to information pertaining to corruption and violation of human rights) pertaining to certain State security and intelligence agencies involved in state security and intelligence gathering. Section 9 (4) however tries to level the playing field by stating that whatever be the situation, if a request for information relates to the life and death, arrest and release from jail of any person, the Officer-in-charge shall provide preliminary information thereof within 24 hours.

I have found the presence of almost similar exemptions in a comparative study carried out with regard to RTI provisions in other South Asian countries, China, Korea, Japan, the USA, and several European countries.

The United Kingdom has introduced another new element into the equation. They have expanded the horizon with their NCND principle which permits their authorities to 'neither confirm nor deny' that the relevant authority 'holds' the information. This apparently is based on the supposition that simply by confirming that the relevant authority holds the information, might be a form of disclosure of exempt information. The UK authorities also have what they term as a 'Public Interest test' where they weigh up whether the public interest is in maintaining the exemption or disclosing the information. In this context it was interesting to come across the Foreign and Commonwealth Office cautionary observation that 'what is interesting to the public is not always in the public interest'.

Exemptions or limitations appear to be more or less similar in the context of RTI and FOIA regimes within the global landscape. Unfortunately, 9/11 events and other associated terrorist attacks have exacerbated this situation and sometimes affected the common person's chances of accessing to information. In some cases, the practicing of anticipatory self-defense has even led to expanding the areas of exemptions. This has taken place in the USA and a few other countries.

On the other hand there is the function of RTI as envisaged in the 1999 Joint Declaration of the Special Rapporteurs for Freedom of Expression of the UN, OSCE and the OAS. It states that 'implicit in freedom of expression is the public's right to open access to information and to know what governments are doing on their behalf, without which truth will languish and people's participation in government would remain fragmented'.

This brings me to the cognizance of the serious principle of State administration following the path of maximum disclosure and good faith. It is also this aspect that persuades me to believe that RTI must be subject to a limited regime of exceptions, which in turn has to be interpreted restrictively, with all the provisions aimed at favoring right of access. Denials of information must in this context be reasoned and the burden of proving that the required information cannot be released should fall on the State. In addition, in the event of any doubt or legal vacuums, RTI should take precedence. Exceptions must not become the general rule and information classified as secret or confidential must be published after a reasonable period of time. This will make public administration more transparent and promote good governance.

There also needs to be an obligation to provide an adequate and suitable legal remedy for reviewing denials of requests for information.

We need to realize that RTI imposes on the State and in our case also on non-governmental organizations (receiving financial support from the State or from foreign development partners) an obligation of pro-active transparency. It also needs to be noted that the information provided should be understandable and available in approachable language and up to date. This will be consistent with the expectations raised by the UN, OAS and the OSCE Special Rapporteurs on Freedom of Expression and their 2004 Joint Declaration. This element will be particularly important with regard to activities that affect members of the public, their budget, subsidies, benefits and contracts.

Let me now touch on admissibility and conditions of limitations within the sphere of right to access to information. In principle, limitations that remove certain types of information from public access is based on their exceptional nature, purported legal and legitimate objectives and the possibility of real danger threatening national security. Unfortunately, this process of withholding information creates fertile grounds for discretionary and arbitrary action on the part of State bodies that then create the inherent right of classification of information as secret, reserved or confidential. This in turn generates some uncertainty in what citizens can take for granted. Such a scenario might subsequently lead to exceptions becoming the easy way out and a common practice.

In South Asia we are trying to agree that limitations to RTI to seek, to receive and impart information must be prescribed by law expressly and in advance, to ensure that discretion as a tool is not resorted to in

an excessive manner. It is being expected that such reference should not be just to any legal norm, but rather to general normative acts. This is consistent with Advisory Opinion 6/86 expressed by the Inter American Court. This is an important factor and needs to be viewed against the requirement of compelling public interest.

The person seeking information also needs to be provided with a reasoned response that provides the specific reasons for which access is denied. In the Bangladesh RTI process this has been ensured for the applicant through Form 'Kha' of Rule 5 of the RTI Act, 2009.

Within the contemporary scenario, national security needs are often underlined for exercise of exemptions and for implementing limitations on the free flow of information. It has become a controversial issue. The excuse of national security for not releasing information may be used with regard to immediate threats- for example the particular tactics of an ongoing military campaign- rather than as a tool to prevent embarrassment of officials for previous foreign policy interventions or security associated campaigns.

I feel that secrecy laws need to define national security precisely without being vague or generic. Jurists quite correctly have pointed out that the criteria to be used for determining whether or not information can be declared secret should be unambiguous. This is the only way for ensuring the primacy of public interest. The rules should also include an organogram that stipulates which official or officials are entitled to classify documents as secret and should also set overall limits on the length of time documents may remain so.

There is also need to refer in this context to 'whistleblowers' and their obligation to maintain confidentiality or secrecy. I believe that 'whistleblowers' revealing information for public good on deliberate wrongdoing by public bodies through action or policies that might pose serious threats to public health, public safety, fundamental human rights as enshrined in law and the constitution or the environment need to be protected against legal, administrative or employment related sanctions.

I also take this opportunity to refer to the landmark Case of Myrna Mack Chang v. Guatemala and the Inter-American Court's judgment (of November 25, 2003) in the framework of a criminal proceeding (pertaining to an extrajudicial execution) especially when it involves the investigation and prosecution of illegal actions attributable to the security forces of the State. Public authorities should not try to shield themselves behind the protective cloak of official secret to avoid or obstruct the investigation of illegal acts ascribed to the members of its own bodies (security forces). In other words the 'clandestinity of the Executive branch' trying to perpetuate impunity is being frowned upon. It would be pertinent here to refer to the important findings in the case- Department of the Air Force v. Rose, U.S. 352.361(1976) which pointed out that if there is a genuine public interest, then government agencies cannot deny access to information by citing the 'internal' nature of the information. There is a lot to learn from this for many security agencies operating in South Asia.

It would be fitting here to also share with all of you a few other views regarding accessing to information and how to reduce limitations. We need to understand that lack of clarity, particularly in developing countries is enhanced by poor record management. There needs to be emphasis on the creation and preservation of digitalized police archives and land records to reduce chances of abuse of authority. This will also improve the process of best practice in domestic law and will in turn help individuals to access to State information consistent with Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

We have to appreciate that there is always the need to support the 'culture of transparency'. We must understand that the First Chamber of the Constitutional Court of Peru was quite correct in its observation of 18 August, 2009 that the legal need for transparency 'obligates the Administration without requiring justification for the solicitation thereof'. This will reduce the prospect of corruption.

The State also needs to carefully examine and consider the following aspects to off-set any difficulty that may be caused to the process of transparency and in the free flow of information:

- (a) Jurisprudence on the obligation to prepare a public version of a document when the requested information is partially confidential;

- (b) Jurisprudence on the State's duty to demonstrate causality and proof of damage in order to invoke the confidentiality of an administrative procedure;
- (c) Jurisprudence on the obligation to submit denial of documents for reasons of national security to review in the chambers of the respective Information Commission;
- (d) Regulations and jurisprudence to specifically address access to court documents, such as complaints, briefs, motions and evidence. While judges may have discretion in the implementation of exceptions related to access to court information, the RTI law should outline clear, narrow, intelligible standards to guide judges in their decision making; and
- (e) Jurisprudence on the obligation not to persecute journalists or editors for their good-faith publication of information (this will of course not apply if there is proof of any personal or monetary gain accruing to the media person arising out of such publication).

Before concluding, I would like to take this opportunity to draw your kind attention to some important suggestions raised by the World Bank Institute in their working paper, Proactive Transparency: The future of the Right to Information with regard to public offices and institutions. I believe that these areas of disclosure merit serious consideration. They are as follows:

- Institutional information: legal basis of the institution, internal regulation, functions and powers.
- Organizational information: organizational structure including information on personnel and the contact information of public officials responsible for providing information.
- Operational information: data being used as a basis for formulating strategy and plans, activities, procedures, decisions, reports, and evaluations.
- Public services information: descriptions of services offered to the public, information on fees and deadlines.
- Budget information: projected budget, actual income and expenditure (including salary information) and audit reports.
- Open meeting information: information on such meetings and how to attend them.
- Subsidies information: information on the beneficiaries of subsidies, the objectives, amounts, and implementation.
- Public procurement information: detailed information on public procurement processes, criteria, and outcomes of tender applications; copies of contracts, and reports on completion of contracts.
- Lists, registers, databases: information on the lists, registers, and databases held by the public body and whether they are available online and/or for on-site access by members of the public.
- Information about information held: an index or register of documents/information held in databases.
- Publications information: information on publications issued and whether these are free of charge or the price to be paid if they have to be purchased.

Such proactive disclosure can be done through- government web portals, sunshine laws which require that regulatory authorities' meetings, decisions and records be made available to the public and through e-governance programs.

This will help in limiting limitations and assist in the creation of better governance and greater accountability.

(Presented in the meeting of the Information Commission of Canada, Ottawa 4-6 October, 2011)

(Ambassador Muhammad Zamir is Chief Information Commissioner, Information Commission, Bangladesh and can be reached at mzamir@dhaka.net)

Journey of RTI: From Sweden to Bangladesh

The Daily Independent

(Monday, 12 September 2011)

M. A. Taher

Right to Information (RTI) has become an important and popular subject to the world community in recent times. But it is a recent concept in Bangladesh. The question is why and how it has become so popular and prominent. RTI is the 'Oxygen of Democracy' and a 'Sharp Cutting Weapon' against corruption. It gives meaning to participatory democracy and support to participatory development.

Marginalised groups are given a voice and tool to scrutinise development activities through RTI legislation. Democracy, equitable economic development and national stability are enhanced. It promotes openness, transparency and accountability, prevents administrative arbitrariness and bridges the gap between the provider and the recipient of public services. It also makes citizens a part of the decision-making process, government responsive and strengthens the foundation of democracy.

In a nut-shell, RTI is the effective tool for ensuring transparency and accountability in all public offices, statutory and autonomous bodies and private and non-government organisations (NGOs) run by the government or foreign funding. It helps in the reduction of corruption, establishing of good governance, sustainability of democracy and finally, establishment of a welfare state.

Right to Information started functioning in different countries in different names, such as Right to Information Act (RTIA), Freedom of Information Act (FOIA), Freedom of Press Act (FOPA), Freedom of Printing Act (FOPA) etc. But the activities of all the Acts are more or less the same.

Sweden was the first country to provide freedom of information to its citizens way back in 1766. She was quite alone for about 122 years in her long journey. Sweden was followed by Columbia in 1888 and Finland in 1951. RTIA was enacted by the United States of America (USA) in 1966 and amended in 1974 after the Watergate Scandal. It seems, 200 (two hundred) years was needed by the RTI idea to cross the Atlantic and to reach USA from Europe.

Everyone knows that the first achievement in the field of RTI/FOI was the passage of the Swedist FOPA in 1766. Most people, however, do not know the circumstances leading to that event. How such a revolutionary/radical piece of law was came into operation.

Why did it happen then and there? According to Blanton, "The reason was realpolitik. Sweden enjoyed an extended period of parliamentary rule between 1718 and 1772. And the new majority party in 1766 wanted to see the documents that the previous government had kept secret. "

The historical evidence is inevitably complex and contested. An inspired and significant pro-disclosure intellectual pamphlet, advocating freedom of press / information was published around that time. It was condemned, confiscated and selling, purchasing or making it accessible to the public was subject to penalty. The end result was a fight in the Swedish Parliament.

During the 18th century, struggles between two political parties, the "hats" and the "caps" led to a general discontent with regard to the lack of information about important state matters and the abuse of power by the irresponsible bureaucracy. The struggles for increased openness resulted in the adoption of the Freedom of Press Act, 1766.

The movement of RTI got momentum after the enactment of RTIA by the USA in 1966. During 1766-1966 the performance of RTI was limited within 04 (four) countries only. The number increased by 38 (thirty eight) countries by the year 2000 and the same has jumped up further to 50 (fifty) countries within a decade.

By the year 2010 the total number of RTI countries reached to 92 (ninety two). Bangladesh along with Cayman Islands, Chile, Cook Islands, Guatemala and Uruguay are the youngest members of the RTI family. They have adopted RTI in the year 2009. Out of 193 (one hundred and ninety three) countries, including newly born South Sudan, 92 (ninety two) countries of the world are covered by RTI.

Globally, a good number of other countries are also planning to join in the RTI family. Based on the rapid expansion, it is expected that by the middle of the present century, all the member countries of the world may be covered by RTI Acts.

The writer, a freedom fighter, is a former Secretary to the Government

তথ্য অধিকার আইন সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র

ড. সাদেকা হালিম

তথ্য অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বহু রাষ্ট্রে ‘তথ্য অধিকার আইন’ আছে। জনগণের তথ্য অধিকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংবিধানে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশ গেজেট প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সঙ্গে জড়িত এবং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র এবং অঙ্গসংগঠন, রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে। ওই আইনের ধারা ৪- এ উল্লেখ আছে, ‘প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষেরও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। আবেদনকারীর আইনগত ভিত্তি (ধারা-৯) হচ্ছে তথ্য প্রদানে অনীহা আইনের লঙ্ঘন এবং তথ্য প্রার্থী আইনি প্রতিকার নিতে পারে। এই বক্তব্য তুলে ধরে যে তথ্য জনগণের, সরকারের নয়। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণের রায়ে সরকার নির্বাচিত হয় এবং জনগণের প্রদত্ত করের টাকায় সরকার চলে। তাই জনগণের চাহিদাকৃত তথ্য দিতে সরকার বাধ্য।

এ ছাড়া গবেষণায় পরিলক্ষিত, তথ্যের অবাধ সরবরাহের সঙ্গে দুর্নীতি হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দুর্নীতির ধারণা সূচকের ভিত্তিতে দেখা যায়, যেসব দেশ (বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ গুলোর মধ্যে ফিনল্যান্ড) তথ্য অধিকার আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, তারাই সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। যদিও সিঙ্গাপুর এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তথ্য অধিকার আইন ছাড়াই কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা দুর্নীতির ধারণাসূচক এবং তথ্য অধিকারের মধ্যকার চূড়ান্ত সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করে। বস্তুত দুর্নীতি এবং তথ্য অধিকারকে সুনির্দিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত করা যায় না, কারণ তা অন্যান্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সর্বময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারি সংগঠন কাজ করছে। পাশাপাশি তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে। তথ্য কমিশন সীমিত জনবল নিয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত সচেতনতায় বিভিন্ন ফোরামে ডায়ালগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডেটাবেইস তৈরি, ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজ করছে। এ ব্যতীত তথ্য কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগপত্রগুলো গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৩ টি জেলায় তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন জনঅবহিতকরণ করেছে।

তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্র সুসংহত করার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়ন উদ্বোধনকালে বলেন, তথ্য অধিকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। তিনি বিশেষ করে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ‘এখন সবকিছুই তথ্যপ্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে, সুতরাং আমাদের প্রথমেই তথ্য অধিকার কী এবং কিভাবে তথ্য অধিকার জনগণের উপকারে আসবে তা তাদের জানাতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ৭০-৮০ শতাংশ লোক তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার নিঃসঙ্গ। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই পৌছাতে হবে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ যেমন বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা নেই। বাংলাদেশে আনুমানিক ৪ শতাংশ লোকের ইন্টারনেট সুবিধা আছে যেখানে ভারতে ১০ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৭ শতাংশ। এই বাস্তবতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার সাক্ষরতার কথা বিবেচনায় তথ্য কমিশনকে বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- রেডিও টিভি, সংবাদপত্র প্রকাশনা, নাগরিক সনদ, বিলবোর্ড, জনপ্রিয় থিয়েটারের মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে সচেতনতামূলক ভূমিকা নিতে হবে। সম্প্রতি

রবি মোবাইল নেটওয়ার্কের সঙ্গে তথ্য কমিশনের সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে রবি তাদের গ্রাহকদের বিনা মূল্যে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলও স্ক্রলের

মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করছে। ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে আগ্রহী হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যম এখন পর্যন্ত আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জনসাধারণ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের জন্য বিদ্যমান তথ্য তৈরিতে এবং এ আইনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে, কিন্তু সেটাও সীমিত আকারে। সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করা।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ডিজিটাল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এ দুটি আইন মূল অনুঘটক। আঞ্চলিক ই-উন্নয়নের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্সের কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুটি আইনের সমন্বয় সাধন জরুরি। সম্প্রতি সরকার ৪৫০১ টি ইউনিয়নে ই-গভর্ন্যান্স চালু করেছে। এই ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতাসংক্রান্ত তথ্য সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। তথ্য অধিকারের অনুশীলন এবং ব্যবহারসহ এ অঞ্চলের ই-গভর্ন্যান্স রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী ভিত্তি দান করতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন

নাগরিকের ক্ষমতায়নের সঙ্গে

জড়িত এবং নাগরিকের প্রতি

রাষ্ট্র ও এর অঙ্গসংগঠন,

রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব,

প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের

দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে

তথ্য অধিকারকে একটি কৌশলগত এবং নির্দিষ্ট সময় ছকে বেধে দেওয়া দরকার। জনগণের ওপর তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব নিয়ে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনগুলোকে ভেতর ও বাইরে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সব নাগরিক সমাজ ও সংগঠন তাদের নিজেদের মধ্যকার অশোভনীয় প্রতিযোগিতা ও অনৈক্যের কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের উন্মুক্ততার কারণে সরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে তথ্য অধিকারকে দমিয়ে রাখার ঝুঁকি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতার অযাচিত ব্যবহারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

তাই তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় আইনের ব্যবহারকে কার্যকর করতে হবে। চূড়ান্তভাবে আমরা বাংলাদেশে তথ্য কমিশনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী এবং স্বাধীন তথ্য কমিশন হিসেবে দেখতে চাই, যা সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে জনগণের তথ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। (সংক্ষেপিত)

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (বর্তমানে প্রেষণে তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন)

তথ্য কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে

ড. সাদেকা হালিম

সারা বিশ্বে তথ্য জানার বিষয়টি এখন মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীর উদার গণতন্ত্রকামী বিভিন্ন দেশে মুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়ক উন্নয়ন কৌশল হিসেবে অবাধ তথ্য প্রবাহ কবা তথ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে, গঠিত হয়েছে তথ্য কমিশন। মূলত তথ্য কমিশন হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের তদারকি সংস্থা। সত্যিকার অর্থে তথ্য অধিকার আইন কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে বা জনগণ এই আইনের সুফল কতটা ভোগ করতে পারছে সেই বিষয়টিকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন-মাসুম বিল্লাহ ও তুহিনা সুলতানা।

প্রশ্ন : একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের তথ্য কমিশন কতটুকু স্বাধীন? সরকারের পক্ষ থেকে কোন ধরনের চাপ আছে কি?

ড. সাদেকা হালিম : ২৯ মার্চ ২০০৯ এ তথ্য অধিকার আইনটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়ার পর থেকেই আইন মোতাবেক আমাদের কমিশন স্বাধীন। আইনের ১১(২) ধারায় উল্লেখ আছে যে, এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সে অনুযায়ী ২০০৯ এর জুলাই থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি এবং এখন ২০১১ এর সেপ্টেম্বর, পর্যন্ত আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের উপর সরকারের কোন পক্ষ থেকেই কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়নি বা কোনভাবে প্রভাবিত করা হয়নি আমরা খুব সুষ্ঠুভাবে আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। এ যাবৎ আমাদের কমিশনে ৬৬টি অভিযোগ এসেছে তার মধ্যে ৩৪টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে, ২২টি ক্রটিপূর্ণ এবং ৯টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে দেখে গেছে যে, হয়ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে দেরি করেছেন, অথবা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই নেই এবং বেশিরভাগ অভিযোগই করা হয়েছে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের সমন করার অধিকার আছে সেই মোতাবেক আমরা বাদি এবং অভিযোগকারী উভয় পক্ষকে হাজির করেছি। কিন্তু এই জাতীয় কার্যসমূহে আমরা কোন প্রকার চাপের সম্মুখীন হচ্ছি না।

প্রশ্ন : আপনি যে বললেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু কিছু অফিস এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি-এ ব্যাপারে আপনারা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ড. সাদেকা হালিম : সেপ্টেম্বর ৪, ২০১১ পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছে, ৯৩২৭ জন। আর তার মধ্যে ২২৩৪ জন এসেছে বেসরকারি সংস্থা থেকে। এছাড়া বাংলাদেশে যে কয়টি মন্ত্রণালয় আছে তার প্রত্যেকটিরই পরিদপ্তর, অধিদপ্তর ও বিভাগ আছে। আবার বেসরকারি ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব প্রতিষ্ঠান বিদেশি সাহায্যে অর্থপুষ্ট, সেগুলো অবশ্যই তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত। সুতরাং তাদের সকলকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমদিকে আমরা সেভাবে সাড়া পাইনি। কারণ আইনটি কার্যকর হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল। প্রজ্ঞাপনটা জারি হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে সব অফিসে চিঠি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা যায়নি। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে নিয়োগ দিতে হবে এটা এখনও অনেক সরকারি অফিসই জানে না। এক্ষেত্রে আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য অনেক লিড-মিনিস্ট্রিকে চিঠি দিয়েছি, ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছি, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সেগুলো সিসি করে দিয়েছি। যেমন বেলা যখন অভিযোগ করল বিজিএমইএ ভবন কেন হয়েছে, তখন আমরা রাজউকে ফোন করে দেখলাম তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই এবং তারা নিয়োগও দিচ্ছে না। তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে বারবার ফোনকল ও চিঠি দেয়ার পরও সাড়া না পেয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে রাজউকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয় হয়। আবার বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকায় তাদের একটি অভিযোগ স্থগিত হয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যখন অভিযোগটা এসে যাচ্ছে তখন, সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিচ্ছে। আমি মনে করি এ বিষয়ে আমাদের কমিশন অনিক বেশি সচেষ্ট। তাছাড়া মিডিয়াতেও আমরা এ বিষয়ে কথা বলেছি। তবে তথ্য কমিশন তো বাংলাদেশে একটি, অথচ মন্ত্রণালয় আছে ৪১টি। ফলে আমাদের পক্ষে তো দ্বারে দ্বারে ঘুরে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের জনবলও সীমিত। তাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের দায়িত্ব শুধুমাত্র কমিশনের উপরই বর্তায় না, সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির উপরও বর্তায়। কারণ তথ্য অধিকারের বিলটি যখন জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছিল

তখন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে হয় এবং এই সংসদ সদস্যদের অনেকেই এখন মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয়গণের সম্মতিতেই হয়েছিল। সুতরাং গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জায়গা থেকে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পরিদপ্তর, অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া খুবই জরুরি।

প্রশ্নঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে চিঠি দেয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের সাড়া পাচ্ছেন?

ড. সাদেকা হালিম : আমরা gradually সাড়া পাচ্ছি। আমরা তাদের সাথে socially ও meet করছি, professionally ও করছি। এক্ষেত্রে বেশ কিছু মন্ত্রণালয় সাড়া দিয়েছে। যেমন কৃষি মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকেও নাম আসতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপ সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। আবার বেসরকারি সংগঠনগুলো যারা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কাজ করছে, তাদের সাথেও আমরা মতবিনিময় করেছি এবং তারপর থেকে বেসরকারি সংগঠন থেকেও নাম আসতে শুরু করেছে। তবে এক্ষেত্রে কোথায় যেন একটু ভাটা পড়েছে। আর এর কারণ হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা। তবে এটা দূর করা প্রয়োজন। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন জনগণের ট্যাক্স নিয়ে কাজ করছে, এনজিওগুলো তেমনি বিদেশি অর্থ নিয়ে এসে কাজ করছে। বিদেশি অর্থের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আর এক্ষেত্রে এনজিওগুলোকেও সক্রিয় হতে হবে। কারণ তারা প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে ফলে তাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্ন : কর্পোরেট হাউসগুলো বা বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানিগুলো তাদের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে মুখ খুলতে চায়না কিংবা মিডিয়াও তাদের বিষয়ে তেমন কোন তথ্য প্রকাশ করছে না। এক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চয়তা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে?

ড. সাদেকা হালিম : প্রাইভেট স্টের বা কর্পোরেট হাউসগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়নি। তবে এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্ব সব জায়গাতেই এটাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন জার্মানিতে আমি দেখেছি, সেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের আইনেও এটা নেই। আফ্রিকার দেশগুলো যেমন ঘানা, কঙ্গোতেও প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে আমি মনে করি, প্রাইভেট সেক্টরকেও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। কারণ তারা আমাদের দেশীয় সম্পদ নিয়ে কাজ করে। সে কারণে তাদের বিষয়ে জনগণের জানা উচিত। তাছাড়া এমনিতেই এসব ক্ষেত্রে অনেক চুক্তি করা হয় জনসাধারণকে না জানিয়ে, চুক্তির আংশিকটা হয়ত প্রকাশ করা হয়। আবার ওয়েবসাইটে যতটুকু তথ্য দেয়া প্রয়োজন ততটুকুই শুধু দেয়া হয়, তার বেশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো দিচ্ছে না। সুতরাং সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি আমি ধরে নিই, জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে অবশ্যই আমাদের Pro-active disclosure যেতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের গ্যাস, তেল ইত্যাদি রিসোর্স কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা আমাদের অন্যান্য যে সব রিসোর্স রয়েছে যেমন মিনারেল রিসোর্সেস বা আমাদের যে সব ওষুধ ফ্যাক্টরি ও এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলো আছে সুগুলো কীভাবে বা কোন নীতিমালায় চলছে বা কীভাবে তারা বিনিয়োগ করছে সে বিষয়ে অবশ্যই জানানো উচিত। কেননা এসব ক্ষেত্রে আমাদের শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা স্বল্প মূল্যের শ্রম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একইভাবে টেলিকমিউনিকেশন এর ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ্য করা যায়। যেমন বর্তমানে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, 3G আসবে। এই 3G'র ফ্রিকোয়েন্সিটা কত টাকার বিনিময়ে দেয়া হচ্ছে সেটা প্রয়োজন। কারণ প্রতিবেশী দেশ ভারতে সম্প্রতি 3G নিয়ে একটা বিরাট কেলেকারি হয়ে গেছে। আমরা চাইনা বাংলাদেশ সেই কেলেকারির মধ্যে পড়ুক। এক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব আমাদেরকে Pro-active disclosure এ যেতে হবে। আমাদের দরপত্র কি হবে, কতটা আমরা প্রকাশ করব, তাও নির্ধারণ করতে হবে। আর এগুলো যদি জনগণের পক্ষে না যায়, তাহলে আমাদের মত দরিদ্র দেশের জনগণ অনেক বেশি বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কমিশন কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

ড. সাদেকা হালিম : তথ্য অধিকার আইন যথার্থভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে? যেমন আমি যে এখন সাক্ষাৎকার দিচ্ছি, এটাও তো একটা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ, কারণ এর মাধ্যমেও মানুষকে জানানো হবে। তাছাড়া ইতোমধ্যে আমরা জনঅবহিতকরণ করেছি ৪৯টি জেলায়। জনঅবহিতকরণের জন্য সভাটা করা হয় সাধারণত জেলা প্রশাসকের সহায়তায়। তবে সেখানে পুলিশ, আনসার, সিভিল সোসাইটি, স্কুল কলেজের শিক্ষক, এনজিও কর্মী, মানবাধিকার কর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণ উপস্থিত থাকে। এছাড়া আমরা সিলেট, রংপুর এবং ঢাকা ডিভিশনেও আংশিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য কমিশন, Article-19 এর সহযোগিতায় ট্রেনিং দিয়েছি। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও বিভিন্ন টকশো'র মাধ্যমে জানানো হয়েছে। এছাড়া বাকি ১৫টি জেলার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জেলাসহ উপজেলাগুলোতেও জনঅবহিতকরণ সভা করা হবে এবং অন্যান্য উপজেলাতেও পর্যায়ক্রমে সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা রবি এবং গ্রামীণের সাথে এসএমএস

টেক্সটিং করেছি। আমাদের ওয়েবসাইট develop করা হয়েছে। তবে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সুশীল সমাজ বা যেসব এনজিও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে কাজ করেছে তাদেরকেও এক্ষেত্রে অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে এসএসসি'র মত সংস্থগুলো এগিয়ে আসলে সেটা কমিশনের কাজে অনেকখানি সহায়ক হবে।

প্রশ্ন : লোকবল নিয়োগ বা কমিশনের প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যাপারে আপনারা কিছুটা সরকারের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. সাদেকা হালিম : সেই অর্থে আমরা নির্ভরশীল না। আমাদের আইনে আছে (ধারা ২০ এ বলা আছে), “নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী বছরের বার্ষিক বাজেট অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে সরকারের নিকট পেশ করবে এবং ফরমে উক্ত অর্থবছরে কমিশন সরকারের নিকট থেকে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার উল্লেখ থাকবে” এবং সেটা আমরা করি। ফলে বাজেট নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা বা জটিলতা নেই। কারণ আমরা যে বাজেট চাচ্ছি সেটাই অনুমোদিত হচ্ছে। কিন্তু বাজেটের ব্যয় নিয়ে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কারণ বাজেট সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করার জন্য যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন (৭৬ জন) সেটা আমরা পূরণ করতে পারিনি। সরকারি পর্যায়ের প্রেষণায় যারা যারা এসছে, তাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। কারণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে তারপর তারা আসছে। আবার অনেকে কমিশনে কাজ করতেও ততটা আগ্রহী নয়। তারা মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে বেশি আগ্রহী। এটাও কিন্তু একটি বিবেচনার বিষয়। অবশ্য আমরা সরাসরি নিয়োগের চিন্তাভাবনা করেছি। যেমন গবেষণা কর্মকর্তা, প্রধান সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের একটা স্বাধীনতা আছে। এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের বলা হয়েছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে আনতে হবে। তখন আমরা প্রধান কমিশনার সহ সকলে মিলে উদ্যোগ নিয়ে আইন মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছি এবং তারা জানিয়েছেন যে, এখন আমরা নিজেরাই সরাসরি এসকল পদে নিয়োগ দিতে পারব এবং এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটা খুব শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বলা যায়। তবে আমাদের বিধি বিধান যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে সংশোধন করে নিতে হবে। কিন্তু উন্নত বিশ্বের আইনগুলোতে আছে যে, তথ্য কমিশনের বাজেটটা সরাসরি পার্লামেন্ট থেকে অনুমোদিত হয়ে আসবে। আর এটা যদি আমাদের দেশেও করা হয় তাহলে আমরা অনেক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব। কারণ এক্ষেত্রে সরাসরি পার্লামেন্টে জবাবদিহিতা করতে হবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তথ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় ঘুরে আসছে, সেকারণে বাজেটে পেতে আমাদের সময় লাগছে বেশি। তবে সময়ের সাথে সাথে এই পরিবর্তনটা আসবে বলে আমি আশা করছি।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার কি ভূমিকা রাখতে পারে?

ড. সাদেকা হালিম : স্থানীয় সরকার এক্ষেত্রে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও এ ব্যাপারটিতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে ডিজিটাল করার জন্য যে A2I পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেটা তিনি নিজেই দেখেন এবং এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি পদক্ষেপ। অবশ্য এখানে অনেক সীমাবদ্ধতাও আছে। তবে একটি প্রক্রিয়াতো শুরু হয়েছে। শুরু হওয়াটা জরুরি ছিল। এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি আমাদের আইনে না থাকলেও সংবিধানের ধারা ২ এর ৫৫/৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ এই আইনের আওতায় রয়েছে এবং আমাদের অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি অভিযোগ আসছে উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায় থেকে। আর এক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠন যেমন: রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, মানুষের জন্য, এমআরডিআই এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা Article-19 এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথ্য কমিশন যেখানে সক্রিয় আছে সেসব এলাকা থেকেই বেশি অভিযোগ কমিশনে আসছে।

প্রশ্ন : স্থানীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে আপিল কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত তথ্য না পেলে অভিযোগকারীকে সরাসরি ঢাকায় আসতে হয় এবং এটি অনেক ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ বিষয়ে কমিশনের ভাবনাটা কি?

ড. সাদেকা হালিম : তথ্য কমিশন বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। আমরা দেখছি যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বেদে কমিউনিটির মানুষও এখানে আসছে এবং তাদেরকে অভিযোগ নিষ্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাধারণত দুই তিনবার আসতে হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তা যারা আসছেন তারা একটা সরকারি ভাতা পাচ্ছেন বা তাদের জন্য হোটেলের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে অথবা তারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকছেন। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ট্রাস্ট করার ব্যাপারে আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা আছে, অথবা ট্রাস্ট করার ক্ষেত্রে কেউ যদি সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ট্রাস্টের মাধ্যমে হয়ত আমরা হতদরিদ্র মানুষের বাস ভাড়া বা দুই বেলা খাবার খরচটা দিতে পারি। আর এতে করে মানুষের আগ্রহটা হয়তা আরো বাড়বে এবং এ বিষয়টা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আবার মিডিয়াগুলো বিশেষ করে প্রাইভেট চ্যানেলগুলো এত বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলে অথচ তারা কোন তথ্য অধিকার বিষয়ক

অনুষ্ঠান বিনা পয়সায় প্রচার করে না। কিন্তু আমি মনে করি, তথ্য অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় প্রাইভেট চ্যানেলগুলো আইনটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে পারে।

প্রশ্ন : তথ্য কমিশনের যে ঢাকাকেন্দ্রিক প্রবণতা এটার বাইরে আপনাদের কোন চিন্তা আছে কি?

ড. সাদেকা হালিম : আইনে আছে যে, রিজিওনাল অফিস করা যাবে, যেমন দুদকের ২২টি রিজিওনাল অফিস আছে। আশা করি, তথ্য কমিশনের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে এটা করা হবে।

প্রশ্ন : দুদকের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কি কোন ভূমিকা পালন করছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. সাদেকা হালিম : হ্যাঁ, আমাদের এখানে অনেক অভিযোগ আছে যেগুলো একেবারে সরাসরি দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত যেমন সমবায়ের টাকা পয়সা, জমিজমা এসব তথ্যগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই তথ্যের প্রেক্ষিতে কি করছে সেটা আমরা জানি না। এটার একটা মনিটরিং বা Follow up research এর ব্যবস্থা করা যায়। আমরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি-নির্দিষ্ট তথ্যটি আপনি কেন জানতে চেয়েছেন? আর এই উত্তরটা জানা বা এর একটা ধারণা পেলে সেটা খুব ভাল একটা পদক্ষেপ হতে পারে। দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত যে অভিযোগগুলো আসছে, সেটা দুদকের অনেক কাজও কমিয়ে দিচ্ছে। এখানে আমি মনে করি দুদকের আইনের সাথে আমাদের অনেক মিলও আছে। ওরা Investigate করে, পরিদর্শন করে এবং Criminal procedure এর অধীনে নিষ্পত্তি করে। আমরা Civil procedure এর অধীনে কাজ করি।

সুতরাং এই দুটি আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং আমি মনে করি দুটো আইন যদি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে, সমন্বয় করে তাহলে দুর্নীতি রোধ অনেকটা সহজ হবে।

প্রশ্ন : আপনাদের কমিশনের সুনির্দিষ্ট করে বিশেষ অর্জনগুলো কি কি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. সাদেকা হালিম : অর্জনের দিকটা জনগণ বিচার করবে, গণমাধ্যম বিচার করবে। তবে আমি বলব যে, অবশ্যই আমাদের অর্জন হয়েছে। আমরা যখন শুরু করি, তখন আমাদের কমিশনের সুনির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। দীর্ঘ সাত মাস পর আমাদের নিজস্ব কার্যালয় হয়েছে। তবে আমরা অবশ্যই অবকাঠামোর বাইরে আমাদের নিজস্ব কার্যালয় হয়েছে। তবে আমরা অবশ্যই অবকাঠামোর বাইরে গিয়ে কমিশনের সাফল্য দেখতে চাই। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক মানসকাঠামো কমিশনের কার্যক্রমকে অনেকক্ষেত্রে প্রভাবিত করছে। কারণ এই সময়টাতো আমরা আর ফিরে পাচ্ছি না। একই সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য Desk work এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মার্চপর্যায় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে কমিশনের বিশেষ অর্জনটা হচ্ছে আমরা যে অভিযোগগুলো দুই বছরের মাথায় পেয়েছি নেপালের তথ্য কমিশনে দেখা গেছে তিন বছরে সেই পরিমাণ অভিযোগ এসেছে। অথচ আমাদের জেলা ৬৪টি আর ওদের হচ্ছে ৭৫টি। অনেকে অবশ্য বলতে পারে আমরা জরিমানা বেশি করিনি। তবে জরিমানাটাই যে অর্জন তা নয়। আমরা দেখেছি যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। একইভাবে আপিল কর্মকর্তা অনেকসময় তথ্য দিতে Nervous feel করে। কারণ কর্তৃপক্ষ বা Official permission ছাড়া সে তথ্য দিতে পারে না। এই যে Bureaucratic মানসিকতা এবং Official Secrecy Act 1923 বিশেষ ধারাসমূহ যেগুলো তথ্য আইনের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো যদি আমরা repeal করতে না পারি, তাহলে যদিও আমরা বলছি যে, ধারা অনুযায়ী আমাদের আইনটা প্রাধান্য পাবে, কিন্তু এই জায়গাটাতে মানসকাঠামো সেই আগের মতই থেকে যাচ্ছে। ফলে অর্জনটা সেখানেই যখন আমরা দেখছি যে, এই বাধা বিপত্তি পেরিয়েও মানুষ তথ্য জানতে চাচ্ছে আবেদন করছে, সামনে আসছে এবং অভিযোগ করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আইনটা কোন সমস্যা নয়। সমস্যাটা হচ্ছে প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রশাসনিক জটিলতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার পাশাপাশি কিছু আইন রয়েছে যেমন: Business rules, Official Secrecy Act এগুলোর repeal করতে হবে। ভারতে কিন্তু এই আইনগুলো repeal হয়ে গেছে। আর এটা করবে জনগনের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা, তাদেরকেই এই প্রয়োজনীয়তাটা অনুভব করতে হবে। তাহলে হয়ত তথ্য কমিশন অনেক বেশি অগ্রসর হতে পারবে।

প্রশ্ন : গত ৮ তারিখে তথ্য কমিশন যে রায় দিয়েছে সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন:

ড. সাদেকা হালিম : এই রায়টা আসলে খুব চাঞ্চল্যকর একটি রায় হয়েছে বলে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিলক্ষিত। শেখ আলী আহমেদ নামে এক ব্যক্তি এই অভিযোগটা করেন। তার ভাই নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় এবং যিনি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে তারা থানায় দাবি করেছেন এবং পরবর্তীতে চার্জশিটও দিয়েছেন, সেই ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে যে, গত ৭ তারিখ-১১ তারিখ পর্যন্ত আড়াই হাজার উপজেলায় ছিল, কিন্তু যখন বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বলা হয় ৭ তারিখে তার কোন নাম নেই, তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে আমরা সমস্ত রেজিস্ট্রার নিয়ে এসে চেক করেছি।

অনেকে বলেছে এত কম টাকা জরিমানা করা হল কেন? কিন্তু টাকাটা আসলে মূল বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে এই বিষয়টি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গেছে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছি, আর সেখানেই আমাদের সফলতা। আমরা স্বাস্থ্য পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে চিঠি দিয়েছি, যাতে তারা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন যে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগতই ছিল না কিংবা দায়িত্ব গাফিলতি করে ডিজিকে চিঠি দিয়েছেন, তাকেও আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। আইনে আছে আপিল কর্তৃপক্ষকে জরিমানা করা যাবে না। কিন্তু দেখেছি যে, আপিল কর্তৃপক্ষের জন্যই অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জরিমানার শিকার হতে পারেন। সে কারণে আপিল কর্তৃপক্ষকে খুবই সচেতন হতে হবে আইনটা সম্পর্কে। এজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়কেই আমরা ট্রেনিং এর আওতায় আনতে চাচ্ছি।

প্রশ্ন : আইনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন?

ড. সাদেকা হালিম : আমি মনে করি আইনটা সবার জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশে ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ছাড়াও আরও ছয় ধরনের প্রতিবন্ধী রয়েছে। তাদের জন্যও আইনটা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং আমার মতে, ব্রেইল পদ্ধতিতে আইনটা প্রকাশ করা হোক এবং কোন সংগঠন যদি এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে তাহলে আমরা তাদেরকে Welcome করব। এছাড়া বাংলাদেশে সমগ্র জনসংখ্যার ৫০% নারী। তাদের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে আদিবাসীরাও যেন আইনটি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : আইনটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে ছাড়া আর কোন বাঁধা আছে কি?

ড. সাদেকা হালিম : না, সেভাবে কোন বাঁধা নেই।

OP-ED

Right to information: Making state work for the poor

The Daily Star

(Monday, June 13, 2011)

Irene Khan

Two years after Bangladesh adopted the Right to Information (RTI) Act it is time to ask whether and how well the law is working.

Described as "the sunshine law" -- because it throws light on how the state governs -- the right to information is recognised both as an international human right and as an essential ingredient of democracy and good governance. Today, some 90 countries/territories have RTI laws, among them India, Nepal and Bangladesh.

Information empowers people to claim their rights and better represent their interests; popular demand makes democratic government more responsive and effective. The argument for RTI is persuasive; the practice is more challenging as the case of Bangladesh demonstrates.

The RTI Act of Bangladesh, adopted in April 2009, requires public bodies and non-governmental organisations that receive or use public/foreign funding to disclose to citizens information about what they do and how they work. The Act has set up an Information Commission to ensure compliance with the law. Despite some weaknesses (such as too many exemptions from disclosure) the statute is a significant achievement in a country where administration is steeped in secrecy.

The Information Commission believes good progress is being made with thousands of requests for information having been processed, officials designated to handle these requests at the local level, a website and a mobile phone campaign to sensitise citizens on the law.

Civil society groups claim little has changed in the official culture where citizens are treated as subjects and demands for disclosure as impertinent. Most people -- including some designated officials -- are not aware of the law and therefore do not use it. There is considerable confusion between request for information that is publicly available and RTI disclosure. Poor government records are a major obstacle even where officials want to respond positively.

RTI is about holding the government to account, and so its successful implementation depends on people actually using the law. Neither citizens at large nor NGOs nor the media have engaged much with the law. Why such lukewarm reception to a law that could potentially transform governance and democracy?

Unlike India, where the RTI law was the outcome of a mass movement demanding open government, in Bangladesh it was the result of pressure from a select group of civil society organisations and leaders. In that sense the RTI law is an elitist product -- and elites do not need the Act; they use their networks.

It is the poor and the disempowered that could benefit the most from RTI. But most poor people in Bangladesh do not know about the law, and if they did, would be sceptical about it. The state has constantly failed the poor -- so why should they believe that if they demand information they will get it? Or that they will not face reprisals if they dare ask a question? And even if they receive the information, the path from information to action to outcome is so arduous that even the wealthy sometimes fail -- so what chance do poor people have of achieving change?

More engagement by NGOs could help to overcome the ignorance, fear and cynicism of poor people. But RTI is a double-edged sword for most NGOs who are not only its clients but also its subjects. Some NGOs fear that if they press the government, it will retaliate by using the law to expose their own weaknesses. So they keep a distance from RTI.

Besides, most NGOs in Bangladesh are service oriented. They do not understand rights and even less how RTI can be used to empower people and improve governance and democracy.

The media are ambivalent about RTI. The process is cumbersome and many journalists can get better and faster information through their own informal channels. Indeed, some journalists pride themselves on their secret, exclusive sources. So they too have kept away from RTI.

It is against this background that the work of Research Initiatives Bangladesh (RIB) provides some interesting insights. In a year-long initiative RIB trained animators selected from marginalised communities on the RTI law. These animators then worked with their communities to create awareness and instil confidence in the people that they could use the law with results and without fear of reprisals.

These efforts generated some 230 RTI requests for information on safety net programmes, health services, land distribution, scholarships and other government services. Of these queries, 65 led to appeals at the higher level and 15 complaints ended up with the Information Commission. In total, 45 applications succeeded in the first instance and 6 on appeal. A success rate of around 22% may not seem impressive at first sight -- but for those whom the state has never acknowledged before, it has been riveting.

Furthermore, in a number of cases, when people demanded disclosure, they didn't get an answer but they got the benefit, the denial of which had motivated their query. Officials, fearful that RTI would expose their corrupt practices, pre-empted the process by conceding the benefits. Arishi community got an arsenic-free tube well; several elderly robidas, bedes and Munda persons were given old age pensions; others were enlisted for the government's homestead programme for the poor, and so on.

So, what can we learn from this exercise? The poor can ask questions -- not just any question but those that are uncomfortable and expose vested interests, and the state is compelled to respond when challenged by empowered, persistent citizens. Demand (for information) creates supply (for responsive government), and so the strategy to make RTI work has to be to generate more demand.

What organisations like RIB, Nijera Kori and some others are doing is only scratching the surface of what can potentially happen. RTI is about much more than resolving individual grievances. It is about making government open and accountable, shifting power from the ruler to the ruled and transforming the relationship between citizen and state.

In the words of Aruna Roy, a leading Indian activist, "...the right to information lets the cat amongst the pigeons, upsets comfortable but unholy alliances and opens the doors for democratic debate." In Rajasthan, where Roy worked, a demand for information about public works instigated a mass public campaign and social audits that not only challenged corruption and the arbitrary exercise of power but also created a new model of participatory democracy and political accountability of the powerful to the poor.

In Bangladesh, the first two years of RTI has demonstrated -- if only in a very limited way -- that individual citizens can force the state to improve its delivery. But in the next phase, if those efforts are to lead to systemic change, there needs to be a scaling up of individual requests into collective demands and mass campaigns. Just as public interest litigation has changed judicial decision-making, public interest information campaigns can energise grassroots participatory democracy and change the face of development in this country.

That will require leadership from civil society and the media. The Information Commission too will have to become more mass-oriented. Media and NGOs often criticise the democratic deficit in Bangladesh. The means for changing it is staring them in the face -- will they have the courage to take it and shape it to transform democracy and development?

The writer is Consulting Editor of the Daily Star.

Editorial
RTI under the microscope
Tangible progress yet to be seen

The Daily Star
(Friday, September 30, 2011)

The round table organized by the Right to Information Forum on Wednesday threw up some glaring facts about the RTI one cannot be comfortable with; and that despite the information minister's claim that the government will establish a digital Bangladesh through implementing the RTI by the year 2021. The truth is that since the RTI came into effect, not much of the tangible about its implementation or workability has been observed. What has happened has only been in fits and starts, which is again natural given that there are hardly any institutional arrangements in place for people to derive benefits from the RTI. Of course, one welcome factor here is the setting up of an Information Commission. Too much emphasis on its own housekeeping and too little service to the people have characterised its work so far. However, it is beginning to provide, somewhat, the services it is meant to.

In other words, much deliberation and little practical implementation have gone into ensuring that the information promised by the RTI is actually made available to citizens. The irony is that while government departments are expected to keep such information ready for people as and when they ask for it, these departments themselves are in most instances unaware of the provisions of the RTI act and therefore are at sea when it comes to making information available to citizens. Such a trivialization of such a significant law is inexcusable and only reflects a laid-back attitude of the bureaucracy towards it. When demands for information thus remain unsatisfied, a whole plethora of questions comes up about the seriousness being attached to the RTI.

The kind of public awareness that should have been promoted about the RTI has been sadly missing. The motivation thus needed for people to ask for and get information has been conspicuous by its absence. That public servants and departments need to internalize the RTI act, that citizens must be made cognizant of the rights they are entitled to are a prerequisite for a substantive infusion of energy into governance. But such a process can only get underway if bodies like educational institutions, local government bodies, NGOs and rights defending organizations are engaged in a dissemination of information about the RTI to citizens on a systematic basis throughout the country.

Plainly, the RTI must be taken seriously at every level of government and, by extension, society. A cavalier attitude will undermine the enterprise.

OP-ED

RTI: What have we achieved?

The Daily Star

(Thursday, November 17, 2011)

Md. Raisul Islam

Right to information along with access to information is one of the most fundamental rights enjoyed by a citizenry. The Right to Information (RTI) Act came into effect in 2008, when the RTI Ordinance was drafted and subsequently passed into law by Sheikh Hasina's government.

Disturbingly, but not surprisingly, certain elements in the political establishment now want to minimise the scope of the act. This has its roots in the fact that this is the only law which is solely enacted for citizens to protect their rights.

Although we have an ocean of laws, only the RTI Act creates an opportunity for average citizens to investigate day-to-day functions/policies of public organs.

This legislation is believed to have increased transparency and accountability and importantly, reduced corruption. At present, more than 90 countries have RTI laws, among them Nepal and India.

The press began to demand passage of a law that would protect their rights as early as 1983. After the late 1990s, NGOs began to demand access to information, which the RTI Act eventually afforded. As a result, a commission proposed a draft law in 2002.

Subsequently, the army-backed caretaker government created a presidential ordinance called "Right to Information Ordinance, 2008." The newly elected parliament legitimised this ordinance on March 29, 2009 at its opening session. Finally, the RTI Act became law on April 5 of that year.

Right to information is guaranteed as a fundamental human right under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Correspondingly, the Constitution of the People's Republic of Bangladesh also recognises rights under Articles 7, 11 and 39.

A number of existing laws -- the Official Secrets Act, 1923, the Special Powers Act, 1974, Rules of Business, 1996 -- have a provision regarding non-disclosure of information.

However, Section 3 of the said Act provides that the present law will prevail over all existing laws. But the law itself contains a list over 20 public bodies from which people cannot claim information as of right (S.7 & 32).

The list is extensive and the term "national security" is very vague and not defined in the law. The justification for claiming this immunity is also not specified. Experience has shown that governments typically hide information behind these vague terms.

However, national defense forces, law enforcement, security and spy agencies are not bound to supply information unless it relates to corruption or human rights violations. Subsequently, they are obligated to provide essential information within 24 hours by Section 9(4) of the RTI Act.

Another matter of regret under the RTI Act: corporate houses, multinational and pharmaceutical companies, foreign brands and the private sector are beyond the authority of this law. Are these places free from corruption?

Executive bodies periodically furnish agreements with foreign companies concerning natural resources and other public interest related matters. In most of the preceding cases, these foreign companies did gross harm to the natural or physical environment. Nevertheless, we can never know about the contents of the agreements. This is the inherent nature of executive organs.

Journalists often require information for everyday reporting. However, the RTI Act requires twenty days to deliver information after receiving an application. The mandated delay in delivering data makes this law worthless for the media.

However, exceptions can sometimes be made for certain correspondents. Media outlets can ask for this privilege if it is deemed to be in the public interest.

The criterion for selecting Chief Information Commissioner is unclear because, as per S.15, they will be "persons with 'broad knowledge' and 'experience' in law, justice, journalism, education, science, technology, information, social service, management, or public administration."

The term "broad knowledge and experience" does not provide any specification about the qualification of the persons, and this vagueness creates scope for the ruling party to appoint the people of its own choosing.

Additionally, the RTI Act is not especially friendly for the disabled or indigenous persons, and potentially holds wide-ranging ramifications that have yet to be addressed by the government.

According to the Information Commission, after the first year of enactment of the RTI Act, almost half of Bangladeshis are in the dark about the Act. It is the responsibility of the concerned public and private authorities to build awareness about the RTI Act.

Furthermore, the allocated budget for addressing awareness about the RTI Act is inadequate. The procedures to apply for information under the RTI Act are also unduly complicated. It requires written application in a prescribed form, which an educated person may not have a problem doing but a person who cannot read or write is at a severe disadvantage.

Finally, from an optimistic point of view, it can be said that the Right to Information Act could be a crucial weapon to wage a war against every sort of secrecy. Recognition of citizens' right to information can ensure that democracy is for the masses and not just the few who are able to manipulate the system.

The writer is an International Student of Law at University of London, a Rights Activist and Legal Researcher.

E-mail: sourav.mollick@gmail.com

Expand services for people's welfare President urges info commission

The Daily Star

(Tuesday, May 10, 2011)



Chief Information Commissioner Mohammad Zamir presents the annual report of the Information Commission to President Zillur Rahman at Bangabhaban in the city yesterday. Information Commissioners M Abu Taher, right, and Prof Dr Sadeka Halim, left, were present on the occasion. Photo: PIDUnb, Dhaka

President Zillur Rahman yesterday urged the Information Commission to gradually expand its services for the welfare of the people.

"You've to remain alert that the people get information without facing any problem," he said when Chief Information Commissioner (CIC) Mohammad Zamir presented the annual report of the commission to him at Bangabhaban.

Information Commissioners M Abu Taher and Prof Dr Sadeka Halim accompanied Zamir.

Zillur urged the commissioners to extend their activities for the welfare of the countrymen.

The commissioners sought his cooperation for incorporating an article on Right to Information Act (RTI) in textbooks under the secondary education curricula with a view to building a conscious generation.

Zamir told the president that some 45 countries around the world are observing the activities of the commission and Bhutan has already expressed its intention to replicate the Information Commission of Bangladesh.

He also informed that a South Asian Information Commission could be formed and by sharing of information Bangladesh Information Commission could work with it in the counter-terrorism activities in this region.

Right to Information Act
Effective implementation a must for democracy
Speakers tell workshop
The Daily Star
(Sunday, November 20, 2011)



Shaheen Anam, third from left, executive director of Manusher Jonno Foundation, speaks at a workshop titled "Implementation of RTI Act: Role of NGOs and CSOs" organised by Manusher Jonno Foundation, Transparency International Bangladesh (TIB), RTI Forum and Reality of Aid Asia Pacific at Dhaka University yesterday. On her right are Indian journalist Kuldip Nayar and Information Commissioner Prof Dr Sadeka Halim and on her left are Dr Jagadanada, information commissioner of Orissa, India; TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman and Rezaul K Chowdhury, chief moderator of Equitybd. Photo: Courtesy Staff Correspondent

Effective implementation of the Right to Information (RTI) act can play a vital role in establishing people's government and true democracy in South Asia, said speakers at a workshop yesterday.

The act is an effective way to provide information to the masses, which is essential for strengthening democracy, they said.

The workshop, "Implementation of RTI Act: Role of NGOs and CSOs", was held at Dhaka University.

Manusher Jonno Foundation, Transparency International Bangladesh (TIB), RTI Forum and Reality of Aid Asia Pacific jointly organised the workshop to mark the beginning of South Asia Social Forum 2011.

Addressing the workshop as the chief guest, noted Indian journalist and intellectual Kuldip Nayar described the necessity of formulating a similar act specifically designed to help provide information on countries of the South Asian region.

TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman urged the authorities concerned to take necessary steps for a proper implementation of the RTI act.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, moderated the workshop, where Dr Jagadanada, information commissioner of Orissa, India, and Information Commissioner Prof Dr Sadeka Halim also spoke.

Metropolitan RTI in textbooks soon

The Daily Star

(Monday, May 16, 2011)

Says Chief Info Commissioner Zamir

Manusher Jonno Foundation in association with Information Commission holds a view exchange meeting titled "Present state of the implementation of the Right to Information Act 2009 and role of non-government voluntary organisations" at the commission conference room in the city yesterday. Photo: STARStaff Correspondent

The Right to Information Act (RTI) will be included in school textbooks of class eight and above, said Chief Information Commissioner Mohammad Zamir at a view exchange meeting yesterday.

"The education ministry has assured us that the issue would be included in the curriculum soon. And in this way we would have several lakhs of young people to be educated in RTI," said Zamir.

The meeting titled "Present state of the implementation of the Right to Information Act 2009 and role of non-government voluntary organisations" was arranged by Manusher Jonno Foundation (MJF) in association with Information Commission at the conference room of the commission in the morning.

Under the RTI act, it is mandatory for any government and non-government organisations to provide an individual with information once an individual asks for it except for some exceptions.

They said non-government organisations can play most important role in making mass people, specially who live in rural areas, aware about effective use of the law to reduce corruption.



Mentioning that a large number of designated officers is still unaware of RTI act, Information Commissioner Sadeka Halim said the commission should go for penalisation gradually unless the designated officers won't take the matter seriously.

"The government has taken an effective measure to ensure transparency and accountability by formulating the Right to Information Act. We hope the government would ensure use of the law in resolving big issues," said MJF Executive Director Shaheen Anam.

Speakers also pointed out inadequate facilities in offices required to provide people with required information and urged international donors and private organisations to come forward and help in this regard.

Information Commissioner Abu Taher, its secretary Nepal Chandra Sarker, TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman, and former caretaker government adviser Rasheda K Chowdhury also spoke at the event.

It's not truly independent
TIB says about Information Commission
Unb, Dhaka
The Daily Star
(Sunday, November 20, 2011)

The government must extend its best support to the Information Commission to make it "truly independent", said the Transparency International Bangladesh (TIB).

"The commission is yet to get government fund as per its requisition. It is not fully independent as it has to depend on the government for its manpower recruitment," TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman told UNB on yesterday.

He identified formation of the commission to ensure people's rights to information as a good initiative, "but we need to keep in mind that this is a new field. Our commission is better than those in many other countries".

Dr Iftekharuzzaman, also a member of the Right to Information (RTI) Forum, said the commission is not capable enough to ensure the free flow of information for the lack of technically-skilled manpower and logistic support.

"The commission has to be strengthened both technically and logistically to work effectively."

On the Right to Information Act, 2009, he said the act was passed for the benefit of the common people. "But we couldn't make people aware of the law to gain benefits from it," he observed.

The main objective of the act is to empower citizens by promoting transparency and accountability in the activities of government, autonomous and statutory organisations, and other private organisations.

On enforcement of the law, Dr Iftekharuzzaman said there is a big problem in implementing it. "The information seekers face hindrance in getting information as officials concerned in most cases are unwilling to assist in the name of the Official Secrets Act."

He suggested establishing the 'culture of transparency' in the country, to help implement the act and uproot corruption.

In a recent survey, 66 percent respondents identified the commission as "not a strong organisation" while only 19 percent termed it as an effective one and 14 percent did not make any comment.

The RTI Forum, in collaboration with Manusher Jonno Foundation and the TIB, conducted the survey in Dhaka, Rangpur, Cox's Bazar, Bhola, Khulna and Jossore during May this year.

Among those respondents, who admitted that the Information Commission is not a strong organisation, 35 percent said it is not financially independent, 20 percent replied that the status of the commissioners do not match with that of the other commissions and 30 percent said they have no idea about the punishment for violating the law.

Around 51 percent respondents said they do not know what initiative the commission has so far taken to implement the act and that the government has no strong will to enforce it.

Right to Information Act
Govt officials must give info
HC upholds fine on one for refusal
Staff Correspondent
The Daily Star
(Thursday, February 09, 2011)

The High Court yesterday upheld an Information Commission verdict, fining a government official Tk 1,000 under the Right to Information Act, 2009 for refusing to provide information.

The court made the judgement after rejecting a writ petition filed by Mohammad Golam Mostafa, health and family planning officer in Araihaazar upazila of Narayanganj, challenging the commission's decision to fine him.

The HC ruled that any responsible official is bound to furnish information to anybody within 20 days or within 30 days in particular cases after filing of the application as per the RTI act.

The official concerned neither can wait for an approval from the higher authorities nor waste time for any bureaucratic tangle for providing information, the court said.

The HC bench of Justice AHM Shamsuddin Choudhury Manik and Justice Jahangir Hossain Selim observed that the Information Commission is a quasi-judicial body and every public servant is bound to comply with its orders and instructions.

The court also vacated a stay order on the commission's verdict issued by another HC bench on September 29 last year.

According to the counsels, Golam Mostafa has to pay the fine to the state coffers following the HC verdict.

Sheikh Ali Ahammad of Fatullah had enquired Mostafa whether Mamun, a murder case accused, had been undergoing treatment at Araihaazar Upazila Health Complex between April 7 and 11, 2009.

Denied the information, Ali Ahammad lodged a complaint with the Information Commission.

The commission on September 8 last year fined Mostafa.

The official on September 29 filed a writ petition with the HC challenging the commission's verdict against him, saying that he was not aware of the RTI act as it was a new law; and he could not provide the information in 30 days as he took time to consult with the higher authorities.

An HC bench of Justice Salma Masud Chowdhury and Justice Nazrul Islam Talukder on the same day stayed the commission's verdict and issued a rule upon the commission and the information ministry to explain why the commission's decision to fine the petitioner should not be declared illegal.

After holding hearing on the rule, the HC yesterday delivered the verdict discharging the rule.

Additional Attorney General Murad Reza and Deputy Attorney General ABM Altaf Hossain defended the state, while lawyers Abdul Baset Majumder and Sayed Ahmed Raza appeared for the petitioner.

As per the RTI act, an official can be fined Tk 50 per day for failing to provide information. The maximum fine amount is Tk 5,000.

Contacted, Information Commission Chairman Muhammad Zamir said the HC verdict is an important milestone in the implementation of RTI act.

The law has been validated in terms of its potential for contribution to good governance, he added.

Give info or face legal action
Information Commission warns govt officials
Staff Correspondent
The Daily Star
(Wednesday, March 23, 2011)

The Information Commission yesterday warned the government officials of legal action if they neglect providing information to the people under the Right to Information Act 2009.

"You have two options -- provide information or face legal action," Chief Information Commissioner (CIC) Muhammad Zamir told several public officials during hearing of appeals.

The officials were facing appeals for alleged neglect in providing information or fitting out inaccurate data.

According to the act, the commission can fine a designated official an amount between Tk 50 and Tk 5,000 per day or recommend departmental action for not furnishing information.

Held at the commission's office in the capital yesterday, this was the fourth hearing by the body since its inception.

CIC including two of his fellow Information Commissioners MA Taher and Professor Sadeka Halim heard the appeals.

One of the appeals heard was of a Mosharraf Majhi of Banaripara who applied to the Department of Agricultural Extension of Barisal on May 31 last year through the upazila nirbahi officer for information on irrigation pumps, fertilisers and seeds distributed to the farmers and the list of trainees who underwent training during 2001-2010.

Upazila Agriculture Officer Haridash Shikari, however, did not provide any information within the stipulated time of 30 days.

Consequently, Majhi appealed to the commission which summoned the official concerned.

"The information applied for is nothing secret or involves the state's sovereignty. You must provide the information by April 10," the CIC told Shikari, saying they were still showing mercy which would not repeat.

"Don't force us to take legal action," warned Zamir.

Asaduzzaman, project coordinator of Social Activities for Environment (SAFE), in his plea said he sought information from the Department of Labour in Khulna on the number of shrimp processing plants that implemented minimum wage.

The department came up with information saying 39 units implemented it. Of these, one was actually in Chittagong, Asaduzzaman told the commission.

But according to SAFE findings, only 34 factories were in operation while the rest were closed.

Asked about it, the then deputy chief inspector of the labour department, Belayet Hossain said he misspelled the name of a factory.

He also added that he considered drivers and employees of five factories as workers which made him count 39 units.

Muhammad Zamir said employees of a factory are not workers. He ordered Belayet to provide accurate information by Tuesday next week.

Faridul Islam, deputy chief inspector of labour department in Khulna and Aminul Islam, chief inspector of the department, were also present. The commissioners rebuked them.

Until yesterday, the commission disposed of 19 appeals while another 13 are pending with it.

CIC warns officers of fines if they fail to provide info

The daily Independent
(Wednesday, 10 August 2011)

DHAKA, AUG 9: The chief information commissioner (CIC), Muhammad Zamir, has warned designated officers that they would face fines in case of failure to provide information. He also asked the designated officers to go through the RTI Act, 2009, and follow the rules of business of the designated officers to ensure proactive disclosure of information.

The CIC's warning came after the Information Commission on Tuesday disposed three cases and directed to provide information within seven working days.

The commission concluded hearing on five cases related to the RTI. Of the five cases, two have been deferred till August 18. The two cases have been deferred due to lack of proper document of the respondent and absence of designated officer.

The cases were related to district multipurpose cooperative samity ltd., Kishoreganj, Narayanganj Araihaazar Upazila Health Complex, Bangladesh manpower Employment and Training, Kushtia Poursava and Sitakundu sub- registrars office, Chittagong.

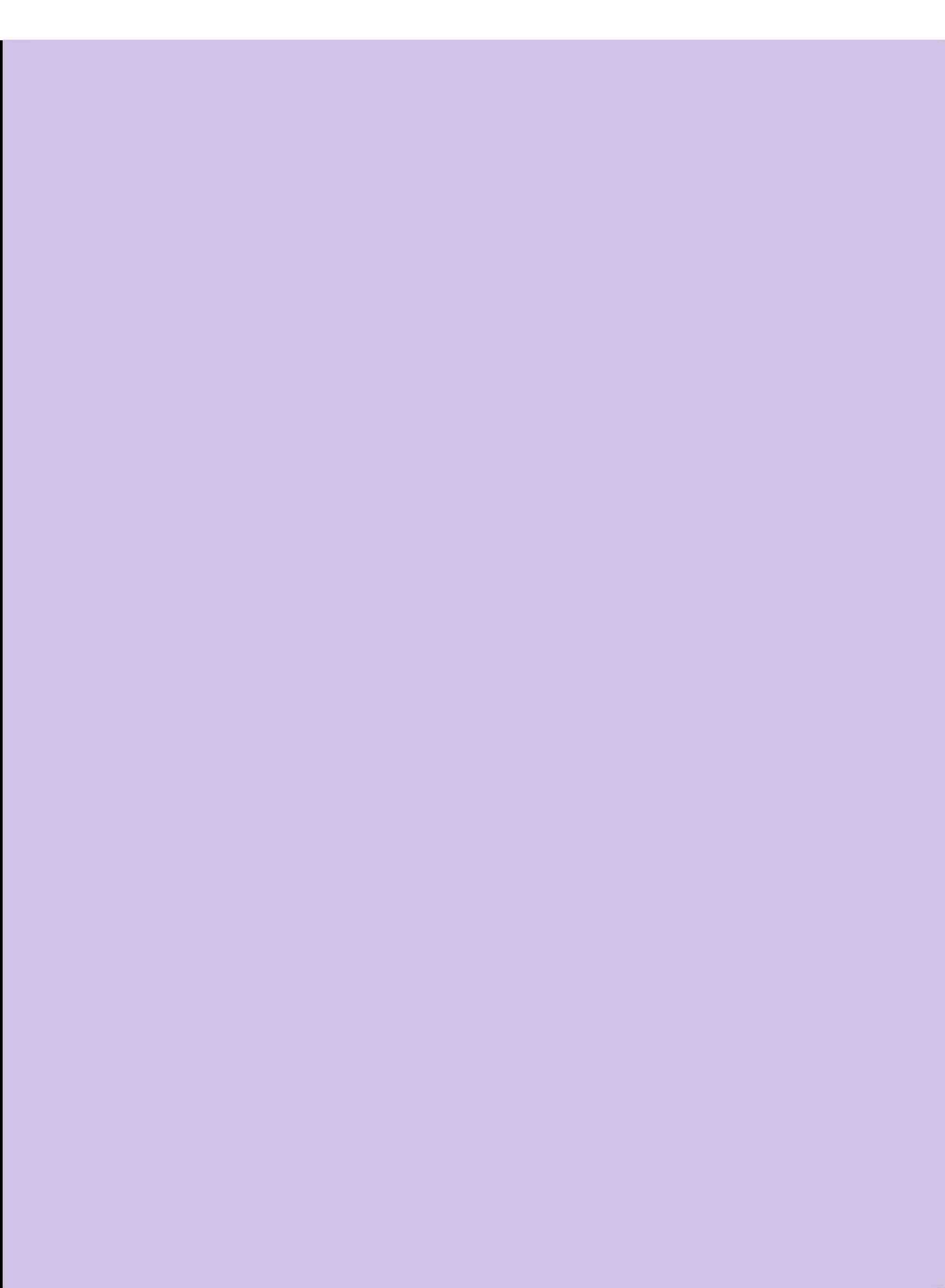
The commission has so far concluded a total of 35 cases since it was formed in July, 2009. Muhammad Zamir directed the designated officers to provide the information seekers under RTI Act, 2009, without any hassles.

He also said that there was no requirement to take permission from the higher authority to provide information whenever applicants apply for necessary information as per format of the commission.

The CIC further asked the information seekers to place application as per commission's fixed format to avoid unexpected hassles.

Information Commissioner Mohammad Abu Taher, Prof. Dr Sadeka Halim and commission's secretary Nepal Chandra Sarker were present in the hearing.

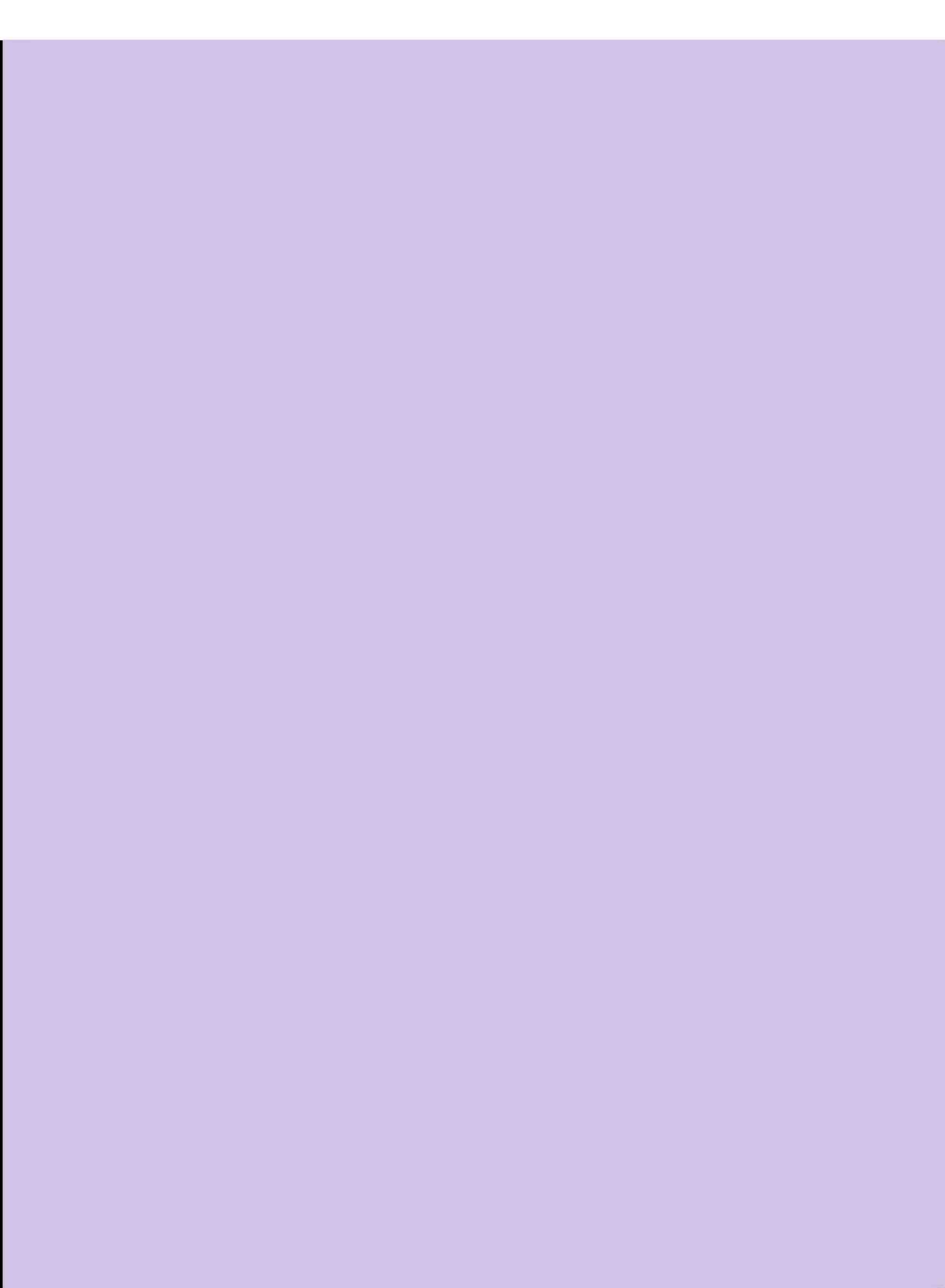
পরিশিষ্ট - ঝ
তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের রোডম্যাপ



তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে ২০১১-১২ অর্থবছরের রোডম্যাপ

ক্রমিক	কর্মসূচী	কর্মপরিকল্পনা		মোট
		জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারী-জুন, ২০১২	
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	২,০০০ জন	১০০০ জন	৩,০০০ জন
২.	জনঅবহিতকরণ সভা	৩০ টি	৩০ টি	৬০ টি
৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২,০০০ জন	২,০০০ জন	৪,০০০ জন
৪.	অভিযোগ নিষ্পত্তি	৫০ টি	৭৫ টি	১২৫ টি
৫.	জনবল নিয়োগ	শূন্যপদের ৭৫%	শূন্যপদের ২৫%	১০০%
৬.	স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা প্রণয়ন	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা প্রণয়ন	৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ (তথ্য, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার ও সেতু বিভাগ)
৭.	এসএমএস প্রেরণ	৯ কোটি	৯ কোটি	১৮ কোটি
৮.	ভয়েস এসএমএস প্রেরণ	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন
৯.	টেলিভিশনে স্ক্রল প্রদর্শন	১০০০ মিনিট	১০০০ মিনিট	২০০০ মিনিট
১০.	তথ্য অধিকার বিষয়ক জারী গান/নাটিকা প্রচার	০১ টি	০১ টি	০২ টি
১১.	ওয়ার্কসপ/সেমিনার	০৬ টি	০৬ টি	১২ টি
১২.	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	-	০১ টি	০১ টি
১৩.	নিউজলেটার প্রকাশ	০১ টি	০২ টি	০৩ টি
১৪.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা	০১ টি	০১ টি	০২ টি
১৫.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক গবেষণাকর্ম	-	০১ টি	০১ টি

পরিশিষ্ট - এও
সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভার বিস্তারিত বিবরণী



গত ০৩/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সচিবগণ কর্তৃক
উত্থাপিত প্রশ্ন মতামত এবং সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

স্থানঃ সভাকক্ষ, তথ্য কমিশন কার্যালয়

আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রধান অতিথিঃ জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, এম.পি মাননীয় মন্ত্রী তথ্য মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথিঃ জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেইন ভূঁইয়া, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভাপতিঃ রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, প্রধান তথ্য কমিশনার

বক্তব্য উপস্থাপকঃ

- ১। জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার;
- ২। জনাব অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার;
- ৩। জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব তথ্য কমিশনার;
- ৪। জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দঃ

- ১। জনাব মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
- ২। জনাব এম, এ, এন সিদ্দিক, সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত), সড়ক বিভাগ;
- ৩। জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত), সেতু বিভাগ;
- ৪। জনাব ফজলে কবির, সচিব, রেলপথ বিভাগ;
- ৫। জনাব মোঃ আতহারুল ইসলাম, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
- ৬। জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
- ৭। জনাব হেদায়েতুলাহ আল মামুন, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;
- ৮। জনাব তাপস কুমার রায়, অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;
- ৯। ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
- ১০। জনাব আব্দুল আওয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য বিভাগ;
- ১১। জনাব মিকাইল শিপার, অতিরিক্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
- ১২। জনাব ড. এম, আসলাম আলম, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ;
- ১৩। জনাব আবদুস সোবহান শিকদার, সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই এর কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথিঃ

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি অন্যতম হাতিয়ার বলে তিনি মন্তব্য করেন। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত 'ভিশন ২০১১' বাস্তবায়নে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের কাছে জনগণের যে প্রত্যাশাগুলো রয়েছে, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে অন্যতম, এবং এর সফলতা সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল। তথ্য প্রদান ইউনিট, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ফলে এ পদ্ধতিসমূহের আধুনিকায়নে জোর দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশেষ অতিথিঃ

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে তিনি সকল মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি মনে করেন জনগণ যদি সরকারের বিধি-বিধানসমূহ সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে

সরকারি কার্যক্রমসমূহকে পরিশেষে তা আরও অর্থবহ করে তুলবে। সাধারণ জনগণ যেন সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে, সে লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নগুলোকে আরো তথ্য নির্ভর করে উন্নত করা এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দকে তিনি অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সভাপতিঃ

গত ৩১/১১/২০১১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের ওয়েব পোর্টালে ৯৯৯০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। এ সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সুশাসন সুনিশ্চিতকরণে তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো সরকারকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে এগিয়ে আসতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপনঃ

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পটভূমি উপস্থাপন করে বাংলাদেশে এ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরেন। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার তথ্য অধিকার আইনের প্রায়োগিক দিকসমূহ উপস্থাপন করে সচিবগণ ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন।

সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন, মন্তব্য এবং সুপারিশসমূহঃ

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২ এ ‘আপীল কর্তৃপক্ষ’- এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “আপীল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।” তথ্য প্রদান ইউনিট বলতে প্রধান কার্যালয় হতে সর্বনিম্ন উপজেলা কার্যালয় পর্যন্ত ধরা হয়। কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে বা উর্ধ্বতন কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হলে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন প্রাস্তিক অঞ্চলের ব্যক্তির জন্য আপীল করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসা একটা বড় সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট পদমর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং, সরকারি-বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই কোন পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা/ কর্মচারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ প্রজ্ঞাপন জারী করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইনটি দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি নিয়ামক। এ আইনটির সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারি দপ্তরগুলোর সাথে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সুসমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জনঅবহিতকরণ সভা করা এবং একই সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আইনটির নানা ধরনের প্রায়োগিক সমস্যার সমাধান করা দরকার।

তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন। আইনটি সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য ব্যাপক প্রচারণা দরকার। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটের ঠিকানা মোবাইল ফোন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকহারে প্রচার করা প্রয়োজন।

তথ্য কমিশনের একজন কর্মকর্তাকে আলাদাভাবে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কাছে কী ধরনের প্রশ্ন আসছে এবং করণীয় হিসেবে তারা কী করছেন তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন থাকবেন।

স্কুলের পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইনটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, ক্লাস সিক্স, সেভেন ও এইট-এর পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইনটি অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও ক্লাস নাইন ও টেনের পাঠ্যসূচীতে এ আইন সম্পর্কিত কিছু কথা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে ২০১৩ সালের মধ্যেই বইটি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে সচেতনতার অভাব। কেননা তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে টেলিভিশন স্ক্রল এবং মোবাইলে ব্যাপক প্রচারণা চালানো সত্ত্বেও জনগণের মাঝে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে। অথচ একটু সচেতন হলেই আইনটি সম্পর্কে মানুষ ধারণা পেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আপীল করার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দের মানসিকতা। অনেক সময়ই দেখা যায় ব্যস্ততার কারণে তার আপীল সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নিষ্পন্ন না করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন, যা তথ্য অধিকার আইনের ধারার সাথে সাংঘর্ষিক। এ ধরনের মানসিকতা পরিবর্তনে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী “তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে”-এ ধারাটির প্রয়োগ সকল ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নাও হতে পারে। আইনটি কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রাধান্য পাবে তা আরও নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন।

তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় কমিশনারগণ এবং সচিব মহোদয় যে বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করছেন কমিশনের ওয়েবসাইটে তা আপলোড করা প্রয়োজন। একইসাথে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভা শেষে প্রেস ব্রিফিং-এর মাধ্যমে সভায় আলোচিত বিষয়গুলো জনসংগণকে জানিয়ে দেয়া হলে তা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আসবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে যে মাসিক প্রতিবেদন পাঠানো হয় তাতে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ডের একটা ছকের উল্লেখ থাকতে পারে। এলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব যদি এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে সকল মন্ত্রণালয়ের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তাদের মাসিক প্রতিবেদনসমূহে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করতে হবে, তাতে ব্যাপারটি আরও ফলপ্রসূ হতে পারে। একইসাথে এ পুরো ব্যাপারটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে অতি অল্প সময়ে আইনটি জারি করার কারণে যেসকল জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে কী কী করণীয়, তা নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা এবং উপজেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহে ব্যাপকভাবে আইনটি সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়মিত সভায় তথ্য কমিশন হতে প্রতিনিধি পাঠানো অত্যন্ত জরুরি।

সাধারণ জনগণ ও সাংবাদিকগণের মানসিকতা সম্পর্কে কয়েকজন সচিব মন্তব্য করেন যে, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করার পদ্ধতি অনুসরণ করতে চান না। এ প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে নিয়মসিদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকেও অবহিতকরণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সংবাদপত্রে প্রকাশের প্রয়োজনে তথ্যের জন্য সাংবাদিকগণ ২০/৩০ কার্যদিবস অপেক্ষা করা বাস্তবসম্মত নয়। সংবাদের জন্য তাত্ক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন হয় বিধায় তারা তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। তবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা এ আইন ব্যবহার করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তুলনামূলকভাবে একটি নতুন আইন, আর যে কোন নতুন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকতেই পারে। তথ্য অধিকার আইনটি সর্বত্র সঠিকভাবে পৌঁছেনি, সকল ক্ষেত্রে আইনটির সহজপ্রাপ্যতা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে বলে কয়েকজন সচিব মন্তব্য করেন। দেশের সকল পর্যায়ে আইনটি সহজলভ্য করা প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন।

তথ্যের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাঝে নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে অফলাইন কানেকশন স্থাপন করা গেলে তা তথ্যের আদান-প্রদান প্রবাহকে আরও সুরক্ষিত করবে। কোন তথ্য কাগজে ছেপে প্রকাশ করার মানসিকতাটি পরিবর্তন করে ওয়েব সাইট নিয়মিত আপডেট এবং তথ্যবহুল করার বিষয়ে অনেকে জোর দেন। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটটির ডোমেইন সাইজ বাড়ানো, ইউনিকোডের ব্যবহার বাড়ানো, দেশের সকল জেলাকে যাতে তথ্য কমিশনের সাথে সংযোজিত করার লক্ষ্যে একটি সেন্ট্রাল সার্ভার সিস্টেম গড়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়ে সচিবগণ সুপারিশ তুলে ধরেন।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রত্যেক মাসে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একটি সমন্বয় সভা করা প্রয়োজন, যেখানে তথ্য কমিশন একজন প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে জনঅবহিতকরণের কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। এর ফলে তথ্য কমিশনের জন্য আলাদাভাবে সভা আয়োজন করার প্রয়োজন পড়বে না।

সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ব্যাপক, আর প্রশাসনও এখন আগের চেয়ে অধিক কার্যকারী ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সচেতন হতে হবে।

সরকারি কর্মকর্তাগণের গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিবর্তন করে স্বেচ্ছায় তথ্য প্রদানের মানসিকতা তৈরি করতে হবে, তা না হলে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কঠিন হবে। গুভভরপরধষ ঝবপৎধঃ অপঃ, ১৯২৩-এর নানা সমালোচনা থাকলেও এ আইনের প্রয়োগিক ক্ষেত্রগুলো অতি সীমিত, আর তাই তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে এই আইনটি খুব বড় কোন প্রতিবন্ধকতা নয় বলে সচিবগণ মতামত পেশ করেন।

সরকারের কাছে তথ্যের অভাব নেই, কিন্তু অগোছালো ভাবে তথ্য সংরক্ষণের কারণে তথ্য প্রদানে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তথ্য সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

উনুক্ত আলোচনার পর প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারদ্বয় এবং তথ্য কমিশন সচিব, সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদেন ও মন্তব্য সম্পর্কে তথ্য কমিশনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সচিববৃন্দ জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ লিখিতভাবে দাখিল করবেন মর্মে জানান। তাদের এ সকল সুপারিশ সমন্বিত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে। তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রধান তথ্য কমিশনার মন্তব্য করেন এবং এমআরডিআই এর পক্ষ থেকে এগুলো বই আকারে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়।

গত ১০/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত
সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন, মতামত এবং সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

স্থানঃ সভাকক্ষ, তথ্য কমিশন কার্যালয়
আগারগাঁও, ঢাকা

প্রধান অতিথিঃ রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

বিশেষ অতিথিঃ আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

সভাপতিঃ মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার;

বক্তব্য উপস্থাপকঃ

- ১। জনাব অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম তথ্য কমিশনার;
- ২। জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব, তথ্য কমিশন;
- ৩। জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই;

সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দঃ

- ১। জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
- ২। জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সচিব, বাস্তবায়ন, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিভাগ;
- ৩। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;
- ৪। জনাব মোঃ আবু তাহের, অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;
- ৫। জনাব আশীস রঞ্জন দাস, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ;
- ৬। জনাব ভূঁইয়া শফিকুল ইসলাম, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ;
- ৭। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়;
- ৮। জনাব দিলিপ কুমার বসাক, অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;
- ৯। জনাব সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই এর কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথিঃ

তথ্য কমিশন আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি সকলকে স্বাগত জানান। তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়নটির জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে তিনি কিছু সমীক্ষা প্রতিবেদন তুলে ধরেন। তিনি জানান, তথ্য বাতায়নটি প্রতিদিন প্রতি মিনিটে ৯ জন ব্যক্তি অবলোকন করছেন, এবং পৃথিবীর ৩২ টি দেশের জনগণ বিভিন্ন সময়ে বাতায়নটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি সকল মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নসমূহ আধুনিকীকরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়সমূহ যে সকল তথ্য প্রদান করে, তার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তথ্য কমিশনে জমা দেয়ার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দের নিকট তিনি অনুরোধ জানান। একইসাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকলে বা দেশের বাইরে অবস্থানকালেও যাতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ব্যাহত না হয়, সে লক্ষ্যে সচিববৃন্দকে নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আইনটির প্রচারণায় সহযোগিতা প্রদান করায় গ্রামীণ ফোন ও রবি উভয় প্রতিষ্ঠানকেই তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দের কাছে তিনি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে সহযোগিতা কামনা করেন। বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে তিনি সচিবগণকে মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড রুম পরিদর্শন করার অনুরোধ জানান। তিনি মনে করেন, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিবগণ যদি বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনটির উন্নয়ন বিধানার্থে গঠনমূলক সমালোচনা এবং সুপারিশ প্রদান করেন, তবে তা আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশেষ অতিথিঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ দেশের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন আইন, যদিও পৃথিবীর বহু দেশে এ আইনটি বহুদিন ধরেই প্রচলিত। আইনটি সফল বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে তথ্য কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। একইসাথে স্থানীয় সরকার বিভাগে মিডিয়াবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তথ্য বাতায়ন ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়াটিকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সহজলভ্য করা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ে খড়পধষ এড়াবৎহধহপব ঝাঁঢ়ঢ়ৎঃ চৎড়লবপঃ (খএঝচ) নামক একটি কার্যক্রম চলছে যার দ্বিতীয় পর্যায় অতি শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এ কার্যক্রম সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন জানিয়ে পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সকল ভ্রান্তি দূর করে আইনটিকে আরও পরিষ্কারভাবে বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে তথ্য কমিশনের মতবিনিময় সভা আয়োজনের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান।

সভাপতিঃ

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি মনে করেন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হবার পরও তথ্য কমিশন প্রত্যাশানুযায়ী অগ্রগতি সাধনে সচেষ্ট। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানের মানসিকতা তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে বিরূপ মানসিকতা দেখা যায়, স্বেচ্ছায় তথ্য প্রদান এবং আন্তরিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ জনগণের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপনঃ

তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারীর পটভূমি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিধি আইনে উল্লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা ও এর বাস্তব ব্যাখ্যা, তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য কমিশন গঠন ও এর ব্যবস্থাপনা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, তথ্য প্রদান পদ্ধতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের করণীয়, আপীল প্রক্রিয়া, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, জরিমানা আরোপ, অব্যাহতিপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ ও এর ব্যতিক্রমসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম তথ্য অধিকার আইনে প্রয়োজনীয় দিকসমূহ উল্লেখ করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তিতে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নে সরকার এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয় নিয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন, মন্তব্য এবং সুপারিশসমূহঃ

* মন্ত্রণালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ মন্ত্রী না সচিব হবেন এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় মন্ত্রণালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে হবেন সচিব।

* নোটশীট এবং সামারি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রকাশিত হলে তা কর্মকর্তাবৃন্দের মুক্তচিন্তা এবং স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। দাপ্তরিক নোটশীট এবং সামারি জনসম্মুখে প্রকাশ না করাই শ্রেয় বলে সচিবগণ মন্তব্য করেন।

* সচিববৃন্দ বেশিরভাগ সময় নীতিনির্ধারণী কাজে ব্যস্ত থাকেন। যেহেতু তারা একইসাথে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেন, অনেক ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের সমাধান করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে। এ সমস্যা বিবেচনা করে তা সমাধানের আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

* সকল মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রদানের জন্য আলাদা তহবিল বরাদ্দ করা এই মুহূর্তে সরকারের পক্ষে সম্ভব না হলেও প্রতিটি দপ্তরে বিবিধ কর্ম সম্পাদনের জন্য যে তহবিল বরাদ্দ দেয়া হয়, তার একটি অংশ তথ্য অধিকার আইন বা স্তবায়নে সহায়তার জন্য ব্যয় করা যায়।

* অনেকসময় একসাথে অনেক তথ্যের জন্য আবেদন জানানো হয়, স্বল্প সময়ের পরিসরে এ সকল আবেদনের নিষ্পত্তি করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তথ্য অধিকার আইনে এ ধরনের সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কে জানিয়ে এটিকে বিধি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

* নিম্ন আদালতে তথ্য স্মিপ ব্যবহার করে আইন সংক্রান্ত তথ্য আদায়ের প্রচলন রয়েছে। তবে তথ্য স্মিপের মাধ্যমে তথ্য প্রদানের পদ্ধতিটি তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত কিনা, সে সম্পর্কে আইন বিভাগের কিছু বিভ্রান্তি ছিল। নিম্ন আদালতে অতি সত্বর একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে বিচার বিভাগের বিচার এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব সভাকে অভিহিত করেন। তবে, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ কোথায় জমা দিতে হবে সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন।

* যেহেতু তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য আদায়ে কিছুটা কালক্ষেপন হয়, ফলে সাংবাদিকগণ এ আইন সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। আইনটির সংশোধন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে তথ্য আদায়ের ক্ষেত্রে সাংবাদিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় কিনা, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

* তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত কোন তথ্যের জন্য পুনরায় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো অনুচিত। আবেদনকারীগণ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত চাহিত তথ্য যেকোনো উপায়ে যতবার প্রয়োজন, ততবার সংগ্রহ করতে পারেন।

* তথ্য অধিকার আইনের ৭ এর সাথে যুক্ত শর্তাবলি সম্পর্কিত সকল অস্বচ্ছতা দূর করা প্রয়োজন।

* অনেকসময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে অনুমতি না নিয়ে তথ্য প্রদানের কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সম্পূর্ণ স্বধীনভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন কিনা, তা তথ্য অধিকার আইনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

উন্মুক্ত আলোচনার পর প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারদ্বয় এবং তথ্য কমিশন সচিব, সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদেন ও মন্তব্য সম্পর্কে তথ্য কমিশনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সচিববৃন্দ জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ লিখিতভাবে দাখিল করবেন মর্মে জানান। তাদের এ সকল সুপারিশ সমন্বিত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে। তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রধান তথ্য কমিশনার মন্তব্য করেন এবং এমআরডিআই এর পক্ষ থেকে এগুলো বই আকারে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়।

গত ১৭/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মত বিনিময় সভায় উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী
মহোদয় এবং সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন, মতামত এবং সুপারিশমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

স্থান : সভাকক্ষ, তথ্য কমিশন কার্যালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রধান অতিথি : ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বিশেষ অতিথি : মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

সভাপতি : রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, প্রধান তথ্য কমিশনার।

বক্তব্য উপস্থাপক : জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার
: অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার
: জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব, তথ্য কমিশন।

সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দ :

- ০১। জনাব মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ;
- ০২। জনাব এ টি এম মুর্তজা রেজা চৌধুরী , অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ;
- ০৩। জনাব খন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান, সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;
- ০৪। জনাব কাজী আখতার হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ;
- ০৫। জনাব এন.বি.কে ত্রিপুরা, সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত) , পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ০৬। জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ০৭। জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত, সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ০৮। জনাব ডঃ খন্দকার শওকত হোসেন, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
- ০৯। জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;
- ১০। জনাব কে,এইচ, মাসুদ সিদ্দিকী, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;
- ১১। জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস, সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এমআরডিআই এর সদস্যবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি :

তথ্য অধিকার আইনটি প্রত্যেকের জানা উচিত। সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য এ আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো রাষ্ট্রীয় তথ্য জানার অধিকার জনগণের রয়েছে। তথ্য প্রশাসনের নয়, তথ্য জনগণের। সুতরাং, সরকারি কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রকাশ করা এবং কেউ জানতে চাইলে তথ্য সরবরাহ করা সরকারে দায়িত্ব। সরকারের কাছে জনগণের এ তথ্য প্রত্যাশার ব্যাপারটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এ ব্যাপারে সচেতন হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তথ্য আইন, ২০০৯ ব্যবহার ও তথ্যের অপব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য সঠিকভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় এ ধরনের সমস্যা হয় বলে তিনি মনে করেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে আরও সচেতনতার সাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা লুট, চাঁদাবাজি ও হত্যা, নারীনির্যাতন, রাষ্ট্র সমাজবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত অসংখ্য মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে বর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের

বিচার সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এ সকল অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বিদেশে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচার হচ্ছে, যা সঠিক নয়। মূলত আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলেও দেশীয় আইনে দেশীয় পদ্ধতিতে যুদ্ধপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে পরাধীন করা হচ্ছে বলে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তাও সঠিক নয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতিতেই দুর্নীতির তদন্ত করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশনসহ অন্যান্য স্বাধীন কমিশনগুলো যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেদিকে সকলের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সকল স্বাধীন কমিশনগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধ পরিকর। এ প্রসঙ্গে তিনি হংকং এর কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭৪ সালের দিকে হংকং দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত ছিল, পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের মাধ্যমে দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে দেশটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। আইনের কার্যকর প্রণয়ন ও প্রয়োগ ছাড়াও তারা বিভিন্ন সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছিল, যার দরুন দুর্নীতি রোধে দেশটি এখন অনেকাংশে সফল। একইভাবে, আমাদেরও সচেতনতা বাড়াতে হবে। তথ্যে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন সচেতনতার। সেবা নিতে এসে জনগণ যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য যা যা করণীয়, প্রশাসনের উচিত স্বচ্ছতার সাথে তা করা এবং কোন তথ্য গোপন না করা।

৯৬ এর Rules of Business অনুযায়ী, একজন মন্ত্রীই হচ্ছেন প্রধান নির্বাহী (Chief Executive). তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রে কে হবেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ- মন্ত্রী না সচিব, জনৈক সচিবের এ প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বক্তব্য করেন, ‘সচিবরাই সরকার’, কেননা ‘মন্ত্রী আসে, মন্ত্রী যায়’। সুতরাং সচিবরাই হবেন Administrative head এবং Appellate Authority.

তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে প্রচলিত অন্যান্য আইনের সাংঘর্ষিক বিধানাবলি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি ১৯২৩ সালের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন এর সাথে তথ্য অধিকার আইনের সাংঘর্ষিক দিকগুলো তুলে ধরেন এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য আইনের বিধানাবলির উপর তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কি প্রক্রিয়ায় জেলা জজকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যায়, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিমের এই প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সুপ্রীম কোর্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই আমরা উন্নতি করছি। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার আলো সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য সরকার শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে, যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। কেননা শিক্ষা না থাকলে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সম্ভব হবে না।

পরিশেষে তিনি প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী এবং সচিব যারা উচ্চ পর্যায়ে আছেন, এ ব্যাপারে তারা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সকলকে তথ্য অধিকার আইনটি ভালোভাবে জানানো প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আর এজন্য সর্বত্র তথ্য অধিকার আইনটি প্রচার করা প্রয়োজন। একইসাথে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধনে সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি তথ্য কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি :

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি মনে করেন, উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা যদি আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন তবে দ্রুততার সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তিনি মনে করেন, গত আড়াই বছরে তথ্য কমিশন অনেকাংশেই সফলতা লাভ করেছে, তবে পরিপূর্ণ সফলতার জন্য প্রয়োজন সকল মন্ত্রণালয়ে

তথ্য সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন করা। এ মর্মে তিনি উপস্থিত সকল সচিবকে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য আহ্বান জানান এবং সাংবাদিক সহ যারা তথ্যের জন্য আবেদন করেন, সকলকে সঠিক তথ্য দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগকে তৎপর হতে বলেন।

একইসাথে তিনি সকল মন্ত্রণালয়কে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তাদের নাম তথ্য কমিশনে পাঠানোর অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান, তথ্য কমিশনের বাতায়নে ইতোমধ্যেই ১০,০০০ (দশ হাজার) তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম হালনাগাদ করা হয়েছে এবং নতুনপ্রাপ্ত সকল নামও বাতায়নে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য প্রদানে বিলম্ব হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করা হয়না। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, দায়সারাভাবে তথ্য প্রদান করলে বা তথ্য প্রদানে বিলম্ব করলে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি আশা করেন, সচিবগণ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক তথ্য দেয়ায় নির্দেশ প্রদান করবেন। সঠিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি মিডিয়ার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন এবং সঠিক তথ্য যাতে মিডিয়াতে যায়, তার জন্য প্রতি মন্ত্রণালয়ে একজন Spokes person নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন এবং মন্তব্য :

* Right-based Law কতটুকু বাস্তবায়ন হল, শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তথ্য প্রাপ্তির পরিমাণের মানদণ্ডে আইনটি বিচার করা ঠিক নয়, বরং সার্বিকভাবে জনগণকে তথ্য অধিকার কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হল তা বিবেচনা করতে হবে।

* তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফর্ম ব্যবহার করে আবেদনের বিষয়টি প্রশংসনীয়। এর কারণে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে যার ফলে সত্যিকার অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো উঠে আসবে। তবে, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের কারণে দপ্তরসমূহের দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, যার প্রভাব সম্পর্কে একইসাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

* যেহেতু বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগণকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় সেহেতু তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তারা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন তার অতিরিক্ত কাজের চাপের সম্মুখীন হন, অপরদিকে বদলির কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্রুত পুনঃনিয়োগ সম্ভব হয় না। একারণে সকল মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একটি স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

* তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে এ আইনটি সম্পর্কে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসমূহের ব্যাপক উৎসাহ থাকলেও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে আইনটি সম্পর্কে তাদের উৎসাহ কমে গিয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার তহবিল ছাড়ের পূর্বশর্ত হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হচ্ছে কিনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সকল মন্ত্রণালয়ে স্বল্প হলেও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

* দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিয়ে যেহেতু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, সুতরাং জনসংযোগ কর্মকর্তাগণকে এ দায়িত্ব দেয়া যায় কিনা – এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য কমিশন হতে জানানো হয়, জনসংযোগ কর্মকর্তাগণ যেহেতু বেশিরভাগ সময় মন্ত্রীবর্গের প্রটোকল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, ফলে তাদেরকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে খুব একটা সুফল পাওয়া যাবে না।

* পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত শাস্তকরণ কর্মসূচি সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারি – তথ্য কমিশনার ডঃ সাদেকা হালিমের এ প্রশ্নের জবাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্তব্য করেন, ৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময় হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শাস্তকরণ কর্মসূচি শুরু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে Culture of Secrecy-র ব্যবহার একটু বেশি হলেও শাস্তকরণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য বরাদ্দ সম্পর্কে জানতে চাইলে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জানানোর মাধ্যমে তথ্য আদায় করা যেতে পারে।

* সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের মানসিকতার পরিবর্তন বিষয়ে বক্তাগণ মন্তব্য করেন যে, তথ্য প্রদানের মানসিকতা তৈরি করা কোন শ্রেণির একক বিষয় নয়, বরং সামগ্রিক একটি বিষয় – যা সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের

দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

* আবেদনকারীদের সকলেই কোন না কোন উদ্দেশ্যে নিয়েই তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। তবে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারে তারা কতটা দায়িত্বশীল, তা অনেকসময় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। মন্ত্রণালয়সমূহে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংখ্যা কম হবার পেছনে একদিকে যেমন প্রচারণার অভাব দায়ী, অপরদিকে তথ্য অধিকার আইনের ফরম্যাট ব্যবহার করে তথ্য আদায়ে জনগণের অনীহাও একটি অন্যতম কারণ। আবার, অনেক সময় আবেদনকারীগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য না চেয়ে অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট তথ্য চান, যা তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় কোনভাবেই কাম্য নয়।

* মন্ত্রণালয়সমূহের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সভা আয়োজন করা হলে তথ্য কমিশন হতে সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা, সচিবগণের এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য কমিশন জানায়, তথ্য অধিকার সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়সমূহের যেকোনো ধরনের কার্যক্রম সাধ্যানুযায়ী সকল ধরনের সহায়তা প্রদানে তথ্য কমিশন প্রস্তুত রয়েছে।

* তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে কোন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চাহিত তথ্য প্রদান করতে পারবেন কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য কমিশন হতে জানানো হয়, কোন কর্মকর্তার পেশাগত বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে এ আইন ব্যবহার করা যাবে, তবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (জ) অনুযায়ী, কোন তথ্য, যা প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এরূপ তথ্য এ আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে সে ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে তার ব্যক্তিগত তথ্য দেয়া যেতে পারে।

* দুর্নীতি নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে কিছু বিষয়, যেমন- রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি কারণে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।

* Departmental Promotion Committee এর সভা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশযোগ্য তথ্য কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্যকমিশন জানায়, দাপ্তরিক নোটিশিট ব্যতীত সকল তথ্যই প্রকাশযোগ্য তথ্য।

* তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক কিছু আইন দেশে প্রচলিত রয়েছে, যার মধ্যে Official Secrets Act, ১৯২৩ অন্যতম। এ সকল আইনের সাংঘর্ষিক বিধিসমূহের দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন বলে সচিবগণ মন্তব্য করেন।

উন্মুক্ত আলোচনার পর প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারদ্বয় এবং তথ্য কমিশন সচিব, সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদেন ও মন্তব্য সম্পর্কে তথ্য কমিশনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সচিববৃন্দ জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ লিখিতভাবে দাখিল করবেন মর্মে জানান। তাদের এ সকল সুপারিশ সমন্বিত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে। তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রধান তথ্য কমিশনার মন্তব্য করেন এবং এমআরডিআই এর পক্ষ থেকে এগুলো বই আকারে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়।

গত ২৮/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত
সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন মতামত এবং সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

স্থানঃ সভাকক্ষ, তথ্য কমিশন কার্যালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রধান অতিথিঃ বেগম মতিয়া চৌধুরী, এম,পি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথিঃ মোঃ আশরাফুল মকবুল, সচিব, বস্ত্র মন্ত্রণালয়

সভাপতিঃ রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, প্রধান তথ্য কমিশনার

বক্তব্য উপস্থাপকঃ

- ১। মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার;
- ২। অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার;
- ৩। জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব, তথ্য কমিশনার

সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দঃ

- ১। জনাব মোঃ আশরাফুল মকবুল, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়;
- ২। জনাব ডঃ জাফর আহমেদ খান, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
- ৩। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, যুগ্ম সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;
- ৪। জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;
- ৫। জনাব কাজী হাবিবুল আউয়াল, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ৬। জনাব এম রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়;
- ৭। জনাব মাহবুব আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;
- ৮। জনাব মিজানুর রহমান, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ৯। জনাব তারিক উল ইসলাম, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- ১০। জনাব শফিক আলম মেহেদী, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
- ১১। জনাব ইকবাল মাহমুদ, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
- ১২। জনাব মনজুর হোসেন, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- ১৩। জনাব রণজিত কুমার বিশ্বাস এনডিসি, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এমআরডিআই এর সদস্যবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথিঃ

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্র ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তথ্য অধিকার আইনটি প্রণীত। বর্তমান সরকারের কাছে এ আইনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বিধায় আইনটির দ্রুত বাস্তবায়নে জোর দেয়া হচ্ছে। দেশের মানুষ তাদের অধিকার যেন জানতে পারে এবং প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে লক্ষ্যে এ আইনটি গৃহীত হয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণের মত প্রকাশ এবং জানার অধিকারের কথা বলা হলেও এ ধরনের অধিকার বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বর্তমান সরকারপ্রধান তাঁর দায়িত্বশীলতার কারণেই এ আইনটিকে জনগণের সম্পদে পরিণত করছেন।

তথ্য অধিকার আইনটি সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হলেও সকল ক্ষেত্রে সমভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। কিছু মন্ত্রণালয়ে এ আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে। তিনি আশা করেন সকল মন্ত্রণালয় সমানভাবে আইনটির সফল বাস্তবায়নে মনোযোগী হবেন এবং আইনটির বিকাশ ঘটাবেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে কৃষি সম্পর্কিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং ফলস্বরূপ এ মন্ত্রণালয়ের পদকে ভূষিত করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ এবং দক্ষতার প্রমাণ দেয়। তবে সফলতা নির্বাঞ্ছনীয়ভাবে অর্জিত হয়নি; কিছু তথ্য উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, এমনকি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতেও যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। এ সকল বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে জনগণের তথ্য সম্পর্কিত অদম্য আগ্রহের কারণে। তথ্যের সুরক্ষা শুধু আইন দেয় না, দেয় জনগণ। তিনি বিশ্বাস করেন, কোন পণ্য যদি নকল পরীক্ষার মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়, তবে সে পণ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরবে সাধারণ মানুষ। তবে এমন তথ্য, যা প্রকাশের ফলে দেশের সুরক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার ছক প্রকাশিত হয় পড়ে, তবে তা তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্গত না করাই শ্রেয়। তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্য নয়, বরং আগাম সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য অপ্রকাশিত থাকা উচিত।

তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে এদেশের মানুষের তথ্য জানার ব্যাপারে আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, আইনে যে ধারাই সংযোজন করা হোক না কেন, জনগণ সচেতন না হলে আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না, অপরদিকে সচেতন জনগোষ্ঠী নিজেরাই যেকোন আইন তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। তিনি আইনের সংশোধনের ক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভরতায় জোর দেন, বিদেশ নয়।

বিশেষ অতিথিঃ

তথ্য অধিকার আইনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে তিনি মনে করেন। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ধারণা ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হচ্ছে বলে তিনি জানান। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদে আইন আকারে অনুমোদিত হয় এবং বিধিমালা পাশ হয়। এ আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী, সকল তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে। আবার ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে, কিছু তথ্য প্রকাশযোগ্য নয়। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানের নিয়মিত যে আবেদনগুলো পেয়ে থাকেন, তা যদি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশ করা হয়, তবে তা তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। এমনকি এ প্রতিবেদনগুলো আপলোড করার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের বাতায়নগুলোকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ করে তোলা যায়। একইসাথে প্রতিবেদনে যে তথ্যসমূহের উল্লেখ থাকবে তা থেকে ও আবেদনকারীগণ তথ্য পেতে পারবেন, ফলে তাদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন পরবে না। তথ্য অধিকার আইন নিয়ে এ ধরনের একটি সভা আয়োজনে তথ্য কমিশনকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সভাপতিঃ

তথ্য কমিশন আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, কার্টার সেন্টার, যা দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো এবং বাংলাদেশ- এ তিনটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে; তাদের পর্যবেক্ষণের ফল অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে ১২তম, যা ২০১০ সালেও ছিল ৭২তম। মাত্র এক বছর আট মাসে কোন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তা ছাড়াই তথ্য কমিশন যে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে, তা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের কারণে। দেশের সকল সরকারি ওয়েব পোর্টালের মধ্যে তথ্য কমিশনের ওয়েব পোর্টাল পর্যবেক্ষণকারী ব্যক্তির সংখ্যা সর্বোচ্চ, যা তথ্য কমিশনের সাফল্যগাঁথায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে তিনি মনে করেন।

এতদসত্ত্বেও, কিছু বিষয় তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রাথমিক সমস্যার কথা তিনি উল্লেখ করেন। প্রথমত, বেশিরভাগ সংস্থার ওয়েব পোর্টালগুলো নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রদানের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে না, এবং তৃতীয়ত, বিভিন্ন দপ্তরের উদ্বর্তন কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে না। এছাড়াও সরকারী দপ্তরসমূহের

কর্মকান্ডে স্পষ্টতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, দেশের চৌষটি জেলার মধ্যে ত্রিশটি জেলার তথ্য বাতায়ন এখনো হালনাগাদ করা হয়নি। তিনি উপস্থিত সচিবগণকে সপ্রণোদিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ জানান। পাশাপাশি বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নাম যেন বাতায়নে থাকে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানান।

দেশের বিভিন্ন জেলায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে পুলিশ সুপার পর্যায়ের ফ্রন্ট ডেস্ক নিয়ে সমস্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সকল দপ্তরে ফ্রন্ট ডেস্ক থাকলেও বেশিরভাগ দপ্তরের ফ্রন্ট ডেস্কে তথ্য অধিকার আইনের কোন প্রয়োগ নেই। ফ্রন্ট ডেস্কগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এনে তথ্য প্রদানের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন, যেমনটা কুমিল্লা জেলা দপ্তর কর্তৃপক্ষ করেছে। তথ্য প্রাপ্তি জনগণের অধিকার। এ অধিকার সুনিশ্চিতকরণে প্রয়োজন ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন। একইসাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে সার দেয়া, ঋণ সম্প্রসারণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোও তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি মনে করেন, সকল ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মিডিয়ার আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সাংবাদিকগণকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, তবে সে সম্পর্কিত যে কোন তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ করা হবে। সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সচিববৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মন্তব্য এবং সুপারিশসমূহঃ

১। আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে যেভাবে কোন দপ্তরের সর্বোচ্চ পদধারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, একইভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন দাপ্তরিক পদ নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় কিনা, সচিববৃন্দের এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য কমিশন জানায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়সমূহের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, কেননা কোন ব্যক্তি এ দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে পারবে, তা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষই সবচেয়ে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন। তবে তথ্য কমিশন মনে করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দাপ্তরিক কর্মকান্ড সম্পর্কে যাঁদের স্পষ্ট ধারণা রয়েছে, তাঁরা এ দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কমপক্ষে উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়াই উত্তম।

২। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ এ মূল আইনের শেষে (ক) থেকে (ন) পর্যন্ত যে শর্তসমূহ উল্লেখ আছে তা উপধারা হিসেবে উল্লেখ করা হলে এ সম্পর্কিত বিভ্রান্তি দূর করা সহজ হবে বলে জনৈক সচিব মন্তব্য করেন। তবে এ প্রসঙ্গে অপর একজন সচিব এ শর্তসমূহকে চণ্ডারুণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেন এবং উপধারার অন্তর্গত করা অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেন।

৩। আবেদনকারীগণ যদি তথ্য অধিকার আইন প্রস্তাবিত ফরম্যাট ব্যবহার না করে সরাসরি দপ্তরে এসে, ফোনের মাধ্যমে তথ্য জানতে চায়, তবে তাদেরকে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বাধ্য কিনা, সচিববৃন্দের এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য কমিশন জানায়, আবেদনকারী যেই হোক না কেন, তথ্যের আবেদন লিখিত ভাবে বা ই-মেইলে জানতে হবে। তৎপূর্বে তাদের ওয়েব পোর্টালে চাহিত তথ্যের অনুসন্ধান করতে হবে। যদি ওয়েব পোর্টালে তথ্য না থাকে, বা অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হয়, তবে সেক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন কর্তৃক প্রণীত ফরম্যাট ব্যবহার করে তথ্যের জন্য আবেদন জানাতে হবে। লিখিতভাবে আবেদন না করলে তথ্য প্রদান করা উচিত নয়। তবে তথ্য প্রাপ্তির এ পদ্ধতি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও নিয়মিত সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর হবেনা বলেও তথ্য কমিশনারদ্বয়ের একজন মন্তব্য করেন, কেননা পরবর্তীদিনের পত্রিকার জন্য তাদের তাত্ক্ষণিক তথ্যের প্রয়োজন হয়। কেবিনেট সভায় এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে অপর তথ্য কমিশনার আশা প্রকাশ করেন।

৪। প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিকগণের এ আইনটি ব্যবহার করা উচিত। বর্তমানে কিছু পত্রিকায় তথ্যের যে অপব্যবহার দেখা যায় তা এ আইনটির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে বন্ধ করা যাবে বলে জনৈক সচিব আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, আইন শুধু প্রয়োগের বিষয় নয়, বরং মেনে চলার বিষয়। আর জনগণ যাতে আইনটি মেনে চলে, সে উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর এ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম শুধু জেলা পর্যায়ে নয়, বরং উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এ উদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে

জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশন এ প্রসঙ্গে জানায়, কমিশনকে যদি জানান হয় কবে, কখন কোন উপজেলায়, কার অংশগ্রহণে সভা আয়োজিত হবে, তবে কমিশন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

৫। তথ্য অধিকার আইন কর্তৃক প্রণীত ফরম্যাট ব্যবহার এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন জানানোর কথা বলা হলো বাস্তবে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে, কেননা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সঠিক তথ্য নাও দিতে পারেন অথবা প্রাপ্ত তথ্য আবেদনকারীর নিকট সন্তোষজনক নাও মনে হতে পারে। একইসাথে এ আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রশাসনিক হাতিয়ার কোন ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হল কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে বলে জনৈক সচিব মনে করেন।

৬। সাংবাদিকগণ তথ্য চাইলে তাঁদেরকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে বলা উচিত, অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য প্রদান করা উচিত নয়। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে নীতি উদার করা প্রয়োজনীয় হলেও তা আইনসম্মত কিনা বিবেচনা করতে হবে বলে জনৈক সচিব মন্তব্য করেন। তবে এ প্রসঙ্গে অপর সচিব বলেন, সাংবাদিকগণকে তথ্য প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। কেননা সাংবাদিকগণ জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেন বিধায় সাধারণ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জানানোর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, তাৎক্ষণিক আবেদনের ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য প্রদানযোগ্য, তা প্রদান করাই অধিক বাস্তবসম্মত।

৭। মন্ত্রণালয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজনে তথ্য কমিশনের নির্দেশ প্রদান বা অনুমতি নেয়া প্রয়োজন কিনা, জনৈক সচিবের এ প্রশ্নের উত্তরে কমিশন জানায়, যেকোনো মন্ত্রণালয়ে স্বপ্রণোদনার মাধ্যমে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা যাবে, এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নির্দেশ বা অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

৮। উপজেলা পর্যায়ের আবেদনকারীগণ তথ্য অধিকার আইন প্রণীত ফরম্যাট ব্যবহার করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন না। এক্ষেত্রে দেখতে হবে তারা কি কারণে এ ফরম্যাট ব্যবহার করছেন না। উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাগণও অনেক সময় তথ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে তথ্য প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ইন্টারনেট সহজলভ্যকরণ এবং পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

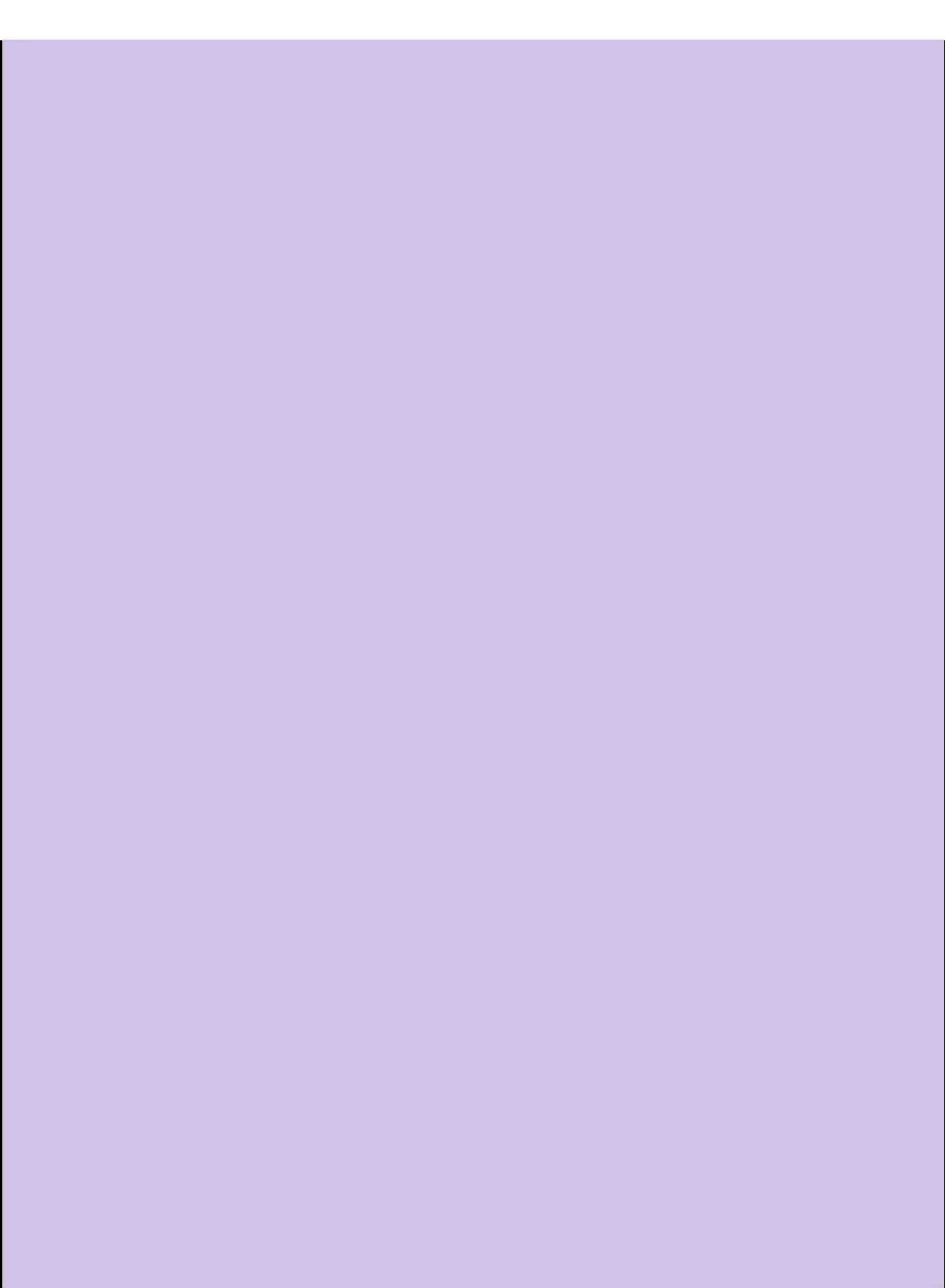
৯। মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্ত দপ্তরের মধ্যে কোনটি আপীল কর্তৃপক্ষ, জনৈক সচিবের এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য কমিশন জানায়, এক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ হবে মন্ত্রণালয়। অধিনস্ত দপ্তরের ক্ষেত্রে সচিব হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ।

১০। সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। কোন নির্মাণধীন ভবনের ক্ষেত্রে কাজটি কে করছে, বাজেট কত, নির্মাণকাজ কবে শেষ হবে জানিয়ে নোটিশবোর্ডে লাগানো উচিত। এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন মনে করে, তথ্য ঠিকমতো প্রকাশিত হচ্ছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব মন্ত্রণালয়েরও। তথ্য দেয়া হচ্ছে কিনা, বা না দেয়া হলে কেন দেয়া হয়নি, তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব তথ্য কমিশনের। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সকল মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসমূহের।

১১। ৯০ এর দশকের Rules of Business অনুযায়ী, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে জবাবদিহিতা বা বক্তব্য প্রদানের দায়িত্ব মন্ত্রীর ওপর বর্তায়। এ বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২ (ক) অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ কে হবেন, তার সাথে সাংঘর্ষিক। যদি ৯০ এর দশকের জঁষবং ড়ভ ইংরহবং অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করা হয়, তবে মন্ত্রী-ই হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ। ব্যাপারটি তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এ ধরনের বিভ্রান্তিসমূহ অতিসত্ত্বর দূর করা প্রয়োজন বলে জনৈক সচিব মনে করেন। এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন জানায় মন্ত্রী হচ্ছেন প্রধান নিবাহী, কিন্তু সচিব হচ্ছেন প্রশাসনিক প্রধান। এ বিষয়ে কমিশনের পক্ষ হতে মাননীয় আইনমন্ত্রীরকে অবহিত করা হলে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে সচিবগণই হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ।

উন্মুক্ত আলোচনার পর প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারদ্বয় এবং তথ্য কমিশন সচিব, সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদেন ও মন্তব্য সম্পর্কে তথ্য কমিশনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সচিববৃন্দ জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ লিখিতভাবে দাখিল করবেন মর্মে জানান। তাদের এ সকল সুপারিশ সমন্বিত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে। তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রধান তথ্য কমিশনার মন্তব্য করেন এবং এমআরডিআই এর পক্ষ থেকে এগুলো বই আকারে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়।

পরিশিষ্ট - ট
তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০



রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ৪, ২০১১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও, প্রশসনিক এলাকা, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/৩০ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৪১২-আইন/২০১০।— তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ধারা ৬ (৮) এর সতি পঠিতব্য, তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। প্রবিধানমালার নাম।— এই প্রবিধানমালা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী ভিন্ন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) “আইন” অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন);

(২) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ—

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(গ) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্য পুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(৮০৯৭)

মূল্য : টাকা ৪.০০

- (ঙ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;
- (চ) সরকারি পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা
- (ছ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;
- (৩) “কর্মকর্তা” অর্থ কর্মচারিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪) “তথ্য প্রদান ইউনিট” অর্থ—
- (ক) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত যুক্ত বা অধীন কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;
- (খ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;
- (৫) “তথ্য কমিশন” অর্থ আইনের ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;
- (৬) “তথ্য” অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য কোন তথ্যসহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;
- তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট বা নোট শিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৭) “তথ্য অধিকার” অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;
- (৮) “তফসিল” অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;
- (৯) “দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা” অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ।

৩। তথ্য প্রকাশ ও প্রচার।—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তফসিল-১ এবং তফসিল-২ এর কলাম-২ এ উল্লিখিত তথ্যাদি উহার বিপরীত কলামে উল্লিখিত নির্ধারিত মেয়াদ ও পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করিবে ।

- (২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ পঞ্চিকা বৎসর শুরুর প্রথম মাসে ইহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানা সংবলিত টেলিফোন নির্দেশিকা প্রকাশ করিবে ।
- (৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর জনসাধারণ কর্তৃক ইহার নিকট হইতে কি ধরনের তথ্য চাওয়া হইয়াছে উহার তথ্য প্রকাশ করিবে ।

তফসিল-১
[প্রবিধান ৩(১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের সর্বোচ্চ সময়	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১।	কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ	৩ মাস	নোটিশ বোর্ড, প্রত্যেক অফিস/ তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
২।	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩।	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জবাবদিহিতা এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যম	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৪।	কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডিরেক্টরী	২ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৫।	কার্যসম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, ডুকুমেন্ট এবং রেকর্ড।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৬।	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোন ধরনের পরামর্শ/ প্রতিনিধিত্ব, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত এর বিবরণ।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৭।	কোন বোর্ড, কাউন্সিল কমিটি বা অন্য কোন বডি যাহা কর্তৃপক্ষের অংশ হিসাবে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি এবং অন্য সকল সংস্থার সভা ও সভার সিদ্ধান্ত।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট, প্রেস বিজ্ঞপ্তি।
৮।	কর্তৃপক্ষের বাজেট এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন, দপ্তরসমূহের বাজেট/সকল পরিকল্পনার ধরন চিহ্নিতকরণ, প্রস্তাবিত খরচ এবং প্রকৃত ব্যয়ের উপর রিপোর্ট তৈরি।	৩ মাস	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, স্থানীয় এলাকার বাজেট সংশ্লিষ্ট নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট।
৯।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী ও বরাদ্দকৃত অর্থ বা সম্পদের পরিমাণের বিবরণ।	১ মাস	সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ভর্তুকি কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১০।	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত/গ্যারান্টিড কনসেশন, অনুদান, পারমিট/ লাইসেন্স, বরাদ্দ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রহীতাদের বিবরণ (প্রয়োজনীয় শর্তাদির বিবরণসহ)	১ মাস	সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ভর্তুকি কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১১।	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে সহজলভ্য এবং উহার নিকট রক্ষিত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত ELECTRONIC FORM/ ধরন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৬ মাস	ওয়েবসাইট/বিনা মূল্যে সরবরাহ।

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের সর্বোচ্চ সময়	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১২।	নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিবরণ, জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত লাইব্রেরি/পড়ার কক্ষের কার্য ঘন্টা ইত্যাদি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	৩ মাস	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট/ গণমাধ্যম ইত্যাদি।

তফসিল-২
[প্রবিধান ৩(১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের সর্বোচ্চ সময়	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১।	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী এবং অন্যান্য তথ্যাদি।	২ মাস	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট/ গণমাধ্যম।
২।	আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	২ মাস	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড এবং ইন্টারনেট।
৩।	তথ্য কমিশন এবং কমিশনারদের নাম, পদবী ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	১ মাস	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড এবং ইন্টারনেট।
৪।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল আবেদন পত্রের একটি অনুলিপি, যাহার মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :- (ক) যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপত্রটি গৃহীত হইয়াছে তাহার নাম (খ) ডকুমেন্টের অনুরোধ (গ) অনুরোধের তারিখ	আবেদন প্রাপ্তির ২ সপ্তাহের মধ্যে	গৃহীত আবেদন পত্রের একটি কপি প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিট, ইন্টারনেটে অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকিবে।
৫।	সরকার, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত — (ক) সকল উন্নয়ন/পূর্তকাজ/প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি (খ) প্রত্যেক চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তির মেয়াদকাল ইত্যাদি।	চুক্তি সম্পাদন/ কার্যাদেশ প্রদানের পর	যে এলাকায় পূর্ত কাজ সম্পাদিত হইবে সে এলাকার এমন সব স্থানে, যাহা সেই এলাকার জনগণের কাছে সহজে দৃষ্টি-গোচর হয় যেমন, গণগ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এই ধরনের অন্য স্থান।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে

নেপাল চন্দ্র সরকার

সচিব।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

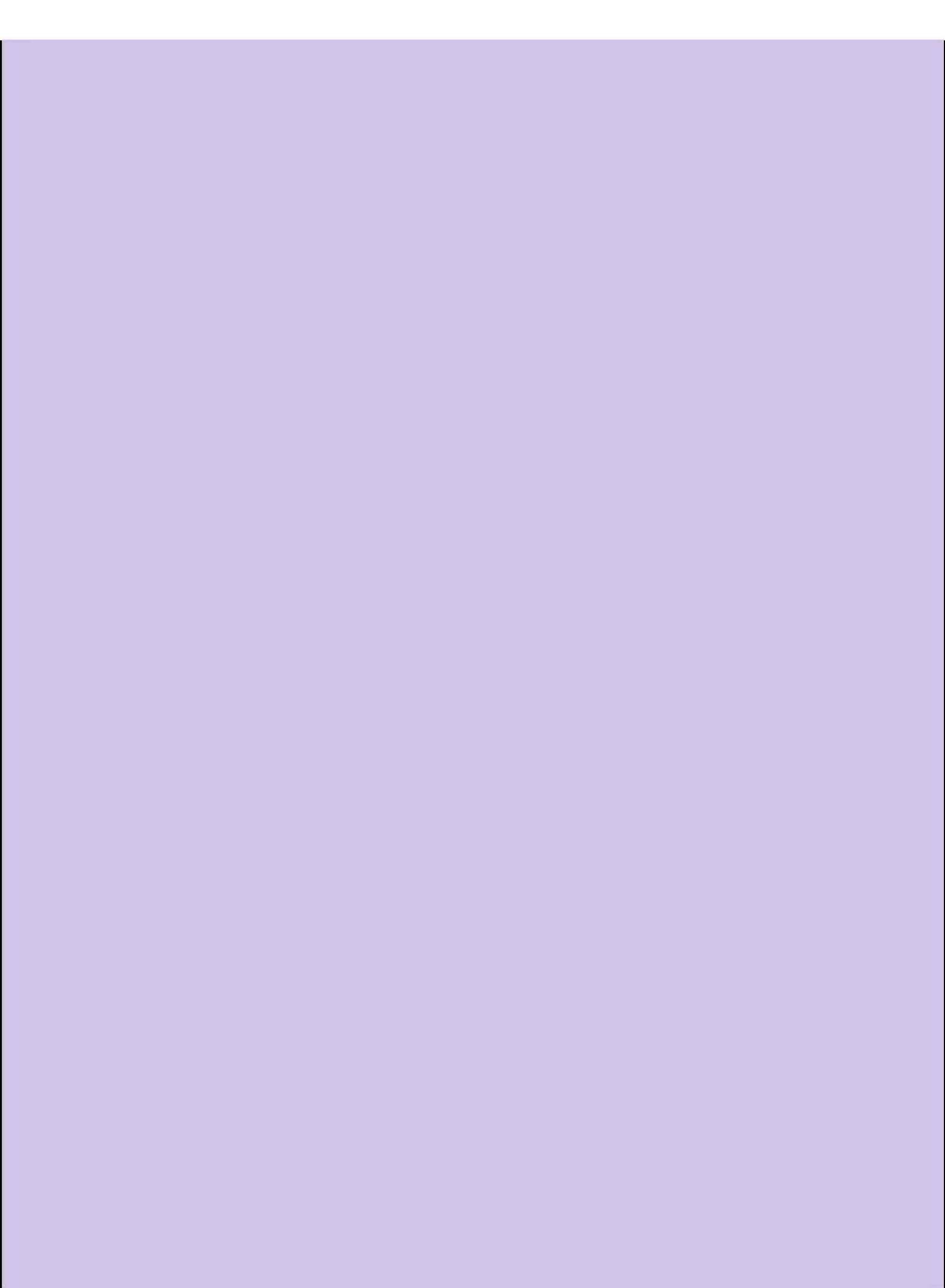
মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। Web site: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট - ঠ

তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১



রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৪, ২০১১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৮-আইন/২০১১। — তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এবং ইহার সহিত পঠিতব্য ধারা ২৫(১৪), এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা : —

১। প্রবিধানমালার নাম। — এই প্রবিধানমালা তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা। — (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই প্রবিধানমালায় —

- (ক) “অভিযোগ” অর্থ আইনের ধারা ২৫ এর অধীন দায়েরকৃত কোন অফিযোগ;
- (খ) “আইন” অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন);
- (গ) “তথ্য কমিশন” অর্থ আইনের ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;
- (ঘ) “ফরম” অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন ফরম।

(৫৪৪৯)

মূল্য : টাকা ৪.০০

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদি।— (১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক তথ্য কমিশনের নিকট আইনের ধারা ২৫ এর অধীন অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে ফরম ‘ক’ অনুযায়ী অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে এবং অভিযোগে যতজনকে পক্ষ করা হইবে ততগুলি অনুলিপি অভিযোগের সহিত সন্নিবেশ করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর তথ্য কমিশন অভিযোগ নিবন্ধন রেজিস্টারে অভিযোগ গ্রহণের তারিখ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম, ঠিকানা এবং উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে।

৪। অভিযোগে ভ্রান্তভাবে পক্ষ করা বা বাদ দেওয়া।— কোন ব্যক্তিকে ভ্রান্তভাবে অভিযোগে পক্ষ করা হইলে বা পক্ষ করা হইতে বাদ দেওয়া হইলে, তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়বস্তু এবং পক্ষগণের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করিয়া কোন ব্যক্তিকে পক্ষ করা বা পক্ষ করা হইতে বাদ দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কোন বাঁধার সৃষ্টি করিবে না।

৫। সমন জারী, ইত্যাদি।— (১) প্রবিধান ৩(১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার, প্রধান তথ্য কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা বেঞ্চ সহকারীর স্বাক্ষরে অভিযোগের অনুলিপি সংযুক্ত করিয়া ফরম ‘খ’ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তদ্ব্যবস্থাপক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিবার জন্য সমন জারী করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন সমন প্রসেস সার্ভার, রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিস অথবা, ক্ষেত্রমত, ই-মেইল বা ফ্যাক্স এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষের উপর জারী করা যাইবে।

৬। জবাব দাখিল।— প্রবিধান ৪ এর অধীন যে পক্ষের উপর সমন জারী করা হইয়াছে সেইপক্ষ ফরম ‘গ’ অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য কমিশনে জবাব দাখিল করিবেন এবং অভিযোগে একাধিক পক্ষ হইলে সকল পক্ষ কর্তৃক জবাব স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৭। একাধিক অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত এর পক্ষে একজনের হাজিরা।— কোন অভিযোগের সাথে একাধিক অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত থাকিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তথ্য কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অভিযোগের শুনানীতে অংশ গ্রহনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

৮। অভিযোগ শুনানী, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।—(১) সমনে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা তদ্বকর্তৃক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে হাজির হইয়া শুনানীতে অংশ গ্রহণ করিবেন।

(২) কোন পক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনপূর্বক শুনানীর তারিখ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিলে অথবা তথ্য কমিশন স্ব-উদ্যোগে শুনানীর তারিখ পরিবর্তন করিতে পারিবে, তবে আইনের ধারা ২৫(১০) এর উল্লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা অতিক্রম করা যাইবে না।

(৩) তথ্য কমিশন শুনানীকালে অভিযোগকারীর সংক্ষুদ্রতার কারণ ও প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তিসমূহ এবং যে পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে সেই পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করিয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

ফরম-‘ক’
[প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ দায়েরের ফরম

অভিযোগ নং ----- ।

- ১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : -----
- ২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ : -----
- ৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা : -----
- ৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) : -----
- ৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : -----
- ৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : -----
- ৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : -----

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-‘খ’

[প্রবিধান-৫(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন

প্রতি

তারিখ : -----

যেতেহ্ অভিযোগকারী ----- (নাম ও ঠিকানা) -----আপনার/
আপনাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর অধীন -----নং
অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়টি নিষ্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে
গ্রহণ করিয়াছে, সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে আগামী-----
তারিখ ----- ঘটিকায় তথ্য কমিশন অফিসে হাজির হইয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা মনোনীত
আইনজীবীর মাধ্যমে আনীত অভিযোগের (অভিযোগের কপি সংযুক্ত) জবাব দাখিল এবং শুনানীতে
অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমন জারী করা হইল।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি/আপনারা অনুপস্থিত থাকিলে
আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অভিযোগ শুনানী করিয়া নিষ্পত্তি করা হইবে।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে,

কমিশনের সীলমোহর

(কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর)

ফরম-‘গ’
[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ----- ।

- ১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা : -----
- ২। অভিযুক্তের নাম ঠিকানা : -----
- ৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) : -----
- ৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা
কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) : -----
- ৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা : -----
(কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই জবাবে বর্ণিত জবাবসমূহ আমার
জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

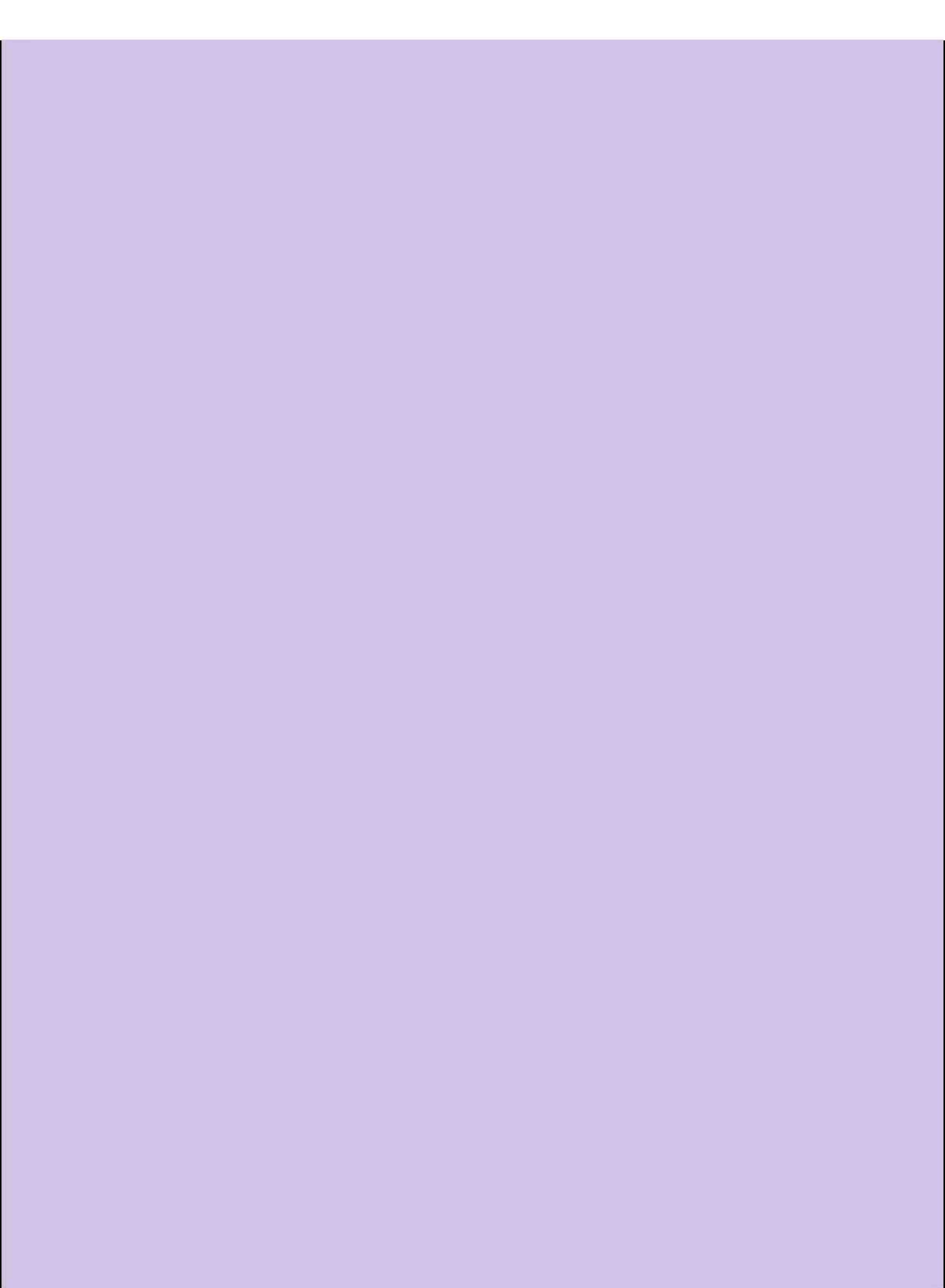
তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে

নেপাল চন্দ্র সরকার

সচিব ।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত । Web site: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট - ড
তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১



রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৩, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/৯ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এ, আর, ও নং ৪-আইন/২০১১। —তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩৩ এবং ধারা ২৩(৩) এর সহিত পঠিতব্য এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ।

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১। বিধিমালার নাম ও প্রয়োগ।—(১) এই বিধিমালা তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা তথ্য কমিশন এর সকল সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার হইতে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে, এই বিধিমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকরির শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) “অসদাচরণ” অর্থ চাকরির শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন অচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ—

(ক) উদ্বর্তন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(খ) কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা;

(২৩৩)

মূল্য : টাকা ২০.০০

- (গ) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে তথ্য কমিশন এর কোন আদেশ, পরিপত্র বা নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং
- (ঘ) কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করা।
- (২) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” অর্থ এই বিধিমালার অধীন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে তথ্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা;
- (৩) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা;
- (৪) “কর্মকর্তা” অর্থ তথ্য কমিশন এর কোন কর্মকর্তা;
- (৫) “কর্মচারী” অর্থ তথ্য কমিশন এর স্থায়ী বা অস্থায়ী, যে কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৬) “ডিগ্রী” বা “সার্টিফিকেট” অর্থ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেট বা, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোন ডিগ্রী বা সার্টিফিকেটের সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র;
- (৭) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;
- (৮) “তথ্য কমিশন” অর্থ তথ্য কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;
- (৯) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ তথ্য কমিশন বা কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;
- (১০) “পদ” অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;
- (১১) “পলায়ন” অর্থ—
- (ক) বিনা অনুমতিতে চাকরি বা কর্মস্থল ত্যাগ করা;
- (খ) ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা;
- (গ) অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদুর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা;

- (ঘ) বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ত্রিশ দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা; অথবা
- (ঙ) অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা;
- (১২) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” অর্থ কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তফসিলে উল্লিখিত উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতা;
- (১৩) “বাছাই কমিটি” অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;
- (১৪) “বিজ্ঞাপন” অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন;
- (১৫) “শিক্ষানবিস” অর্থ কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী;
- (১৬) “সম্মানী” অর্থ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অনাবর্তক ধরনের পুরস্কার;
- (১৭) “স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান”, “স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়” বা “স্বীকৃত বোর্ড” অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বা বোর্ড এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ, ইত্যাদি

৩। নিয়োগ পদ্ধতি।—(১) এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, স্থায়ীভাবে শূন্য হইয়াছে এইরূপ কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা যাইবে, যথাঃ

- (ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;
- (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;
- (গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।

৪। বাছাই কমিটি।—সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে উহার নিকট সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক বাছাই কমিটি গঠন করিবে এবং বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

৫। সরাসরি নিয়োগ।—(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাহার বয়স তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

(৩) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পরীক্ষা বা চিকিৎসা কর্মকর্তা স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন; এবং

(খ) নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, তথ্য কমিশন এর চাকরিতে নিয়োগলাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করিয়া পূরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করিতে হইবে।

৬। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।—(১) এই বিধিমালার বিধান এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) কেবল জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন কর্মচারী অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে বাছাই কমিটি কোন কর্মচারীকে কোন পদে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করিবে না এবং তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার পদে স্থায়ী না হইলে তাহাকে পদোন্নতি দেওয়া যাইবে না।

(৫) কোন কর্মচারীকে চাকরির ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকরিকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হিসাবে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে।

৭। শিক্ষানবিস।—(১) কোন স্থায়ী শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, যোগদানের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, পদোন্নতির তারিখ হইতে, ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসির মেয়াদ অনধিক ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) শিক্ষানবিসির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে উহাসহ, পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসির আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহা হইলে, উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবে; অথবা

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিসকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৮। প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব।—(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে, সরকারি কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলের সমান বেতন স্কেলে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, তথ্য কমিশন এর কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা এবং তৎকর্তৃক গৃহীত কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে তথ্য কমিশন এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদ ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার কোন পদে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুকূলে ন্যস্ত করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(৩) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা, তথ্য কমিশন এর কোন কর্মচারীর চাকরির আবশ্যিকতা রহিয়াছে মর্মে প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলে, তথ্য কমিশন এর নিকট অনুরূপ আবশ্যিকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবে এবং উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির পর তথ্য কমিশন উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :—

(ক) প্রেষণের সময়, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) তথ্য কমিশন এর চাকরিতে কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব সংরক্ষিত থাকিবে এবং প্রেষণের সময় শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বের ইহার অবসান ঘটিলে তিনি তথ্য কমিশনে প্রত্যাবর্তন করিবেন ;

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা তথ্য কমিশন এর কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন তহবিলে, যদি থাকে, অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৫) প্রেষণে থাকাকালে কোন কর্মচারী তথ্য কমিশন এর চাকরিতে পদোন্নতির জন্য যোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে তথ্য কমিশনে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৬) প্রেষণে থাকাকালে, পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, কোন কর্মচারীকে তথ্য কমিশন ফেরত চাহিলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৭) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়া Next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৮) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার বিষয়ে, হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করিবার উদ্দেশ্যে, তথ্য কমিশন এর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার প্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সূচনা করা হইয়াছে, তাহা অনতিবিলম্বে তথ্য কমিশনকে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দ-আরোপ করা আবশ্যিক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ তথ্য কমিশন এর নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর তথ্য কমিশন যেরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকরির সাধারণ শর্তাবলী

৯। যোগদানের সময়।—(১) এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে বা কোন নূতন পদে যোগদানের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা :—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময় :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধি অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটির দিন অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে বদলীর ফলে বদলীকৃত কর্মচারীকে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে হয় না, সেই ক্ষেত্রে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য এক দিনের বেশী সময় দেওয়া হইবে না এবং এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণ ছুটির দিনকেও উক্ত যোগদানের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) কোন কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে অথবা চাকরিস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকরিস্থল, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলীর আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থলে বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইবে তাহাও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, এই বিধিমালার বিধানাবলী অপর্യാপ্ত প্রতীয়মান হইলে, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

১০। বেতন ও ভাতা।—সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

১১। প্রারম্ভিক বেতন।—(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ কোন কর্মচারীকে, বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার, সরকারি কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, যে নির্দেশাবলী জারী করে, তদানুসারে তথ্য কমিশনের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা হইবে।

১২। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।—কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদের প্রাপ্ত বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয়, সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৩। বেতন বর্ধন।—(১) কোন কারণে বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ প্রতি বৎসর নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আদেশে সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবে।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকরিতে স্থায়ী না হইলে, বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য তথ্য কমিশন কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না, এবং এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম সম্পাদিত দক্ষতাসীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত।

১৪। জ্যেষ্ঠতা।—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সংশ্লিষ্ট পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা ভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৫) তথ্য কমিশন উহার কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময়, কর্মচারীদের অবগতির জন্য উক্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধানসমূহ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৫। বিভিন্ন প্রকারের ছুটি।—(১) কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ছুটি পাইবেন, যথাঃ—

- (ক) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি;
- (খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি;
- (গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;
- (ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;
- (ঙ) সংগরোধ ছুটি;

- (চ) প্রসূতি ছুটি;
- (ছ) অধ্যয়ন ছুটি;
- (জ) নৈমিত্তিক ছুটি; এবং
- (ঝ) অবসর পরবর্তী ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং ইহা সাধারণ ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশন এর পূর্বানুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৬। পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ গড় বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে এবং ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিকিৎসাবিনোদনের জন্য উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৭। অর্ধ গড় বেতনে ছুটি।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) প্রতি দুই দিনের অর্ধ গড় বেতনের ছুটিকে, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, একদিনের পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তরিত করিয়া কোন কর্মচারীকে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

১৮। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।—(১) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত, এবং অন্য কোন কারণ হইলে, ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন পুনরায় সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, নূতনভাবে অর্ধ গড় বেতনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি।—(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একাধারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথাঃ—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি তথ্য কমিশন এ চাকরি করিবেন;

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী, তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে।

২০। বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।—(১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় মর্মে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসক প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং উক্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং এইরূপ ছুটি কোনক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তী যে কোন সময়ে অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবার মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে কর্মচারী শুধু আনুতোষিক এবং অবসর ভাতা প্রাপ্য হয়, সেই ক্ষেত্রে অবসর ভাতার বিষয়ে চাকরি হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) উপ-বিধি (৫) এর অধীনে মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ বেতন।

(৮) এই বিধির বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে, এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুণ অক্ষম হইয়াছেন।

২১। সংগরোধ ছুটি।—(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্ত নির্দেশ কার্যকর থাকে, সেই সময়কাল হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে, অনূর্ধ্ব একুশ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনূর্ধ্ব ত্রিশ দিনের জন্য সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) সংগরোধের জন্য উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিধিমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে, অন্যবিধ ছুটির সহিত সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২২। প্রসূতি ছুটি।—(১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে চার মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া উহা মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশন এ চাকরি জীবনে কোন কর্মচারীকে দুই বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৩। অধ্যয়ন ছুটি।—(১) তথ্য কমিশনে চাকরির জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বিষয়াদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ গড় বেতনে, অনধিক বার মাস, অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেই ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ গড় বেতনে বা অর্ধ গড় বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরীকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৪। নৈমিত্তিক ছুটি।—(১) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে তথ্য কমিশন এর কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

(২) কোন কর্মচারীকে এক সংগে দশ দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি দেওয়া যাইবে না।

(৩) নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিবার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি জারী করিবার অথবা এই ছুটি চাকরির বৃত্তান্ত বহিতে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) নৈমিত্তিক ছুটি প্রতিটি পঞ্জিকা বৎসরের মধ্যেই গ্রহণীয় হইবে এবং কোন পঞ্জিকা বৎসরের অব্যয়িত নৈমিত্তিক ছুটি ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখে তামাদি হইয়া যাইবে।

(৫) নৈমিত্তিক ছুটি সাপ্তাহিক বা সাধারণ ছুটির দিনসহ ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে নৈমিত্তিক ছুটির মধ্যবর্তী সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিন বা সাধারণ ছুটির দিন হইলে, সমগ্র সময়টি (সাপ্তাহিক বা সাধারণ ছুটিসহ) নৈমিত্তিক ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে, যদি উহার পরিমাণ সর্বাধিক প্রাপ্য নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী না হয় এবং বেশী হইলে উক্ত সম্পূর্ণ সময়কাল, প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, পূর্ণ বা অর্ধ গড় বেতনে অর্জিত ছুটিতে পরিণত হইবে এবং ঐরূপ ছুটি পাওনা না থাকিলে উহা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে পরিণত হইবে।

(৬) নৈমিত্তিক ছুটি অন্য কোন ছুটির সহিত যুক্ত করা হইবে না এবং নৈমিত্তিক ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা হইলে, যদি সমগ্র সময়টি (প্রথম মঞ্জুরীকৃত নৈমিত্তিক ছুটির সময়সহ) পাওনা থাকে এবং একবারে গ্রহণীয় নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে উহা উপ-বিধি (৫) অনুসারে অর্জিত ছুটিতে পরিণত হইবে এবং অন্য কোন প্রকার ছুটি পাওনা না থাকিলে, বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে পরিণত হইবে।

(৭) যোগদানের দিনের সহিত যুক্ত করিয়া নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণ করা যাইবে না।

(৮) এক দফায় গৃহীত নৈমিত্তিক ছুটি এক পঞ্জিকা বৎসর হইতে পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরে সম্প্রসারিত হইতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ একবারে গ্রহণীয় নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইবে না এবং ঐ ছুটির যে কয়দিন ডিসেম্বর মাসে পড়িবে সেই কয়দিনের নৈমিত্তিক ছুটি সংশ্লিষ্ট বৎসরে পাওনা থাকিতে হইবে এবং উক্ত ছুটির অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী বৎসরের নৈমিত্তিক হিসাবে গণ্য হইবে।

২৫। অবসর পরবর্তী ছুটি।—(১) কোন কর্মচারী তাহার সর্বশেষ বেতনের ছয়মাস পর্যন্ত হিসাবে পূর্ণ গড় বেতনে এবং আরও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে অবসর পরবর্তী ছুটি পাইবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর পরবর্তী ছুটির জন্য আবেদন করিবেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখে অবসর পরবর্তী ছুটিতে যাইবেন।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর পরবর্তী ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীনে অবসর পরবর্তী ছুটি মঞ্জুরীর পর কোন কর্মচারীর অর্জিত ছুটি পাওনা থাকিলে তিনি অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাস পর্যন্ত নগদায়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৬। ছুটির পদ্ধতি।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত থাকিবেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে তবে তিনি, উপ-বিধি (২) এর বিধান এবং আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে, উক্ত কর্মচারীকে অনুর্ধ্ব পনের দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৫) স্বাস্থ্যগত কারণে কোন কর্মচারীকে ছুটি মঞ্জুর করিবার অথবা মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ বাড়াইবার পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ইচ্ছা করিলে, বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত কোন চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) কোন কর্মচারী অসুস্থতার বিষয়ে তথ্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের মতামত চাওয়া হইলে, মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে, ছুটির আবেদন বা ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর করা যাইবে।

(৭) তথ্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গৃহীত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ করা মাত্রই ছুটি প্রাপ্তির অধিকার অর্জিত হইবে না এবং ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া উক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

(৮) বাংলাদেশের বাহিরে ছুটিতে অবস্থানকারী কোন কর্মচারী চিকিৎসারত থাকার কারণে ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলে উক্ত আবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত প্রত্যয়নপত্রে অসুস্থতার প্রকৃতি এবং অসুস্থ কর্মচারীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে হইবে এবং চিকিৎসকের স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

২৭। ছুটি চলাকালীন বেতন।—(১) কোন কর্মচারী পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে, উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন, সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন, সেই বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকার হইবেন।

(৩) ছুটি যে দেশেই কাটানো হউক, ছুটির বেতন বাংলাদেশী টাকায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের বাহিরে ছুটি কাটাইবার ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত অনুযায়ী, যদি থাকে, ছুটির বেতন বা উহার অংশ বিশেষ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮। ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো।—ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য তিনি ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। ছুটির নগদায়ন।—(১) যে কর্মচারী অবসর ভাতা বা ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকরিকালের জন্য সর্বাধিক বার মাস পর্যন্ত প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত ছুটির, নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুবরণের তারিখে, তাহার অবসর গ্রহণ গণ্য করিয়া, তাহার ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, ছুটির বদলে তাহার প্রাপ্য নগদ অর্থ তাহার পরিবারকে প্রদান করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে ‘পরিবার’ বলিতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় পরিবারকে যে অর্থে বোঝানো হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাতা, ইত্যাদি

৩০। ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি।—কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে বা বদলী উপলক্ষে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময়ে সময়ে, নির্ধারিত হার ও শর্তাবলী অনুযায়ী ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। সম্মানী, ইত্যাদি।—(১) তথ্য কমিশন উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য সম্মানী হিসাবে নগদ অর্থ বা অন্য কোন পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালনের শর্তে উক্ত সম্মানী প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন সম্মানী বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ না করা হয়।

৩২। দায়িত্ব ভাটা।—উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে সরকারের দায়িত্বভাটা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সমমানের বা উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব প্রদান করিলে উক্ত কর্মচারী সরকারি বিধি মতে দায়িত্ব ভাটা প্রাপ্য হইবেন।

৩৩। উৎসব ভাটা।—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময়ে সময়ে, জারিকৃত আদেশ মোতাবেক তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উৎসব ভাটা প্রদান করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকরির বৃত্তান্ত

৩৪। চাকরির বৃত্তান্ত।—(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকরির বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকরি বহি সংরক্ষিত হইবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার চাকরি বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকরি বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকরি বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৫। বার্ষিক প্রতিবেদন।—(১) কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন চাহিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, তবে উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের জন্য কিংবা সংশোধনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৬। সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই বিধিমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত তথ্য কমিশনের চাকরি করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, উহার সাহায্যার্থে চাঁদাদান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিতে পারিবেন না এবং তথ্য কমিশন এর স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকরিস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) তথ্য কমিশনের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাহিরের অন্য কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকরি গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোন খ-কালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী তথ্য কমিশনের নিকট সরাসরি কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোন নিবেদন থাকিলে, তাহার তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকরি সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবে না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী তথ্য কমিশনের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত সরাসরি কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৭। দণ্ডের ভিত্তি।—কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী—

- (ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন;
- (খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন;
- (গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন;
- (ঘ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন;
- (ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতি পরায়ণ হন বা যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা—
 - (অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ হয় এইরূপ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন;
 - (আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সহিত সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন;
- (চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা
- (ছ) তথ্য কমিশনের বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক বা ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে এবং সে কারণে তাহাকে চাকরিতে রাখা তথ্য কমিশনের বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়—

তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দ- আরোপ করিতে পারিবে।

৩৮। দণ্ডসমূহ।—(১) এই বিধির অধীন নিম্নোক্ত দ-সমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথাঃ—

- (ক) লঘু দণ্ডঃ
 - (অ) তিরস্কার;
 - (আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা; এবং
 - (ই) সাত দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন;

(খ) গুরুত্বপূর্ণ :

- (অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের অবনতকরণ;
- (আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত ও প্রমাণিত অপরাধের কারণে সংঘটিত আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;
- (ই) চাকরি হইতে অপসারণ; এবং
- (ঈ) চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ।

(২) কোন কর্মচারী চাকরি হইতে বরখাস্ত হইলে তিনি ভবিষ্যতে তথ্য কমিশনের চাকরি প্রাপ্তির অযোগ্য হইবেন।

৩৯। নাশকতামূলক, ইত্যাদি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) বিধি ৩৭ এর দফা (ছ)-তে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

- (ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;
- (খ) উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিবে, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে; এবং
- (গ) উপ-বিধি (২) এর অধীনে অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা সমীচীন নহে, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৪০। লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতির। —(১) এই বিধিমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দ- প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাকে লিখিতভাবে জানাইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাত কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদানের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা, তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাকে লঘুদ- প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানী দেওয়ার পর তাহার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া, তদকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে, প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা, প্রয়োজন হইলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়া হইলে, উহার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে বিধি ৩৭ এর দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অভিযুক্তকে তিরস্কার দ- প্রদান করা যাইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দান করতঃ উক্ত দ- আরোপ করিবে; অথবা

- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হইলে বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলে—
- (অ) শুনানী ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দ- আরোপ করিবে; অথবা
- (আ) উপ-বিধি (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত যে কোন লঘুদ- আরোপ করিতে পারিবে; অথবা
- (গ) লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইবার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করিলে, উপ-বিধি (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত যে কোন লঘুদ- আরোপ করিতে পারিবে।

৪১। গুরু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) যে ক্ষেত্রে কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীনে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কোন গুরুদ- আরোপ করা প্রয়োজন হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

- (ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দ-র বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে; এবং
- (খ) অভিযোগনামা প্রাপ্তির পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দশ কার্যদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দ- কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে উক্ত বিবৃতিতে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তাহাও উল্লেখ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য অধিকতর দশ কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বিবৃতি পেশ করিবেন, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে—

- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদ- প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দান করিয়া যে কোন একটি লঘুদ- প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘুদ- আরোপের উদ্দেশ্যে বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিবে; এবং
- (গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদ- আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে অথবা অনুরূপ তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।
- (৩) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কোন লিখিত বিবৃতি পেশ না করে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে বা, ক্ষেত্র বিশেষে তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।
- (৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে দশ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং বিধি ৪২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।
- (৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।
- (৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-বিধি (৫) মোতাবেক গুরুদ- আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রস্তাবিত দ- অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা যাইবে না, তৎসম্পর্কে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিবে।
- (৭) উপ-বিধি (৬) অনুসারে কারণ দর্শানো হইলে উক্ত কারণ এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনান্তে কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।
- (৮) এই বিধিমালার অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং যে ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটির তদন্তের প্রতিবেদনে তদন্তের ফলাফলের সমর্থনে যুক্তিসংগত কারণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।
- (৯) সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪২। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।—(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার শুনানী শুরু করার দিন হইতে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানী মূলতবী করিবেন না।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং উভয় পক্ষকে অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ কোন সাক্ষ্য উপস্থিত হইলে উহা বিবেচনা করিতে হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থনকারী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে মামলা উপস্থাপনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তাহার সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং উক্তরূপ সতর্ক করিবার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার দায়িত্ব বা কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিধি ৩৭ এর দফা (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশ কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয় উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই বিধিমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এই বিধিতে উল্লিখিত কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য অনুসরণীয় বিধানাবলী উক্ত কমিটির ক্ষেত্রেও অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এ উল্লিখিত তদন্ত কমিটির কোন বৈঠকে উক্ত কমিটির কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উক্ত কমিটির কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৩। সাময়িক বরখাস্ত।—(১) বিধি ৩৭ এর অধীনে যে কোন অভিযোগের দায়ে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুত্ব- আরোপের সম্ভাবনা থাকিলে এবং প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে উক্ত কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন কর্মচারীর অনুকূলে কোন সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উহা ত্রিশ কার্যদিবস অতিবাহিত হইবার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দ- কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দ- আরোপ করা হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দ- আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারী বিধি ও আদেশ অনুযায়ী খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ('কারাগারে সোপর্দ' অর্থে 'হেফাজতে রক্ষিত' ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন) কর্মচারীকে শ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৪। পুনর্বহাল।—(১) যদি বিধি ৪৩ এর উপ-বিধি (১) মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা, ক্ষেত্র বিশেষে, ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, চাকরি হইতে অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং সাময়িক বরখাস্তের বা, ক্ষেত্র বিশেষে, ছুটির সময়কালে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সাপেক্ষে, সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন কর্মচারীকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালা (Bangladesh Service Rules), প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৪৫। ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে আবশ্যিক কর্মচারী।—(১) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি খোরাকী ভাতা ব্যতীত কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা অন্য কোন প্রকার ভাতা পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাঁহার বেতন ও ভাতাদি মামলা নিষ্পত্তির পর সমন্বয় করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ হইতে কোন কর্মচারী খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলে, প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।—(১) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেই ক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধঃস্তন তাহার নিকট অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশ দান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথাঃ—

(ক) এই বিধিমালার নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সঠিক ও ন্যায়সংগত কিনা; এবং

(গ) আরোপিত দ- মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইবে সেই আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক তিন মাসের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পরও আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৭। পুনরীক্ষণ।—(১) কোন কর্মচারী এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি ঐ আদেশ পুনরীক্ষণের (Review) জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনকারী যে আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন সেই আদেশ তাহাকে অবহিত করিবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে পুনরীক্ষণের আবেদন পেশ না করিলে উহা গ্রহণ করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী কর্তৃক সময়মত আবেদন পেশ করিতে না পারিবার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল মর্মে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হইলে উল্লিখিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরও কর্তৃপক্ষ পুনরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পুনরীক্ষণের আবেদন পাইবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৮। আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা।—(১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে, একই বিষয়ের উপর, কোন আদালতে কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনে কোন বাধা থাকিবে না, কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দ- আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত মামলা বা আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ দ- আরোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সাজাপ্রাপ্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এই বিধিমালার অধীনে দ- প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২) এর অধীনে কোন কর্মচারীকে দ- প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ দ- প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দ- প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দ-র বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও উক্ত কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এর অধীনে কোন কর্মচারীর উপর কোন দ- আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৪৯। ভবিষ্য তহবিল।—তথ্য কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য তথ্য কমিশন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তথ্য কমিশন, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিবে এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে Contributory Provident Fund Rules 1979, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৫০। আনুতোষিক।—(১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথাঃ—

- (ক) যিনি তথ্য কমিশনে অনূন তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিয়াছেন এবং শান্তি স্বরূপ চাকরি হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকরির অবসান ঘটানো হয় নাই;
- (খ) অনূন তিন বৎসর চাকরি করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকরি হইতে পদত্যাগ বা চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন;
- (গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকরির অবসান হইয়াছে, যথাঃ—
 - (অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে বা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকরি হইতে ছাটাই হইয়াছেন;
 - (আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসমর্থতার কারণে তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ করা হইয়াছে; অথবা
 - (ই) চাকরিরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে, একশত বিশ কার্যদিবস বা তদুর্ধ্ব কোন সময়ের চাকরির জন্য দুই মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) মৃত্যুর কারণে কোন কর্মচারীর আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন, তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন এবং ফরমটি তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ মনোনীত ব্যক্তিগণকে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-বিধি (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫১। অবসর ভাতা ও অবসরগ্রহণ সুবিধাদি। —(১)তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্পনা চালু করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিকল্পনা চালু করা হইলে প্রত্যেক কর্মচারী তথ্য কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনের আওতাধীন হইবার বা না হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-বিধি (২) অনুসারে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেঃ

(ক) তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন;

(খ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা এবং উক্ত চাঁদার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে;

- (গ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারীর হিসাবে (Account) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ এবং উহার উপর জমাকৃত সুদ তথ্য কমিশনের বরাবরে স্থানান্তরিত হইবে;
- (ঘ) দফা (খ) এর অধীন সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইলে উক্ত কর্মচারীর চাকরি কাল, পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত যোগদানের তারিখ হইতে অবসর প্রদান বা পদ অবলুপ্তি বা মৃত্যু বা অন্য কোনভাবে চাকরি অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে, অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকরি কাল হিসাবে গণ্য করা হইবে।

নবম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকরি অবসান ইত্যাদি

৫২। অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।—কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ এবং উহার পর তাহাদের পুনঃনিয়োগের বিষয়ে Public Servants Retirement Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। চাকরি অবসান।—(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া কোন শিক্ষানবিসের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং এইরূপ চাকরি অবসানের কারণে উক্ত শিক্ষানবিস কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন কর্মচারীকে তিন মাসের অগ্রিম নোটিশ দ্বারা বা তৎপরিবর্তে তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে।

৫৪। ইস্তফাদান, ইত্যাদি।—(১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে বা চাকরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি তথ্য কমিশনকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি তথ্য কমিশনকে তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়া থাকিলে তিনি তথ্য কমিশনের চাকরিতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, তথ্য কমিশন যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

৫৫। সরকারি বিধি-বিধান এর প্রযোজ্যতা। —এই বিধিমালায় উল্লেখ নাই, এইরূপ কোন বিষয়ে, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করা হইবে।

তফসিল

[বিধি ২(৭) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
(১)	সচিব	-	শ্রেণিতে বদলীর মাধ্যমে	সরকারের সচিব অথবা অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।
(২)	পরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরকারের উপ-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে শ্রেণিতে বদলীর মাধ্যমে	উপ-পরিচালক পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
(৩)	উপ-পরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে শ্রেণিতে বদলীর মাধ্যমে	সহকারী পরিচালক অথবা গবেষণা কর্মকর্তা পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।
(৪)	প্রোগ্রামার	-	The Computer Personnel (Government and Local Authorities Recruitment Rules, 1985 অনুযায়ী।	
(৫)	একান্ত সচিব	-	শ্রেণিতে বদলীর মাধ্যমে	সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব, সহকারী সচিব অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা।
(৬)	সহকারী পরিচালক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ৪ বৎসর মেয়াদী ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী, তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
(৭)	সহকারী প্রোগ্রামার	-	The Computer Personnel (Government and Local Authorities Recruitment Rules, 1985 অনুযায়ী।	

১	২	৩	৪	৫
(৮)	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে, তবে সরাসরি নিয়োগের যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে বিসিএস (তথ্য) ক্যাডার এ কর্মরত কর্মকর্তাগণের মধ্যে হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে	২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ৪ বৎসর মেয়াদী ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
(৯)	গবেষণা কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির জন্য ৪ সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; সরাসরি নিয়োগের জন্য ৪ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) সহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ৪ বৎসর মেয়াদী ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী, তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(১০)	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	পদোন্নতির জন্য ৪ অফিস সুপার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি অথবা পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর বা কম্পিউটার অপারেটর পদে ৮ (আট) বৎসরের চাকরি; সরাসরি নিয়োগের জন্য ৪ ২য় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী, তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(১১)	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী, তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।

১	২	৩	৪	৫
(১২)	অফিস সুপার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির জন্য : উচ্চমান-সহকারী অথবা বেস সহকারী অথবা ব্যক্তিগত সহকারী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। সরাসরি নিয়োগের জন্য : স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।
(১৩)	লাইব্রেরিয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	গ্রন্থাগার বিভাগে ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান)সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং যে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।
(১৪)	হিসাব রক্ষক	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির জন্য : সহকারী হিসাব রক্ষক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। সরাসরি নিয়োগের জন্য : বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী এবং হিসাব সংক্রান্ত কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।
(১৫)	উচ্চমান-সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির জন্য : অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক অথবা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। সরাসরি নিয়োগের জন্য : স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।
(১৬)	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেটসহ বাংলা ও ইংরেজী কম্পিউটার টাইপে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে, ২০ ও ২৫ শব্দের গতি।

১	২	৩	৪	৫
(১৭)	সহকারী হিসাব রক্ষক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী এবং হিসাব রক্ষণ কাজে অভিজ্ঞতা।
(১৮)	ব্যক্তিগত সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির জন্য : অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। সরাসরি নিয়োগের জন্য : স্নাতক ডিগ্রী, তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(১৯)	বেঞ্চ সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির জন্য : সহকারী বেঞ্চ সহকারী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। সরাসরি নিয়োগের জন্য : আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী, তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(২০)	কম্পিউটার অপারেটর	-	The computer Personnel (Government and Local Authorities) Recruitment Rules, 1985 অনুযায়ী।	
(২১)	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	The computer Personnel (Government and Local Authorities) Recruitment Rules, 1985 অনুযায়ী।	
(২২)	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেটসহ বাংলা ও ইংরেজী কম্পিউটার টাইপে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে, ১৫ ও ২০ শব্দের গতি।
(২৩)	সহকারী বেঞ্চ সহকারী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী, তবে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।

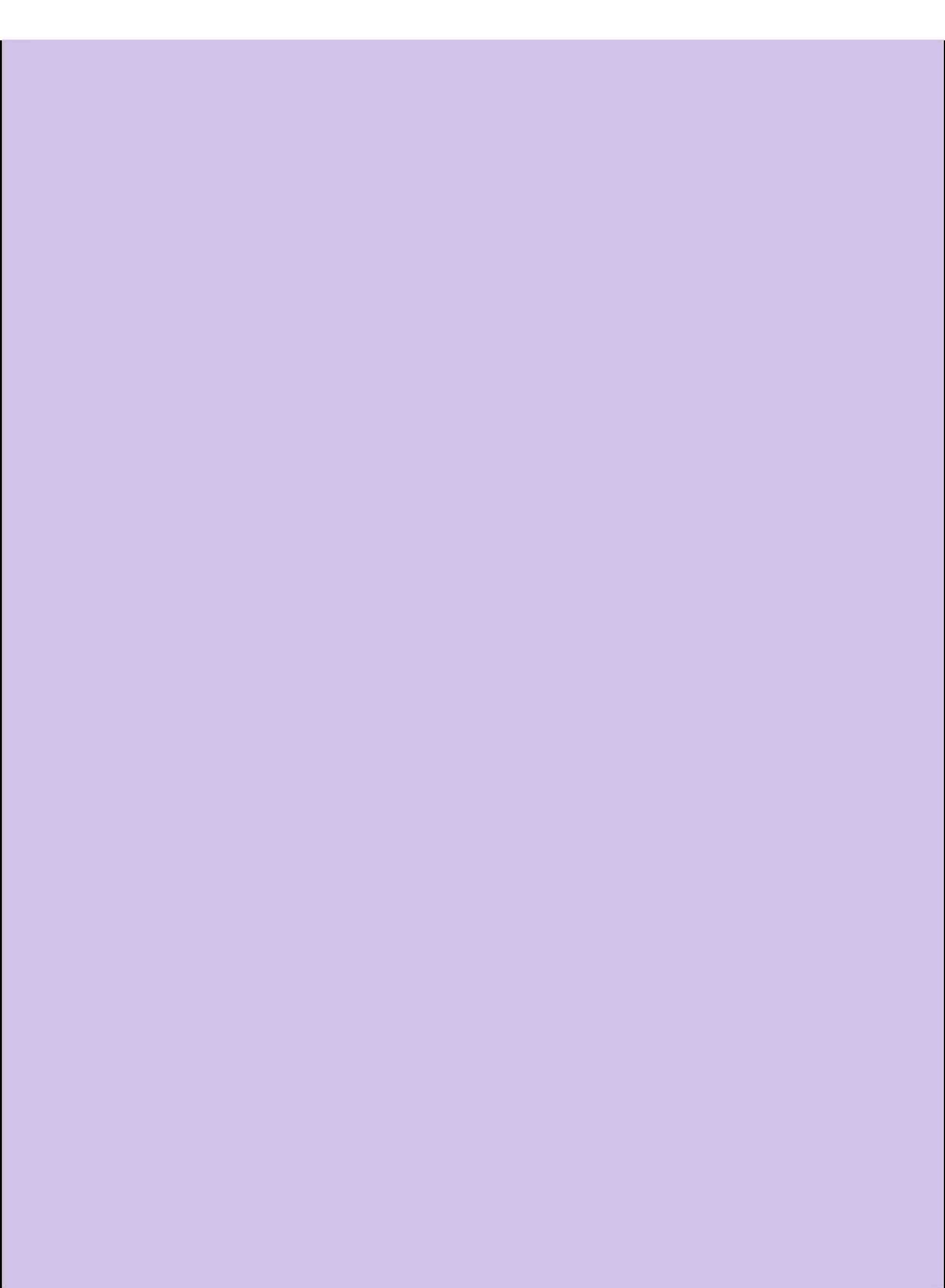
১	২	৩	৪	৫
(২৪)	গাড়ী চালক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	গাড়ী চালনায় বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পাস, তবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(২৫)	ডেসপাস রাইডার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	হাল্কা গাড়ী বা মোটর সাইকেল চালনায় বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
(২৬)	প্রসেস সার্ভার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তবে আদালতে কাজ করিবার অভিজ্ঞা-সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(২৭)	জমাদার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণী পাস, তবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(২৮)	অর্ডারলি	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণী পাস, তবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইবে।
(২৯)	এমএলএসএস	-		আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে
(৩০)	পিয়ন	-		আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে
(৩১)	নৈশ গ্রহরী	-		আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে
(৩২)	ক্রিনার	-		আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনডিসি
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট - ঢ
তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরম সমূহ



ফরম 'ক'
তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র
[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

-----,
----- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
----- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

- ১। আবেদনকারীর নাম :
- পিতার নাম :
- মাতার নাম :
- বর্তমান ঠিকানা :
- স্থায়ী ঠিকানা :
- ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) :
- ২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) :
- ৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/ :
- লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)
- ৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা :
- ৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :

আবেদনের তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম 'গ'
আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

-----,

----- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

----- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

- ১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা :
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)
- ২। আপীলের তারিখ :
- ৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার :
কপি (যদি থাকে)
- ৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে :
তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)
- ৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :
- ৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) :
- ৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি :
- ৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন :
- ৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে :
উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন

আবেদনের তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ক'
অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর

প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ----- ।

- ১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা :
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)
- ২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ :
- ৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে :
তাহার নাম ও ঠিকানা
- ৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :
(প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)
- ৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে :
অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি
সংযুক্ত করিতে হইবে)
- ৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা :
- ৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় :
কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

Bangladesh



জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহ :

কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুড়া, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, যশোর, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বাঞ্চণবাড়িয়া, বরিশাল, বাগেরহাট, বান্দারবান, শরিয়তপুর, ঝিনাইদহ, পাবনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, নোয়াখালী, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিলেট, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার জেলা। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলা।।

প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- “নিউজ টুডে”, “নিউ এইজ”, “মিডিয়া ওয়াচ”, “সমকাল”, “দি ইনডিপেন্ডেন্ট”, দি ডেইলি সান, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, “যায়যায় দিন”, “যুগান্তর”, “সংবাদ”, “আমাদের সময়”, “প্রথম আলো”, “কালের কণ্ঠ”, “জনকণ্ঠ”, এবং “ডেইলি স্টার”।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- ‘ইটিভি’, ‘আরটিভি’, ‘দেশ টিভি’, ‘এনটিভি’, ‘চ্যানেল আই’ “আইস টুডে”, “আরটিভি”, “ইটিভি”, “এটিএন”, “এনটিভি”, “বিটিভি” ‘মাছরাঙ্গা টিভি’ প্রভৃতি।
- সংবাদ সংস্থা বিশেষ করে “বাংলাদেশ বেতার”, “বিবিসি”, “ভোয়া”, “বিডি-২৪”, “বিএসএস” প্রভৃতির সাথে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নকল্পে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা।

সৌজন্য সাক্ষাৎকার :

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে আলোচনা :

- জার্মানী, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক ও চীন ইত্যাদি।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা :

- ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইন্টারনেশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট ইউএসএআইডি, প্রভৃতি।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা :

- ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’, ‘এমআরডিআই’, ‘রিসার্চ ইনশিয়েটিভ্‌স, বাংলাদেশ’, ‘আর্টিকেল-১৯’, ‘ব্র্যাক’ ‘কমিউনিটি রেডিও’, ‘ইন্টার-কোঅপারেশন’, ‘এলকপ’, ‘নাগরিক উদ্যোগ’, ‘আরডিআরএসএস’, ‘গভর্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম’, ‘গণস্বাক্ষরতা অভিযান’, ‘আইন ও শালিস কেন্দ্র’, ‘আদিবাসী পরিষদ’, ‘উন্নয়ন কথা’, ‘CIS ও UNIC কর্তৃক তথ্য সাক্ষরতা’ ‘মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ, কুষ্টিয়া’ ব্লাস্ট, প্রভৃতি।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে আলোচনা :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থাসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এলজিইডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জনতা ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রভৃতি।

আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ :

- ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ‘Third Programme on Right to Information for Commonwealth Countries’ শীর্ষক Regional Workshop এ তথ্য কমিশনের সচিব এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ।

জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহ :

কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুড়া, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, যশোর, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বাঞ্চণবাড়িয়া, বরিশাল, বাগেরহাট, বান্দারবান, শরিয়তপুর, ঝিনাইদহ, পাবনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, নোয়াখালী, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিলেট, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার জেলা। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলা।।

প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- “নিউজ টুডে”, “নিউ এইজ”, “মিডিয়া ওয়াচ”, “সমকাল”, “দি ইনডিপেন্ডেন্ট”, দি ডেইলি সান, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, “যায়যায় দিন”, “যুগান্তর”, “সংবাদ”, “আমাদের সময়”, “প্রথম আলো”, “কালের কণ্ঠ”, “জনকণ্ঠ”, এবং “ডেইলি স্টার”।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- ‘ইটিভি’, ‘আরটিভি’, ‘দেশ টিভি’, ‘এনটিভি’, ‘চ্যানেল আই’ “আইস টুডে”, “আরটিভি”, “ইটিভি”, “এটিএন”, “এনটিভি”, “বিটিভি” ‘মাছরাঙ্গা টিভি’ প্রভৃতি।
- সংবাদ সংস্থা বিশেষ করে “বাংলাদেশ বেতার”, “বিবিসি”, “ভোয়া”, “বিডি-২৪”, “বিএসএস” প্রভৃতির সাথে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নকল্পে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা।

সৌজন্য সাক্ষাৎকার :

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে আলোচনা :

- জার্মানী, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক ও চীন ইত্যাদি।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা :

- ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইন্টারনেশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট ইউএসএআইডি, প্রভৃতি।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা :

- ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’, ‘এমআরডিআই’, ‘রিসার্চ ইনশিয়েটিভ্‌স, বাংলাদেশ’, ‘আর্টিকেল-১৯’, ‘ব্র্যাক’ ‘কমিউনিটি রেডিও’, ‘ইন্টার-কোঅপারেশন’, ‘এলকপ’, ‘নাগরিক উদ্যোগ’, ‘আরডিআরএসএস’, ‘গভর্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম’, ‘গণস্বাক্ষরতা অভিযান’, ‘আইন ও শালিস কেন্দ্র’, ‘আদিবাসী পরিষদ’, ‘উন্নয়ন কথা’, ‘CIS ও UNIC কর্তৃক তথ্য সাক্ষরতা’ ‘মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ, কুষ্টিয়া’ ব্লাস্ট, প্রভৃতি।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে আলোচনা :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থাসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এলজিইডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জনতা ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রভৃতি।

আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ :

- ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ‘Third Programme on Right to Information for Commonwealth Countries’ শীর্ষক Regional Workshop এ তথ্য কমিশনের সচিব এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ।

জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহ :

কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুড়া, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, যশোর, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বাঞ্চণবাড়িয়া, বরিশাল, বাগেরহাট, বান্দারবান, শরিয়তপুর, ঝিনাইদহ, পাবনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, নোয়াখালী, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিলেট, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার জেলা। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) উপজেলা।।

প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- “নিউজ টুডে”, “নিউ এইজ”, “মিডিয়া ওয়াচ”, “সমকাল”, “দি ইনডিপেন্ডেন্ট”, দি ডেইলি সান, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, “যায়যায় দিন”, “যুগান্তর”, “সংবাদ”, “আমাদের সময়”, “প্রথম আলো”, “কালের কণ্ঠ”, “জনকণ্ঠ”, এবং “ডেইলি স্টার”।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- ‘ইটিভি’, ‘আরটিভি’, ‘দেশ টিভি’, ‘এনটিভি’, ‘চ্যানেল আই’ “আইস টুডে”, “আরটিভি”, “ইটিভি”, “এটিএন”, “এনটিভি”, “বিটিভি” ‘মাছরাঙ্গা টিভি’ প্রভৃতি।
- সংবাদ সংস্থা বিশেষ করে “বাংলাদেশ বেতার”, “বিবিসি”, “ভোয়া”, “বিডি-২৪”, “বিএসএস” প্রভৃতির সাথে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নকল্পে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা।

সৌজন্য সাক্ষাৎকার :

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে আলোচনা :

- জার্মানী, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক ও চীন ইত্যাদি।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা :

- ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইন্টারনেশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট ইউএসএআইডি, প্রভৃতি।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা :

- ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’, ‘এমআরডিআই’, ‘রিসার্চ ইনশিয়েটিভ্‌স, বাংলাদেশ’, ‘আর্টিকেল-১৯’, ‘ব্র্যাক’ ‘কমিউনিটি রেডিও’, ‘ইন্টার-কোঅপারেশন’, ‘এলকপ’, ‘নাগরিক উদ্যোগ’, ‘আরডিআরএসএস’, ‘গভর্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম’, ‘গণস্বাক্ষরতা অভিযান’, ‘আইন ও শালিস কেন্দ্র’, ‘আদিবাসী পরিষদ’, ‘উন্নয়ন কথা’, ‘CIS ও UNIC কর্তৃক তথ্য সাক্ষরতা’ ‘মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ, কুষ্টিয়া’ ব্লাস্ট, প্রভৃতি।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে আলোচনা :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থাসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এলজিইডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জনতা ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রভৃতি।

আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ :

- ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ‘Third Programme on Right to Information for Commonwealth Countries’ শীর্ষক Regional Workshop এ তথ্য কমিশনের সচিব এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ।



তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

টেলিফোন : ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮, ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮

ই-মেইল : diainfocom.bd@gmail.com

ওয়েব-সাইট : www.infocom.gov.bd